INDEX

Date		Page

The 22nd March, 1973.

The 23rd March, 1973.

The 26th March, 1973.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 22nd March, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building (Ujjwanta Palace), Agartala on Tursday' the 22nd March, 1973 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Dy. Ministers, the Deputy Speaker and 49 Members.

Mr. Speaker –To-day in the list of buisness are the following questions to be answered by the Minister concerned. Short Notice Question by Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Short Notice Question No. 1011

Shri Sukhamoy Sen Gupta—No. 1011

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার রুটি তৈরীর কারখানা (বেকারী) গুলি ময়দার অভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে ;

২। ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্র হইতে ময়দার কোনও বরাদ্দ আছে কি না ?

উত্তর

১। ময়দার অভাবে কোন বেকারী বন্ধ হওয়ার খবর সরকার পান নাই।

২। না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বেকারীগুলি সরকার হইতে কোন ময়দা না পাওয়ায় ব্ল্যাকে অত্যধিক দাম দিয়ে তাদের ময়দা কিনতে হয় এবং ব্ল্যাক মার্কেটে সেই ময়দা কোথা থেকে আসে। বেকারীগুলি কোথা থেকে ময়দা পায় এবং ব্ল্যাক মার্কেটে সেই ময়দা কোথা থেকে আসে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ময়দা সাধারণতঃ তারা বিভিন্ন জায়গা হইতে নিয়ে আসে। আগে এইরকম একটা সিষ্টেম ছিল—ময়দা আসাম থেকে শিলচর থেকে নিয়ে আসতো। এখন আসাম গভর্ণমেন্ট থেকে একটা রেস্ট্রিকশান আসে, তারপর থেকে আর এটি হচ্ছেনা। আর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের ময়দা বলে কোন এলটমেন্ট হয়না, আমাদের হুইট এলটমেন্ট হয় এবং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যে হুইট এলটমেন্ট আসে তা থেকে ময়দা করে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন ময়দার অভাবে কারখানা বন্ধ হওয়ার সংবাদ নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখবেন যে ময়দা নিয়মিত না পাওয়ায় জন্য বেকারীগুলি ব্ল্যাক মার্কেট থেকে অত্যধিক দামে ময়দা কিনার জন্য বহু কর্মী এই বেকারীগুলি বেকারী কর্মীকে ছাঁটাই করেছেন এবং এর ফলে আজকে বহু পরিবার বিপদগ্রস্ত হয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার,এই ধরণের সংবাদ আমার কাছে নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ত্রিপুরা সরকারের আনুকুল্যে পানিসাগরে একটি ময়দার কল খোলা হয়েছিল এই বেকারীগুলিকে নিয়মিত ময়দা সাপ্লাই করার করার জন্য। পানিসাগরে ২।৩ বছর পূর্বে একটি ময়দার কল খোলা হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমি আপাতত কোন সংবাদ দিতে পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ত্রিপুরা সরকার বাফার ষ্টক করার জন্য আমাদের টাকা বরাদ্দ আছে—তাতে ময়দা অন্তর্ভুক্ত কি না সেই ষ্টকের মধ্যে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বরাদ্দটা আসাম থেকে নিয়ে আসতো তখন মাঝে মাঝে আমরা এনে রাখতাম—এখন সেই সিষ্টেম আর নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে সরকার কি প্রয়োজন মনে করেন না বাফার স্টকে ময়দা সংগ্রহ করার?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন হুইট যা আছে তার থেকে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা—ভবিষ্যতে যাতে এটা সুরাহা হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোথা থেকে আসছে—মন্ত্রীমহোদয় বলছেন আমরা আনছিনা—তবে কোথা থেকে আসছে। কিছু স্টক তাহলে আপনারা আনছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমরা হুইট যা পাই তা আমরা এখানে আটার কলগুলিতে ময়দা করে বেকারীগুলিতে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আগে যে সিষ্টেম ছিল আমাদের উপর আসতো না, ময়দাটা সাধারণতঃ আসাম থেকে আসতো, শিলচর থেকে আসতো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে ময়দার সরবরাহ কম থাকায় রুটির দাম বেরে গিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন খবর নাই, তবে এটা স্বাভাবিক এটা হতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু এই অভাবে ময়দার অভাবের জন্য এই একটা সংকট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আরও হবে। সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টায় কোন মিল থেকে—আসাম বা অন্য কোন ষ্টেটের মিল থেকে—কলিকাতা বা বিহারের কোন মিল থেকে সরকার সরাসরি ভাবে ময়দা আমদানি করে ময়দার এই যে এক। সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেটি নিরসনের চেষ্টা করবেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আপাততঃ আমাদের হুইট এলটমেণ্ট থেকে চেষ্টা করছি—ভবিষ্যতে মাননীয় সদস্যের সাজেশান মনে থাকবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রশ্ন নং ২১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ২১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর—কৈলাসহর রাস্তায় যাদের জমি পড়েছে তাদের অনেকের জমি এক্যুইজিশান না করে রাস্তার কাজ সুরু করা হয়েছে?

২। ইহা কি সত্য যে এই মর্মে সরকার অনেক লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন?

৩। সত্য হইলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, একজন জমির মালিক ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেছে।

৩। আইন অনুযায়ী দখলীকৃত জমির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে এই রাস্তার অনেক জমি যারা পুনর্বসতি পেয়েছিলেন তাদের জমিও গিয়েছে।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—যাদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা গেছে, তাদের সবটাই ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান প্রশ্নে জড়িত, সেটা হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে দীর্ঘদীন যাবত খাস জমিতে বসবাস করেছে অথচ যাদের সেটেলমেণ্ট হয় নি, এইরকম বহু জমি এই রাস্তার মধ্যে পড়েছে?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড দেখা যাবে, ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশানের প্রশ্ন উঠবে যখন, তখন সেগুলি দেখা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে যাদের এখনও সেটেলমেণ্ট হয়নি এবং যারা উচ্ছেদ হচ্ছে এই রাস্তা তৈরীর ফলে, তাদের বিকল্প পুনর্বাসন পাবেন কি না?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—আইনতঃ যা দেওয়া সম্ভব তা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন রাস্তার জন্য যখন জমি নেওয়া হয়, রাস্তার ব্যাপারে কোন জায়গা এ্যাকুয়ার করার আগে সেই এ্যাকুয়ার করার ফলে যারা উচ্ছেদ হবে, তাদের পুনর্বসতি সম্পর্কে সরকার ভাবেন কিনা? টাকার প্রশ্ন নয়।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—রাস্তা যখন করা হয়, তখন এটার এষ্টিমেটের সংগে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশানের টাকাটা ধরা হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৯ স্যার।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) আগরতলা সদর এলাকার রাণীর গাঁও—জারুল, বাছাই রাস্তার (পি, ডবলু, ডি রোড) হাওড়া নদীর উপর পুল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে তাহা আগামী আর্থিক বছরে (১৯৭৩—৭৪) করার সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) ক্রমানুসারে যথা সময়ে বিবেচনা করা হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন সম্পর্কে—যদিও এটা এ্যাডমিটেড হয়েছে, প্রশ্নটা, সেইজন্য আমি উত্তর দিয়েছি কিন্তু এই সম্পর্কে এর আগে একটা প্রশ্ন ছিল, একই সম্পর্কিত প্রশ্ন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যখন এ্যাডমিট করেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন, আমি একটা সাপ্লিমেন্টারী করতে চাই, আমি বেশী সময় নিতে চাই না।

মিঃ স্পীকার :—একটা প্রশ্ন করুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ রাস্তাটার উপর পুলের কথাটা যে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং তার প্রাপ্তি সংবাদও পেয়েছি যে সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমি একটা এ্যাসুরেন্স চায় যে আগামী আর্থিক বছরে অন্ততঃ সেখানে একটা ফুট ব্রীজ করা যায় কি না সেখানে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এটা আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, যতটুকু মনে পড়ে যে ক্রমানুসারে সেগুলি গ্রহণ করা হবে, যদি ক্রমিক অনুসারে এটা হয়ে যায়, তাহলে আমাদের আপত্তি নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই—কমলপুর একটি রাস্তা করার জন্য জরীপ হইয়াছে ,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহা হইলে উক্ত রাস্তাটি খোয়াই সহরের কোন স্থানে মিলিত হইবে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) খোয়াই সন্নিকটস্থ বাঁচাইবাড়ী হইতে রাস্তাটি আরম্ভ হইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটার জন্য কত টাকার এষ্টিমেট হয়েছে এবং সেই এষ্টিমেটের টাকার মধ্যে ১৯৭২—৭৩ সালে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে এখন রেডিমেড আনসার আমার কাছে নেই তবে আমি পরে এটা বলব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য যে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এষ্টিমেটের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার টাকা সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ, তাতে রাখা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আগের উত্তরে বলেছি এই সম্পর্কে বলা এখন সম্ভব না, এটা আমি পরে বলে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ১৫ মাইল রাস্তা, এটা না থাকার জন্য ১০০ মাইল রাস্তা ঘুরে মানুষকে কমলপুর থেকে খোয়াই যেতে হয়, এই গুরুত্বে এই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা রিলিভেন্ট নয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই রাস্তাটা যে বাঁচাইবাড়ী হয়ে যাবে বলেছেন, সেটা ভায়া গোপাল নগর যাবে কি?

শ্রীএস, এল, সেনগুপ্ত : —এটা গোপাল নগর হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯৫।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯৫ স্যার.

প্রশ্ন

১) বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ৭৯ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে।

২) তন্মধ্যে এস, সি, কতজন, এস, টি, কতজন, ও বর্ণ হিন্দু কতজন।

৩) দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরা জিলার কোন্ কোন্ জিলার কতজন, এবং

৪) কত হাজার কর্ম্মপ্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়াছিল?

উত্তর

১) মোট ১,৫৫০ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২) তন্মধ্যে তপশিলী জাতি—১৮৩ জন,
তপশিলী উপজাতি—৪০৩ জন, বর্ণ হিন্দু—৯৫৫ জন।

৩) জিলা ভিত্তিক হিসাব—দক্ষিণ ত্রিপুরা —২৮৮, পশ্চিম ত্রিপুরা—১,০২০, উত্তর ত্রিপুরা—২৩৮।

৪) ১৭,৫৮১ জন।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—চাকুরী ক্ষেত্রে সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইবসের পারসেন্টেজ কত?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ : —এস, টি, হল—৩১·৫ পারসেন্ট, এস, সি, হল—১০·৫ পারসেন্ট।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—দক্ষিণ ত্রিপুরার কতজন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—২৮৮ জন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাবডিভিশন কয়টি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—চারটি সাবডিভিশন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই চারটি সাবডিভিশনের কোন জায়গায় কত জন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—সাবডিভিশন ওয়াইজ ফীগার এখন আমার কাছে নাই, জেলা ভিত্তিক আছে। সাবডিভিশন ওয়াইজ পরে জানাব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ফাঁকি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি দক্ষিণ ত্রিপুরায় কতজন ইন্টারভিউ দিয়ে ছিল ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—দক্ষিণ জিলায় ইন্টারভিউ দিয়েছিল ৫৩১২ জন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কি পারসেন্টেজ অনুযায়ী কত জনকে চাকুরী দেওয়া উচিত ছিল এবং কতজন বাকী রয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—কোটা অনুযায়ী চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আর পারসেন্টেজ যেটা সেইটা হলো ১০·৫ পার্সেন্ট আর এস, টি, হলো ৩১·৫ পার্সেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের মধ্যে কতজন প্রার্থী ছিল এবং তাদের যে প্রাপ্য একরডিং টো র‍্যাশিও তা থেকে কতকম পেয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল' ১) বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গত ৭৩ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ২) তন্মধ্যে এস, সি, কতজন, এস, টি, কতজন ও বর্ণহিন্দু কতজন ৩) দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরা জিলার কোন কোন জিলার কতজন এবং ৪) কত হাজার কর্ম্মপ্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিল ? আমি উত্তর দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে এইটা কমপ্লিট করতে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :—আমি তাকে অনুরোধ করবো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেন জবাব দেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যে প্রশ্ন এখানে রাখা হয়েছে যে পার্সেন্টেজ যেটা দেওয়া আছে সে পার্সেনটেজের মধ্যে ইলিজিবল ক্যাণ্ডিডেট যারা তার পার্সেনটেজ কাভার করতেই হবে। এইটা যদি না হয়ে থাকে তা পূরণ করা হবে। ইলিজিবল ক্যাণ্ডিডেট বলতে অনেক সময় বিশেষ করে আমি ট্রাইবেলদের সম্বন্ধে বলছি তাদের যে সব দরখাস্ত ছিল, প্রায় কেন, যতটুকু ইনফরমেশন আছে প্রায় সকলেরই চাকুরী হয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু হয়তো বাদ থাকতে পারে, যাদের ইনটারভিউ হয় নি বা দেওয়ার সময় পায় নি, দিতে পারেনি এমন সব ক্ষেত্রে বাকী রয়েছে। কিন্তু পার্সেনটেজ পূরণ করার প্রয়োজন হলে তাদেরকেও আমরা চাকুরী দিয়ে দেব বিশেষ ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে। আর সিডিউল্‌ড কাষ্টের ব্যাপারে পার্সেনটেজ পূরণ করা হবে এবং সেইটা আমি জানি না যে সব চাকুরী বেড়িয়ে গেছে কি না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে সিডিউল্ড কাষ্টদের ব্যাপারে যে পার্সেনটেজ সে পার্সেনটেজ পূরণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার : ..অর্ডার, অর্ডার প্লিজ।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি উদয়পুরে কতজন, সাবরুমে, অমরপুরে এবং বিলোনীয়ায় কতজনের চাকুরী হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় সদস্য নিশীবাবু যে বলেছেন সেইটা সেপারেট প্রশ্ন হওয়া উচিত। সেপারেট প্রশ্ন করলে পরে জানাবো।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে কিসের উপর নির্ভর করে এই চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? কি ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, ইন্টারভিউর ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—ইন্টারভিউ তো দিয়েছে ১৭ হাজারের মত, চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিসের উপর ভিত্তি করে ?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা সকলেই যদি এক সংগে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে কি করে মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে উত্তর আশা করেন ?

শ্রীতাপস দে :—আমার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি স্যার, আমি বলেছিলাম মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি জানাবেন যে কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে, যারা চাকুরী পেয়েছেন, তারা কিভাবে পেয়েছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলছি যে ইনটারভিউ যারা পেয়েছেন তারা ইনটারভিউর ভিত্তিতে পেয়েছেন। এবং ইনটারভিউর মধ্যে, যারা ইনটারভিউ দিয়েছে তাদের, বয়স, কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি বিচার করা হয়েছে এবং চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে সমস্ত তপশিলী জাতি যারা কনটিনজেনট হিসাবে কাজ করছেন তাদেরকে রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আগে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের জবাব মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। কি ভিত্তিতে করা হয়েছে সেটা ইন্টারভিউ এর প্রশ্ন আর ভিত্তিটা ডিজার্ভিং বলে একটা মোটামুটি ঠিক করা হয় যে ডিজার্ভিং, মেরিটরিয়াস। মেরিটের প্রশ্ন আছে আর বয়সের প্রশ্ন আছে। এইসব মিলিয়ে সিলেকশান হয়ে থাকে এবং এইজন্য একটা বোর্ড করা হয়েছে। বোর্ড এইসব বিবেচনা করে সিলেকশান করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সাবরুমের করুণা চৌধুরী, তাকে একবার গ্রাম সেবকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তা নিতে রাজী হন নি বলে ১৪।৩ তারিখে তাকে শিক্ষিকার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন ভদ্র মহিলা দুইটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। এটা কোন্ নীতির ভিত্তিতে হয়েছে জবাব দিবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আগেই বলা হয়েছে যে ইণ্টারভিউ এবং বোর্ড তার ফর্ম যেটা অ্যাপলিকেশান কল করা হয়েছিল সবটা মিলিয়ে সেটা করা হয়েছিল। যদি কেউ দুই জায়গায় দুইভাবে ফর্মে লিখে থাকে তাহলে হেরফের হয়ে যেতে পারে। সেটা যদি নোটিশে আসে তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণতঃ ডিজার্ভিং যে ক্যাটাগরী তার মধ্যে যদি না পড়ে কিংবা ফলস ইনফরমেশান হয় তাহলে তার চাকরী যাবে এই রকম একটা প্রভিশান দেওয়া আছে। কাজেই ইতিমধ্যেই যেসব বোর্ডের নোটিশে এসেছে যে কোন জায়গায় হেরফের হয়েছে সেই জায়গায় চাকরী নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে হাউসের সামনে যে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে এবং সাপলিমেণ্টারী করা হয়েছে সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের যে নীতি সেই নীতি কোন আঞ্চলিকতার নীতি নয়, এটা কোন গাঁও সভার ভিত্তি নয় এটা কোন কনষ্টিটুয়েন্সীর ভিত্তি নয়। এটা করা হয়েছে মেরিটবিয়াস দেখে এবং বয়সের অনুপাতে।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে নীতির কথা তিনি বললেন সেটা যদি বোর্ড পালন না করে থাকেন তাহলে অফিসার যারা এই বোর্ডে ছিলেন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—যদি কোনরকম অভিযোগ থাকে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হবে।

শ্রীঅখিল সরকার :—মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সিনিয়রিটি, মেরিট এবং দারিদ্র্য। তপশিলী জাতির কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের শ্রীমতী পারুলপ্রভা দাস ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশান সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করে তিনি গণ ইণ্টারভিউ সহ ২৯টা ইণ্টারভিউ দিয়েছেন। এর পরও যদি চাকুরী না হয় তাহলে তার কারণ কি এবং এই সম্পর্কে তদন্ত করবেন কিনা?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—বলা হয়েছে যে যদি কোন অভিযোগ থাকে তা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ১৯৭১ সনে পাশ করেছে এইরকম কত মেয়ে এবং ছেলের চাকরী হয়েছে এবং ১৯৬৫ সালে পাশ করেছে তাদের কত চাকরী হয়েছে?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হয়েছে মেরিট, বয়স, ইত্যাদি সব মিলিয়ে চাকরী হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—যে নীতির কথা বললেন, এই নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে এমন কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এইগুলি এনকোয়্যারী করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—নাম্বার বলতে পারেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—নাম্বার বলতে পারি না, তবে কতগুলি দেখা হচ্ছে এবং ডেফিনিট স্টেপ নেওয়া হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—বুঝা যাচ্ছে যে তপশিল জাতির জন্য যে রেশিও দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কথায় বুঝা যাচ্ছে সেটা পুরণ করা হয় নি। অথচ আমরা জানি তপশীল জাতির একটা বিরাট অংশ কন্টিনজেন্টের কাজ করছে। তাদের কন্টিনজেন্ট থেকে এনে রেগুলার করা হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে পারসেনটেজটা আমরা পুরণ করব।

শ্রীঅনিল সরকার :—কন্টিনজেন্ট যারা তাদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কন্টিজেন্টের প্রশ্ন নয়। তারা যদি ডিজার্ভিং হয়ে থাকে তাহলে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কন্টিনজেন্ট করা হয়েছিল তার কোন বেসিস আছে ?

মিঃ স্পীকার :—This is leyond the main question. The scope of the supplementary question should not be wider than the original one.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—যে ফর্ম দেওয়া হয়েছিল ইন্টারভিউ এর সময়ে যে কোন পরিবারে যদি কোন চাকুরে থাকে তাহলে চাকরী দেওয়া হবে না এই কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু যদি ডাবল চাকরী হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কমিটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেই কমিটিতে কতজন আছে এবং তাঁরা কে কে এবং বর্তমানে কতজন রয়েছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান মনে হয়।

Mr. Speaker :—This is not related to this question. You may ask separate question.

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ইহা কি সত্য যে সিডিউলড কাষ্ট যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তাদের কয়েকজনের চাকুরী হয়েছে এবং কয়েকটি পোষ্ট বাকী রয়েছে যদি এমন ঘটনা হয়ে থাকে এখনও অনেকে চাকরী পায় নাই তবে তাদের অবিলম্বে চাকরী দেওয়া হবে কি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান হতে পারে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহংধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—প্রশ্ন নং ১৫২।

মিঃ স্পীকার :—১৫২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ১৫২।

প্রশ্ন

১) দামছড়া হইতে খেদাছড়া রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

২) গ্রহণ করিয়া থাকিলে ঐ রাস্তার কতদুর অগ্রসর হইয়াছে ?

৩) ১ নং, ২নং এর উত্তর না হইলে উহার কারণ ?

উত্তর

১। হাঁ।

২) মেরামতির কাজ করা হইতেছে।

৩) এই সমস্ত রাস্তার উন্নয়নের কাজকর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হইবে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তাহলে বর্তমান ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরের মধ্যে এই রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল হওয়ার উপযোগী হবে বলে আশা করতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তা সম্পর্কে একটু কথা বলতে হয় যেটা ক্রমিক অনুসারে—হয়তো প্রথম দিকে চলে আসবে কারণ এটা প্রায় বর্ডারের সংগে দিয়ে চলে গেছে সেজন্য ক্রমানুসারে এটা এসে যাবে। আশা করা যায় নেক্‌ষ্ট ইয়ারে আরম্ভ করা যাবে।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পি, ডব্লিও ডি, টেক আপ করেছে এটা কোন সনে টেক আপ করেছে—রাস্তাটি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তা টেক আপ করা হয়েছে—কোন সনে সেটি হয়েছে সেটি আমার কাছে নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন মেরামতির কাজ হচ্ছে রাস্তা—হয় নাই সেখানে মেরামতির কাজ কি করে হল। মাননীয় মন্ত্রী সেটার জবাব দিন তো ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তাটি ফুট পাথ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বলে এই রাস্তা মেরামতির কাজ পি, ডব্লুও, ডি, করছেন।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—ইহা কি সত্য গত জুলাই মাসে ঐ রাস্তায় জংগল কাটিং করা হয়েছিল পি, ডব্লিও, ডি,র অর্থে এবং এখন জংগল সেখানে পরিপূর্ণ হয়েছে রাস্তার কোন নাম গন্ধও সেখানে নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে মেরামতির কাজ চলছে এই মেরামতির কাজ জংগলও হতে পারে আবার মাটিও হতে পারে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আর্বান রোড ডেভেলাপমেন্ট এবং রুরেল রোড ডেভেলাপমেন্ট এই ব্যাপারটায় পার্শিয়ালিটি হয়ে থাকে।

Mr. Speaker :—This is a separate question Hon'ble Member. You may ask separate question. Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudhury :—Question No. 321.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—321

STARRED QUESTION NO. 321
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নিদয়া গাঁও সভার জনসাধারণ (সোনামুড়া ব্লক) সোনামুড়া বিভাগের অন্তর্গত নিদয়ার কুরুইলা ছড়ার গতি পরিবর্তন করিয়া তিনডেপা, ভবাণীপুর এবং আজগর রহমানপুর শস্য ক্ষেত্রের সেচ কাজের জন্য কোন দাবী করিয়াছেন কি?

২) যদি করে থাকেন এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১) পূর্ত্তদপ্তর অবগত নহেন।

২) এ প্রশ্ন উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—প্রশ্ন নং ৩২৬।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—প্রশ্ন নং ৩২৬।

STARRED QUESTION NO. 326
By Shri Sunil Ch. Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কমলপুর মহকুমার বাগ্রাপাড়া এবং শিকারীবাড়ী মৌজায় লোকালয় সংলগ্ন স্থান বনবিভাগ Plantation এর ব্যবস্থা করিতেছেন গ্রামবাসীদের আপত্তি সত্বেও?

উত্তর

১) না, মহাশয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রশ্ন ছিল চাম্রাইপাড়া—টাইপে ভুল হয়েছে বাগ্রাইপাড়া—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন ৪০ হেক্টার জমিতে করা হয়েছে—আমার প্রশ্ন ছিল সেখানের আদিবাসী জনসাধারণের আপত্তি উত্থাপন করেছে ওই প্ল্যান্টেশান করার ব্যাপারে—আমাদের যথেষ্ট রিজার্ভ বনভূমি থাকা সত্বেও সেখানে কেন করা হল—বাড়ীর সংগে

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এখন যে প্ল্যান্টেশান হতে চলছে তার পাশাপাশি আদি-বাসীদের কোন বাড়ী নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি আমাদের বিরাট রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা রয়েছে...আঠার মুড়া বড়মুড়া পাহারের উপর সেখানে প্ল্যান্টেশান না করে লোকালয়ের কাছে করা হচ্ছে কেন যার ফলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে স্থানীয় আদিবাসীদের

বিরুদ্ধে প্রতি বছরই মামলা করে—আদিবাসীরা বনে যেতে পারে না তাদের অনেকেই ছন বাঁশ কেটে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়— বিরাট এলাকা রয়েছে সেখানে কেন করা হচ্ছে না— আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও লোকালয়ে কেন করা হচ্ছে লোকালয়ের দূরে কেন করা হচ্ছে না আমার প্রশ্ন হল সেখানে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—আমাদের যে প্ল্যান্টেশান আছে তাতে বেশী দূর যেতে হলে আমাদের রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন সেজন্য...(গণ্ডগোল)...কাজেই আমরা দূরে যেতে চেষ্টা করছি। কিন্তু একটা কথা আমরা রাস্তা ঘাট করে লোকালয়ের কাছ থেকে দূরে প্ল্যান্টেশান করলেও পরে ক্রমশ: জনবসতিও আমাদের কাছে এসে যায় আর সংরক্ষিত বন থাকে না—আগে থাকলেও পরবর্তী সময়ে আর থাকে না জনবসতি হয়ে যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টে এই বিধান রয়েছে—ন্যাচারেল বাউণ্ডারী দেখে ডিমার্কেশান এবং রিজার্ভ ফরেষ্ট করতে হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত রিজার্ভ এবং প্ল্যান্টেশান করেছেন—যেমন খোয়াই এবং সদরের এবং অন্যান্য জায়গায় অধিকাংশ রিজার্ভ হয়েছে যার ন্যাচারেল বাউণ্ডারী নাই যার ফলে স্থানীয় লোকদের গরু মহিষ ইত্যাদি নিয়ে হয়রানী হতে হয়। এই যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টের বিরোধী কাজ করা হচ্ছে সেটির কারণ কি বলতে পারেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টের বিরোধী কোন কাজ আমরা কখনও করি নাই কারণ বলতে গেলে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন যে আগরতলা শহরের কাছাকাছি বন দপ্তরের অনেক সংরক্ষিত স্থান ছিল যখন এই রকম জায়গা পড়েছে তখনই আমরা সেই সব জায়গা ক্রমশ: রিজার্ভ মুক্ত করে দিয়েছি। যখনই আপত্তি হয়েছে সেইখানেই আমরা মুক্ত করে দিয়েছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কমলপুরের চাম্ব্রাই-পাড়া এবং শিকারী বাড়ী মৌজায় যে যে অঞ্চল আছে যা মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন সেই এলাকায় ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত স্থান কত ? তার মধ্যে সরকার থেকে কতটা প্ল্যান্টেশান করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে পারবেন কি ? আর যদি জানাতে না পারেন, তাহলে সেখানে মাননীয় সদস্য যে তার প্রশ্নের মধ্যে এনেছেন তার এনকোয়েরী করে দেখবেন কি না, নিজে যে তাঁর কথার মধ্যে সত্যতা আছে কি না, এবং সত্যতা যদি থাকে, এবং অতিরিক্ত জায়গা যদি থাকে, তাহলে গ্রামের চারপাশের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে দূরান্তর জায়গায় ফরেষ্ট পরিপূর্ণ করে তারপর ফরেষ্ট এইসব আদিবাসীদের বাড়ীর সামনে আসবে এইরকম একটা নীতি গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন উঠেছিল ইহা কি সত্য যে কমলপুর-মহকুমার বাম্রাইপাড়া শিকারী বাড়ী মৌজা এলাকার সংলগ্ন স্থান।

ভয়েস :—উনি বাম্রাইপাড়া বলছেন...

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আমার এখানে বাম্রাই আছে, আমি সেটা পড়ছি...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উত্তর দিচ্ছেন, তাঁরা বানান যদি ভুল থাকে তাহলে সেটা শুদ্ধ করে উত্তর দেবেন—কারণ বাম্রাই বলে কোন জায়গা ত্রিপুরায় নাই, তিনি সেটা সংশোধন করে উত্তর দেবেন না, তার প্রটেকশান নেবেন, হোয়াট ইজ দিস ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমার কথাটা শেষ করবার আগেই তিনি এর অর্থ করছেন উলটো। তিনি হয়তো আমার উপর অযথা বিরক্ত হয়েছেন, কাজেই আমি অনুরোধ করব আমাকে আমার কথাটা শেষ করতে দেওয়া হউক।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যের আপত্তি হচ্ছে, যেখানে জায়গার নাম হচ্ছে চম্রাইপাড়া কিন্তু আপনি কেন বাম্রাইপাড়া বলছেন ?

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—উনি কারেক্ট করছেন।

অর্ডার প্লীজ। অর্ডার প্লীজ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকালয়ে ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান করার যে প্রবণতা সেটা ত্যাগ করতে সরকার নির্দেশ দেবেন কি না এবং অতঃপর যেসব প্ল্যান্টেশান হবে সেইগুলি লোকালয় থেকে দূরে হবে কিনা, এই এ্যাসুরেন্স মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি না।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—বন রিজার্ভ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে একটা পার্টিকুলার বন রিজার্ভ'এর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে কি আছে না আছে, লোকালয়ে কোথায় আছে না আছে সেটা তদন্ত করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল বন রিজার্ভ যেখানে করা হচ্ছে, সেই বন রিজার্ভ করা নিয়ে। আজকে যেহেতু পপুলেশান বেড়ে যাচ্ছে, তার ফলে যে সমস্ত রাস্তা হচ্ছে, সেইসব রাস্তা অটোমেটিকেলী যাবে। কিন্তু বনের মধ্যে এমন লোকালয় রাখা ঠিক হবে না, হয় বন দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে নয়তো লোকালয় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই প্রশ্নের মিমাংসা হল বন রিজার্ভ করার সময় এইসব দিকগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে, আগেও হয়েছে এবং এখন এর মধ্যে একটা কনট্রাডিকশান এসে গেছে। হয় লোকালয়ের মধ্যে বন এসে গেছে অথবা বনের মধ্যে লোকালয় এসে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে এনকোয়ারী করে অনেক জায়গার বন থেকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বন দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরেকজন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুসারে বন রিজার্ভ করা হচ্ছে কিনা ? বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুসারে করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ন্যাচারেলি যে বন, সেগুলি ডিমারকেশান করা সম্ভব ছিলনা এবং এখনও সেগুলি সম্ভব হয়নি, আজকে সেটা সায়েন্টিফিক্যালী দেখা হচ্ছে। বন রিজার্ভ করার যদি প্রয়োজনীতা থাকে তাহলে এই সম্পর্কে একটু দৃঢ়ভাবে বিবেচনা করা উচিত। আমার যেটুকু জানা আছে বন বিভাগ একটা কমিটি করে বিভিন্ন জায়গায় কমিটির সদস্যরা যাচ্ছেন. এবং বিচার বিবেচনা করে যে বনটা ছেড়ে দেওয়া দরকার সেটা ছেড়ে দিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫২।

শ্রীমনছুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫২।

STARRED QUESTION NO. 352

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালে এপ্রিল থেকে ৭৩ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিজে কতগুলি Pump Set ক্রয় করেছেন এবং কৃষকদের কতগুলির জন্য Subsidy দেওয়া হয়েছে,

২। প্রাপ্ত কত সংখ্যক কৃষক Pump Set ক্রয় করেছেন ?

৩। এর মধ্যে ৩১শে জানুয়ারী ৭৩ পর্য্যন্ত কতগুলি চালু ছিল এবং কতগুলি অকেজো ছিল ?

উত্তর

১। সরকার ২০০টি পাম্প সেট ক্রয় করিয়াছেন এবং ২৩৪টির জন্য কৃষকদের ভর্তুকী দিয়েছেন,

২। ২৩৪জন কৃষক ভর্তুকীর মাধ্যমে পাম্প সেট ক্রয় করিয়াছেন।

৩। সরকার কর্তৃক ক্রীত পাম্প সেটের মধ্যে ২৪টি ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৩ইং তারিখে সাময়িকভাবে অকেজো ছিল। কৃষকগণ কর্তৃক ক্রীত পাম্প সেট ঐ তারিখ পর্য্যন্ত অকেজো থাকার কোন সংবাদ নাই।

শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস :—কৃষকরা যে সাবসিডির মাধ্যমে পাম্প সেট ক্রয় করছে, সেই পাম্প সেট ক্রয় করার সময় কৃষকদের পাম্প সেটগুলি সরকারের তরফ থেকে কোন টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে টেষ্ট করে দেখে সাপলাই দেওয়া হয়েছিল কি না কোম্পানী থেকে।

শ্রীমনসুর আলী :—সরকার থেকে টেষ্ট করা হয়েছে। আই, এ, সির মাধ্যমে আমরা টেণ্ডার দিয়েছিলাম, যে সমস্ত পাম্প সেট ভর্তুকি দেওয়ার জন্য বলেছিলাম, সেগুলি আই, এ সি, কোম্পানীর মাধ্যমে টেষ্ট করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রশ্ন করেছি যে এই যে ভর্তুকি দেয়, কোম্পানী এই কৃষকদের পাম্প সেট দেয় এবং কোম্পানী বিল সাবমিট করছে সরকারের কাছে এবং যেখানে সরকারের কাছে বিল সাবমিট করছে তাহলে কৃষক সরকারের কাছ থেকে পাম্প সেট নিচ্ছে এই যে নিচ্ছে. সেগুলি টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে টেষ্ট করা হয়েছে কি না।

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে পাম্প সেট দেই, সেটা বি, ডি,ও কে আমরা টাকা দিয়ে দেই, বি, ডি, ও, যারা পাম্প সেট নেয়, তারা টাকাটা সেখানে জমা দেয় বি, ডি, ও'র মারফত কোম্পানীর কাছে। ইঞ্জিনীয়ার তখন টেষ্ট করে দেখেন বলে আমার জানা নাই।

শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা জানেন, কৃষকরা অনেক মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েছে, এবং সেই ফলস সার্টিফিকেট প্রডিউস করে সরকারের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা কোম্পানী মেরে দিয়েছে, এই ধরণের খবর সরকারের কাছে আছে কি না?

শ্রীমনসুর আলী :—এই রকম কোন খবর আমাদের জানা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন পাম্প সেট দেই, তখন ব্লক ডেভলাপমেন্ট অফিসারের রিকম্যাণ্ডেশানে সেটা অর্ধেক টাকা দেই। এইরকম হওয়ার কথা নয়। এইরকম কোন স্পেসিফিক কেস যদি থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্য বলতে পারেন, আমরা সেটা দেখব।

Mr. Speaker .—The Question hour is over, The Ministers may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীযত্নপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি বলতে চাই গতকাল ত্রিপুরা সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডের যে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রডিউস করা হয়েছে এবং যেভাবে সিলেক্ট কমিটি ফরমেশান করা হয়েছে, It has heen done by violation of the rules of procedure and Conduct of Business of the House. আমি রুলটা পড়ে শুনাচ্ছি, সিলেক্ট কমিটি কিভাবে ফরম হবে এবং কতজন নিয়ে গঠিত হবে, তার রুলস আমাদের এখানে রয়েছে। 'The members of a Select Committee on a Bill, shall be appointed by the House when a Motion that the Bill shall be referred to the Select Committee is made and agreed to.

The Select Committee shall consist of Members as follows :—

The Minister in-charge of the Bill.

Member in-charge of the Bill, if any.

Six or seven Members, as the case may be, of the Assembly to be elected by the method of proportional representation by means of the single transferable vote."

এই প্রসীডিউর গতকাল মেনটেণ্ড হয়নি যখন সিলেক্ট কমিটি ফরমেশান করা হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে আটজন মেম্বার নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হবে, সিংগল ট্রান্সফারাবল ভোটের মাধ্যমে ইলেকটেড পার্সন হতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি যে রুল এখানে পড়েছেন—it is not now in force. The rules have already been ammended.

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—কোন মেম্বার এই এ্যামেণ্ডেড রুলের কপি পেয়েছেন কি না আমি জানিনা, আমি পাইনি। আমাদের কাছে যে রুল আছে, তাতে আমরা দেখছি যে, সিংগল ট্রানসফারাবল ভোটে ইলেকটেড মেম্বার নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হবে।

Mr. Speaker :—সিলেক্ট কমিটি সম্পর্কে যে রুল ফ্রেম করা হয়েছে সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি—

The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committe is made and agreed to.

The Select Committee shall consist of eleven members as follows :—

Minister in-charge of the Bill.

Member in-charge of the Bill, if any.

Nine or ten Members, as the case may be, of the Assembly to be elected by the method of proportional representation by means of the single transferable vote.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আমাদের কাছে এ্যামেণ্ডেড কপি নেই। এখানে রুলস কমিটির সদস্যরা রয়েছেন। ৯ই মার্চ আমরা এই এ্যামেণ্ডেড রুলসের কপি, রুলস কমিটি যে রিকম্যাণ্ড করেছেন সেটা আমরা পেয়েছি, তারপর সেটা এ্যাড করা হয়েছে। আপনি যেটা পড়েছেন সেটা একটা স্লিপ, সেটা এটার সংগে এ্যাড করা হয়েছে। আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আপনার কাছে ছোট্ট একটা কাগজ।

মিঃ স্পীকার :—এটা রুলসের একটা ধারা আমি আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি।

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এখানে আছে—এ মেম্বার্স শুড বি ইলেক্টেড বাই দি হাউস। ইলেকশন কি এইভাবে হয়?

Mr. Speaker :—This rule is applicable only for Standing Committee.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন তাতে আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে সেটা হচ্ছে এই যে এ্যামেণ্ডমেন্টটা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, সেটা রুলস কমিটির এ্যামেণ্ডমেন্ট কি না সেটা আমাদের জানা দরকার। রুলস কমিটিতে সেটা এ্যাডপট করা হয়েছে কি না?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কাজেই আমি মনে করি এইটা কখন হলো, এই যে স্লিপ টা এখানে পড়ে শুনালেন, এই স্লিপটা মনে হয় অ্যাড করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনাকে তো দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—এইটা আমরা পাইনি।

শ্রীবঙ্কুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় যে এই সংখ্যা হোক আর ১১ হোক শুড বি-ইলেক্টেড। ইলেকশনটা কি এইভাবেই হয়, হাউসে নাম প্রপোজ করা হবে আর এমনিতেই—

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ অ্যাপলিকেবল ফর অনলি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন তাতে আমাদের মনে যে প্রশ্নটা জেগেছে সেইটা হচ্ছে এই যে অ্যামেণ্ডমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সেইটা কি রুলস কমিটির অ্যামেণ্ডমেন্ট কি না সেইটা আমাদের জানা দরকার আছে। রোলস কমিটিতে সে অ্যামেণ্ডমেন্টটা লয় করা হয়েছে কি না। যদি না হয়ে থাকে মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু অ্যাকসেপটেড ডকোমেন্টের মধ্যে নেই, যেহেতু অ্যাকসেপটেড ডকোমেনটা সার্কুলেট হয়েছে, আমাদের মধ্যেও হয়েছে, তখন আমরা তার মধ্যে সেই অ্যামেণ্ডমেনটা দেখিনি। আমার নিজের মনেও সন্দেহ হয়েছিল তখন সে অ্যামেণ্ডমেনটা রোলস কমিটিতে গৃহীত হয়েছে, না তার পরে কেহ এইটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় আমার আর একটা সন্দেহ আছে যেটা কালকে আমি গৃহীত হওয়ার পর হাউসে ছিলাম না, আরও নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার তিনি দুইটি নাম প্রস্তাব করেছিলেন সেইটা যথাক্রমে সমর্থিত হয়েছিল। আমি জানি না ভোটাভোটি হয়েছিল কি না। কারণ নাম ১৩টি ছিল হাউসের সামনে। যদি ১৩টি নাম থাকে তবে এই ২টা উইদড্র হবে আর নতুবা ভোটাভোটি হবে। কাজেই আমি হাউস শেষ হওয়ার পর, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সব মেম্বারকে। তারা বললেন, না কোন ভোটাভোটি হয়নি, উইদড্রন হয়েছে। না উইদড্রন হয় নি। তাই আমার মনে সন্দেহ জাগে যে এই সমস্ত আইন সম্মত হয়েছে কি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা পরীক্ষা করে দেখুন, আমি যে দুইটা প্রশ্ন তুলেছি, আমিও মাননীয় সদস্যের সংগে একমত হয়ে পয়েন্ট অব অর্ডার রেজ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি এই বিষয়ে আমার রুলিং পরে বলবো।

Mr. Speaker :—I have received calling attention notices from the following members—Shri Binoy Bhusan Banerjee, on the subject 'বিগত ২১-৩-৭৩ ইং তারিখে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পানিসাগর বাজারের ক্ষয়ক্ষতি' I have given consent to the motion of Shri Banerjee to day. Now, I would request Hon'ble Minister (Incharge) to give his statement to-day. If the Hon'ble Minister is not in a position to give his statement to-day. he may kindly give me the date on which the calling attention notice to be shown along with the statement,

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি নেক্সট মানডে (২৬শে মার্চ) আমি বলবো।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make a statement on the subject on the 26th March, Monday, 1973.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :-মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে কলিং অ্যাটেনশন ছিল যে ধর্মনগরে জি, আর, টি, আর, ইত্যাদির ফাণ্ড নাই। একজন গাঁও প্রধান আমার কাছে টেলিগ্রাম করে ছিলেন, সেইটা এ্যানক্লোজ করে আমি সেই নোটিশটা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশটা আমি ক্যান্সেল করেছি। কারণ এইটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, জি, আর, টি, আর, এর কাজ চলছে। কাজেই এইটা কলিং অ্যাটেনশনের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—যেখানে কৃষক এবং অসহায় মানুষ রীতিমতভাবে অনাহারে পরেছে স্যার,

Mr. Speaker :—Please meet me in my chamber.

Mr. Speaker :— There are two calling attention notices to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day, the 22nd March, 1973. I now call on the Minister, incharge, of the Revenue Deptt. to make his statement on the calling attention notices of Shri Abhiram Deb Barma and Shri Pakhi Tripura, regarding firing on Bulangbasa and Champaknagar Bazar.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননায় স্পীকার স্যার, গত ১৫-৩-৭৩ইং তারিখে কলিং অ্যাটেনশন ছিল যে চম্পকনগর বাজারে গত ১৫-১-৭৩ইং তারিখে অগ্নিকাণ্ড এবং ৮-৩-৭৩ইং তারিখে মধ্য রাত্রে বুলংবাসা বাজারে, অমরপুর মহকুমায় অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।

(ক) ১৫-১-৭৩ইং তারিখে চম্পকনগর বাজারে একটা আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহার ফলে ২০৮ পরিবারের দোকান ও বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বাবদে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ৩৮,৮৫০ টাকা। কোন প্রাণহানি ঘটে নাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ৫০ টাকা হিসাবে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তজ্জন্য ১০,৪০০ টাকা ব্যয় হয়। তাদের মধ্যে ঋণ পাওয়ার জন্য এখনও কেউ আবেদন করে নাই। যদি কোন আবেদন পাওয়া যায় তাহা বিবেচিত হবে।

(খ) বুলংবাসা বাজারে বিগত ৮-৩-৭৩ইং তারিখে রাত্রি এক ঘটিকায় একটি আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ইহার ফলে শ্রীবনবিহারী সাহা নামক এক ব্যক্তির একটি মাত্র দোকান ভস্মীভূত হয়। আগুন আরও ছড়াইয়া পড়ার আগেই অগ্নি আয়ত্বে আনা হয়েছে। উপরোক্ত শ্রীসাহার ১৮ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয় বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ। বুলংবাসার প্রজেক্ট অফিসার, প্রজেক্ট অ্যাকজিকিউটিভ অফিসারের কাছে অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে শ্রীসাহা ঋণের জন্য কোন আবেদন করলে তা বিবেচনা করা হবে।

২০৮ পরিবার ৫০ টাকা করে পেয়েছে এটা দেওয়া আছে। তাতে প্রায় ১০,৪০০ টাকা হয় বোধ হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশান। সুরেন্দ্র দাস নামে একজন ব্যক্তি, যার ঘর পুড়ে গিয়েছিল আগুণে, সেদিন সে টাকা পায় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা তদন্ত করে দেখতে রাজী আছেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যদি না পেয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পাবে।

অভিরাম দেববর্মা :—জগত দাস নামক এক ব্যক্তি যার সম্পূর্ণ বাসা ঘর সহ আগুণে বিনষ্ট হয়ে গেছে তাকে কতটাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সাধারণভাবে তখন সাময়িকভাবে দেওয়া হয়েছিল। তারপর যদি কেউ ঋণের জন্য দরখাস্ত করে তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—এই বুলংবাসা অগ্নিকাণ্ড মধ্য রাত্রে কি করে হতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—এই বাড়ীর সংলগ্ন অন্য কোন বাড়ী নেই। সেখানে কি কারণে মধ্য রাত্রে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—জুমের আগুণ লাগতে পারে, অন্য ঘর থেকেও লাগতে পারে। এর মধ্যে কোন সাবোটেজ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—তদন্ত করে দেখবেন কি, কি কারণে আগুণ লেগেছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যখন এত করে বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এটা দেখা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—জগত দাস যে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হল সে যদি সরকারের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অ্যাস্যুরেন্স দিতে পারেন যে তাকে ঋণ দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ডিজার্ভিং কেস্ হলে তাকে দেওয়া হবে এই কথা আগেই বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Sushil Ranjan Saha of 16. 3. 73 regarding Cyclone and storm at Amarpur.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গত সোমবার ১২. ৩. ৭৩ইং তারিখে অমরপুরে প্রচণ্ড ঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতি ও এক ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে।

বিগত ১২. ৩. ৭৩ইং তারিখে বিকাল প্রায় ৭-—১৫ মিনিটে অমরপুর শহর ও তৎসন্নিকট-বর্তী এলাকার উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায় এবং তাহা ১৫ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। এই ঝড়ের ফলে ৩৫১টা বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং একজনের জীবন হানি ঘটে, একটি গবাদি পশু মারা যায়। জীবন হানি সম্পর্কে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা এই যে বীরগঞ্জ পুলিশ থানার অন্তর্গত মইলা গ্রামের একটা ৬ বছর বয়স্ক শিশু ঝড়ের সময়ে গৃহ পতনের ফলে আহত হয়ে মারা যায়। গবাদি পশু সম্পর্কে রিপোর্টে প্রকাশ যে একটা ছাগল মারা গিয়াছে। ঝড়ের দরুণ ক্ষতি আনুমানিক পরিমাণ ৭০,৬৫০ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীগুলিকে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে এই ব্যাপারে ৬৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং অনুমান করা হইতেছে যে এই ব্যাপারে আরও টাকা ব্যয় হবে। খয়রাতি সাহায্য চলিতেছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—যেখানে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৩৫ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে সরকার ৬৫০ টাকা দিয়েছেন। আরও ব্যাপকভাবে, যাদের ঘর পড়ে গেল এবং যাদের কিছুই নাই, যারা ভূমিহীন এবং দুঃস্থ তারা যাতে আরও সাহায্য পেতে পারে সেটা সরকার কিভাবে করতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে সব সাহায্য দেওয়া হয় সেটা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের পারমিট চাইলে সেটা ফ্রি দেওয়া যায় কিনা, এই সম্পর্কে দরখাস্ত এলে আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিহতের কথা বললেন। আহতের সংখ্যা কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আহতের সংখ্যা সম্পর্কে আমার কাছে কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে যারা এখনও সাহায্য পায় নি এই ধরণের লোক আছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে উত্তরে বলা হয়েছে যে ৬ হাজার টাকার মত খরচ হবে বলে ধরে নিয়েছি। এই কাজ চলছে এটা শেষ হয় নি।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :—গত বৈশাখ মাসে অমরপুর বাজার পুরে যাওয়ার ফলে অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় শতকরা ৭ জন লোক ঘর করতে পারেনি টিনের অভাবে সেখানে আজকে তারা তাবুর নীচে থাকায় প্রচুর ক্ষতি হল এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এটা আগুণের কথা বলছেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—না স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল ঝড়ের.........

মিঃ স্পীকার :—ঝড়ের ....

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—তাবুর নীচে থাকাতে হাজার হাজার টাকার জিনিষ নষ্ট হয়েছে সরকার থেকে ৭০০ বান্ধ টিন দেওয়া হল আর মাত্র পাওয়া গেল ১০০ বান্ধ টিন—এই যে বাকী টিনের অভাবে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে সেজন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছে।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিং এটেনশান যেটি ছিল সেটি হল ঝড় সম্পর্কে—যাই হউক তিনি এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে এসে পরেছে। অগ্নি কাণ্ডের ফলে যে সব দোকান পুরে গিয়েছিল সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার প্রমাণ হল এই ১০০ বান্ধ টিন পেয়েছে—আমাদের প্রচুর পরিমাণ টিন নাই বলে দেওয়া হচ্ছে না। যে মুহূর্তে আমাদের টিন আসবে তখন সেই সব বাজারে জি, সি, আই, সিট দেওয়া হবে।

Mr. Speakr :—Next item in the List of Business is presentation of the 11th & 12th Report of the Committee on Estimates and 9th Report of the Committee on Public Accounts.

Now, I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the 11th and 12th Report of the Committee on Estimates.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 11th & 12th Report of the Committee on Estimates.

Mr. Speaker :—Now, I call on Shri Tarit Mohan Das Gupta, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the 9th Report of the Committee on Publie Accounts.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 9th Report of the Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies of the Reports from Notice Office.

DISCUSSION ON MOTION AS GIVEN NOTICE OF BY THE CHIEF MINISTER

Mr. Speaker :—I have received a Notice of Motion from the Hon'ble Chief Minister "That present position of supply of essential commodities be taken into consideration". I have decided to allow 1 (one) hour for its discussion. I would request the Leaders of Parties to give me the names of Members who will participate in the discussion.

Now, I would request the Hon'ble Chief Minister to raise discussion.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

সম্প্রতি ত্রিপুরা অভূতপূর্ব খরার কবলে পড়েছে। এমন কি স্বাভাবিক সময়েও নানা ক্ষেত্রে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্রিপুরা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ এসব সমস্যার কথা অবগত আছেন; দীর্ঘস্থায়ী এই অভূতপূর্ব খরার ফলে চলতি কৃষি বৎসরে প্রধান শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আমাদের অসুবিধাগুলো আরও বেড়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে আমরা দেখেছি যে মূল্যাস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা' শুধু ত্রিপুরায়ই সীমাবদ্ধ নয় সমগ্র ভারতে আজ মূল্যস্তরের উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের অতি সীমিত ক্রয়ক্ষমতা সমস্যাকে তীব্রতর করেছে দুর্দশাগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করাও সমস্যাপূর্ণ সমধিক হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং এজন্য সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করে তোলার প্রয়োজনীয়তাও তাই দেখা যাচ্ছে। আমাদের বহু সমস্যা রয়েছে এবং সরকারও এ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে।

রাজ্যের খরা পীড়িত এলাকার অধিবাসীদের আর্থিক সাহায্যদানের জন্য ভারত সরকারকে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে এসব সমস্যা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ত্রাণকার্যের জন্য এক কোটি আট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং এর ফলে রাজ্য সরকারের অনেকটা ভার লাঘব হয়েছে। পৃথক ভাবে আরো অধিক জমি রবিশস্যের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণের জন্য বিশেষ কার্যসূচী প্রণয়ন করতে ভারত সরকার ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এ পর্যন্ত ৭১.২০ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফ খাতে, ৩০.০৫ লক্ষ টাকা গ্র্যাটুইটাস রিলিফ খাতে, ৬.৯৫ লক্ষ টাকা দাদন হিসাবে, কৃষি ঋণ হিসাবে ৫৫.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা

হয়েছে। গত ৮ বৎসরে এসব খাতে যে ১,০৪,১৭,৯১৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এবছর তার চেয়েও বেশী মোট ১১৩.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উপরন্তু স্বাভাবিক নিয়ম কানুন শিথিল করে এ বছর ভূমিহীন কৃষকদিগকেও কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। পূর্ত্ত বিভাগ ও বন বিভাগ খরা পীড়িত এলাকায় কর্মসংস্থান ভিত্তিক কাজ, যথা গ্রামীন রাস্তা নির্মাণ, সংরক্ষিত বনে আগাছা পরিস্কার ও বনায়ণের কাজ হাতে নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত উপজাতি ও অন্যান্য বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সরকারের এসব কর্মোদ্যোগের ফলে খরা পীড়িত এলাকার জনসাধারণের দুর্দশা অনেক লাঘব হয়েছে এবং কৃষকগণ তাঁদের কৃষি কাজে পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

খাদ্যশস্য

খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ত্রিপুরা একটি ঘাটতি এলাকা। এই ঘাটতি কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য ভাণ্ডার থেকে পাওয়া বরাদ্দে পূরণ করা হয়। মূল্যসহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় ভাবে ধান ও চাউল সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু খোলা বাজারের চাউলের মূল্য সংগ্রহ মূল্যের চেয়ে বেশী সেহেতু স্থানীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭২ সালের প্রথমে খাদ্যশস্যের সরকারী মজুত ছিল ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ৩ হাজার মেট্রিক টন গম। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে ত্রিপুরার জন্য ১২০০০ মে. টন চাউল এবং ৪০০০ মে. টন গম বরাদ্দ করা হয়।

১৯৭২ সালে যে পরিমাণ চাউল রেশন শপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল তা গত তিন বছরের গড় সরবরাহের পরিমাণ থেকে অনেক বেশী। গত ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে যেখানে যথাক্রমে ১৭০০০ টন ও ১৫ হাজার তিনশত টন চাউল সরবরাহ করা হয়েছিল ১৯৭২ সালে সরবরাহের সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৬০০ টন।

১৯৭২-৭৩ শস্য বৎসরে আউষ, জুম ও আমন শস্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় প্রায় প্রতি এলাকার খোলা বাজারে চাউলের আমদানী কম। এর ফলে রাজ্যের সর্বত্র খোলা বাজারে চাউলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মাসিক গড়পড়তা চাউলের দাম ১৯৭১—৭২ সালের অনুরূপ সময়ের চাউলের দর অপেক্ষা কেজি প্রতি ৩০ পয়সা থেকে ৪০ পয়সা বেশী ছিল।

পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থা সক্রিয় ও জোরদার করা হয়েছে; খরার অবস্থা উদ্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরার ৩০৮টি ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু ছিল। খরা পরিস্থিতি উদ্ভূত হবার পর আরো ১১৬টি ন্যায্যমুল্যের দোকান খোলা হয়। বর্ত্তমানে ৪২৪টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত ১৪, ৫৫, ১২২ জন সহায়তা পাচ্ছেন। তাছাড়া দূরবর্তী খরা পীড়িত অঞ্চলে তিনটি বিভাগীয় বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

খোলা বাজারে চাউলের দরের ক্রম উর্দ্ধগতি রোধে ও ভোক্তাদের সুবিধা দেবার জন্য ন্যায্য মুল্যের দোকান মারফৎ সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যের মাত্রা সংশোধন করা হয়েছে। কয়েকটি খরা পীড়িত পাহাড়ী এলাকার ভোক্তাদের জন্য সপ্তাহে প্রদেয় খাদ্যশস্যের সবটাই অর্থাৎ ২৫০০ গ্রাম চাউল দেবার এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে তার অর্দ্ধেক চাউল দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সদর মহকুমার গ্রামীন এলাকাসহ প্রত্যেক এলাকাতেই প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সপ্তাহে ১০০০ গ্রাম চাউল ও ১৫০০ গ্রাম গম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তার অর্দ্ধেকের পরিবর্তে খাদ্যশস্যের মাত্রার সংশোধন করে সপ্তাহে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৫০০ গ্রাম চাউল ও ১০০০ গ্রাম গম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে তার অর্দ্ধেক দেয়া হচ্ছে। সদর মহকুমার সহরাঞ্চল ও সহরতলী এলাকায় প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সপ্তাহে প্রদেয় ১২৫০ গ্রাম চাউল ও ১৫০০ গ্রাম গম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য তার অর্দ্ধেকের স্থলে খাদ্যশস্যের মাত্রার সংশোধন করে সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৫০০ গ্রাম চাউল ও ১০০০ গ্রাম গম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে তার অর্দ্ধেক দেয়া হচ্ছে। সরকারী বিতরণ ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ এবং খাদ্যশস্যের মজুত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার এই পরিবর্তিত হারে রেশন দেবার নীতি অব্যাহত রেখেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, ইত্যাদি বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকাতেও রেশনের মাত্রা হচ্ছে ১০০০ গ্রাম চাউল ও ১১০০ গ্রাম গম।

১৯৭৩ সালের জানুয়ারী ফেবরুয়ারী ও মার্চ মাসে আমাদের চাউলের প্রয়োজন ছিল যথাক্রমে ৪০০০ টন, ৫০০০ টন ও ৬০০০ টন। সেক্ষেত্রে ভারত সরকার জানুয়ারী মাসের জন্য ২০০০ টন এবং মার্চ মাসের জন্য ৩০০০ টন চাউল বরাদ্দ করেছেন। তাই প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতির পরিমাণ হল জানুয়ারী মাসে ২০০০ টন চাউল, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩০০০ টন, চাউল এবং মার্চ মাসে ৩০০০ টন চাউল বরাদ্দকৃত পরিমাণের কোন বকেয়া অংশ সরবরাহ না করা সম্পর্কে ভারত সরকারের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তের ফলে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন নির্দ্দিষ্ট মাসের জন্য খাদ্যশস্যের কোটা যদি ঐ মাসে সরবরাহ পাঠানো না হয় তাহলে ঐ কোটা বাতিল হয়ে যায়। এই নীতি গ্রহণের ফলে প্রায় ৩০০০ টন চাউল (১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দের ২০০০ টন এবং ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসের বরাদ্দের ১০০০ টন) ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের বরাদ্দের ৩৩২ টন গম এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দের ২০০০ টন গম বাতিল হয়ে গেছে এবং এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষে করণীয় কিছুই ছিল না—এটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত। রাজ্য সরকার যথাসময়েই বরাদ্দকৃত পরিমাণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করেছেন ও খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভারত সরকার ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসের বরাদ্দকৃত পরিমাণের বকেয়া অংশ দিতে সম্মত হলেও ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে বকেয়া অংশ দিতে রাজি হন নি। তবে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০০০ টন চাউল ও ১ হাজার টন গম পাঠানো হচ্ছে।

ভারতের ফুড কর্পোরেশনের স্থানীয় শাখা কর্তৃক মজুত রাখা খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দমূলে যাতে রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করা যায় তার জন্য ভারতের ফুড কর্পোরেশন ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য শস্য তাদের নিজখাতে মজুত রাখার জন্য রাজ্য সরকার ভারত সরকারকে বলেছেন। ৫০০০ টন মজুত ক্ষমতার চারটি সরকারী গো-ডাউন ভারতের ফুড কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা নিজখাতে খাদ্যশস্যের মজুত করতে পারেন। কর্পোরেশন সম্প্রতি তাদের কিছু গো-ডাউনে খাদ্যশস্য মজুতের কাজ আরম্ভ করেছেন। এই বৎসর সরকারী

বিতরণ ব্যবস্থায় এই সরকারের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যে অনেক বেড়েছে তা নিম্ন বর্ণিত তুলনামূলক মাসিক সরবরাহ গ্রহণের তালিকা থেকে বুঝা যাবে :—

মাসের নাম	১৯৭২ সালের সরবরাহ গ্রহণ	১৯৭৩ সালের সরবরাহ গ্রহণ
জানুয়ারী : চাউল	১৫১৩ মে: টন	৩৭৫৩ মে: টন
গম	১৭৫ ,,	৬৩৮ ,,
ফেব্রুয়ারী : চাউল	২৭৬ মে: টন	৪৩২৬ মে: টন
গম	২৬০ ,,	২২৮ ,,
মার্চ :		
(১০ই তারিখ পর্যন্ত) চাউল	১০১ ,,	১৭১৯ ,,
গম	৯৯ ,,	২০১ ,,

মজুতের উপর নির্ভর করে এই সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ গম সরবরাহ করেন। গম ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা যেখানে নেই সেসব গ্রামীন এলাকায় ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ আটা দেওয়া হয়। ত্রিপুরার খোলা বাজারে গমজাত জিনিষের সরবরাহ কম—সরকার এবিষয়েও সচেতন। ত্রিপুরার খোলা বাজারে গমজাত দ্রব্যাদি যথা, আটা, ময়দা ইত্যাদির সরবরাহ আসাম থেকে সরবরাহ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। গত তিন মাস যাবত আসাম সরকার আসাম রাজ্যের ভিতরে যে কোন স্থান থেকে রাজ্যের বাইরে অন্য যে কোন স্থানে গমজাত দ্রব্যের চলাচলের উপর কঠোরতা বলবৎ করায় ত্রিপুরার বাজারে আটা সহ গমজাত দ্রব্যের সরবরাহ কমে গেছে। সরবরাহ কমে যাওয়ায় খোলা বাজারে আটার দাম জানুয়ারী (১৯৭৩) মাস থেকে বাড়তে থাকে। এই অবস্থা নিরসনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দকৃত গমের সরকারী মজুত থেকে সরকারী খাতে গমজাত দ্রব্য তৈরীর চেষ্টা করছেন। খোলা বাজারে চাউলের দর ও এই বৎসরে সরবরাহ গ্রহণের অবস্থা দেখে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়।

১৯৭১-৭২ সালের ১০ই মার্চ হইতে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত সরবরাহ গ্রহণের পরিমাণ ৫২·৪ মেট্রিক টন। ডাল মজুত ১৬৪৭·৬ মেট্রিক টন আর সরবরাহের পরিমাণ ৪৬৪ মেট্রিক টন। চিনি ২২২ মেট্রিক টন। সরবরাহের পরিমাণ এক হাজার গাইট। রাই শস্যের তৈল ৬৪ টিন, ১৬ কিঃলিঃ। কেরোসিন তৈল, ত্রিপুরায় কেরোসিন তেলের মাসিক চাহিদা ১৫০০ কিলো লিটার। ত্রিপুরায় কেরোসিন তেলের প্রধান সরবরাহকারী হলো আসাম ওয়েল কোম্পানী, তবে আমাদের চাহিদার ক্ষুদ্র অংশ ইণ্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানী কর্পোরেশন সরবরাহ করে থাকে। কেরোসিনের খুচরা সরবরাহ কেন্দ্র থেকে বিতরণ স্থান পর্য্যন্ত পরিবহণ খরচের প্রতি কেরোসিন তেলের খুচরা বিক্রয় মূল্য মহকুমা শাসকগণ স্থির করে থাকেন। আগরতলা পৌর এলাকায় কেরোসিনের লিটার প্রতি বিক্রয় মূল্য ৬৫ পয়সা মাত্র। সদর মহকুমার বিভিন্ন বাজারের কেরোসিন মূল্য প্রতি লিটার কিলো ৭০ পয়সা। আসামের ওয়েল কোম্পানীর তৈল মজুত ক্রমত: ১৯৪ কিলো লিটার্স ত্রিপুরার পশ্চিম, ৬৪ কিলো

লিটারস. ত্রিপুরার দক্ষিণ ত্রিপুরা উত্তর জিলায় ৩০২ কিলো লিটারস। এ ছাড়াও যোগানের জন্য ৮২৬৩ বেরেল কেরোসিন তেল সবসময় পরিবহনে থাকে। ভারত সরকারের বরাদ্দকৃত কোটা থেকে তৈল কোম্পানীগুলি বিগত ৫ মাস যোগানের যে রেজিষ্টার তা নিম্নে দেওয়া হলো :

অক্টোবর মাসের বরাদ্দ ১৫০৮, পাওয়া গেছে ১১০৫ কিঃ লিটারস। নভেম্বর মাসের ১২৫৯ লিটারস, পাওয়া গেছে ১১৮৮ কিঃ লিটারস। ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দ ১৪৭৯ কিঃ লিটারস, পাওয়া গেছে ১৪৮১ কিঃ লিটারস। জানুয়ারী মাসে ১৬৯৫, পাওয়া গেছে ১১৫৭ কিঃ লিটারস। ফেব্রুয়ারীতে ১০৬৯। জানুয়ারী মাসে কেরোসিন তেল কম পাওয়াতে ত্রিপুরার কোন কোন স্থানে জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কেরোসিন তৈলের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কেরোসিন তেলের ব্যাপারে ১৯৫৫ সালের অ্যাসেনসিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট মুলে শাস্তি মূলক এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে সরকারের জানা নেই। ভারত সরকার সম্প্রতি আমাদের জানিয়েছেন যে আগামী মার্চ ও এপ্রিল, ১৯৭৭ কেরোসিনের যে বরাদ্দ আছে তা কমিয়ে ১১৩০ কিঃ লিটারস করা হবে। কারণ দেশের নানা স্থানে খরা জনিত পরিস্থিতির মুকাবিলায় ডিজেল উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে। ফলে কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস করতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার অবশ্য ভারত সরকারকে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেছেন। ১৫০০ কিঃ লিটারস তৈল অন্তত মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত কেননা ত্রিপুরায় গ্রামীন জনগণ কেরোসিন তেলের উপর নির্ভরশীল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা মোটামোটি একটা চিত্র আমি দিতে চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে রেশন দোকানে চাউল সরবরাহ ঠিকমত হচ্ছে কিনা। এই সম্পর্কে আমি একটা কথা বলে রাখতে পারি যে আলোচনার সুবিধার জন্য এই চাউল যথাসম্ভব আমরা মজুত রাখতে চেষ্টা করেছি এবং করছি। যেহেতু আমি যে পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি সে পরিস্থিতির মধ্যে মজুত ভাণ্ডার যেহেতু কমে গেছে. কম হচ্ছে সেই হেতু আগে যেভাবে সরবরাহ দিতে পারতাম আজকে সেইভাবে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এইটা বলতে পারি যে, এইটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমরা বন্ধ করি নি। আমরা রেশন দোকানে চাউল নিয়মিত সরবরাহ করে যাচ্ছি। হয়তো বা যেখানে ৭ দিনের বা ১০ দিনেরটা একবার দেওয়া যেত সেখানে হয়তো ২।৩ দিনেরটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এমন কোন ইনটেন্স্ নেই যে রেশন দোকানে চাউল পাওয়া যায় নি। যদি এই ধরনের কোন অভিযোগ বা কথা কারও কাছে থাকে তাহলে আমরা সে সম্পর্কে, কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে যে এই বেলায় না পেঁৗছে হয়তো পরের বেলায় পৌছেছে। কিন্তু এমন দিন, অন্তত আমাদের কাছে রিপোর্ট নেই যে আমরা রেশন দোকানে চাউল দিতে পারি নাই বা রেশন দোকান বন্ধ হয়ে আছে। একটি মাত্র জায়গার কথা আমি এই আজকেই শুনেছি যে একবেলা, বক্সনগর, সম্ভবত সোনামুড়া এলাকায় রেশন দোকানে চাউল নাকি পাওয়া যায় নি। সেখানে সংগে সংগে চাউল পাঠানো হয়েছে। আমি জানি সেখানে চাউলের পজিশন এখন ইম্প্রুভ করেছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে আজকে আমি বাস্তব অবস্থাটা চিত্রিত করে রাখার জন্যই এই ষ্টেটমেন্ট দিয়েছি। মাননীয় স্পীকারের কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ, যেহেতু এই সম্পর্কে কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ, যেহেতু বাজেট আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট সুযোগ থাকে এই বিষয়টা সম্পর্কে, মাননীয় সদস্যদের উদ্বেগ সেইটা লক্ষ করেই এই ষ্টেটমেন্ট দিয়েছি তাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এবং আমি

আশা করবো এমন আলোচনা এখানে হবে না যে আলোচনার দ্বারা যে অবস্থা সে অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। উন্নতি করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি, সে অবস্থার যাতে উন্নতি হতে পারে, সে অবস্থার অবসান হয়ে ত্রিপুরার সরবরাহ ব্যবস্থা যাতে ঠিকমত রাখা যায় সে দিকে সাহায্য করার জন্যই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আলোচনাটা যদি সেদিক থেকে হয় আমরা লাভবান হবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের কাছে এখন ২০টা কপি রেডি আছে। যদি সবাইকে দিতে হয়, আমাদের এক ঘন্টা সময় লাগবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—২০টা দিন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি আফটার দি রিসেস তাহলে আলোচনাটা সুরু হোক। ইন দি মীন টাইম আমরা আলোচনা করতে পারব। এখন অন্য বিজনেস হতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যদি এখন আলোচনা আরম্ভ করেন তাহলে পরে না হয় কম্‌প্লিট করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার মনে হয় অফিসাররা ভুল তথ্য দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি অ্যাডভান্স এই কথা বলে ফেলেছেন?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার কানে তো গেছে। ১·৫৯ পয়সা মুসুর ডাল, আমার মনে হয় আপনিও পান না।

মিঃ স্পীকার :—বিরোধী দলের নেতা বলেছেন রিসেসের পরে আমরা আলোচনা করব। ইন দি মীন টাইম টুয়েন্টি কপিজ মে বী সার্কুলেটেড।

GOVERNMENT RESOLUTION REGARDING ADOPTION OF THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972 PASSED BY THE PARLIAMENT.

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Government Resolution Regarding adoption of the wild life (protection) Act, 1972 passed by the Parliament. Now, I would call on Shri Kshitish Ch. Das, Minister-in-charge of the Forest Department to move his resolution.

Shri Kshitish Ch. Das :—Mr. Speaker, I beg to move that--"WHEREAS the Parliament has enacted the Wild Life (protection) Act, 1972 (53 of 1972) on the basis of resolutions passed by the Legislative Assemblies of some States under clause (1) of Article 252 of the Constititution of India.

AND WHEREAS the Legislative Assembly of Tripura had passed a resolution on the 13th July, 1972 that the protection of wild Animals and birds and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated in the State of Tripura by Parliament by law ;

AND WHEREAS in spite of the aforesaid resolution the State of Tripura could not be included in the list of State to which the wild life (protection) Act, 1972 was extended by reason of the fact that Wild Life (protection) Bill 1972 was introduced in the Parliament before the receipt of the said resolution by the Government of India.

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Wild Life (Protection) Act, 1972 as passed by the Parliament, should be adopted by the State of Tripura.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of article 252 of the Constitution of India this Assembly hereby resolves that the Wild life (Protection) Act, 1972 passed by the Parliament, be adopted by the State of Tripura.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে আমার একটা জানবার জিনিষ আছে। আমরা এর আগে হাউসে আর্টিকল ২৪৯ এ আমরা আমাদের পাওয়ার ডেলিগেট করলাম পারলামেণ্টকে আইন করার জন্য এবং দেখা গেল যে পার্লামেন্ট আইন করেছে এবং সেই আইনে অন্যান্য রাজ্যেরও নাম আছে, কিন্তু ত্রিপুরার নাম নাই যে কারণে আবার আর্টিকল ২৫২এ আমাদের এটাকে অ্যাডপট করতে হচ্ছে। আমরা জানতে চাচ্ছি যে আমরা যে প্রস্তাবটা পাশ করেছিলাম ডেলিগেটিং দিস পাওয়ার, আমরা জানতে চাই যে এই প্রস্তাবটা কি ঠিকভাবে পাঠানো হয় নি ? যে এ্যাক্টটা পার্লামেন্ট পাশ করেছে, যেটা আমাদের মেম্বারদের দেওয়া হয়েছে এটা কবে পাশ হয়েছে এবং আমাদের প্রস্তাব কবে পাশ হয়েছে এবং সময়মত পার্লামেণ্টে পাঠানো হয়েছে কি না এই তথ্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতীয় সংবিধানের ২৫২(১) ধারা অনুযায়ী গত ১৩·৭·

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে স্যার, গত মিটিংএ আমরা যেটা করেছি সেটা আর্টিকল ২৫২তে নয়, আর্টিকল ২৪৯এ। এবং এ্যাক্ট নাম্বার ৫৩ অব ১৯৭২ যেটা পার্লামেণ্ট গ্রহণ করেছেন সেটা কবে গ্রহণ করেছেন এবং আমরা অ্যাক্ট পাশ করেছি এটার আগে না পরে এই তথ্য আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আমরা সময়মতই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমরা যেটা পাঠিয়েছিলাম সেটা সময়মত পৌঁছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এই যে এই ব্যাপারে গাফিলতিটা করা হয়েছে সেটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে না আমাদের হয়েছে সেটাই আমি জানতে চাই।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, the House stands adjourned till 3PM to-day.

(After Recess)

Mr. Speaker :—Now, Discussion on the Resolution may start.

Shri Kshitish Ch. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আমাদের এখান থেকে রিজোলিউশান পাশ—যেটি ১৩।৭ এ আমরা এই হাউসে একটি রিজোলিউশান এনেছিলাম এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল, তারপর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে ২৩।৮ এ মিনিষ্ট্রি অব এগ্রিকালচার—এর কাছে পাঠান হইয়াছিল—এই এ্যাক্টটি পাশ হয় ৯।৯।৭২ পাশ হয়েছে – (ডয়েস—পাশ হয়েছে কবে) ৯।৯।৭২ কাজেই সময় মত পৌছে নাই। যেহেতু আমাদের Resolution টি পৌছার আগেই পার্লামেন্টে এই আইন টি পাশ হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নামের তালিকার সঙ্গে অন্তভূক্ত হয় নাই। —কাজেই এই জন্য আমরা নূতন বিল এডপট করার জন্য উত্থাপন করেছি।

Mr. Speoker :—Now, the question before the House is the Resolution moved by Shri Kshitish Ch. Das, Minister-in-charge of the Forest Department that :—

"WHEREAS the Parliament has enacted the Wild Life (Protection) Act. 1972 (53 of 1972) on the basis of resolutions passed by the Legislative Assemblies of some of the States under Clause (1) of Article 252 of the Constitution of India.

AND WHEREAS the Legislative Assembly of Tripura had passed a Resolution on the 13th July, 1972 that the protection of wild animals and brids and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated in the state of Tripura by Parliament by Law ;

AND WHEREAS in spite of the aforesaid resolution the state of Tripura could not be included in the list of State to which the Wild Life (Protection) Act, 1972 was extended by reason of the fact that Wild Life (Protection) Bill, 1972 was introduced in the Parliament before receipt of the said resolution by the Government of India ;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Wild Life (Protection) Act, 1972 as passed by the Parliament, would be adopted by the State of Tripura ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 252 of the Constitution of India this Assembly hereby resolves that the Wild Life (Protection) Act. 1972 passed by the Parliament, be adopted by the State of Tripura."

(It was put to vote and passed.)

Now, discussion on the statement made by the Hon'ble Chief Minister be started. I would request Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty to start his discussion,

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল যখন মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে প্রতিশ্রুত হন তখন তিনি বলেছিলেন আমি কিছু ঢাকব না। আজকে মুখ্য মন্ত্রীর যে বিবৃতি শুধু খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে নয়। বর্ত্তমান খরা ও বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর একটি সামগ্রিক বিবৃতি বলা যায়। এটা শুধু হতাশাজনক নয় উদ্বেগজনক নয়, সত্যিকারের বাস্তব পরিস্থিতিকে ঢাকবার একটা জঘন্য প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার অন্যান্য বিষয়গুলি তিনি তুলেছিলেন—কি শুধু রিলিফ দেওয়া হয়েছে অথবা এসেনসিয়াল কমডিটিজ-এর অবস্থা কি তার মধ্যে জবাব নেই। আমি চেয়েছি শুধু খাদ্য পরিস্থিতির উপর—বর্ত্তমানে যে জিনিষটি আমি জানতে চাই সেটি ষ্টেটমেন্টের কোথাও পেলাম না—সেটা হচ্ছে আমাদের নিড কি এটা প্রপার্লি কি এসেস হয়েছে। আমাদের কথা হল খাদ্য, এটা দরকার এটা ত্রিপুরা সরকার এসেস করেছেন—কবে করেছেন? করেন নি। কবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন। মাননীর স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে ঘাটতি। এই হাউসের সামনে ২১,৩,৬৯ তারিখে এই বিধান সভায় বলা হয়েছিল যে ১৯৬৯ইং সনের ঘাটতি হচ্ছে ৬৩ হাজার টন। ৬৩ হাজার টন ১৯৬৯ইং সনে এবং ফেবরুয়ারী মাসে আমরা দেখলাম ৬,৩১৯ টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকার পাঠালেন। ফেবরুয়ারী মাসে কখনও দুর্ভিক্ষ সম্ভব নয়। আর আজকে আমরা কি শুনলাম ২ হাজার টন, ৩ হাজার টন কেন্দ্রীয় সরকার চাউল পাঠাচ্ছেন—কোন অবস্থা যখন নিজেরা বলেছেন দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি, যখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে বলেছেন যে, যে এলাকায় দুর্ভিক্ষ হচ্ছে যেই খরা এলকায় মধ্যে ত্রিপুরাও অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে চাউল পাঠাচ্ছে ২ হাজার টন ৩ হাজার টন। আর সার্টিফিকেট এখান থেকে দিচ্ছি—আনন্দে দু হাত তুলে নাচ্ছি—এত সাহায্য পেয়েছি—যুগ যুগ জিও যুগ যুগ বলে চিৎকার করছি। একটু লজ্জিত হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হিসাব করে দেখলাম মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন ১৫ লক্ষ টন আমাদের চাউল—১৬ হাজার টন পেয়েছেন—১২তে যোগ করলে দেখা যায় ৩২ হাজার টন। আর আমি যদি বলি যে ১৯৬৮—৬৯ইং সনে আমরা ৫১ হাজার টন পেয়েছি। এটা আমার কথা নয়, এটা গভর্ণমেন্টের বুলেটিন দেখুন—সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি এই বুলেটিন তৈরী করে থাকেন নিশ্চয়ই সরকারী তথ্যের উপর তৈরী করেছেন। যদি আমরা ৬৮—৬৯ সনের আমরা আমাদের নিডস এসেস করি এবং সেই অনুযায়ী আজকে যখন আমাদের খরা, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সকলে একমত আছি, আজকে সেই সময়েতে কোন এ্যাসেসমেন্ট নেই। কিন্তু মফঃস্বলে যখন আমরা যাই, আমরা এস, ডি, ওকে যখন জিজ্ঞাসা করি, মশায় কিরকম অবস্থা—আমি সেদিন সাব্রুমে গিয়েছি, আমি এস. ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি বললেন যে শতকরা ৮৫ ভাগ লোককে রেশানের আওতায় আনতে হবে এটা আমার ষ্টেটমেন্টে নয় এস ডি, ওর ষ্টেটমেন্ট, আমি এই ষ্টেটমেন্ট এ্যাগ্রী করি. আমি অবস্থা দেখে বুঝেছি। পশ্চিম ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশী এফেক্টেড। আজকে মোষ্ট এফেকটেড গভর্ণমেন্ট নিজে বলেছেন, কত পারসেন্ট লোক রেশনের আওতায় আছে, বলা হয়েছে এখানে, এই ষ্টেটমেন্টে আছে—কত পারসেন্ট লোককে রেশনের আওতায় আনছি, এবং তাদের রেশানের আওতায় আনতে হলে অফ-টেক কত হওয়া উচিত, ৮৫ পারসেন্ট লোককে রেশনে নিতে যদি চাই তাহলে মাসে অফ-টেক কত হবে, আমি

কি হিসাব করেছি, গভর্ণমেন্টকে কি জানিয়েছি, এই হচ্ছে আমার অফ টেক্। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের বক্তৃতা দেখেছি, আমি অর্থ মন্ত্রীর বক্তৃতা দেখেছি, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় দেখেছি, কোথাও আমি দেখলাম না যে দোকানের হিসাব আছে, রেশন কার্ডের হিসাব আছে। কিন্তু আমাকে জানতে হবে রেশন কার্ডের দোকানের ভিতর দিয়ে চাউলের পরিমাণ, কত চাউল আমরা দিয়েছি, কত অফ টেক হয়েছে, কত আমরা দিতে পেরেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি খোয়াই গিয়েছিলাম ধরুন ৩।৩।৭৩, এস, ডি, ওকে, জিজ্ঞাসা করলাম তেলিয়ামুড়াতে কত চাউল আছে, তিনি বললেন তেলিয়ামুড়াতে ২৪০ কে, জি চাউল আছে, যেখানে কেপাসিটি হচ্ছে গো-ডাউনের ১ হাজার মণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম খোয়াইতে আপনার প্রয়োজন কত, ২৪০ টন আমার প্রয়োজন উইকলী এক্জিষ্টিং যা কার্ডস আছে। একথা ঠিক, দিনের পর দিন চাহিদা বাড়ছে। কেন বাড়বে না ? যার ঘরে দুই চার মণ চাউল ছিল, তাতো খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ফেবরুয়ারী থেকে মার্চ এ বাড়বে, এপ্রিল থেকে মেতে, মে থেকে জুনে আরও বাড়বে, এতো জানা কথা। কোথা থেকে চাউল আসবে ? আকাশ থেকে চাউল পড়বে ? বোরোতো আমাদের আগামী ফসল নয়, আমাদের আগামী ফসল আউস ফসল, জবা ফসল, সে ফসল উঠতেতো আরও ছয় মাস বাকী। সেই সময়টার জন্য কি পরিমাণ চাউল প্রয়োজন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে দেখলাম না। চাউল আটা আছে কি না ? তিনি চমৎকার কথা বলেছেন, লিখিত বিবৃতিতে নয়, তাঁর মৌখিক বিবৃতিতে বলেছেন আমরা চাউল দিয়ে যাচ্ছি, তাতে কোন দোকানে যদি না পায়, তাহলে আমাদের জানান। আমি যদি পাল্টা জিজ্ঞাসা করি কারা কারা প্রতি মাসে রেশন পায়, প্রতি সপ্তাহে রেশন পায় হিসাব দিন তো, তাঁর খাদ্য দপ্তর কি সেই হিসাব দিতে পারবে ? আগরতলার বাইরে একটা দোকানেও প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে রেশন পায় না। যারা রেশন পায় না, তাদের কথাতো বাদ দিন। আমি এখানে আসার আগে ১৮ তারিখে চিঠি পেলাম, সেই ১৮ তারিখের চিঠিতে কি লিখেছে ? ধর্মনগর থেকে চিঠি লিখেছে যে রেশন শপগুলিতে চাউল আসছে না, দক্ষিণ মাছমারার গাঁওসভার শচীন্দ্র নগর বাজার'এর রেশন শপে আজকে ৯ দিন ধরে চাউল নেই। সবাই লিখবে আমার কাছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি আশা করছেন যে সবাই লিখে জানাবে যে আমার এখানে চাউল নেই, চাউল দেওয়া বন্ধ ? কল্যাণপুরে দেখলাম চাউল বন্ধ, ১০ দিন চাউল বন্ধ, দুই দিন দিলাম। মাননীয় স্পীকার, স্যার, চাউল বন্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে কি ? একদিন চাউল বন্ধ করেন, তারপর দিনই বাজারে চাউল দুই টাকা হয়ে যাবে—যে চাউল দেড় টাকা ছিল, সেই চাউল দুই টাকা হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার হাউসের কাছে হয়তো মনে হতে পারে দুই টাকা আর কি দাম ? আপনাদের কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু যে লোকটাকে দুই টাকার কাজ দিতে পারি না, টেষ্ট রিলিফের কাজ দিতে পারি না (গণ্ডগোল)।

Mr. Speaker Sir, I do not like to be interrupted. আজকে আমরা দুই টাকা মজুরের কাজ দিতে পারি না, আজকে তাদের বলছি বাজার থেকে তোমরা চাউল কিনে খাও দুই টাকায়। তারাতো অনায়াসে বলতে পারেন রেশন চালিয়ে যাচ্ছি। পচা চাউল দিন, খারাপ চাউল দিন, আমরা তো আপত্তি করিনি। এই চিঠিতে

লিখেছেন, কি লিখেছেন আমি পড়ব? মাননীয় স্পীকার স্যার, উদ্বেগের কথা। চিঠিতে লিখেছে গ্রামে পাহাড়ে ২০।২৫ বছরের যুবকের ছেলেদের চেহারা দেখে চেনা যায় না, তারা রক্তশূন্য হয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার শত শত প্রমাণ দরকার হলে আমি দিতে পারব, সম্ভব হলে এইসব জিনিষ তদন্ত'এর জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন করুন। মাছমারা তহশীলের, পেঁচারথল তহশীলে এই সমস্ত এলাকায় প্রায় তিন শত পরিবার গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার কোন ঠিকানা নেই। বাগাইছড়া এলাকায় ৮০টি চাকমা পরিবারের মধ্যে, ৬৫টি পরিবার আজকে খাদ্য পায় না। ১৮ তারিখের চিঠিতে এই জিনিষগুলি আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমি এই জিনিষটা বলতে চাই যে আমাদের এখানকার যে সরকার কোন চেষ্টা করেননা। কারণ পার্লামেণ্টে লোক সভার খাদ্যমন্ত্রী মিঃ ফকরুদ্দিন আলি আহামেদ, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ত্রিপুরা সরকার তোমাকে চাউলের চাহিদা জানিয়েছে কি না, খাদ্য মন্ত্রী বলেছেন—না, ত্রিপুরার চাউলের চাহিদা পাই নাই। এটা রেকর্ড, পত্রিকায় লিখেছে। আমি জানতে চাই কেন জানানো হল না। একথাতো নয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে যান না, এমন কথাতো নয় যে অন্যান্য মন্ত্রীরা দিল্লীতে যায় না, গদী রক্ষার জন্য যান, শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী রাখবার জন্য যান, কাজেই তার কাছে তো চাউল চাওয়া যায় না। আমার লোক যখন এখানে না খেয়ে থাকছে, যেখানে আমার এখানে শতকরা ৮৫ ভাগ লোককে রেশন কার্ডের আওতায় আনতে যাচ্ছি, তবুও আমার এখানে চাউল আসে না। আমার মন্ত্রী সভা চাউলের চাহিদা জানান না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এফ,সি, আই, এর কাছে চাউল ষ্টক থাকার কথা, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত এফ. সি, আই, গো-ডাউন চেয়ে গো-ডাউন পায় না, তারপর গো-ডাউন যখন করা হল, তখন ঝগড়া চলল দিনের পর দিন, এই সব তথ্য কেন প্রকাশ করা হয় না? গো-ডাউন পেতে কেন বিলম্ব ঘটছে, কেন তাদের ষ্টক টেক আপ করতে পারছে না সেই সম্পর্কে এখানে কোন কথা মুখ্যমন্ত্রী রাখেননি। আজকে দুর্ভাগ্যজনক যে আজকে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত নেই, তাতে বুঝা যায় দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে তার কতখানি অবজ্ঞা, কতখানি তার তুচ্ছ মনোভাব পোষণ করছেন, এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। লীডার অব দি হাউস এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা শোনার জন্য আগ্রহী নন। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি দেখছি আমার চাউল ট্রান্সপোর্টে বিভ্রাট হচ্ছে ইত্যাদি। আমি জানিনা কেন সেটা হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে চাউল আসতে পারে। আমরা বাংলাদেশের শরণার্থীরা যখন এসেছিল, তাদের জন্য এত চাউল আমদানী করেছি, মিলিটারী দিয়ে চাউল আমদানী করেছি। মানুষ বাঁচানো যদি আমাদের কাজ হয়, শরণার্থীদের বাঁচানোর জন্য যদি মিলিটারী ব্যবহার করতে পারি, আমার দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে দুই, চার, দশ হাজার মানুষ মরে গেলে কি হয়. তার জন্য আমরা মিলিটারী ব্যবহার করতে পারি না, কি চমৎকার ব্যাপার? তারজন্য বাংলা দেশের সরকারকে আমরা বলতে পারিনা যে তোমার রেল আমাদের দাও, আমার দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে। আমার এখানে বিভিন্ন পয়েণ্ট দিয়ে চাউল আনতে পারি। আমি আগরতলা আনতে পারি আখাউড়া দিয়ে, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় আনতে পারি। মাননীয় স্পীকার. স্যার. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজকে নেপালে চাউল এক্সপোর্ট কর-

দেশে, কারণ সেখানকার মানুষ না খেয়ে মরছে। ভাল কথা। আমরা চাই। কিন্তু আমার এখানে হয় না কেন? নেপালের মানুষ মরার জন্য বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞাপন দেবেন, আর এখানকার জঙ্গলে মানুষ যে মরে. সে খবরতো কেউ রাখবেন না। * * * রাজত্বের মধ্যে যদি ১৬০ জন মারা গিয়ে থাকে, তাহলে আরও না হয়, দুই, চার, দশ হাজার লোক মরে যাবে, তার জন্য এ্যাডভার্টাইজমেন্টের দরকার নাই।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ—যিনি উপস্থিত নেই, উনার সম্পর্কে কোন কথা বলা যায় না, এইরকম একটা রুলিং আছে এই হাউসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে আজকে ট্রাক, ওয়াগনগুলি কোন সমস্যা নয়। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আরও বেশী চাউল আনা যায়, আরও বেশী ট্রাক আরো বেশী ওয়াগন ইত্যাদি রাখা যায়। কিন্তু সেই সম্পর্কে এই সরকারের কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি কম পক্ষে ১০ হাজার টন চাউল আমাদের মান্থলি দরকার। আমাদের যে মোটামোটি হিসাব, তাতে দেখতে পাই ছয় মাসের ষ্টক যদি আমাদের দরকার হয়, তাহলে ৬৬০ হাজার মেট্রিক টন চাউল আমাদের পিক-আপ করা দরকার, বর্ষা এসে গেলে নয়, বর্ষা আসার আগেই। কারণ আসামে যদি গোলমাল হয়, তাহলে আমাদের সমগ্র খাদ্যাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে. সে কথা মনে রেখে আমাদের ইমিডিয়েটলী এটা আনা দরকার। কিন্তু সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে এ্যালোটেড কোটা, সেটাই * * * পাঠাচ্ছেন না, কারণ গরিবী হটাচ্ছেন তো।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা বারবার আমি বলছি, এর আগেও আমি বলেছি যে যিনি হাউসে উপস্থিত নেই. উনার সম্পর্কে কোন কথা এখানে এই হাউসে আলোচনা করা চলে না। এর আগে এই এ্যাসেম্বলীতে এই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের রুলিং আমরা পেয়েছিলাম।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আপনি নাম বলবেন না।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এর আগেও বলেছি যে যিনি এই হাউসে নেই উনার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ এই হাউসে করা চলে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি এই খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, আমরা বিধানসভা অভিযান করেছি, আমরা বলেছি ভয়াভহ খাদ্য সংকট। গত বিধানসভা অভিযানে আমরা বলেছি—

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য একটা পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করেছেন যে ভারতের প্রাইম মিনিষ্টার যিনি উনার কাজের সমালোচনা তিনি এই হাউসে করতে পারেন না সেই সম্পর্কে আপনি আপনার রোলিং দেন নাই।

XXX Explunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :—বলেছি তো যে এইটা তিনি বলতে পারবেন না। ইট ইজ [illegible] জেবল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা চেষ্টা করেছি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি। ঘেরাও করেছি, বিধান সভা অভিযান করেছি, গণ সত্যাগ্রহ করেছি, আমরা এই কথাটাই তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে কথা আজকে মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন। এইটা হঠাৎ আসেনি। গত ছয়মাস যাবত আমরা এই কথা বলবার চেষ্টা করেছি যে ভয়াভহ এই পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে কোন সংযোগিতা অহ্বান করা হয়েছে এই কথা সরকার পক্ষ বলতে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হাঁা, আমি আর একটু সময় চাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্যই আমরা এই কথা বলতে চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন সে বিবৃতি আমাদের কোন সাহায্যে আসবে না সে বিবৃতি ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করছে না, সে বিবৃতি গোপন রাখার চেষ্টা করছে যে সময়ে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে সেই সময়েতে এই ধরনের যে অপদার্থতা সেই অপদার্থতাকে আমরা কোন রকমেই বরদাস্ত করতে রাজী নই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য এবং দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। গত ৩টা ফসল খরাজনিত কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে এই চরম খাদ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরা সরকার তার জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে ২ হাজার টন, ১৯৭৩ এর জানুয়ারীতে বরাদ্দকৃত ১ হাজার টন, খাদ্য, ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের বরাদ্দ ৮৩২ টন ।২, ।ডসেম্বর ২ হাজার টন, কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দেওয়ার কারণ কিছুই বুঝা নাই। তাই আমি বলবো ত্রিপুরা সরকার বলছেন যে যথেষ্ট সচেতন আছেন তা সত্বেও বাতিল হয়ে গেল কেন বুঝতে পারি নাই। সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার। খরা পরিস্থিতি আরও পূর্ণভাবে দেখা দেবে, কারণ যে সমস্ত কৃষকের জমিতে উৎপাদন কম হয়েছে সেইজন্যই বলছি এই খাদ্য পরিস্থিতি আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। তাই ত্রিপুরা সরকারের উচিত এই পরিস্থিতিকে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা। এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য যথাযথভাবে মজুত রাখা। যে সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন রেশন দোকানের মারফত চাউল ইত্যাদি দেওয়া হয় এই চরম অবস্থায় সেই সমস্ত অঞ্চলে যাতে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যেহেতু তিনটা ফসল বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সেই কারণে আজ দূরবর্তী গ্রাম অঞ্চলে যাহাতে জনসাধারণ দুর্ভোগ থেকে বাচতে পারে সেই জন্য রেশন চালু আমাদের অবিলম্বে দরকার। কারণ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় সবসময়

রেশন পাওয়া যাচ্ছে না। সুদূর গ্রামাঞ্চলে কোথাও এই নিয়মিত মূল্য ছিল কি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে আমি বলি যা আমাদের এ্যাসেনসিয়্যাল কমোডিটিস চাউল, ডাল এবং তেল ইত্যাদি তারা ঠিকমত পায় কি না সন্দেহ আছে। তার উপরে ব্যাপকভাবে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের জীবন আজ চরম সংকটের মধ্যে চলছে। পুজিপতিরা যেভাবে দেশদ্রোহীতা করে এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিস মজুত করে তা কঠোর হস্তে দমন করা প্রয়োজন এবং গ্রাম এবং শহরে ন্যায্য মূল্যের দোকান গুলিতে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহের জন্য একচেটিয়া পুজিপতি এবং একচেটিয়া মালিকরা যে ষড়যন্ত্র করে বাধার সৃষ্টি করে তা প্রতিরোধ করতে হবে। এই সমস্ত দুরবস্থার এবং বিশেষ করে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার সুষ্টু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—কালীপদ বানার্জী।

শ্রীকালীপদ বানার্জী:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটা কলিং অ্যাটেনশন এনেছিলাম এবং আমি দাবী করেছিলাম যে রেশন দোকানে চাউল নেই, বিশেষ করে আমার সাবডিভিশনে, সাবরুম সাবডিভিশনে, রশন দোকানগুলিতে কোথাও চাউল নেই। তার জন্য আমি কলিং অ্যাটেনশন এনেছিলাম এবং আরও কয়েকজন সদস্য কলিং অ্যাটেশন নোটিশ এনেছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে তার লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম না যে, আমার এটাই মনে হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা সঠিক তথ্য তাকে দেন নাই। যেমন তিনি বলেছেন যে অবস্থা স্বাভাবিক। অবস্থা স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। আড়াই হাজার গ্রাম করে চাল দেওয়া হচ্ছে রেশন শপ থেকে গ্রামে। যেখানে চাল নেই সেখানে আড়াই হাজার গ্রাম চাল দেওয়া হচ্ছে, সেখানে শুধু চাল, গম নেই আর শহরে চাল এবং আটা দেওয়া হচ্ছে, সেটাও আড়াই হাজার গ্রাম। আড়াইশ হতে পারত, লেখা আছে আড়াই হাজার গ্রাম। সুতরাং সব রেশন শপে চাল নিতে পারেন নি। আমি শুনেছি আগরতলা শহরে অনেক দোকানে যারা ভোক্তা তারা দোকানে দোকানে গিয়ে ৫।৬ দিন গিয়ে চাল পেয়েছে। তাই যদি হয় আগরতলা শহরকে বাদ দিয়ে, ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে সাবরুম গেল। তারপর সেই চাল ঘোরা পথে গিয়ে পৌছবে কি সোজা পথে গিয়ে পৌছবে, কি সমান রাস্তা দিয়ে গিয়ে পৌছবে। আমার মনে হয় অফিসারদের উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে বাস্তব অবস্থা বলা। উনি যদিও পরবর্তী সময়ে বলেছেন অনেক দোকানে চাল যে নাই সেটা ঠিক নয় চাল আছে, কিন্তু বিবৃতিতে এই কথা নাই। বিবৃতিতে এই কথা স্বীকার করলে কি দোষ ছিল? আমাদের সমগ্র ত্রিপুরার উপর দিয়ে খরা গেছে, ফসল আমরা পাই নি, লিফট আমরা করি নি। যারা লিফট করায় নি। চাল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট

থেকে বরাদ্দ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন। আমাদের একটা কথা বুঝতে হবে যে ভারত সরকার বলেছেন যে তোমাদের চাল দেওয়া হবে না। সেটা এক কথা। তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম। আমাদের সরকার এত যোগ্য যে ভারত সরকার চাল দিল কিন্তু আমাদের সরকার তাকে লিফট করতে পারল না। অবাক কাণ্ড। মানুষের জীবন নিয়ে এইভাবে যারা ছিনি মিনি খেলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,আপনার মাধ্যমে আমি তাদের সতর্ক করে দিতে চাই। একি? আমরা ফসল করতে পারি নি, খরা হচ্ছে, কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার আমাদের দিচ্ছেন। কখনও তো ত্রিপুরার লোকের উপর ট্যাকস ধার্য করে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হচ্ছে না। এই রাজবাড়ী কেনার জন্য আমরা টাকা দিই নি। ভারত সরকার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু চালের জন্য কেন লিফট করা হল না? দুটো বড় বড় গোডাউন করা হয়েছে। সেগুলিতে কে থাকবে? কিন্তু চাল আনার জন্য আমরা এফ, সি, আই কে গোডাউন দিই নি। দিই নি এটা সত্যি। প্রথম আমাদের সরকার রাজী হন নি। কিন্তু ইদানীং তারা দিয়েছেন। তাহলে আগে কেন দেওয়া হল না। তাহলে সেই ষ্টক করতে পারত। এই অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এই অবস্থা এইভাবে চলতে দিতে পারা যায় না। তারপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চিত্র, সেটাও পাওয়া যায় না। সরষের তেল পাওয়া যায় না। কোন দামেই পাওয়া যায় না। তবু বলা হচ্ছে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফত নাকি এইগুলি সরবরাহ করা হয়। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা আছেন তাদের বলব যে যেসব অভিযোগ আমরা এনেছি সেই অভিযোগের তদন্ত হোক এবং এই চাল লিফট করার জন্য তাদের যারা করেন নি বলে প্রমাণ হবে তাদের বিরুদ্ধে যেন সাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী দলের নেতা যে কথাটা বলেছেন সেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক আগেই স্বীকার করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলেছেন। "ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত রবিবার বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে এবং অবিলম্বে খাদ্য শস্য পাঠানোর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাবেন। শ্রী সেনগুপ্ত বলেন-এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তিনি কেন্দ্রকে বলবেন। এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য ত্রিপুরায় পাঠাতে হবে।" আনন্দবাজার, ১৫.১১.৭৯ বাংলা। সোমবার। ১৫,০০০ টন খাদ্যশস্য ত্রিপুরায় পাঠাতে হবে। এখন কেন্দ্র মাসে দুই হাজার টন খাদ্য ত্রিপুরায় পাঠাচ্ছেন। তাতে কুলিয়ে উঠছে না। পরিমাণ না বাড়ালে সামলানো যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী দমদমে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলেন। তাহলে বিরোধী দল যে কথাটা বললো স্যার, সেটা তো মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছেন ত্রিপুরাকে প্রায় দুর্ভিক্ষের মত ঘোষণা। তাহলে তারা যে। লিখেছে তার মধ্যে গোলমাল আছে। আমি সবটা পড়ি নাই। কেননা কাগজটা আমার কাছে ছিল না। আমি হাওলাত করে এনেছি। এই যে দাদন, খয়রাতি, টেষ্ট রিলিফ, কৃষি ঋণ, ইত্যাদি প্রচুর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ১·৭২ লক্ষ টাকা দিয়েছে। এটা ঠিক। কিন্তু বিলি ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি আছে। ভূমিহীনকে কৃষি ঋণ দেয় নাই। আমি বলছি দেয়নাই। অন্ততঃ

আমার সাবডিভিশনে আমি বলতে পারি দেয় নাই। জোতদারই পায় নাই, ভূমিহীন পাবে কোথা থেকে? ভূমিহীন কৃষক—ভূমিহীন কৃষকরা সরকার থেকে কৃষিঋণ পায় নাই স্যার। আমার তথ্য ভুল হলে আমি জবাব দেব। তাছাড়া কৃষিঋণ দিতে গেলে একটা হিসাব আপানার কাছে দেওয়া হওক। তারপর পয়লা নম্বর কথা হল ক্যাম্প উঠিয়ে দিয়েছেন, টেষ্ট রিলিফ ৩০০ হল সাড়ে ছয় টাকা, এফিডেভিট সাড়ে তিন টাকা—কম হল—১০ টাকা। তারপর লেখক হল ১ টাকা তারপর নানান খরচ হল ১৫ টাকা, তারপর কাগজের দাম হল ২ টাকা। আমি কাল হিসাব নিয়েছি কোথাও ৩৮ টাকা, কোথাও ৪০, কোথাও ৪২—২৮ টাকার নিচে কথাই বলা যায় না। তাছাড়া এই বছর দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সরকার যা করেছে তারজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। তারপর দাদনের বেলায়—এটা নুতন কথা নয় স্যার, কাউন্সিলের আমল থেকে বলছি স্যার এই টাকাটা যখন দেবেন তখন ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগান—কোথাও ২০ কোথাও ২৫ কোথাও ৫০ এর অর্থ কি—দাদন এক প্রকার হওয়া উচিত। যদি এই হিসাব না মিলাতে পারি তবে আমি এর জবাব দেব। খয়রাতি অবশ্য ঢালাও ভাবেই দেওয়া হচ্ছে। এর কোন প্রশ্ন নাই। আমার প্রশ্ন হল এক লেংড়া পুরুষ তাকে ১০ টাকা দেওয়া হবে আর এক লেংড়াকে কেন ২৫ টাকা দেওয়া হবে। এই হল অবস্থা। কৃষিঋণ অথাৎ কি. পর্যায় হচ্ছে—কোথাও ৩০০ টাকা, কোথাও ৪০০ টাকা ......

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননায় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ না স্যার, আমি তাড়াতাড়ি বলতে পারি না ..

মিঃ স্পীকার ঃ—অন্যান্য সদস্যরাও বলবেন—আপনি সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—আমার কথা হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্যরা আপনারা বসে থাকুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলছেন এটা দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে গিয়েছে তাই দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা হচ্ছে। এই যে অবস্থা এটা ঠিক ঠিক ভাবে করা উচিত—আমি বলছি আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে কোন কাজ নাই। এটা নুতন কথা নয় যেমন মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন...(গণ্ডগোল) আর বন বিভাগ—পূর্ত বিভাগ কাজ করছে ...(গণ্ডগোল) ... বন বিভাগ নির্জীব এখন কাটার সময় তাই বলছে টংগিয়া কর টংগিয়া কর তোমার ঘরের পিছে কর। কিন্তু বনের কোন কাজ নাই কিন্তু কনট্রাকটার গাছ কেটে নিচ্ছে—আর পূর্ত বিভাগ খুব কাজ করছে কত রাস্তার কাজ করছে কিন্তু আদিবাসী এলাকায় কোন রাস্তা নাই—রাস্তা আছে কি না মন্ত্রীরা বলুক—এই ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন—মন্ত্রীর কাছে তারা ভুল বুঝিয়েছেন। আমার কথা আমি আগেই বলেছি—রবি শষ্যের কথা কৃষিমন্ত্রী গত শেসানে বলেছিলেন শষ্য দিয়ে আমি দুনিয়া জুড়ে দেব—কোথায় সেই শষ্য। আর ন্যায্যমূল্যের দোকান—গিয়ে দেখুন স্যার কি অবস্থা—গ্রামে গিয়ে দেখুন ন্যায্য মূল্যের দোকানের অবস্থা—গ্রামের খবর নাই আমি হিসাব দিতে পারি গ্রামের কোন খবর নাই স্যার। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বেশী বললেও মুশকিল...

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—আমার সময় আর কত নইলে ২ বছর (গণ্ডগোল—হাস্যধ্বনি) ... আর ৫ মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আর ২ মিনিট—আচ্ছা বলুন—৫ মিনিট।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার:—সবাই যদি হাসেন তবে আমি বলব কাকে—একটা কথা হচ্ছে স্বামী নাই পুত্র নাই কপাল ভরা সিন্দুর আর ধান নাই চা'ল নাই গোলা ভরা ইন্দুর। আর একটা হল—রেশান কার্ড চেকিং হবে। হাজার হাজার ডিলার করা হয়েছে বস্তা বস্তা উধাও হয়ে যাচ্ছে তার চেকিং কে করছে বুঝেছেন স্যার, সত্যি কথা বলছি—তাই আমি বলছি চাউলের দাম ত্রিপুরাতে আরও বাড়বে। এর আগে দেখেছি ৮০ টাকা ৯০ টাকা হয়েছিল এখনও ৬০ টাকা ৬৫ টাকা ৭০ টাকা আছে। কথা হচ্ছে ঠাডা পরে হাঁস মরেছে ফকিরের কেরামতি বাড়ছে—এই পাম্প মেসিন যা দিয়েছিল কৃষিমন্ত্রী এইগুলি দিয়ে জল আসে না, অনেক খানেই—আর একটা ছড়ার মধ্যে আট জায়গায় বান্ধ দেওয়া হয়েছে—ঐ যে মিজুনের বান্ধ না কি বলে—কথাটা আমার মনে আছে তখন আমি বলেছিলাম, করেন কি আসলে জলই নাই বান্ধ দিয়ে কি হবে, এই অর্থ খরচ করে লাভ কি। আমার কথা ভাল লাগে নাই—তখন বৃষ্টি হয়েছিল চাউলের দাম যেটুকু আছে এর থেকে আর বাড়লে মুশকিল—কিন্তু সংগে সংগে কাজ দিতে হবে আদিবাসী এলাকায়, গ্রামে কাজ দিতে হবে—আর ঐ যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম—আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি যে আমার এলাকায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে কি না সন্দেহ, যদি পারে হিসাব দিক তার আমি চেলেঞ্জ করব। এহেন অসত্য কথা পরিবেশন করেছেন গেল এই কথা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে—অনেকক্ষন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—হয় নাই স্যার, আর ৫ মিনিট সময় দিন স্যার আমি চ্যালেঞ্জ করি, এহেন অসত্য কথা কেন পরিবেশন করেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননায় সদস্য আপনার ৫ মিনিট শেষ হয়ে গেছে, অনেকক্ষন শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আরও ৫ মিনিট দেননা স্যার।

মিঃ স্পীকার :—অন্যান্য সদস্যদের আপান বলতে দেবেন না?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আর পাম্প সেট আমার এলাকায় মাত্র একটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা দিয়ে এক ফোটা জলও কৃষক ক্ষেতে দিতে পারেনি। এইসব মেসিন সাপ্লাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হচ্ছে, আগামী দিনের জন্য বীজ ধান কারও ঘরে নাই, তাই বলছিলাম ত্রিপুরায় বীজধান আপনারা সংগ্রহ করুন যদি কৃষকদের বাচাতে হয়, তা না হলে কৃষকরা আগামী দিনে আউস ফসল করতে পারবে না। কৃষকের ঘরে বীজ ধান নাই, ইরি বলুন, তাই চুঙ বলুন. এইগুলি ছাড়া যদি দিতে হয়, তাহলে এখনই সময়, চাউলের অভাবে কৃষক যে ধান ছিল সব খেয়ে ফেলেছে, কাজেই আগামী দিনে যদি এই খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চান, মন্ত্রী বাহাদুর, সামনে বৃষ্টি বাদল আছে, যদি আউস ফসল করতে চান, তাহলে এখন থেকেই বীজ ধানের সংগ্রহে নামা উচিত। রবি শস্য বলতে কি বুঝায়?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখন আপনি শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে বলব আগামী দিনে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে হবে, কেন্দ্র থেকে এনে সেটা পূরণ করতে হবে, কারণ গ্রামের লোক—আদিবাসী এলাকায় লোকেরা বেশী খায়, শহরের লোকের মত কম খেলে চলে না, কারণ শহরের লোকেরা ঘি খায়, ছানা খায়, ডিম খায়, আর গ্রামের লোকেরা শুধু লবন দিয়ে ভাত খায়, কাজেই তাদের চাউল বেশী লাগে। কাজেই আমাদের দৃষ্টিভংগী পরিবর্ত্তন করতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে, বৈশাখ মাসের পরে আর হবে না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি আজকে হাউসে রেখেছেন, খাদ্যের উপর আরও উদ্বেগজনক অবস্থা আরও বেড়ে গেল তাতে। যে বিবৃতি তিনি রেখেছেন তাতে অনেক হিসাব তিনি দিয়েছেন, হিসাব দিয়ে সমস্ত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি মাখানো কথায় তাকে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গণ্ডাছড়া, জগবন্ধুপাড়া, দলপতি, টাকারজল, আমতলি, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, আমবাসা, লংথরাই, সামনা, বকসতলী, কামরাংগাতলি, এই সমস্ত জায়গায় আমি কতকগুলি জায়গার নাম উল্লেখ করেছি, একটা রেশনের দোকানেও এক ছটাক চাউল নেই। এই সমগ্র ত্রিপুরার কয়েকটি মাত্র দোকানের নাম আমি বলেছি, ৪২১ কি ৪২২টি দোকান, যার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে চাউল বিক্রি করা হয়, নানা রকম কথা বলে। এইগুলি দোকানের মধ্যে আমি মাত্র এই কয়টি নাম সংগ্রহ করেছি কিন্তু অন্যান্য দোকানের কি অবস্থা সেটা কে খোঁজ করছে? রেশন'এর দোকানগুলি কি ভাবে চলছে, চলছে কি চলছেনা, সেটা কে খোজ করবে? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি একটা প্রশাসন যন্ত্র আছে, এখানে কি মন্ত্রীসভা আছে না এখানে কোন সরকার আছে? অপদার্থতার একটা চুড়ান্ত অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কয়েক মাস থেকে পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা খবর বেরুল, এইগুলি যে সত্য নয়, আমি কি করে বলব, আমি সেগুলি বিশ্বাস করি, কারণ কোন মন্ত্রীসভা বা রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর থেকে তো সেগুলি চ্যালেঞ্জ করা হয় নি। আমাদের চার হাজার টন চাউল বরাদ্দ ছিল, রাজ্য সরকার নিজে দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্র থেকে তা আনলেন না, এফ, সি, আই'র হাতে কনভার্ট করলেন না, আসাম থেকে সেটা লিফট করা হল না। একথা কি অসত্য? মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর গত ডিসেম্বরে, ১৯৭২ সালে, ১৯৭২ সালের অক্টোবরের কথা আমি বলেছি, চার হাজার টন চাউল, আর দুই হাজার টন গম আসাম থেকে এফ, সি, আই'র হাত থেকে তুলে আনার কথা, সেটা ডিসেম্বরে আনা হল না, জানুয়ারী পার হয় হয় অবস্থা, ততদিনে ডিসেম্বরের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এক সার্কুলার ইস্যু করা হয়, সেই সার্কুলারে বলা হল যে প্রতি মাসের কোটা যদি আনা না হয়, তাহলে সেটা লেপসড হয়ে যাবে, সেটা দেখা গেল জানুয়ারী মাসে এসে রাজ্য সরকারের হাতে এসে পৌঁছাল, জানুয়ারী মাসে কেন, মন্ত্রীরা কবার গেছেন দিল্লীতে? সেটা কি মন্ত্রীত্ব রাখার জন্য? ত্রিপুরার অফিস তৈরী করা হচ্ছে,

জমি কেনা হয়েছে, ঘরবাড়ী তৈরী করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে দিল্লীতে, কিসের জন্য আমরা জানতে চাই। কেন এই প্রশ্ন আজকে এসেছে যে চাউলের সংকট উপস্থিত হয়েছে ত্রিপুরায়। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমি ত্রিপুরার কোন কথা গোপন রাখব না, সরলতার নানা রকম ভংগী করে, হিসাবের কারচুপি করে রাজ্যে সমগ্র জনসাধারণের কাছে, এই হাউসের কাছে নানারকম বিবৃতি, নানারকম অসত্য তথ্য প্রকাশ করছেন। শুধু কি এই, সেই চার হাজার চাউল, দুই হাজার গম সেটা লেপসড হয়ে গেল। জানুয়ারী মাস পরে এখান থেকে লোক গেল, টাকা পাঠান হল, চাউল এল না। পরিস্কার এফ, সি, আই থেকে জানানো হল যে সেটা লেপ্‌স হয়ে গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। তারপর মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা দৌড়াতে শুরু করলেন। যে করেই হউক চাউল আনতে হবে, কিন্তু চাউল এলনা। চার হাজার টন চাউল এবং দুই হাজার টন গমের সামান্য একটা অংশ শেষ পর্য্যন্ত আনানোর ব্যবস্থা করা হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই যে চাউলটা, চার হাজার টন চাউল এবং দুই হাজার টন গম, তার সামান্য একটা অংশ এখানে এসে পৌছাল। আমরা জানতে পেরেছি, পত্র পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে ধর্ম্মনগর'এ এক হাজার টন লিফট করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শিলচর থেকে তার সামান্য একটা অংশ ত্রিপুরা রাজ্যে আনা হল, রাজধানীতে গো-ডাউনে এনে রাখার কথা হল। এক হাজার টন নির্দ্দেশ হলে। ৭০০ টন মাত্র সেখান থেকে এল। আর ৩০০ টনের কোন পাত্তা নেই। কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কে তার হিসাব রাখে, কে তারজন্য দায়ী। আমি জানতে চাই সেসব কথা। এই সমস্ত বক্তৃতা দিয়ে এই তথ্যগুলিকে ঢাকা যাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরও বলছি যে চাউল আনা হলো, যে রেশন আনা হলো, তারপরেও সংকট বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরার জন্য যে কোটা, আসাম, শিলচর, সেখান থেকে আনতে গেল। অন্য যে বাকী ছিল সে কোটাটা এখান থেকে যারা, সেখানে গিয়ে তারা শুনতে পেল এই সমস্ত কথা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। মণিপুরে চাউল গেল ত্রিপুরা রাজ্যের কোটার চাউল, মিজোরামে চাউল গেল ত্রিপুরারাজ্যের কোটার চাউল। ত্রিপুরা টাকা দিয়ে লোক পাঠিয়ে যথাসময়ে সে চাউল আনতে পারলেন না। কেন পারলেন না? মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্ভিক্ষের চিত্রকে ঢাকবার চেষ্টা হলো। ১৫ হাজার টন চাউল চাওয়া হয়েছে বরাদ্দের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করলেন মাত্র ৫ হাজার টন। কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে, ১৫০ জনের বেশী লোক না খেয়ে অনাহারে মৃত্যু ঘটে গেল। একটি একটি করে নাম পত্রপত্রিকায় জানানো হলো। সাবরুমে মারা গেছে, সোনামুড়ায় মারা গেছে, ধর্ম্মনগরে মারা গেছে, খোয়াইতে মারা গেছে, কাঞ্চনপুরে মারা গেছে, নানান জায়গার খবর একটি একটি করে পত্রিকায় নাম ঠিকানা দিয়ে বলা হয়েছে। চাড়িলামে কৃষি উপমন্ত্রী তিনি বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন, গরীবি হঠাওয়ের বক্তৃতা, সবুজ বিপ্লবের বক্তৃতা, সেই বক্তৃতা করা অবস্থায় সেখানে গোবিন্দনগরে সেদিন সে অবস্থায় মারা গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটু সময় লাগবে এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি তুলে ধরা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সেখান থেকে কৃষি উপমন্ত্রীর কাছে যারা সাহায্যের জন্য এসেছিল, গোবিন্দ নগরে। তারপরে এক ব্যক্তি বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে মারা গেল। এই দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে গোপন করার জন্য, আমি বলতে চাই এই রাজ্য সরকার একটা চক্রান্ত করে সারা ত্রিপুরায় একটা সংকটকে চেপে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এইটা এই জন্যই করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশী রাখার জন্য, মন্ত্রীত্ব বজায় রাখার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, শত শত মানুষকে খুন করে শত শত মানুষের রক্ত দিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশী করবো। আমরা আমাদের খরার পাব না, রেশন পাব না আর কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশী করবো। কেন চাউল আসবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে এইটা প্রকাশ হয়েছে। পার্লিয়ামেন্টে প্রশ্নোত্তর কালে, বক্তৃতায়, লোক সভায় বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, খরা বিধ্বস্ত এলাকার, সে তালিকায় ত্রিপুরার নাম নেই। অবাক হওয়ার কথা। কতখানি নীচে নামলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কত কাজে কর্মে প্রমাণ দিয়ে তথ্য দিয়ে নানাভাবে ঘরচুরি করার হিসাব দিয়ে, নানাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করে ত্রিপুরার মানুষকে না খেয়ে মারার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বলতে চাই কারেক্ট ইনফরমেশন কোথায়, সঠিক হিসাব কোথায়, হিসাব সেখানে ১৪ লক্ষ ২২ হাজার, ১৪ লক্ষের বেশী লোক রেশনের আওতায় আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার কনষ্টিটিউয়েনসী আমার অঞ্চলে, আমার মহকুমায়, আমি গিয়েছিলাম, মাঝখানে সেখানে গিয়ে জেনে আসলাম যে জায়গায় ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ১০—১২ মেট্রিক টন অফ টেইক ছিল। সারা সোনামুড়া মহকুমার জন্য সেখানে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ৩০ মেঃ টন করে অফ টেক হয়েছে। আমি সেখানকার এস,ডি,ও,র সাথে দেখা করেছি, সেখানকার ফোড কনট্রোলিং অফিসারের সংগে দেখা করে আমি জেনে এসেছি ৩০ মেট্রিক টন সেখানে অফ টেইক হচ্ছে আর চাউল সরবরাহ হচ্ছে কত এখানে শুনানো হয়েছে এই হাউসে শুনানো হয়েছে. মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বকসনগরে এক দিনের মাত্র চাউল ছিল না। এক দিনের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ চাউল নেই রেশনের দোকানে, ২ দিন, ৩ দিন, চার দিন চাউল নেই রেশনের দোকানে অনেক আগে থেকেই। কেন এই চাউল থাকছে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, গভর্ণরের অ্যাড্রেসে নানা রকম ঘোষণা করা হয়েছে, বলা হয়েছে কিভাবে মন্ত্রী সভা সারা ত্রিপুরাকে অগ্রসর করেছে, কিভাবে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়েছে, দুর্ভিক্ষের জরুরী অবস্থা, যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করে, দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা হয়েছে। এই হচ্ছে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার অবস্থা। মানুষ মরে যাচ্ছে আর ওদিক দিয়ে চাউলের বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হচ্ছে না। কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। আর তারপরে মাঝে মাঝে রেডিওর বক্তৃতা শুনিয়ে বলা হচ্ছে আমি চাউলের দাবী করছি আমাকে ভবিষ্যতে ভোটটা দিও। এই হচ্ছে রাজনীতি। মাননীয় স্পীকার স্যার, যা চাউল আছে, ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন অঞ্চলে যেটুকু চাউল ছিল সমস্ত টুকু তুলে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটার আর সমস্ত হরডারসের হাতে। সেটুকু চাউল সমস্ত হরডারসের হাতে

সমস্ত মজুতদারের হাতে জমা হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে আমরা দেখতে পাই মার্চ মাসে যখন অফ টেইক হচ্ছে, আমি আগরতলায় খবর নিয়েছি ৫০ পার্সেন্ট অফ টেইক হয়ে যাচ্ছে। এই যে অবস্থা এই মার্চ মাসের অবস্থা আরও দ্রুত বাড়বে। এই হুরডারসরা, এই মজুতদাররা কালো-বাজারী করবে আরো চাউল নিয়ে। তারই সুযোগ করে দিচ্ছে এই মন্ত্রীসভা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর আমার বক্তৃতা বাড়াচ্ছিনা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির একটি একটি করে রিপোর্ট আমি ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম রিপোর্টে দেখেছি নানা রকম খবর প্রকাশ করে এই রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোথাও একটি পিলফারিং-এর কেস ধরার কোন ব্যবস্থা করেছে? একটি পিলফারিংকারী এই সমস্ত অফিসার তাদের ঠিকভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? একজনকেও নয় কোথাও নয়। সমস্ত দিক থেকে ট্রান্সপোর্ট পিলফারিং গো-ডাউন থেকে সমস্ত চুরি করে চাউল সরিয়ে এই মজুতদারের হাতে তুলে দিয়ে মজুতদারের গোপন গো-ডাউন থেকে এনে হাজির করে। এইভাবে এই সরকার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাদের জন্য। আবার আর এক দিকে মানুষ হাহাকার করছে, খাদ্যের জন্য, খাদ্য নেই। বিনা মূল্যে চাউল দেওয়া দূরের কথা রেশন দোকান থেকে যে ন্যায্য মূল্যে চাউল কিনবে তার সুযোগটাও রাখছে না এই সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও পরিষ্কারভাবে প্রতি-শ্রুতি চাই যে ভাবেই হোক, যেখান থেকে হোক যে উপায়ে হোক এই বিধান সভায় এই প্রস্তাব করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনতেই হবে। এ ছাড়া কোন পথ নাই এই খরা পরিস্থিতিতে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি গত কাল কলিং অ্যাটেনশন যে নোটিশ এনেছিলাম এবং যেটার জন্য প্রেয়ার করেছিলাম, সেইটাকে মোভ করে মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন সে সম্পর্কে ২। ১টা কথা আমি বলবো। মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন সেইটাতে মনে হয় যে হ্যাঁ রাজ্যে একটা অভাবনীয় পরিস্থিতি চলছে। তবে যেটা আমার চোখে লেগেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিলেন সেই বক্তৃতার মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে সেইটা যেই তৈরী করে দেন না কেন এই বিবৃতি প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে কিছুটা ফারাক রয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে। আজকে খাদ্য সমস্যা প্রকট হয়েছে। আমি গত বিধানসভায় বলেছিলাম যে খাদ্য দপ্তর যতক্ষন পর্যন্ত ঢেলে সাজানো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য দপ্তর থেকে দুর্নীতির ঘুঘুদের বাসা দূর হবে না। আজকে দেখছি সেইটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দো-লনের শেষে আমরা দেখেছি ১০ হাজার টন ডাল রিলিফের এবং বাফার স্টক থেকে প্রায় ২ হাজার টন ডাল নষ্ট হয়েছে। অবশ্য সরকারী সূত্রের খবর, এরা ঘোষণা করেছে যে ৬ হাজার টন নষ্ট হয়েছে। এইটার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা। আর আজকে আমরা দেখছি আমাদের খাদ্য নেই। যে সমস্ত অফিসারের কারণে, যেসমস্ত আমলাদের কারণে এই সমস্ত খাদ্য নষ্ট হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। অথচ আমরা বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য দিলেন না। আমরা যদি তাঁদের কিছু না করতে পারি, আমরা যদি নষ্ট করি তাহলে কি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য দিবেন? আমার মনে হয় না। আজকে খাদ্যের দিক দিয়ে কিভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, খাদ্য দপ্তর বাজারে কিভাবে

বড় বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটায় সাহায্য করছে। গত ডিসেম্বরের যে কোটা আমাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তা আনা হয় নি। আমার এই ইনফরমেশনটা যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা হবে যে আমার খাদ্য দপ্তরের আমলাদের খামখেয়ালীর জন্যই না কি আনা হয় নি। গত বৎসরের শেষভাগে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার দুই কোটি চার লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য দেবার যে ঘোষণা করেছিলেন তা নাকি আনা হয়নি। আমাদের গমের যে চাহিদা ছিল তাও আনা হয় নি। কিন্তু কেন এল না আমরা জানিনা। তার জন্য কে দায়ী এবং তাদের বিরুদ্ধে কি করা হবে, কি না করা হবে তা আমরা জানি না। দেখা যায় গত বছরের শেষভাগে মুখ্য-মন্ত্রী যখন ত্রিপুরা রাজ্যের দুরবস্থার কথা বললেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার যে চার হাজার টন চাল দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের গোদামে ৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ছিল। তাই নিয়ে আমরা ত্রিপুরার যারা হতভাগ্য যারা আশা করেছিলাম পাব বলে আমরা পাই নি। দেখা যায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর হতে জুলাই পর্যন্ত সরকারী গো-ডাউনে যে খাদ্য মজুত রাখা হত এ বছর তাও রাখা হয় নি। তার কারণ আমরা জানতে পারলাম না। আজকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে চাল মহকুমাতে যায় সেই চাল ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, সেই চাল মফঃস্বলে রেশন শপে গিয়ে পৌছতে কতদিন লাগবে, আদৌ গিয়ে পৌছবে কিনা নিশ্চয়তা নাই। আমার কনষ্টিটিউয়েনসীর একটা এলাকা রয়েছে যেখানে ট্রাইবেল বেশী। কাচিগাঙ যে রেশন সপ রয়েছে সেখান থেকে চাল গিয়ে ডেইলী আনা সম্ভব নয়। সুতরাং এই যে ডেইলী যোগানোর অবস্থা চলছে সেটা যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তাহলে গ্রামে খাদ্য পরি-স্থিতি সম্পূর্ণ ব্যহত হবে। আজকে দেখা যায় খাদ্য দপ্তরের কৃপায় আমাদের টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়া হয়েছে। আমি আজও বলব যে সমস্ত খাদ্য দপ্তরকে ঢেলে না সাজানো পর্যন্ত খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়। আজকে আমরা দেখেছি খাদ্য দপ্তরের আমলারা দিল্লী ছুটেন। এরা আমার দেশের জন্য কিছুই করতে পারেন না। আজকে যদি পশ্চিমবংগের আমলা পারেন তাহলে আমার রাজ্যে আমলারা কেন পারেন না? আজকে খাদ্য দপ্তরে যেসব আমলা রয়েছে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ রয়েছে অথবা তাদের সম্পর্কে যদি আমি অযোগ্য বলে থাকি তাহলে বেশী বলব না। খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যে সব লিখিত, অলিখিত অভিযোগ রয়েছে সেগুলির তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমলাদের নিষ্ঠার অভাব আজকে সবকিছু ব্যহত করছে। আজকে এই অভিযোগগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এবং খাদ্য সমস্যা নিয়ে ষ্ট্যান্ট না মেরে বাস্তবভাবে কিভাবে সমাধান করা যায় সেই দিকে এগিয়ে আসার জন্য জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে বিধান সভায় যে বিবৃতি রেখেছেন, এই বিবৃতি উনি পাঠ করতে গিয়ে আমরা যা শুনেছি এবং তার বিবৃতির কপি পড়ে যা বুঝেছি তাতে মনে হয় এই বিবৃতি নিছক মুখ রাখার জন্যই দিয়েছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এতবড় একটা খাদ্য সঙ্কট

চলছে, এই খাদ্য সংকট সম্পর্কে যদি দুই চারটা কথা বিধানসভায় না বলেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকিবহাল নন এই কথা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই নিজে নিজের মুখ রক্ষার জন্যই এ বিবৃতি দিয়েছেন......

কারণ যখন এই কথা বলা হয়েছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাউল চেয়েছিলেন সেই সাহায্য থেকে যা ছাঁটাই করে দেওয়া হয়—খাদ্য পুরাপুরি দেওয়া হল না—এই মন্ত্রী সভা এই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি করে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই কথা এবং সেই ছাঁটাইকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারলেন। কারণ গত এক বছর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরছে অনাহারে অধাহারে দিন কাটাচ্ছে—রেশানের দোকানের চাল যাচ্ছেনা চাউলের অভাবে মানুষ পথে পথে ঘুরছে এবং এই সুযোগে যারা মুনাফাখোর চোরাকারবারী যারা দুর্নীতিবাজ যারা এই সুযোগে অনাহারী অর্দ্ধাহারী মানুষকে আরও বেশী শোষণ করে নিয়ে তাদের অস্থি চর্মসার করে চলেছে। কি করে এই মন্ত্রীসভা এবং এই মন্ত্রী সভার দলপতি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই কথা স্বীকার করে আসলেন। তিনি সেখানে বলতে পারলেন না এই কথা আমার ত্রিপুরা রাজ্যে ১৬ লক্ষ মানুষ উপোগ করছে যেখানে কাজ পাচ্ছে না যেখানে ২ টাকা রোজগার করতে পারছে না আর তুমি তাদের বরাদ্দ থেকে যে চাউল আমরা তোমরা কাছে চেয়েছিলাম সেই চাউল তুমি ছাটাই করে দিচ্ছে এত বড় অন্যায় এত বড় অপরাধমুলক ব্যবস্থা ত্রিপুরা মন্ত্রীসভা কি করে স্বীকার করে নিতে পারল। এই সভার স্বীকার করে নেওয়া স্বাভাবিক কারণ মানুষকে যদি অভাবের মধ্যে নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে এই মানুষের কাছে রাজনীতি করে নিজের দলবাজী করে নিজের মন্ত্রী সভাকে টিকিয়ে রাখা যায়—এই সুযোগে এই মন্ত্রী সভাকে রক্ষা করতে চায়। এই হচ্ছে নীতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা কি দেখি যেখানে রেশানের দোকানের অবস্থা কি আমি শুধু একটি রেশানসপের অবস্থার কথা বলতে চাই—মোহনপুরে যে রেশান সপ রয়েছে—সেই মোহনপুর রেশান সপে আজকে কতদিন ধরে বন্ধ চলছে। সেই রেশান সপ বন্ধ হওয়ার ফলে সেই এলাকার জনসাধারণের অবস্থা কি? সেই এলাকার জনসাধারণ-এর জন্য কোন রিলিফমুলক কোন কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা নাই—ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা নাই তাদের এই অভাব এই অনাহারের হাত থেকে বাচাবার জন্য তারা কি করেন—১০ মাইল ১০ মাইল দূরে বড় মুড়ায় হেটে যায় এবং সেখান থেকে বোঝা দুই বোঝা লাকড়ী ছন সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রী করে যখন রেশান সপে আসে দুই কেজি, এক কেজি, চাউল কিনার জন্য তখন তারা শুনতে পায় চাউল নাই। তখন সেই মানুষের মনের অবস্থাটা কি হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী কি সেই বুভুক্ষু মানুষের কথা ভেবে দেখেন কি? যে দিন রেশান সপে চাউল থাকে না যখন ফিরে যেতে হয় রেশান দোকান থেকে ঐ মুনাফাখোরের কাছে—বেশী পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তখন তার মনের অবস্থা কি হতে পারে—সেটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি কোন দিন চিন্তা করে দেখেছেন তিনি কি কোন দিন এই খবর জানেন। আর মাননীয় সদস্য মহাশয় বলেছেন আজকে এর মুলে এই যে খাদ্য আসছে না রেশানে চাউল দিতে পারছে না খাদ্য অভাব এর মুল কারণ ঐ ডিপার্টমেন্ট—ঐ ডিপার্টমেন্টের উপর দোষ দিতে চাইছেন। ডিপার্টমেন্টের যারা কর্তা—আমি বলছিনা এই কথা ওদের মধ্যে দুর্নীতি হচ্ছে না আমি

এই কথা বলছি না উদের মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—নিজেদের অপদার্থতার জন্য অনাহারী লোকের মুখে খাদ্য দিতে পারছে না—সমাজতন্ত্রের কথা বলছে মানুষের মুখে খাদ্য তুলে দিতে পারে না তখন নিজের দোষ নিজের দায়িত্ব অপদার্থতা সমস্ত কিছু ঢাকবার জন্য ডিপার্টমেন্টের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা খালাস পেতে চায় এই হচ্ছে মুল অবস্থা। কোন খাদ্য পলিসি কি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন খাদ্য পলিসি আছে কি—কোন নীতি। কাজেই ডিপার্টমেন্টের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে এর সমাধান হবে কি? যে মন্ত্রী সভার সাহস নাই প্রধান মন্ত্রী শ্রী মতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে একটা চাপ সৃষ্টি করার আজকে এই মন্ত্রী সভার এই সাহস যদি থাকতো—ত্রিপুরা রাজ্যের শুধু মন্ত্রী সভা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ্য মানুষ—অনাহারী মানুষ রয়েছে তারাও এই মন্ত্রীদের পেছনে ছুটতো দিল্লীতে দিল্লীকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতো ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মরতে চায় না। সেই সাহস কেন নাই কেন চাপ সৃষ্টি করতে পারে না এইখানে তারা অপদার্থতার পরিচয় দিচ্ছে—আর তারা দোষ দিচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টের উপর এই অনাহারী মানুষ……

মি: স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার………

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরও দুই মিনিট সময় দিতে হবে……

মিঃ স্পীকার :—দুই মিনিট……

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কাজেই এই হচ্ছে অবস্থা—আজকে মোহনপুর-এর কথা নয় গিয়ে দেখবেন চম্পকনগর গিয়ে দেখবেন জিরানীয়া গিয়ে দেখবেন ঐ সুবলসিং গিয়ে দেখবেন টাকার জলার জম্পুই—ত্রিপুরার কোথায় নয় এই অবস্থা ত্রিপুরার যেখানে যাবেন দেখবেন এই অবস্থা। এর মোকাবিলার জন্য এই মন্ত্রী সভা যদি একটি বিবৃতি করে দিয়ে এর হাত থেকে রেহাই পেতে চায় তাহলে ত্রিপুরার মানুষ ক্ষমা করবে না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার এর উপর চাপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা আজকে তাদের কাছে চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায় করা তো দূরের কথা আমরা দেখছি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী যখন ত্রিপুরার মানুষ ঐ কেন্দ্রীয় সরকারকে—ত্রিপুরা সরকারকে সজাগ করার জন্য গণসত্যাগ্রহ আহ্বান দেয় তখন এটাকে বানচাল করার জন্য সারা ত্রিপুরায় পুলিশী রাজত্ব পরিণত হইয়াছিল আর আবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী যখন বন্ধ ডাকেন সেই বন্ধের সময় আমরা কি দেখি—মন্ত্রীর গাড়ী ছুটে চলেছেন বন্ধকে ভাঙ্গাবার জন্য। মানুষের মনে যে ক্ষোভ প্রকাশ করার যে সুযোগ সেটিও মন্ত্রীরা ভেংগে দিয়েছেন। আমি দেখেছি শিক্ষা মন্ত্রী রাণীর বাজার থেকে চম্পকনগর পর্য্যন্ত তিনি গাড়ী নিয়ে সারা দিন ছুটাছুটি করেছেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যে বন্ধ পালন করা কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়া ত্রিপুরা সরকারকে চাপ দেওয়া সেই বন্ধকে তারা ভেংগে দেবার চেষ্টা করছে……(ভয়েজ—শেম শেম ধ্বনি)……এই হচ্ছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা এই জন্য। আজকে এই মন্ত্রীসভা এই বিধান সভা আমরা সজাগ আমরা সচেতন আমরা মানুষকে মরতে দেব না এই কথা বলার অধিকার এই মন্ত্রী সভার আছে কি এই অধিকার এই কংগ্রেস সরকারের থাকতে পারে না।

কাজেই আমি শেষ হুসিয়ারী দিতে চাই আজকেও যদি এই মন্ত্রীসভা সজাগ না হয় মানুষের অনাহারের সুযোগ নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতে চায় তাহলে মানুষ ক্ষমা করবে না এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই খাদ্য পরিস্থিতি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি—সেই বিবৃতি ত্রিপুরার জনসাধারণকে অনাহার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার যে বিবৃতি এই বিবৃতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমরা ১৫ মিনিটের জন্য সভা কক্ষ ত্যাগ করছি। (বিরোধী পক্ষের শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ব্যতীত সকল সদস্যের সভা কক্ষ ত্যাগ)....

মিঃ স্পীকারঃ—অনারেবল মেম্বার শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমি তাকে সমর্থন করি এবং সেই সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী যে বিবৃতি দিয়েছেন যে পেচারথল এলাকার জনসাধারণ রেশানের চাউল না পেয়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ পরিবার আসামে চলে গিয়েছে সেই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য আমি এর ভীষণ প্রতিবাদ করিতেছি। আমি পেঁচারথলের মানুষ বার মাস রেশান পান, শুধু চাউলই নয়, তাঁরা আটা পান, গম পান, চাউল পান, কেরোসিন তেল পান, ১২ মাস সেই দোকানে চাউল থাকে। কাজেই সেখান থেকে রেশানে চাউল না পেয়ে মানুষ আসাম চলে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি জানি খরা পরিস্থিতির পূর্বে আমাদের এই ত্রিপুরাতে রেশন কার্ড এ, বি, সি এইভাবে ক্লাসিফিকেশান করা হয়েছিন, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলী এই খরা পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানোর জন্য সেই ক্লাসিফিকেশান উঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এ-ই হউক বি-ই হউক, সি-ই হউক, রেশান কার্ড থাকলেই তার মাধ্যমেই চাউল, আটা বা ময়দা এই দেওয়া হবে আমি জানি। কাজেই এই যে একজন দলীয় নেতা অসত্য তথ্য পরিবেশন এই সভাতে করলেন, নিতান্ত অশোভনীর বলে আমি মনে করি। ভাঁটি মাছমারা রেশন শপের কথা বলেছেন একজন সদস্য, সেটা আমার নির্বাচিত এলাকা, লুঙা কেন্দ্র এলাকা, আমি জানি সেখানে ১২ মাস রেশন শপে চাউল আছে, কাজেই সেখানের মানুষ রেশান থেকে চাউল পায়না, রেশান শপ বন্ধ থাকে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। সেখানে একদিনও যদি মানুষ চাউল না পায়, তাহলে আমার সেখানকার মানুষ বর্ত্তমানে বিধানসভায় আমি এখানে আছি, আমি উনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, উনারা নিশ্চয়ই আমাকে জানাতেন। কাজেই সেই এলাকার জনসাধারণ আমাকে জানান নাই যেহেতু, আমি সেই তথ্য বিশ্বাস করতে পারি না। আমি জানি ত্রিপুরা সরকার আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী খরা পরিস্থিতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করছেন আমার যে সরকার সেই বিষয়ে সতর্ক এবং সচেতন আছেন। খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যেখানে যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বোরো ফসল করার জন্য সাহায্য করছেন এবং যেখানে জলের ব্যবস্থা নাই, নালা নদী আছে, সেখান থেকে জলের ব্যবস্থা করে সেখানে যাতে বোরো ধান করতে পারে তার চেষ্টা করেছেন। এবং ডিপ টিউব ওয়েল, লিফট ইরিগেশানের

মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য, বোরো ধান উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করছেন। বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ওখানে সেখানে মানুষ না খেয়ে মরছে। আমি সেটা বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস না করার কারণ হচ্ছে গত বিধান সভায় তাঁরা বলেছেন যে ছামনু এলাকায় লোক না খেয়ে মরেছে আমি সেখানে ২৩শে ডিসেম্বর সেই ছামনু প্রত্যেকটি অঞ্চলে গিয়েছি, লালডিঙা পাড়াতে, লালছড়াতে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল প্রত্যেকটি লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি না খেয়ে কি মানুষ মরেছে এখানে, একটা লোকও বলেন নি যে কোন লোক না খেয়ে সেখানে মরেছে। তারা বলেছেন একথা যে হয়তো আমাদের অভাব আছে, সেই অভাব তুলনামূলকভাবে সাহায্য আমরা কম পেয়েছি। কিন্তু মানুষ না খেয়ে মরেছে সেকথা কেউ বলেনি। কাজেই উনাদের পত্র পত্রিকা মারফত এবং এখানে বিধান সভায় যে বক্তব্য দিলেন যে না খেয়ে মানুষ মরেছে, সেটা মোটেই সত্য নয়, আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারি না। তবে এখানে আমি আমার বক্তব্য খুব বেশী লম্বা না করে সংক্ষিপ্ত করে আমি এখানে একটু আমার অনুরোধ রাখব। দূর দূরান্ত এ আদিবাসী অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ি পরিবার এবং গ্রামীন কৃষক, মজদুর এর মধ্যে বহু পরিবার যারা কোন সময়ে দরখাস্ত করতে হয় না জানার ফলে তারা রেশান কার্ড করতে পারে না। ত্রিপুরার আদিবাসী পরিবার, কৃষক পরিবার, শ্রমিক পরিবার আছে, তারা যাতে নাকি রেশান কার্ড করে নিতে পারে, সেইদিক দিয়ে আমার সরকার যদি বিশেষ তত্বাবধান নেন এবং সুব্যবস্থা করে দেন, রেশান কার্ড করে দেন, এই অনুরোধ আমি রাখব। এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আজকে বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য সম্পর্কে তিনি এখানে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেই ষ্টেটমেন্ট আমি যতদূর শুনেছি, উনার ভাষায় বুঝা গেছে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়, এবং সংগে সংগে এও বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে সজাগ আছেন যাতে ত্রিপুরার যে খাদ্য পরিস্থিতি তার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। আমরা দেখছি কোথাও কোথাও কোন কোন এলাকায় রেশান দোকানে চাউল নাই, এটা সত্য, এই ছাড়া গ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার রেশান শপে হয়তো কোন কোন সময় রেশানের চাউল শর্ট পড়েছে, কিন্তু এখনও এমন পরিস্থিতি হয়ে উঠে নাই যে কিছু নাই। যারা এখানে লম্বাচওড়া বক্তৃতা দিয়ে গেলেন বিরোধী পক্ষের নেতা এবং সহকর্মী, অত্যন্ত লজ্জার কথা যে উনারা বিধান সভার যে কর্ত্তব্য, এই মুহূর্ত্তে উনারা তা পালন করতে পারেন নি। যখন একটা খাদ্য সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে, তখন উনারা এই বিধান সভা বর্জন করলেন এবং মনে করেছেন যে উনারা একটা বিরাট কিছু করেছেন, মুলতঃ এর মধ্যে কিছুই নেই, আমি মনে করি উনাদের কর্ত্তব্য পালন করা হয় নি। আমি ধর্ম্মনগরে ট্রাংকল করেছিলাম ওখানকার পরিস্থিতি কি জানাবার জন্য, তারা জানিয়েছেন এখনও দেড় টাকার নীচে চাউল আছে. শর্ট হয়নি। বিলোনীয়ায় আমি ট্রাংকল করেছি কি পরিস্থিতি আছে.জানার জন্য, তারা জানিয়েছেন যে চাউল আছে, পরিস্থিতি আয়ত্বে আছে। তবে ওয়েষ্টে কোথাও কোথাও চাউলের পরিস্থিতি সন্তোষজনক

নয়, আমার সরকার সেই বিষয়ে সজাগ আছেন। আমরা সকলে যদি সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করি, হয়তো সেই সমস্যারও মোকাবিলা আমরা করতে পারব। খরায় বিপর্যস্ত হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই, কিন্তু জলসেচের ব্যবস্থা করে তার মোকাবিলা করতে আমরা চেষ্টা করেছি এবং এপ্রিল মাসে যে শোচনীয় ভাব ধরতে পারতো, সেটা মোকাবিলা করতে আমরা কিছুটা সক্ষম হয়েছি। আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সবারই কর্তব্য খরার মোকাবিলার জন্য সরকারের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করা যাতে আগামীবার খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারি কিন্তু ৫ই ফেবরুয়ারী তারিখে আমরা দেখলাম বিরোধী পক্ষ প্রথমে গণ সত্যাগ্রহ, তারপর বন্ধ ইত্যাদি উনারা দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করার জন্য করেছেন, এটা আমি মনে করি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে ত্রিপুরার মানুষ এর হাতে হয়তো পয়সা ছিল না, সেই পয়সা যাতে মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য ষ্টেট রিলিফের কাজ, ক্র্যাস প্রোগ্রাম, জি, আর, কৃষি ঋণ ইত্যাদি বিস্তর করা হয়েছে, যখন পয়সা মানুষের হাতে যাচ্ছিল, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি করেছে, তারা তখন একটা রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে, একটা কিছু আমরা করছি কারণ আমরা বিধান সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, এইভাবে দুর্ভিক্ষ্য এলাকা ঘোষণা করার জন্য গণ সত্যাগ্রহ করেছে কিন্তু মানুষ তা সমর্থন করেছি। মানুষ যদি সমর্থন করত তাহলে বুঝতাম যে দুর্ভিক্ষ্য সুরু হয়েছে, কিন্তু মানুষ তা করে নি। এখানে বলেছেন যে শিক্ষা মন্ত্রী খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমার যে কাজ আছে, আমাকে তা করতে হবে। আমি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা কর্ত্তব্য যদি না করে তাহলে আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে। কাজেই তারা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সত্যাগ্রহ এর ডাক দিয়েছিলেন, ত্রিপুরার মানুষ তা বানচাল করে দিয়েছে, তারা ত্রিপুরার মানুষকে আরও দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করেছে,—একটা সুপরিকল্পনা নিয়ে সেটা তারা নস্যাৎ করে দিয়েছে। শিক্ষা বিলে একটা বক্তব্য ছিল যে রাম বলিয়াছে স্যাম কাটিয়াছে, উনারা রাম বলিয়াছে কথাটা তুলেননি, উনাদের একটা বাদ দিয়ে আরেকটা অংশ হাউসে আনেন। মানুষ আজকে জাগ্রত, মানুষ জানে তাদের এবং জানে বলেই আজকে পশ্চিমবংগে এবং সারা ভারতবর্ষে তাদের কোথাও ঠাঁই নাই। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট্ট এক তরী। আমার সোনার ধানে দেশ গিয়েছে ভরি। নেই ঠাঁই নেই সারা ভারত বলেছেন ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। আমি বিশ্বাস করি মন্ত্রীসভা যখন সজাগ, এই খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে এবং সজাগ থাকলেই শুধু চলবে না বাস্তব ক্ষেত্রে এবং বাস্তবকে যাতে আমরা মোকাবিলা করতে পারি আমরা সবাই যদি সচেষ্টভাবে চষ্টা করি তাহলে আমরা খরার মত, ত্রিপুরা যে ফোল-ফ্রেজড ষ্টেট তার যে অবস্থা, এই অবস্থার আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন সেইটা আমরা আশা করেছিলাম যে খাদ্যের ব্যাপারে ত্রিপুরার যে অবস্থা সে অবস্থার প্রকৃত তথ্য জানার জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে

আমাদের সরকার পক্ষের কয়েকজন এম, এল, এ-ও খাদ্যের উপরে কলিং অ্যাটেশনের নোটিশ দিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন সমস্যাটার ব্যাপারে হাউসের সামনে তুলে ধরলেন খাদ্য নীতির মাধ্যমে সেইটা এক দিকে যেমন সত্যিই একটা প্রাণের বা খোলামনের পরিচয় আমরা পেয়েছি অন্যদিকে একটা জিনিষ আমার কাছে বড়ই দুঃখের বলে মনে করি যে যেখানে আমরা যখন না কি সরকার গঠন করলাম তখন ত্রিপুরার আকাশ থেকে জলবিন্দু শুকাইয়া গেল। খরা পরিস্থিতি ত্রিপুরার বুকে একটা ভয়াভয় অবস্থার সৃষ্টি করলো। এই এ হেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে খাদ্য দপ্তর ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ্য মানুষের খাওয়ার চিন্তা করছে, আমাদের সরকার রেশন সোপের কোটা বাড়াইয়া যেখানে ৪৪০ পর্য্যন্ত করেছে। ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য বিতরণ করার জন্য ত্রিপুরার যে কোটা সেই কোটার চাউল বাতিল হয়ে যাওয়া একটা দুঃখজনক ঘটনা এবং পরিতাপের ব্যাপার বলে আমি মনে করি। আমি আরও মনে করি যে খাদ্য বিভাগের যে অধিকর্তা বা খাদ্য বিভাগের অফিসারগণ তারা যদি ঠিক ৮০০ বা ১০০০ টাকার কর্ম্মচারী না হয়ে যদি ১৫০ বা ২০০টাকা বেতনের কর্ম্মচারী হতেন তাহলে বোধ হয় খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াভহতা ধারণ করেছে. তা বোধগম্য হতো খোলা বাজারে যদি ১০০ মূল্যে কিনতে না পাওয়া যেত তাহলে এই বেতনে তাদের সংসার চলতো না এবং তারা পূর্ব হতেই খাদ্য ব্যাবস্থা জোরদার করে রাখতেন এবং ত্রিপুরার খাদ্য ভাণ্ডারে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে মজুত তারা রাখতেন। তদোপরি আমার আর একটা কথা মনে হয় যে আমি জানি না খাদ্য বিভাগের অফিসাররা এই সরকারকে কিরূপ দেখেন। তারা যদি সত্যি সত্যিই এই সরকারের কল্যাণ কামনা করতেন তাহলে খাদ্য ভাণ্ডারে প্রকৃত অবস্থা, যিনি খাদ্যমন্ত্রী তার গোচরে আনতেন। ঠিক ১৯৭২ এর মার্চ্চ এপ্রিল মাসেই আনা দরকার ছিল। অ্যাকচুয়েলি যদি তারা খরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য ভাণ্ডারে যে খাদ্য আছে তার সামঞ্জস্য বিধান করে দেখতো যে খাদ্য যা আছে এবং রেশন কোটা যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে খাদ্যের অভাব অতি সত্বর পূরণ করা দরকার। তাহলে দিল্লীতে আমাদের যে কোটা আছে তা এনে এখানে আমাদের খাদ্য ভাণ্ডার পূরণ করা দরকার। এইটুকু যদি তারা ভাবতো তাহলে কোন চিন্তার কারণ ছিলনা। আজকে যদি দেখতাম যে গাড়ীর অভাবে ত্রিপুরাতে খাদ্য আসছে না, আজকে যদি দেখতাম যে রেলের অভাবে খাদ্য আসছেনা, আজকে যদি দেখতাম যে কেন্দ্র ইচ্ছা করে ত্রিপুরাকে খাদ্য দিচ্ছি না, সে কথা মেনে নিতে পারতাম যে কেন্দ্র ইচ্ছা করে ত্রিপুরাকে ধোকা দিচ্ছে। কিন্তু তা নয় আমরা ত্রিপুরাবাসী, ত্রিপুরার লোক সেই অফিসারদের দরদ নেই ত্রিপুরার জনতার জন্য। তাই আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে তারা কি জনদরদী না কি জনতা ভক্ষণকারী, জনতার ধ্বংসকারী অফিসার কাজেই তাদের বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন সদস্য তদন্তের দাবী এনেছেন যদি কোন ফাঁকি দিয়ে থাকে এবং তারা যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের বিচার হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে ১০ মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আর দুই মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমধুসূদন দাস :—তাই আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলবো যে ত্রিপুরার যে খাদ্য ব্যবস্থা তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে খাতে আমরা ন্যূনতম খাদ্যটুকু দিতে পারি সে

ব্যবস্থা করার জন্য যে দায়িত্ব রয়েছে আমাদের মতো তাদেরকেও জনতা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। কৈ তাদের তো এই মায়া কান্না এই বিধান সভার আগে কোনদিন দেখিনি। কোনদিন তো দেখিনি যে বিরোধী পক্ষের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মিলিত হয়ে খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরার মানুষ যে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই অর্দ্ধাহার অনাহারের মানুষকে বাঁচানো যায়, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলাপ আলোচনা করে আমরা ৬০ জন এম, এল, এ যদি সমবেত ভাবে চেষ্টা করি কি করে ত্রিপুরার মানুষের মুখে যাতে খাদ্যটুকু তুলে দিতে পারি, সে চেষ্টাটুকু করি। কিন্তু তা তো নয়। তারা শুধু খাদ্যের উপরে কোন মন্ত্রী গাড়ী হাকাইয়া কোন দিকে যায়, কোন মন্ত্রী কার বাড়ীতে কি করে, মন্ত্রীসভা খাদ্য নিয়ে কি করতেছে এই ধরণের কথা তাদের মুখ থেকে শুনবেন। তারা বলবে না যে এই ভাবে যদি আমরা খাদ্য সমস্যার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো সম্ভব হতে পারে। কারণ তাদের এমন চরিত্র যে তারা যখন রাজনীতি আরম্ভ করে, শ্মশানবাসী যিনি তার লগে সম্ভব হলে শ্মশানে বসে ২।৪ টা গল্প তাদের করতেই হয়। এইটা তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। কাজেই আমি তাদেরকে বলবো যে অন্তত খাদ্য ব্যাপারে আপনারা আমাদের যে সরকার সে সরকারের সাথে যদি একযোগে কাজ করেন তাহলে আমার মনে হয় আগামী নির্বাচনে আপনাদের আসন সংখ্যা ১২ টা বাড়তে পারে নতুবা আপনারা বোধ হয় জিরোতে ফিরে আসতে পারেন। কাজেই খাদ্য নিয়ে যে রাজনীতি তা যদি বন্ধ না করেন তাহলে যেমন আপনাদের মংগল হবে না তেমনি জনসাধারণেরও মংগল হবে না। আমি আর একটা কথা বলতে চাই আমরা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে, পূর্ত্ত বিভাগ, বন বিভাগের মাধ্যমে যাতে আমরা মানুষকে টাকা পয়সা দিতে পারি সে টাকা পয়সার বিনিময়ে খাদ্য যদি ভাণ্ডারে না থাকে তাহলে তারা খাদ্য কিনবে কোথা থেকে। আমার মনে হয় খাদ্য বিভাগের অফিসাররা যতটুকু জনদরদী আমি জানি না পূর্ত্ত বিভাগ বন বিভাগ আরও অন্যান্য বিভাগ মানুষকে রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে চেষ্টা যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে খাদ্য বিভাগের কোন চেষ্টা আছে সেইটা আমি দেখতে পেলাম না। সত্যি একটা দুঃখের ব্যাপার। খাদ্য বিভাগ যদি আগে থেকেই সক্রিয় হতেন, খাদ্য বিভাগ যদি ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করতেন তাহলে খাদ্যের এতটা ঘাটতি হতনা। কাজেই আমি মনে করি সরকারের সাথে খাদ্যবিভাগের একটা অসহযোগ মনোভাব পরিলক্ষিত। আমি অনুরোধ করবো যে এই ব্যাপারে তদন্ত করে ত্রিপুরার মানুষকে অন্তত একটা সান্তনা দিতে পারা যায় সে অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতী লক্ষী নাগ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরার খাদ্যের উপর যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা দেখে মনে হয় যে আমাদের ত্রিপুরার যে খাদ্য পরিস্থিতি খুবই সংকট জনক। তবে এর মোকাবিলা করার জন্য হয়তো আমাদের সরকার, কংগ্রেস সরকার অনেক কাজ করেছেন, প্রগ্রাম নিয়েছেন। গ্রামীণ বেকার

সমস্যা মিটানোর জন্য টেষ্ট রিলিফ, টেষ্ট প্রগ্রামের মাধ্যমে খাদ্য সমস্যাকে কিছুটা লাঘব করার জন্য হয়তো বা কৃষিঋণের মাধ্যমে, খয়রাতি সাহায্য দিয়ে লাঘব করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজকে এই যে সাহায্য, এই যে দাদন, খয়রাতি, ক্র্যাশ প্রগ্রাম, টেষ্ট রিলিফ, তার উপর বক্তব্য রাখতে গেলে প্রথমেই দুটো কথা বলতে হয় যে এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রিপুরাতে এসেছে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট যে পরিমান টাকা ত্রিপুরাকে সাহায্য দিয়েছে তা পরিমাণে খুব বেশী। তা যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে হয়ত এই অবস্থার উদ্ভব হত না, অনেকাংশে কম থাকত। কারণ আমি দেখেছি, আমি একজন গ্রামের এম, এল, এ, গ্রামে কৃষি ঋণ, দাদন, খয়রাতি টাকা খরচ হয়েছে, গ্রামের চেয়ে শহরে বেশী। তার কারণ শহরের মানুষ, শহরের শ্রমিক হয়ত বা গ্রামের কৃষক এবং শ্রমিকের চেয়ে বেশী সজাগ। কিন্তু সেই গ্রামের শ্রমিক, গ্রামের মানুষ,গ্রামের কৃষক তাদের কি অপরাধ ? আজকে সবারই বাঁচার অধিকার আছে, যদি আমরা ভগবানকে মানি, এবং যদি আমাদের বাঁচার অধিকার সবার আছে বলে বিশ্বাস করি তাহলে আমি মনে করি শহরে এবং গ্রামে এই দুটোর মধ্যে যে ফারাক, সেই ফারাক কমে আসা উচিত। আমি দেখেছি যে কৃষি ঋণ দেওয়ার সময়ে আমরা যেভাবে অ্যানাউন্স করেছি যে ভাবে পাবলিক মিটিং করে বলেছি যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের খরা উপলক্ষে দিচ্ছেন, কিন্তু সেই টাকা আজকে কোথায় ? আমি নিজে একদিন বিলোনীয়া এস, ডি, ও, অফিসে বসে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৫০০টি কৃষি ঋণের জন্য বাছাই করে দিয়েছিলাম এস, ডি, ও, সাহেবকে। কিন্তু এস, ডি, ও, সাহেব বললেন আমার পক্ষে সম্ভব নয় দেওয়া। তিনি উত্তরে বললেন যে আমার কাছে টাকা নাই। টাকা এখনও আসে নি। অথচ তখন গ্রামের মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায়। তাদের অবস্থা দেখে আমার চোখে জল এসেছিল, আমার দুঃখ হচ্ছিল। তার একটা কারণও আছে। হয়ত আমি মেয়ে বলে আমার কাছে এটা লেগেছে। আমি দেখেছি সেই গ্রাম থেকে, সেই রাজনগর, মুন্সাইবাড়ী, বাইকুড়া, বলদাখাল, রাঙ্গামুড়া, ঘিলাতলী, যেখান থেকে আমার কাছে শত শত দরখাস্ত এসেছিল যে আমাদের এখানে একটা লংগরখানা দরকার। আমি একটুকুও রাজনীতির কথা বলছি না মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঘিলাতলী থেকে আমি অনেকগুলি দরখাস্ত পেয়েছি। অবশ্য অন্য কোন জায়গা থেকে আমি পাই নি। যদিও ভারত সরকার এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন এইসব খয়রাতি সাহায্য, দাদন ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা কিছুই করতে পারেন নি। সেই ফারাকটা কোথায়, সেইটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি দেখেছি যে এই টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য আমার রাজনগর ব্লকে সোয়া দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে জি, আর, এবং ক্র্যাশ প্রগ্রামের মাধ্যমে। কিন্তু সেই সোয়া দুই লক্ষ টাকার মধ্যে ৫০,০০০ টাকাও ঠিকমত খরচ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। অথচ আমরা বড় বড় কথা বলি। সেই রাস্তা আমাদের সবাইর, বিরোধী পক্ষেরও আমাদেরও। দেশের এই দুর্দ্দশা, এই পরিস্থিতিতে এই রাস্তা আমাদের দরকার। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম সেই রাস্তা তদন্ত করতে গিয়ে আমি যখন ওভারসীয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং আমার সাথে ১০ জন মহিলা এবং গ্রামের আরও লোক ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করি যে ওভারসীয়ার বাবু এই রাস্তাটা

করার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে ? তিনি বললেন আমি জানি না। আমি বললাম এই যে রাস্তা করা হল এটা কি একটা রাস্তা হল ? বলল টেকনিক্যাল মেজারমেণ্টে যা হবে তা হবে। হোয়াট ইজ দিস ? টেকনিক্যাল মেজারমেন্ট। রাস্তার জন্য টেকনিক্যাল মেজারমেণ্ট ? যে রাস্তার জন্য এত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা কি ছিনিমিনি খেলার জন্য ? কিন্তু আমি চাই একটা সুবন্দবস্ত করা হোক। শুধু শহরের দিকে তাকালে চলবে না। আজকে গ্রামের কৃষকের, শ্রমিকের যা অবস্থা, আজকে ট্রাইবেলদের যে অবস্থা, আজকে আমি নিজের চোখে দেখেছি অথচ এই অভিজ্ঞতা আগে আমার ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখে সত্যি আমার দুঃখ হয়। একদিকে খরায় মানুষের হাহাকার, একদিকে বেকার সমস্যা। টাকার অভাব ? টাকা আসছে, অনেক টাকা আসছে, অভার ফ্লোয়ের জন্য টাকা আসছে, কৃষি ঋণের জন্য টাকা আসছে। আমি শুনেছি যে কৃষি ঋণের টাকা এখনও জমে আছে। কিন্তু কেন সময়মত কৃষকেরা কৃষি ঋণের টাকা পান না যার জন্য তারা বোরো ধান করতে পারেন নি। যে বোরোধান করার জন্য সীজ-ন্যাল বাঁধ মঞ্জুর করা হয় সেই সীজন্যাল বাঁধ পর্যন্ত ঠিকমত করা হয় না। কিন্তু কেন ? আমি অনেক দরবার করেছি এবং আপনাদের সামনে আমি বলছি এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে যেসব কাজকর্ম হয়েছে টেষ্ট রিলিফের মারফতে, এই খরা উপলক্ষে যেসব টাকা এসেছে, যেসব কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ তদন্ত হোক। কারণ আমি জানি যত টাকা এসেছে তাতে আমাদের প্রতি ঘরে কিছু পরিমাণে টাকা দিলেও আমরা কিছুদিন খেয়ে বাঁচতে পারতাম। কিন্তু আজকে রাজনীতির প্রশ্ন নয়। আজকে বাঁচার প্রশ্ন। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহার অর্দ্ধাহার যেখানে চলেছে সেখানে রাজনীতির প্রশ্ন উঠতে পারে না। সুতরাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে খরা পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি রেখেছেন সেটা বাস্তব চিত্রের অনেক অংশ আমরা আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে শুনেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারী বিবৃতি রেখেছেন তাতে বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির যে বাস্তব অবস্থা তার কিছুটা অংশ আমরা এতে সত্যি পেয়েছি। কেন বলছি, এই জন্য যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে এক জায়গায় রয়েছে, এটা কনক্লুশানও বলা যেতে পারে যে এই বৎসরে খরায় সরবরাহ কমানোর অবস্থা দেখে এবং অন্যান্য অবস্থা দেখে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। কাজেই এই বিবৃতিটাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের অপোজিশান, আমাদের বিরোধী দলের নেতা বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রাইম মিনিষ্টারকে এখানে টেনে এনেছেন। এতে আমি খুব খুশী হতে পারলাম না। কারণ যে কোন উপলক্ষে প্রাইম মিনিষ্টারকে টেনে আনা আমি হাউসে সমালোচনা করব, এটা বাস্তবানুগ নয়, অন্যান্য আমাদের যারা নতুন সদস্য যারা চিন্তা করছেন না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা অভিজ্ঞ। তাঁর কাছ থেকে আমরা এটা আশা করতে পারি না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি যে আমরা বলছি এই কথা যে আমরা খাদ্যের

দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বাস্তবিক ঘাটতি অঞ্চল সেজন্য আমাদের কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে যে খাদ্য পাচ্ছি তা তুলনামূলকভাবে কম—যে কোন কারণে এখানে এসে পৌঁছয়নি। সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা গত জুন মাসে আমাদের এই বিধান সভায় আগামী কয়েক মাসের ত্রিপুরায় কি অবস্থা হবে তৎকালীন খরা পরিস্থিতি দেখে তৎকালীন অন্যান্য সমস্ত দিক দেখে এই হাউসের মাননীয় সদস্যরা এবং মন্ত্রী মহাশয়েরাও এই বিষয়ে বিশেষভাবে তারা আলোচনা করেছেন এবং তার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি। কিন্তু জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপটেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ—আজকে এই কয়টি মাস পর ততকালীন বিধানসভায় যে কথাগুলি বলা হয়েছিল যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল আলোচনা হয়েছিল সরকারকে সচেতন করা হয়েছিল—সেগুলি আজ আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাজেই এই কথা বলে আমরা খুশী হতে পারিনা—যথেষ্ট টাকা আমাদের জন্য এসেছে আমরা যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি—এই কথায় আমরা খুশী হতে পারি না। আমাদের বাস্তবে যেটি প্রয়োজন সেটিকে যেমন স্বীকার করে নিচ্ছি তেমনই আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করেও সন্তুষ্ট হতে পারি না। কারণ দোষারূপ করা এক কথা আর এই খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে মোকাবিলা করা আর এক কথা। কাজেই আজকে স্বীকার করছি আমরা আশা করি আমাদের মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করেছেন এই খাদ্য পরিস্থিতি—এটাকে কি ভাবে মোকাবিলা করতে হবে—সেটিকে আস্তে আস্তে করলে চলবে না। গত জুন মাসে যখন চিন্তা করা উচিত ছিল এক্ষণই এই কথা চিন্তা করতে হবে—আর এটা জুন মাস থেকে চিন্তা করা উচিত ছিল—আর তিন মাস পরে চৈত্র মাস—তারপর বৈশাখ জৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস—আষাঢ় মাসে খরা বা বন্যা হলেও আমাদের ত্রিপুরায় খাদ্য পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটি আমাদের অভিজ্ঞতা আছে সেটি আমাদের সরকার জানেন—সরকার অবহিত আছেন এই বিষয়ে তাহলে সেই খরার ফলে আমাদের সামানে কি অবস্থা হবে তাকে স্পষ্টই দেখা যায়—আর সেজন্য আলাদা তদন্ত করার দরকার প্রয়োজন হয় না। এটা বাস্তব কথা—পত্র পত্রিকায়—মাননীয় সংসদের বিভিন্ন চিঠি পত্র এবং সরকারের যে যন্ত্র আছে তার মারফত যেটা কালেকশান করা যায়, কাজেই আজকে এখানে আমরা সমালোচনা করব না আজকে সেটাও ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সময় মত ধান এবং চাউল সরকার থেকে সংগ্রহ করতে পারি নাই। কেন পারিনি যে—সারা ভারতবর্ষের যে মূল্য—খাদ্য সংগ্রহের যে মূল্য সেই মূল্যের সংগে ত্রিপুরার খোলা বাজারের মূল্য অধিক থাকায় আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু মূল্য সহায়ক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থায় আমরা এখানে সংগ্রহ করতে পারতাম। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখেছি পত্র পত্রিকায় দেখেছি কোন কোন ষ্টেটে তাদের মূল্য সহায়ক অবস্থার যে পরিমান সেটি দেখে নিজের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা বাজারে যে মূল্য আছে সেই মূল্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে যখন চাউল বিক্রী হত তখন আমরা সংগ্রহ করিনি চিন্তার বিষয়—আমরা কিছু সংগ্রহ করতে পারতাম। তা করা হয়নি তার জন্য দুঃখীত—ভবিষ্যতে যাতে এই অবস্থা না হয় সেজন্য এখন থেকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে আমরা বলছি গ্রামে গ্রামে রেশান সপ খুলব—

থাকবে যে খরা পরিস্থিতি সেজন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ ক্ষেতমজুর মানুষ কাজের কারবারি নাই —জমি ছিল কিন্তু খরার জন্য আমন ফসল করতে পারে নাই তাদের বাঁচার জন্য আমরা প্রতিটি গ্রামে আমরা রেশান সপ খুলব। সরকার এই ব্যাপারে সচেষ্ট এবং খুলেছেও। কিন্তু (গণ্ডগোল) ... মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলতে চাইছি যে আউস নেই কিন্তু তার জন্য হাউসে হৈ চৈ করব না হৈ চৈ করলে চাউল আসবে না—কনক্রীট সাজেশান সরকারকে দিলে না করার কোন কারণ নাই কাজেই শুধু হৈ চৈ করব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা বলেছি গ্রামে গ্রামে রেশান সপ দিব কিন্তু তার মধ্যে আমরা দেখেছি এক অদৃশ্য কারণে—দেখা যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে রেশান সপ খোলা হচ্ছে চাউল নেওয়ার জন্য ট্রেজারীতে টাকা জমা দিতে পারছে না। তার মধ্যে সব কয়টির কথা আমি বলছি না আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের···

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে...

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—সেটি হচ্ছে আমাদের মজিলিশপুর এসেম্বলী কনষ্টিটিউয়েনসির একটি জায়গা—রেশান সপ সেখানে দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে সেখানে গাঁও সভার প্রধান রেশান সপের প্রার্থী ছিলেন—দেওয়া হয়েছিল একটি এডুকেটেড বেকারকে—আমরা তাদের চাকরী দিতে পারছি না সেই ছেলেটি চেয়েছিল রেশান সপ। তার গাঁও প্রধান সেটিকে রিকমাণ্ড করেছে এ রিয়াবফুড ইনসপেক্টার সেটিকে রিকমাণ্ড করেছে, বি, ডি, ও, সেটি-রিকমাণ্ড করেছে। পরবর্তী সময়ে আবার আমার কাছে আসল—বলল যে আপনি একটু লিখে দিন—আমি দেখলাম যে বাবা এই ব্যাপারে আইনের কোন অসুবিধা আছে কি না—আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি—লিখে দিলাম—সেই ছেলেটিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে রেশান সপ খোলার—বলা হয়েছে তোমাকে অর্ডার দিলাম রেশান সপ খোলার জন্য—পারমিট দিলাম তুমি সিকিউরিটির টাকা জমা দাও—সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে। অথচ সেই ছেলেটি তার কোটা পাচ্ছে না। সেই অর্ডার মূলে সে রিসিট বুক ছাপিয়েছে তারপর ন্যায্য মূল্যের সাইন বোর্ড করেছে মাপবার জন্য কর্মচারী রেখেছে—সে জানাল তার সবকিছু কমপ্লিট করেছে। তারপরও দেখা যায় গরিমসি চলছে কি কারণে আমি কোন কারণ দেখি না। কেন এই কারচুপি থাকবে··· (গণ্ডগোল) ... এখানে বলা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে রেশান সপ খুলব। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে যে এই ভাবে একটি এডুকেটেড বেকার ছেলেকে হয়রানী করা হচ্ছে এবং তারপর সেই রেশান সপ খুললে যে পারপাস সার্ভ করতো সেটি হচ্ছে না সেজন্য অনেক দূর থেকে জনসাধারণের চাউল আনতে হবে—পার্টিকুলার এই ব্যাপারটি তিনি নিজে তদন্ত করবেন এবং আমি আশা করি তিনি উইদিন ফিফটিন ডেজ তিনি দয়া করে জানাবেন ব্যাপারটা কি। রাজ্যে...

মিঃ স্পীকার :—Please take your seat. Hon'ble Chief Minister may give his reply on the debate···(interruption)··· আপনারা যদি ৬টার পরেও টাইম একস্টেণ্ড করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে ৫ মিনিট ৫ মিনিট করে বলুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতির উপর যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে উনি যে যথেষ্ট সচেতন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এই ব্যাপারে সেটি আমরা উনার কার্যকলাপের মধ্যে বুঝতে পেরেছি। আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে এবং আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেও কোন কোন সদস্য খাদ্য পরিস্থিতির উপর কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছিলেন। কিন্তু তার পূর্ব্বেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন তাই তিনি আগেই এই সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট উত্থাপন করেছিলেন। এর পর আমরা বুঝতে পারি এই মন্ত্রী সভা যথেষ্ট সচেতন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—সেটি না বলে পারি না স্যার, আমি শুনতে পেরেছি অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে নাকি আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নাকি ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাউল চেয়েছিলেন এবং সেখানে ৪০ হাজার মেট্রিক টন চাউল মঞ্জুরীকৃত হয়েছিল। কিন্তু খাদ্য দপ্তরের উচ্চাসীন মহলের গাফিলতির দরুন নাকি আমাদের মঞ্জুরীকৃত চাউল আমরা ঠিকমত পাই নি। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার এবং এটা বিবেকহীনতার কাজ। কারণ এই চাউলের উপর আমাদের ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক নির্ভর করছে। সেটি অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। তাই আমি বলছি এই মন্ত্রী সভা যে যথেষ্ট সচেতন। মাননীয় সদস্য নিশিদা বলেছিলেন উনার এলাকায় নাকি কোন ভূমিহীনকে কৃষি ঋণ পায়নি। পূর্ত্ত বিভাগের কোন কাজ নাকি সেখানে নেই যার মারফত কোন গরীব লোক কাজ করতে পারে। এটি যদি সত্য হয় তাহলে অত্যন্ত লজ্জার কথা। কিন্তু আমি বলছি আমার অমরপুর—সেখানে প্রচুর পরিমাণ কৃষি ঋণ ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে চাউল দিয়ে পি, ডাবলিও, ডি, মারফত কাজ করা হচ্ছে.. আমার উদয়পুরে প্রচুর পরিমাণে কৃষিঋণ ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে, আমার জলেয়াতে ক্রাশ প্রগ্রাম'এ পি, ডবল্যু, ডি, মারফত কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু এই যে একটা ফাঁরাক দেখতে পাচ্ছি, আমার মাননীয় সদস্য রাধারমণ বাবু বলেছেন যে উনার এরীয়াতে নাকি কাজ দেওয়া হয়নি, কেন দেওয়া হয়নি আমি বুঝতে পারছি না। এই যে অর্ডারপত্র সেগুলি ঠিকমত মহকুমা শাসকের কাছে পৌছায় কিনা, নাকি উনারা গাফিলতি করছেন এটা দেখা দরকার। যদি অফিসাররা গাফিলতি করে থাকেন, তাহলে সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা এবং দুঃখের ব্যাপার। আজকে আমরা যদি খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন না হই, কি সরকার পক্ষ, কি বিপক্ষ, প্রত্যেকটি মেম্বার, প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে শিক্ষিত যারা আছেন, তারা যদি মনে করেন তাদের কোন দায়িত্ব নাই, তাহলে লজ্জার কথা। (রেড লাইট)

তাই আমি বলছি রাজনীতি নয়, আজকে যদি জনসাধারণকে বাঁচাতে হয়, রাজনীতি ভুলে আমরা কি করে জনগণকে বাঁচাতে পারি, সেইভাবে জনগণকে সাহায্য করা উচিত। ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ্য জনতাকে বাঁচানোর জন্য, আমরা যে কথা দিয়ে এই বিধানসভায় এসেছি, সেই কথার যেন খিলাপ না হয়, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস। আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, এই স্টেটমেন্টের মধ্যে মোটামুটিভাবে বিগত কয়েক

মাসের যে চিত্র আমরা পেয়েছি এবং এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যিকারে ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যা একটা বড় সমস্যা একটা বড় সমস্যা রয়েছে সেটা নি:সন্দেহ। সেইজন্য সরকারী তরফ থেকে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, সেই প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারিনা। যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, সেই ত্রুটি বিচ্যুতি সামলে নেওয়ার দায়িত্ব মন্ত্রী সভার যেমন আছে, আমরা নাগরিক হিসাবে, এম, এল, এ হিসাবে আমাদেরও আছে, কারণ আমরা যা কিছুই করিনা কেন, রাজনীতি করি আর যাই করি, মানুষকে তো মরতে দিতে পারি না, মানুষকে মরতে দিতে পারিনা এই যে দায়িত্ব, সেটা আমাদের সকলেরই আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে ঘটনা চাউল নেই, এই যে ক্রাই উঠেছে, সেই ক্রাইটাকে কিভাবে সমাধান করতে পারি, সমাধান করার জন্য কিভাবে সরকারী প্রশাসনে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে সেই ত্রুটি মুক্ত করতে পারি, সেটা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। তবে একটা জিনিষ আমি উল্লেখ করব, সেটা হচ্ছে এই রেশানে চাউল আছে বা নাই, সেটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কেনার যে ক্যাপাসিটি সেটা আছে কি না জনসাধারণের? আমরা জানি বিগত এক বছরে খরা হওয়াতে আমাদের দেশে ফসল হয়নি, ফসল না হওয়াতে সাধারণ কৃষকের হাতে পয়সা যে আসা দরকার ছিল, সেইটুকু আসেনি। অধিকাংশ পরিবার, তারা কিনে খাচ্ছে, যার ফলে টেষ্ট রিলিফ, কৃষি ঋণ, কৃষি দাদন ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে, জি, আর দিয়ে মোটামুটি কিছু পয়সা তাদের হাতে দেবার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে। বর্তমানে যে রেশানের অবস্থা, চাউল নাই, সেটা হয়তো কালকে বা পরশু সেটা আসবে, আমাদের মন্ত্রীসভা বা সরকার তার ব্যবস্থা করবে। তবে কথা হচ্ছে আমি যে রিপোর্ট পেয়েছি, কুমারঘাট ধর্ম্মনগর ব্লকগুলিতে আমি শুনেছি যে ক্রাশ প্রগ্রামের টাকা নাই, টেস্ট রিলিফের টাকা খরচ হয়ে গেছে, জি, আর, এর টাকার টানাটানি, কৃষি ঋণ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এক্ষুনি টাকা যদি তাদের হাতে দিতে না পারি তাহলে তাদের বাঁচানো যাবে না। আমি ১০ তারিখে এসেছি কুমারঘাট থেকে, তার আগে আমি শুনেছি ৭ তারিখের মধ্যে জি, আর, এর টাকা প্রায় শেষ, ফাণ্ড নাই, সুতরাং এই যে টাকা শেষ হয়ে গেল, একেতো তাদের খাদ্য নাই, দ্বিতীয়তঃ তারা পয়সা পাবে কোথায়? এখন পয়সা যদি পেতে হয়, বিভিন্ন খাতে টাকা দিয়ে তাদের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আপনারা জানেন গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, সেই টাকা খরচ হয়ে গেছে, যে টাকার এপ্রুভেল ছিল, তার বেশী টাকা পাবেনা। আমি একথা বলব যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবেই হউক উনি আজকে বা কালকে বা দুই একদিনের মধ্যে খাদ্য আনার ব্যবস্থা করছেন এবং যে প্রতিশ্রুতি তিনি এখানে দিয়েছেন, সংগে সংগে এই মার্চ্চের মাসের মধ্যে বিভিন্ন মহকুমায় আরও টাকা এক্ষুনি পাঠানোর দরকার আছে, নয়তো এই লোকগুলি আর ১০ দিন বাঁচবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়। আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে স্টেটমেন্ট করেছেন এটা যেমন বাস্তব সত্য, এই খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য

সরকার যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সেটাও সত্য। কিন্তু তার ভিতরে দ্রব্যমূল্যের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যের মূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কৃষি ঋণ, কৃষি দাদন, খয়রাতি সাহায্য এইগুলি দিতে গিয়ে আরেকদিকে পক্ষপাতিত্ব, কারচুপি, বিভিন্ন রকমের দুরভিসন্ধিমূলক কাজ চলছে, রেশন কার্ড যারা পাওয়ার উপযুক্ত ছিল, এখন পর্যন্ত তারা পায় নাই। ৪২৪টি রেশন সপ খোলা হয়েছে সত্য, তাতে ১৬ লক্ষ মানুষ রেশান পায় বলে যে বিবৃতি এখানে দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ফিডিং সেন্টার এই খরা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দুঃস্থ এলাকায় খোলার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে গ্রামে হয়েছে, হয়েছেই, আর যেখানে নাই, সেখানে নাই-ই। এইভাবে কেরোসীন তেলের ব্যবস্থাতেও ত্রুটি আছে। তার কারণস্বরূপ কি ঘটছে আমি যদি সেটা বলি সবার কাছে আশ্চর্যজনক লাগবে। সবকিছুতেই একটা কারচুপি, একটা ঘুষ নেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। আমি জানি কৃষি ঋণ, কৃষি দাদন, খয়রাতি সাহায্য, এই সমস্ত ব্যাপারে—লেখন্যা দুই টাকা, পড়ন্যা পান একটাকা, খাটন্যা যাওন্যা ২২ টাকা, আর কেরান্যা ২৫ টাকা, এই হল ৫০ টাকা আর বাকী দেড়শ টাকা নিয়ে ওরা ঘরে যায়। এই যে একটা অবস্থা, এই অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন না করা হয় তাহলে এই খাদ্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। রেশন শপের দোকানে যেখানে রেশানে চাউল ডেলিভারী হচ্ছে সেখানে রেশান কার্ড দেবার ব্যাপারে ২০।২৫ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এই যে ১৪ লক্ষ রেশান কার্ড আছে বলে বলা হয়েছে, আমার মনে হয় লাখ দুই লোকের ফলস রেশন কার্ড আছে, এই সমস্ত দিক দিয়ে বিভিন্ন তদন্ত না করলে এই রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি যে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, আরও জটিল হবে সন্দেহ নাই। আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগে, কৃষি ঋণ, কৃষি দাদন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অফিসারদের যে ব্যবহার, সেটা দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করি। গত কাল আমি এই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে একজন দায়িত্বপূর্ণ অফিসার—এস. ডি. ওর সংগে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম, উনি আমার সংগে যে দুর্ব্যবহার করেছেন আমি সেইজন্য অস্বস্তি বোধ করছি, উনি আমার সংগে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই বলে দিলেন। এই সমস্ত অফিসার যদি থাকেন, এবং তাদের উপর যদি খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমরা খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব না। আমরা এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজী আছি কিন্তু সরকারের যে মেশিনারী আছে, তার মধ্যে যদি গলদ থাকে, সেই মেশিনারী যদি ভালভাবে গড়ে তোলা না হয়, মেশিনারীতে যদি দোষত্রুটি থাকে, তাহলে কার্য বিফলতায় পর্যবসিত হবে। আমরা জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, সেই অনুসারে যদি আমরা কাজ করি, সেই পথ যদি আমরা অনুসরণ করি, জাতি নির্বিশেষে যদি আমরা অগ্রসর হই, সেটা আমরা আয়ত্বে আনতে পারব। খাদ্য পরিস্থিতি এখন তত ভয়াবহ নয়, ভয়াবহ হবে সামনে। গাছে কাঁঠাল নাই, দুর্ভিক্ষের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের বড় ফসল হল কাঁঠাল, কাঁঠাল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, মানুষের ঘরে ঘরে হাহাকার। চাউল খেয়ে বাঁচতে পারব না, কাঁঠালতো খেতে পারতাম, সেই কাঁঠালও নাই। তার মধ্যে আছে অসাধু ব্যবসায়ী এবং অসাধু

কার্যকলাপ। তাই আমার একটা অনুরোধ থাকবে সমস্ত মেশিনারীকে বিচার বিবেচনা করে প্রকৃত দোষী যে সাব্যস্ত হবে, প্রমাণিত হবে, দোষী ব্যক্তিকে সায়েস্তা করে, তাদের মধ্যে নীতি-বোধ জাগাতে হবে এবং নীতিবোধ এনে এই খাদ্যপরিস্থিতি মোকাবিলার দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের মধ্যে কোনরকম দোষত্রুটি থাকবে না, যদি থাকে তাহলে আমাদের খাদ্য পরিস্থিতি আরও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। এই বলে আজকে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী। আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—আমি বলব না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আপনি আরম্ভ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই খরা পরিস্থিতিতে আমাদের চাউলের যে অবস্থা, সেই দিক দিয়ে বিরোধী পক্ষের যে বক্তব্য, তা থেকে আমরা শুধু একটা কথা মনে হচ্ছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা করার যে দাবীর ব্যর্থতার যে একটা বহিপ্রকাশ, তার চেয়ে নাটকীয় ভূমিকায় তাদের এখান থেকে প্রস্থান,এর পিছনে আমি একটা মাত্র কারণই আমি দেখি পেপারে প্রচার করা। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবু বলেছেন যে ক্ষুধাবৃত্তি করে আমরা রাজনীতি করতে চাই। আমি একটি কথা শুধু বলি, মানুষের হাহাকার, ক্ষুধা এবং দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে আমাদের সরকার যে চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়ে এই অসহায় মানুষের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে চলছে তাকে কম্যুনিষ্টরা ব্যর্থ করার জন্য তাদের যে ষড়যন্ত্র, ঐ দৃষ্টিভংগী থেকে, যে মানুষ যত কর্মবিমুখ হবে, মানুষ যত অসহায় অবস্থায় থাকবে, দারিদ্রে যখন নির্যাতন ভোগ করবে, বুভুক্ষায় যত কাতর হবে, তাতেই হবে তাদের দলীয় রাজ-নীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি। এই যে বাস্তব অবস্থা ইহা আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছি তারই আজকে নতুন বা নব প্রমাণ আজকে এই হাউসে দেখতে পাচ্ছি। আমি আরও বলি, এই কথা অতি সত্য কথা, যখন ত্রিপুরার এই মন্ত্রী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার অর্থনীতির বুনি-য়াদ সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন, কৃষকদের মধ্যে সবুজ বিপ্লব যাতে সার্থক হতে পারে তার জন্য তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে বানচাল করার জন্য আমরা দেখি তাদের কাজ। তারা বলতে পারে কোন দিন কোন কৃষককে বলেছে দেশে দুর্ভিক্ষ এসেছে তোমাকে আরও কাজ করতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, কোন দিন কোন খানে কোন কৃষককে বলেনি তারা কোনখানে। তোমরা খাদ্য বাড়াও, তোমরা জমি ফেলে রেখোনা এইসব কথা তারা বলে না। শুধু তারা বলতে পারে তোমরা খেতে পাও না, তোমরা কষ্ট পাও তারজন্য সম্পূর্ণ দায়ী সরকার। কাজেই আমরা বলছি তোমরা যদি এই সরকারকে পরিবর্তন কর এবং আমাদের হাতে দাও তোমরা স্বর্গ রাজ্যে বাস করবে। রাজনীতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আজকে বক্তৃতায় তাই আমরা দেখতে পেলাম। এই কথা সত্যি নিশীবাবু বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ সজাগ। বিরোধী সদস্যগণ এ কথা বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী বার বার দিল্লীতে যাতায়াত করেছেন এবং বলেছেন উনারা নিজেরাই বলেছেন, অনেক দুর্নীতির কথা বলেছেন,

কিন্তু দুর্নীতিবাজ একটি লোকের নাম বলতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটি জিনিষ আমি শুধু তাদের অতীতের কার্য্যকলাপ, বর্তমান দৃষ্টিভংগী এবং নাটকীয় ভংগীতে এখান থেকে প্রস্থান এবং বক্তৃতায় যে বাক্ চাতুর্য্য, তার উদ্দেশ্য এবং রহস্য আমি বললাম। তাই আজকে ত্রিপুরার জনসাধারনের যে অবস্থা সে অবস্থা লক্ষ্য করে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো যে, যারা এই শহরের অধিবাসী চকলেট, মামলেট, ডিম, মাখন মাংস খেতে পারে তাদেরকে রেশন না দিয়ে যারা অসহায় মানুষ, যারা একবেলা খেতে পায় না, এই যে সাধারণ মানুষ তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে কাজ করা হয় এই দাবী আমি রাখবো। যারা অনাহারে দিন কাটায়, যারা গরীব তাদের হাতে যেন রেশন কার্ড পৌঁছে। এবং এই ব্যাপারে আমি জানি মন্ত্রী পরিষদ সজাগ। মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মন্ত্রীই সজাগ আছেন। তারা ঘুরছেন বন থেকে বনান্তরে। তারা মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য সজাগ। সেই জন্য টেষ্ট রিলিফ, দাদন, জি, আর প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মাধ্যমে কি উপজাতি অউপজাতি সমস্ত স্তরের জনসাধারণের মধ্যে তারা চালাচ্ছেন একটা প্রচেষ্টা। এই কথা সত্য যে যদি তাদের ক্রয় ক্ষমতা যদি না থাকে তবে তারা বাচবে কি করে। কাজেই তাদের পার্চেজিং ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেই জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। শুধু ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে চলবে না। কারণ ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো, কিন্তু চাউল যদি তারা না পায়, কিনবে কোথা থেকে। এই কথা সত্য যে ত্রিপুরাতে চাউলের অভাব আছে, ত্রিপুরা সব সময়ই ঘাটতি অঞ্চল। প্রতি বছরই এমনি সময়ে একটা অভাব আসে। কিন্তু এই খরা পরিস্থিতিতে এইটা আরো বাড়ে, আরও তীব্র আকার ধারণ করে। কাজেই তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো যাতে চাউলের যোগান ঠিক সময়ে ঠিকভাবে দেওয়া যায়। সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত রাখতে হবে। কারণ এই যে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য যেন সাথে সাথে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। আমার সময় অল্প আর সাথে সাথে বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তাদের কাছে একটা অনুরোধ করবো, আজকে খাদ্যের জ্বালায় যারা জর্জরিত তাদের যে অসহায় অবস্থা তার দিকে লক্ষ্য রেখে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন, আমাদের সাথে চলুন কাজ করি এক সাথে চলুন।

মিঃ স্পীকার :—Now, Hon'ble Chief Minister will give reply to this debate.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্যের যে উদ্বেগ দেখলাম সত্যি এক দিকে ভাল লাগছে যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অবস্থা উল্লেখ করার একটা চেষ্টা তারা করেছেন। সমালোচনা হতে পারে। ষ্টেটমেন্ট আমি রেখেছি হাউসের সামনে। আমি তাতে বাস্তব অবস্থাটাকেই দিতে চেষ্টা করেছি। এখন বাস্তবটা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দৃষ্টি ভংগি থাকতে পারে। এইটাকে ডিসপুট করে লাভ নেই। কেউ দলগত চিন্তা নিয়ে করবে, কেউ ব্যক্তিগত চিন্তা নিয়ে করবে। যার যত অভাব হয়, মজুতদার এক রকম চিন্তা করবে বাস্তবটা, গরীব যে সে এই রকমভাবে চিন্তা করবে। নানা দিক থেকে বাস্তবটা এক এক জনের কাছে, এক এক দলের কাছে বাস্তবটা উপযুক্ত হয় অথবা যে ভাবে বাস্তবটাকে কাজে লাগানো যায়

বাস্তবটাকে সেইভাবে চিহ্নিত করা হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্যে আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম, শুধুমাত্র চিত্রটাই দিতে চেয়েছি, আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাইনা, কাউকে সমর্থনও করতে চাইনা। আমাদের বাস্তবটা হাউসের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। এই বাস্তব চিত্রটা হয়ত কোন একটা রেশন শপে চাল এক বেলা ছিল না বা একদিন ছিল না। হতে পারে এই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক ঘটনা নাও হতে পারে। আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছি। আমি আরও দুয়েকটা জায়গায় খবর পেয়েছি, যেমন চেলাগাঙ, এই কথাটা আমি উল্লেখ করি নি। শুনেছি সেখানে ডিলার নাকি চাল নেয় নি। জিনিষটা বুঝতে হবে যে ইনডেন্ট করে ডিলাররা তার চাহিদা অনুযায়ী। এটা ফেয়ার প্রাইস শপ। এটা রেশান শপ নয়। মাননীয় সদস্যদের হয়ত ধারণা ব্যতিক্রম হতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় যে সব ডিলার থাকে তারা সেইসব এলাকার কি চাহিদা সেই চাহিদাটা তারা তাদের নিকটস্থ যে গো ডাউন কিংবা ফুডের যে গোদাম রয়েছে সেখানে তারা প্লেস করে। এখন পর্য্যন্ত আমি জানিনা, আমার জানা নাই যে কত ইনডেন্ট দিয়ে রিফিউজড হয়েছে ক্রম দি ডিপার্টমেন্ট। এটা আমার জানা নেই। একটি মাত্র রেশন দোকানের উল্লেখ করেছেন যতীন বাবু, সেটা সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। যদি এখানকার রেশনের চালটা অন্য কোন জায়গা থেকে নিয়ে থাকে তারা তাহলে সেটার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে। একটা পাটিকুলার কেস হতে পারে। রেশান দোকান যেটা আমরা ভাবি দ্যাট মীনস ফেয়ার প্রাইস শপ যেগুলি আছে এইগুলিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য একটা বিশেষ অঞ্চলে রাখার জন্য যাতে করে সেখানকার দাবাটা কি, সেটাকে দেখার জন্য আমরা রি-ডিষ্ট্রিবিউশান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি যাতে করে ছোট ছোট অঞ্চলে যে ফেয়ার প্রাইস শপ রয়েছে তা না করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেয়ার প্রাইস শপ করা যায় কিনা সেটা করার চেষ্টা করছি। আমার বক্তব্যের কথা এখনও আমি বলিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের উল্লেখ আমি করেছি। এফ, সি, আই, এর কথা আমি বলিনি। আমি দোষারোপ করি নি। আর ষ্টেটমেন্ট করতে এসেছি যখন তখন দোষারোপ করবার মনোভাব নিয়ে আমি আসি নি। আমার কথা হল মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখুন, কারণ আমি আশা করি যে অবস্থাটা জানার পর এই অবস্থার মধ্যে কি করতে পারি, আমাদের কি করা দরকার সেজন্য একটা কনষ্ট্রাকটিভ আইডিয়া তাঁরা দিবেন। সেজন্য বাস্তব অবস্থা আমি তুলে ধরেছি। বলা যেতে পারে চাল আমি পাচ্ছি না, এফ, সি, আই. থেকে দিচ্ছে না। লড়াই কেন করছেন না, সংগ্রাম কেন করছেন না? এই কথার জবাব আমি দিতে পারি। সংগ্রামের অর্থ যদি লাঠি নিয়ে আর ডেগার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি বুঝায় তাহলে সেটা কম বুঝি। আর সংগ্রাম করতে যদি বুঝায় যুক্তি সংগত উপায়ে দাবী আদায় করা তাহলে সেই সংগ্রাম আমরা জানি, সেই সংগ্রাম আমরা করছি। এখন কথা হচ্ছে বিরোধী পক্ষ—'বিরোধী পক্ষ' কথাটা আমি বলছি না. 'মাননীয় সদস্যদের' উদ্বেগ হয়েছে সেই দিকে আমি বলব যে সত্যিই কি বাস্তবের সংগে এর কোন সামাঞ্জস্য আছে? আজকে ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় চাল সংকট হচ্ছে, ত্রিপুরাটা কি ভারতবর্ষে না ভারতবর্ষের বাইরে? পশ্চিমবঙ্গে তাকিয়ে দেখুন সেখানে চীৎকার হচ্ছে, যান মহারাষ্ট্রে, সেখানে চীৎকার হচ্ছে।

কারণটা কি ? দুর্ভিক্ষ। আমরা গলা বাজী করে বলি দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। আমরা রেশন কমাচ্ছি-না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাহলে আমাদের বলতে হয় যে তারা আমাদের চাইতে অনেক বেশী কনসাস্। ভারতবর্ষ সম্পর্কে, তাদের রাজ্য সম্পর্কে তারা অনেক বেশী বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কারণ তারা জানে এই অবস্থার মধ্যে যদি আমার রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে রেশন কমাতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করতে হবে। খাদ্য দপ্তর যেহেতু আমার হাতে রয়েছে, আমি দায়িত্ব নিয়েছি, সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি বলতে পারি যে আজকে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশন কমিয়ে দিয়েছেন (এ ভয়েস—লজ্জার কথা) লজ্জার কথা নয়, মাননীয় স্পীকার, স্যার. আজকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমি হাওয়ার উপর জিজ্ঞাসা করছি, কারণ হাওয়ার আওয়াজটা কানে যেতে পারে। কারণ যে দিন বড় বড় বিপ্লবীদের যারা সংগ্রাম করেছিলেন, যে দিন তাদের হাতে ক্ষমতা এসেছিল সেদিন পশ্চিমবঙ্গে বাজার দর কত উঠেছিল সেটা হিসাব করে দেখুন। আর আজকে আমি ত্রিপুরা রাজ্যে হিসাব দিতে পারি। ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও এমন একটা অবস্থা আসেনি যে বিপ্লবীদের হাতে পড়ে পশ্চিম বংগে যে অবস্থা হয়েছিল এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে সেই হাল হয় নি। (নয়েজ)।

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ অর্ডার প্লীজ...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি এই কথা আজকে এখানে এই অবস্থা যদি হয়ে থাকে যা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা—যখন কথা বলবেন তখন এখান থেকে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয়নি—আর উরা যদি মনে করেন যখন খুশী গলা টিপে ধরবে মানুষের তাহলে আমরা কি এই বিধান সভায় এসেছি এই জন্য—নাকি মানুষের সংগে গিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। যদি এই প্রশ্ন উঠে তাহলে আমরা রাজী আছি... (গণ্ডগোল—হাততালি)... বিধান সভা হল্লাবাজী করবার জন্য নয়।

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বিধান সভা আলোচনা করবার জন্য (গণ্ডগোল) ...

মিঃ স্পীকার :—বলুন...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাওয়ার কথাটা ছেড়েছি--হাওয়াটা উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছে...(গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলে নিয়েছি এই জন্য জানি হাওয়া একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এটা হওক—হাওয়া উত্তপ্ত করার ইচ্ছা আমার নাই কারণ গরম পরে গিয়েছে কাজেই সেখানে উত্তপ্ত হউক এটি আমি চাই না —তবে বাস্তব অবস্থাটা কি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেকে আলোচনা করেছেন, আমি এই কথা বলছি না তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। আমি এই কথা বলছি না—আমি বলছি এই জন্য যে আমাদের বাস্তব জগতে আমাদের ফিরে যেতে হবে—বাস্তব অবস্থায় আসতে হবে—আজকে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার সংগে আমাদের

ত্রিপুরার অবস্থাকে মিলিয়ে নিতে হবে। আজকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নাম করে গালাগালি করলে, কি সত্যাগ্রহ করলে, কি মিছিল করলে যদি চাউল এসে যায়—ক্ষেতে কাজ না করিয়ে তাহলে আমি বলতে পারব মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যাদের—আপনারা খুব সত্যাগ্রহ করুন, মিছিল করুন, ঘরে ঘরে চাউল এসে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেই কথাই বলছি যে আজকে যে সব অভিযোগ—আমাদের এই ব্যাপারে যে সব অভিযোগ রাখা হয়েছে সেই অভিযোগের উত্তর দিতে গেলে আমি যদি ফিগার দেখাতে আরম্ভ করি তাহলে মাননীয় সদস্যাদের অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে। আমি যে ষ্টেটমেন্ট রেখেছিলাম সেটাও ভাল করে দেখতে পারেন নি, দেখতে পারেন নি, এই জন্য যে (গণ্ডগোল)···মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা সমালোচনা হয়েছে যে এফ সি, আই, র গোডাউন সম্পর্কে—হ্যাঁ আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলেছি যে—যে চাউল আমাদের পাওনা ছিল সেই চাউল তারা দিতে পারেন নি, বলা হয়েছে আমরা আনতে পারিনি। এই কথাটা সত্যি নয় আমরা ষ্টেট ওয়ারি হিসাব দিতে পারি আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের কোন গলদ ছিল না, কোন গলদ নাই। শুধু ফিগার দিয়ে নয় আমি এই কথা বলতে চাইছি—দিল্লীতে যখন জানুয়ারী এবং ফেবরুয়ারীর লেপস্‌ড কোটা আবার রিভাইড করা হয় তখন ঐ যুক্তিটা হয় যে উরা ভুল করেছে, কাজেই আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্ট-এর গাফিলতি রয়েছে এই কথাটা স্বীকার করতে রাজী নই। কারণ টাকা ঠিক সময় গিয়েছে উদের কাছে এবং উরা এলটমেন্ট যেভাবে করে উরা ভুল করেছে সেজন্য আমরা সাফার করেছি। এই ভুলটা যখন ধরা পরেছে—মাননীয় স্পীকার স্যার··· (গণ্ডগোল)···একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়—একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন নইলে কালকে বলবে কি করে···(গণ্ডগোল)···

মিঃ স্পীকার ঃ—অর্ডার প্লীজ··(গণ্ডগোল)···

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি আমাদের অসুবিধা কোথায় সেই কথাও আমি আমার ষ্টেটমেন্টে বলতে চেষ্টা করেছি। এখানে যে সিষ্টেম এফ, সি, আই, থেকে এলটমেন্ট হচ্ছে সেই সিষ্টেম আমাদের ক্ষেত্রে বদলে দেওয়া দরকার। সেই বদলটা আমরা করছি। আগে এলটমেন্ট যেটি হত কখনও পাঞ্জাব থেকে কখনও হরিয়ানা থেকে কখনও ইউ, পি, থেকে কখনও আসাম প্রভৃতি জায়গা হতে—এটা আমরা চেষ্টা করছি, আর এই চেষ্টার ভাষা যদি বিদ্রোহী ভাষায় বলতে হয় তবে সংগ্রাম করেছি—যা করে উদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছি যে এফ, সি, আই,র গো-ডাউন আমাদের উখানে হবে। একজন মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন এফ, সি, আই, মাল রাখতে চাইছেন ত্রিপুরা রাজ্যে—ত্রিপুরা সরকার কো-অপারেট করছেন না—অর্থাৎ এফ, সি, আইকে গোডাউন দিচ্ছেন না—কাজেই মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন। আমি বলছি আমরা ৫ হাজার টনের গোডাউন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এফ, সি, আই,র কাছে। (ভয়েস—শূন্য গোডাউন) শূন্য গোডাউন নয়—মাল আসছে অলরেডি মাল আসতে আরম্ভ করেছে, মাননীয় সদস্যের অভিযোগ ছিল এফ, সি, আই,কে আমরা গোডাউন দিচ্ছি না—এফ, সি, আই'র কোন এরেঞ্জমেন্ট আমরা করছি না। এখানে এফ, সি, আই,কে আমরা আমাদের গোডাউন দিয়েছি। এবং সেখানে ৫ হাজার টন রাখার ব্যবস্থা আছে

এবং আমি বলছি যদি ১০ হাজার টন রাখতে হয় ১০ হাজার টন রাখার ব্যবস্থা রাখব··· (গণ্ডগোল—হাততালি)···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার মুড নট বি ইন্টারাপটেড···

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে পারি আগামী এপ্রিল মাসে উদের ৫ হাজার টন চাউল গোদামজাত করার কথা এবং সেখানে অলরেডি গোদামজাত হতে আরম্ভ করছে···(গণ্ডগোল)···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, আই উইল রিকুয়েষ্ট ইউ টু সাম আপ ইউর স্পীচ···

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু ইনটারাপশান হচ্ছে তাতে আমার একটু দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার আমি বেশী সময় নিতে চাই না—সব ফিগার দেওয়া আছে আমার ষ্টেটমেনটের মধ্যে সেটি ভাল করে পড়লে—একেবারে হুবহু বাস্তব অবস্থার সংগে মিল রেখে করা হয়েছে। এখানে আমাদের একমাত্র ডিফেক্ট যদি ষ্টেটমেনটে যদি কিছু হয়ে থাকে—আমরা গালাগাল করিনি—আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগাল কারনি যদি কিছু ডিফেকট হয়ে থাকে এই ষ্টেটমেনটে আমরা সংগ্রামের কথা বলিনি—আমাদের যে বাস্তব অবস্থা আছে সেটা চিত্রিত করেছি এবং কি করতে চাইছি, কি করেছি সেই কথাটি আমাদের মাননীয় সদস্যদের কাছে উপস্থাপিত করেছি এবং আশা করছি মাননীয় সদস্যদের উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে যাবে, যদি আর কোনরকম বানচাল করার আয়োজন না হয় আগামী দিনে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে আশা করি। আমি বাস্তব চিত্রটি মাননীয় সদস্যদের কাছে তুলে ধরছি এই জন্য যে এই যে অসুবিধা এটা একক ভাবে মোকাবেলা করা প্রশ্ন নয় এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয় এটা এক পক্ষ আর এক পক্ষকে অপদস্ত করার বিষয় নয়—আজকে হচ্ছে ত্রিপুরার বাঁচার প্রশ্ন আজকে একটি মাত্র কথা বলে শেষ করছি মাননীয় স্পীকার স্যার, সই কথাটি হচ্ছে—রেশানের দোকানের চাউল হয়তো ঠিক মত—আগে যে ভাবে দেওয়া হয়েছে গো-ডাউন-এ ষ্টক ছিল না সেই কথা আমি বলেছি ষ্টেটমেন্টে—আজকে যদি বলা হয় বিশেষ ভাবে পার্চেজিং পাওয়ারের কথা, পাচেজিং পাওয়ার পিপল্‌সের হাতে দেওয়ার জন্য আমরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছি—টাকা দিচ্ছি গভর্ণমেন্ট থেকে, প্রয়োজন হলে আরও টাকা দেওয়া হবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যাতে মানুষের অবস্থা বিপদের দিকে না যায় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion made by the Hon'ble Chief Minister is over. Next item in the list of bu iness s the General Discussion on Supplementary Grant for 1972-73.

I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of debate on the Supplementary Grants which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permitted to be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under the discussion.

When the supplementary demand does not refer to aby new service there cannot be any discussion of principle and policy.

Before the discussion begins, I would request the Members to give me their names who would like to participate in the debate so that I shall be able to arrange the time schedule for them ;

Now, leader of the opposition is absent...

Shri Debendra Kishore Choudhury :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আর মাত্র ১০ মিনিট সময় আছে—কাজেই বিরোধী দলের একজন আর আমাদের পক্ষের এক বলুক। আর যদি কালকে......

মিঃ স্পীকার :—As the Leader cf the opposition is absent I would request Hon'ble Member Samar Choudhury to start his discussion.

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এক্সেস যে খরচ তার জন্য সাপ্লীমেণ্টারী গ্র্যান্ট যে অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে রেখেছেন, এটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরাতে গত এক বছর ধরে যে ড্রট সিচুয়েশান চলছে, সেই ড্রট সিচুয়েশানকে সরকার কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তার একটা পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে—মোটামুটি একটা ইঙ্গিত এই—সাপ্লীমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্ট'এর ভিতর আমরা পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এই সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর ডিমাণ্ডস এ বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, এই মঞ্জুরীকৃত টাকা কোন কোন খাতে খরচ হল এবং টাকা খরচ করে কি কায়দায় ত্রিপুরাতে একটা জরুরী পরিস্থিতি—সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অবস্থার মোকাবিলা সরকার করেছেন, তার একটা মোটামুটি চিত্র আমরা দেখতে পারছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে কিছু বাড়তি টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, কিছু বাড়তি টাকা খরচ হয়ে গেছে, গ্রামে বেকারদের কাজ দেওয়ার ব্যাপারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্রাশ প্রোগ্রামে ১৫ লক্ষ ০ হাজার টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। আর স্পেশ্যাল এমপ্লয়মেণ্ট যে প্রোগ্রাম তার জন্য চাওয়া হয়েছে সব শুদ্ধ ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। গ্রামে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে গত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে এবং এখনও যেটা কন্টিনিউড—এখনও যেটা চলছে ? আমরা শহরের বেকারদের সম্পর্কে শিক্ষিত বেকারদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে এই হাউসে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। গ্রামে বেকারদের কি অবস্থা, কি অসহনীয় অবস্থা ? খরায় মানুষের জমি পুড়ে গেল, জমি থেকে ধান পেল না, সমস্ত ধান গাছগুলি শুকিয়ে খর হয়ে গেল, মানুষের হাতে কোন পয়সা নেই, কাজ নেই, জমিতে কোন কাজ নেই, জমির মালিকদের কাজ নেই, আর জমিতে যারা দিন মজুর এর কাজ করত, ক্ষেত মজুরের কাজ করত তারা আরও অসহায়, এই অবস্থা সারা ত্রিপুরাতে। গত জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ৫ লক্ষ লোককে গড়ে এক দিন কাজদিতে পেরেছেন এই সরকার। টাকা চাওয়া হয়েছে, মজুরী চাওয়া হয়েছে ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক এইভাবে একসেস টাকা বিভিন্ন খাতে চাওয়া হয়েছে। চিনির সাবসিডির জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। চিনি সবাই খেতে পারেনা সবাই কিনতে পারেনা, সবাই সংগ্রহ করতে পারে না। তার সাবসিডির জন্য আট লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে এই সরকারকে।

এবং সাপলীমেন্টারী গ্র্যান্টে এখানে দুই লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে মঞ্জুরী। চিনির সাবসিডির জন্য সেই টাকা আসতে পারে, কিন্তু এই যে গ্রামের ভিতর অসহনীয় বেকাররা যাদের কাজ দিতে পারি না, তাদের জন্য মঞ্জুরী চাওয়া হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্যাটারন অব বাজেট কি, এটা পরিস্কার এখানে ধরা পড়ছে। আমাদের জেনারেল বাজেট, আগামী বছরের বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে আজকে আমি যাচ্ছিনা, কিন্তু সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের জন্য যে বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে, সেটা দেখলেই আমরা পরিস্কার প্যাটার্ণ অব বাজেট দেখতে পাচ্ছি। প্যাটার্ণ টা হচ্ছে কেমন? বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন ধরণের নমুনায় কিছু কিছু টাকা বরাদ্দ দেখিয়ে বিভিন্ন ভাবে জনসাধারণের কাছে প্রচার হিসাবে উপস্থিত করা, সেই প্রচারের মাধ্যমে নানারকমভাবে মানুষকে নানারকম স্বপ্ন দেখানো যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা প্রল গড ড্রড এফেক্টেড হচ্ছে সমগ্র ত্রিপুরা, সেটা আমার একার কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে একজন একজন করে সদস্য শুধু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরাই নয়, ট্রেজারী বেঞ্চের বিভিন্ন বক্তা সেগুলির উপস্থিত করেছেন, কি সাংঘাতিক, কি করুন অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটু আগে যে আলোচনা হচ্ছিল এই হাউসে তার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে কিরকম অবস্থা, অসহনীয় অবস্থা, কি বিপন্ন অবস্থা মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই পরিস্থিতির ভিতর টিউব ওয়েল, রিংওয়েল ই সমস্তের জন্য টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাসে এই টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েলের ব্যাপারে কি দেখতে পেলাম, কি ধরনের খরচ হয়েছে? সারা ত্রিপুরায় কয়টি রেভিনিউ ভিলেজে টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সরকার কি হিসাব দিতে পারবেন? তারা কি জানেন কয়টি রেভিনিউ ভিজেলে এখন পর্যন্ত টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল সামান্যতম পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই; গ্রাম ছেড়ে সমস্ত মানুষ পানীয় জলের অভাবে ছুটতে হয় আসামের পথে বা অন্যান্য জায়গায়। গ্রামের ভিতর জল চুরি হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন খবর বেরিয়েছে। এই হাউসে নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, গত অধিবেশনগুলিতে, কিন্তু এই সরকার সেই গ্রামগুলির একটিতেও পানীয় জলের সামান্যতম সমস্যার সমাধান করতে পারেন নাই। তাঁরা কোন হিসাব দিতে পারেন নাই, তাঁদের কাছে কোন হিসাব নাই। টাকা খরচ করছেন। কিন্তু কি খাতে. কি হিসাবের উপর, কি প্ল্যানিংএর উপর টাকা বরাদ্দ করেন, তার কোন হিসাব নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, রেভিনিউ ভিলেজ কতটা কভার করেছে, যে সমস্ত রেভিনিউ ভিলেজে একটিও টিউব ওয়েল নেই, কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কোন রিং ওয়েল নেই, সেই সমস্ত গ্রামগুলির কয়টিতে জলের ব্যবস্থা হয়েছে, তার কোন হিসাব আমরা কি অর্থমন্ত্রীর ভাষণে পেয়েছি? না, তাতে কোন হিসাব নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন সার্ভে নেই, এই সম্পর্কে খোয়াই ৯২টি গ্রামে এখনও সামান্যতম জলের ব্যবস্থা নাই, সারা ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশী জলের অভাব ঐসব গ্রামে, সেখানে পানীয় জলের সামান্যতম ব্যবস্থা নাই। বিভিন্ন গবাদি পশু, যেটা ছাড়া চাষের কোনরকম ব্যবস্থা নাই কৃষকদের হাতে, সেই গবাদি পশুকে জল খাওয়াতে পারছে না, গবাদি পশুকে গ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, এই হচ্ছে গ্রামের অবস্থা।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Friday, the 23rd March, 1973. The discussion on Supplementary Demands will continue. The Hon'ble Member speaking will have the floor for 5 minutes to-morrow.

Annexure—"A"

STARRED QUESTION NO. 814
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state : -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পি, ডব্লিউ, ডি, এর কর্মচারী শ্রীসুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী ৪।১১।৭০ ইং তারিখে একসিডেণ্টে পতিত হইয়া মারা গিয়াছে ? এবং

২। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অসহায়া বিধবা পত্নী ঐ অফিসে একটি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ? যদি সত্য হইয়া থাকে তবে সরকার ঐজন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ। তাঁহার বিষয়টি সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যেহেতু অনুকম্পাভিত্তিক ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়ার জন্য তাহার অপেক্ষা অধিকতর ডিজারভিং ব্যক্তি ছিলেন সেজন্য তাহাকে চাকুরী দিতে পারা যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 696
By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বক্রেশ্বর গোদারাঘাটে (রামঠাকুর পাঠশালার নিকটবর্তী খেয়াঘাট) খেয়া পারাপারের জন্য সরকারী ব্যয়ে কোন নৌকা তৈয়ার করা হয়েছিল কিনা ?

২। যদি হইয়া থাকে তবে ঐ নৌকা নির্মাণ করিতে কত টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং বর্তমানে উক্ত নৌকা কাহার তত্ত্বাবধানে কোথায় আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১,১২০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৯৭১ সালের ১লা জুলাই এই নৌকাটি বন্যার স্রোতে উলটাইয়া যায় ও প্রচণ্ড স্রোতে বহন করিয়া নিয়া যায়, এবং খোঁজাখুঁজির পরও ইহা পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 715
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state--

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর শহরের নিকট মনু নদীর উপর এ বছর কি কোন অস্থায়ী পুল তৈরী করা হয়েছে ?

২। যদি হয়ে থাকে, তার জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ;

৩। ঐ পুলের ঠিকাদারের নাম ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট ৬০৬৬৲ টাকা খরচ হয়েছে।

৩। ঠিকাদারের নাম শ্রীরাজেন্দ্র কুমার দাস।

STARRED QUESTION NO. 733
By Shri Ashok Bhattacharjee

প্রশ্ন

১। বর্ষার দিনে জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করিয়া অভয়নগর কাটাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া নেতাজী সমবায় সমিতি পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তার সংস্কারের কাজ সরকার অতি সত্বর আরম্ভ করিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট তৈয়ারী হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 734.
By Shri Ashok Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be le ased to State :-

প্রশ্ন

১। অভয়নগর রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে Street lightএর ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে হইবে কি ?

উত্তর

১। অভয়নগর প্রধান রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে।

২। এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 735
By Shri Ashok Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অভয়নগর কাটাখালের উপর (বনমালীপুর-অভয়নগর) একটি সেতু না থাকার বিষয় জনসাধারণের অসুবিধার কথা সরকার অবগত আছেন কি ?

২। থাকিলে ১৯৭৩—৭৪ আর্থিক বৎসরে অভয়নগর কাটা খালের উপর (বনমালীপুর-অভয়নগর) একটি স্থায়ী সেতুর কাজ আরম্ভ হওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না ;

৩। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। একটি অর্দ্ধস্থায়ী কাঠের পুল দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩। শীঘ্রই আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 428
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলনীয়া টাউনে বাজার Development Work এর জন্য ১৯৭০—৭১ ইং সনে কোন বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছিল কি ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

৩। বর্ত্তমানে উক্ত Development Work শেষ হয়েছে কিনা ?

৪। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ? এবং এই আর্থিক বছরে উক্ত Development Work শেষ হবে কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ২৫, টাকা।

৩। না।

৪। যথা সময়ে জায়গা খালি করে না দেওয়ার জন্য কাজ সম্পূর্ণ করিতে দেরী হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে এই আর্থিক বছরে কাজ শেষ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 584.

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মৈলাক ছড়ায় বাঁধ দিয়ে বীরগঞ্জ মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ পরিকল্পনা নাই।

২। তথ্যানুসন্ধান না করিয়া কোন পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব নহে।

STARRED QUESTION NO. 590.

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অমরপুর বাজার পোড়া যাওয়ার ফলে যাহাদের ইলেক্‌ট্রিক লাইন পোড়া যায় তাদের আবার নূতন করে লাইন নিতে হইতেছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ ?

৩। বাজারে মোট কত জনকে পূর্ব্বে লাইন দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের লাইন পোড়ায় নষ্ট হইয়াছে এ পর্যন্ত তাদের কতজনে নূতন করে লাইন নিয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পুরাতন লাইন পুড়িয়া যাওয়ায় নূতন করে লাইন নেওয়ার প্রশ্ন উঠে এবং যাহারা আবার লাইনের জন্যে দরখাস্ত করেছেন তাহাদের নূতন লাইন দেওয়া হয়েছে।

৩। মোট ৬৩ জনকে পূর্ব্বে লাইন দেওয়া হয়েছিল। এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ১০ জন নূতন লাইন নিয়েছেন।

STARRED QUESTION NO. 634

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সাবরুম মহকুমার মনু নদীর উপর স্থায়ী পুল করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কখন থেকে এ স্থায়ী পুলের কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এষ্টিমেটটি বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেন্সপোর্ট মন্ত্রনালয়ের পরীক্ষাধীনে। উক্ত এষ্টিমেট কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরীর পর এবং অর্থ বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য হাতে নেওয়া হবে।

STARRED QUESTION NO. 649
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D, be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া পি, ডবলিউ, ডি, ওভারসিয়ার শ্রীমৃণাল দত্ত এর বিরুদ্ধে সরকারী ইট, সিমেন্ট নিজের কাজে ব্যবহারের কোন অভিযোগ সরকার সম্প্রতি পেয়েছেন কি ?

২। পেয়ে থাকলে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া পি, ডবলিউ, ডি, ওভারসিয়ার শ্রীমৃণাল দত্ত এর বিরুদ্ধে সরকারী ইট, সিমেন্ট নিজের কাজে ব্যবহারের অভিযোগ সরকার সম্প্রতি পেয়েছেন।

২। অভিযোগ প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 131
By Shri Jatindra Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত তুলাকোণা ও দীনবন্ধুনগর গাঁওসভা এলাকায় কতটি ওভারফ্লো টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

তুলাকোণা গাঁওসভা এলাকায় আর্টেজীয় জলস্তর না থাকায় ওভারফ্লো টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয় নাই।

দীনবন্ধুনগর গাঁওসভায় এ পর্যন্ত দশটি ওভারফ্লো টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 118
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের পশ্চিম চাম্পামুড়া মৌজায় বুরো ফসল করার জন্য যে পাম্পসেট দেওয়া হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে তৈলের অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ?

২। সত্য হইলে তাহা চালু করার জন্য সরকার সত্বর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমায় 'পশ্চিম চাম্পামুড়া' নামে কোন মৌজা নাই। তবে 'পশ্চিম চাম্পা-ছড়া' নামে একটি মৌজা আছে। সেখানে যে পাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহা এখন চালু আছে

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 20
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agiculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Village Level Worker দের কাজ কি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

২) V. L. W. দের অতিরিক্ত কাজের জন্য Overtime দেওয়া হয় কি না ; এবং

৩) V. L. W. দের T. A. পেতে দেরী হয় ইহা সত্য কি না ?

উত্তর

১) এক বা একাধিক গ্রামের ভার একজন ভি, এল, ডবলিউ-এর উপর ন্যস্ত থাকে।; সে গ্রামীন উন্নয়ন সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠায়। ঐ তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া গ্রাম উন্নয়নের যে সমস্ত পরিকল্পনা করা হয় তাহার কিছু কিছু অংশের রূপায়ণের দায়িত্বও ভি, এল, ডবলিউ-এর উপর বর্ত্তায়। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভি, এল, ডবলিউ-এর দায়িত্ব প্রধানতঃ নিম্নরূপ :—

ক) উন্নত প্রথায় চাষ পদ্ধতির প্রচলন ও সম্প্রসারণ ;

খ) বীজ, সার, কীট নাশক ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতির বিতরণ ও বিক্রয় ;

গ) মাটির নমুনা সংগ্রহ ও মাটির পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার ফল ও সুপারিশ কৃষকদের জানানো ;

ঘ) ফসলে রোগ ও পোকার আক্রমণের উপর লক্ষ্য রাখা এবং আক্রমণ লক্ষিত হইলে ফসলের মালিক ও উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনা ;

ঙ) ষ্টোর সম্পর্কিত হিসাব রাখা এবং প্রতিমাসে হিসাব প্রেরণ ;

চ) বিক্রয়মুল্য আদায় এবং ব্লক হেড কোয়ার্টারে জমা দেওয়া ;

২) অতিরিক্ত কাজের জন্য ভি, এল, ডবলিউদের কোন ওভারটাইম এলাউয়্যান্স দেওয়া হয় না।

৩) সাধারণতঃ দেরী হয় না।

STARRED QUESTION NO. 109
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত রাম দয়াল গাঁওসভা, গয়ামনি গাঁওসভা, রতনপুর মৌজা গাঁওসভা ও তুইহাইচিং মৌজা গাঁওসভার কৃষিকাজের জন্য সেচের কোন পরিকল্পনা সরকার হইতে নেওয়া হইয়াছে কিনা ?

২ পরিকল্পনা নেওয়া হইয়া থাকিলে চলতি আর্থিক বৎসরে কোন সময় তাহা কার্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জল সেচের জন্য এই সব গাঁওসভায় যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ এইরূপ :—

রাম দয়াল গাঁওসভায়

রামদয়াল বাড়ীতে গাংগ্রাই ছড়ার উপর ২টি এবং চেলাকাম ছড়ার উপর ১টি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্মীচন্দ্র পাড়াতে গাংগ্রাই ছড়ার উপর ১টি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

ওভার ফ্লোর জন্য একটি স্থানে পরীক্ষামূলক খনন শীঘ্রই করা হইবে।

গয়ামনি গাঁওসভায়

ওভার ফ্লোর জন্য একটি স্থানে পরীক্ষামূলক খনন শীঘ্রই করা হইবে।

রতনপুর গাঁওসভায়

৩টি অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হইয়াছে।

ওভার ফ্লোর জন্য মার্চ মাসেই পরীক্ষামূলক খনন করা হইবে।

তুইহাচিং মৌজা গাঁওসভায়

১টি অস্থায়ী বাঁধ বাংচামা ছড়ার উপর তুইহাচিং বাড়ীর নিকট হাতিমারাতে তৈরী হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 446
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) শিক্ষিত বেকারদের টেক্সি, টেম্পো ইত্যাদির পারমিট দিয়া বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের ব্যবস্থা সরকার করিবেন কিনা ?

খ) বেকারদের ট্যাক্সি, টেম্পো ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে সরকারী তহবিল হইতে ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

ক] হ্যাঁ।

খ] না।

STARRED QUESTION NO. 151
By Shri Hangsha Dhwaj Dewan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Walfare Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পেছারথলের উত্তরে আসাম—আগরতলা রাস্তার পার্শ্বে আন্ধারছড়া ও লাল ছড়ার উপরে ২টি ফুট ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। কোন ঠিকাদার এই কাজ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কাজ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 317
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নিদয়া বড়পাথরী রাস্তার সোলিং ও মেটেলিং এর কাজের অগ্রগতি কতটুকু হইয়াছে ?

উত্তর

১। সোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ইটের দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে, ঠিকাদার নিযুক্তির পর কাজ আরম্ভ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 685

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agrculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় ১৯৭২-৭৩ ইং সনে কয়টি experimental artisan tube-well খনন করা হয়েছে তার হিসেব।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে, স্থানের নাম সহ তার বর্ণনা।

উত্তর

১) দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া এবং উদয়পুর মহকুমায় যথাক্রমে উনত্রিশটি এবং এগারটি এক্সপেরিমেন্টেল আর্টিজেন টিউব ওয়েল খনন করা হয়েছে।

২। যে সকল ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টেল আর্টিজেন টিউব ওয়েল খনন সফল হইয়াছে তাহার বর্ণনা নিম্নরূপ :—

বিলোনীয়া মহকুমা— ৭টি

স্থানের নাম	সফল খননের সংখ্যা
ক) রাজাপুর	১টি
খ) লাউগাং	১টি
গ) রাজ নগর	১টি
ঘ) কাশরী	৩টি
ঙ) গড়জনিয়া	১টি

উদয়পুর মহকুমা ৬টি

স্থানের নাম	সফল খননের সংখ্যা
ক) দুধ পুষ্করিনী	১টি
খ) তৈরূপা	১টি
গ) গর্জিছড়া	২টি
ঘ) কৈফেন বোলাই	১টি
ঙ) ফুলকুমারী	১টি

STARRED QUESTION NO. 367

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agrieulture Departmnet be pleased to State—

প্রশ্ন

১। গত ১লা জুলাই '৭২ থেকে ৩১শে জানুয়ারী '৭৩ অবধি সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার নিজে এবং subsidy এর মাধ্যমে কৃষকগণ যে সমস্ত pump set খরিদ করেছেন তা দিয়ে দৈনিক কত কিউসেক জল সেচের কাজে লাগানো যায়।

২। ঐ সমস্ত pump set দিয়ে এই সময়ের মধ্যে সরকারী হিসাব মত কত কিউসেক জল সেচের কাজে সরবরাহ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) সরকারের কেনা এবং ভর্তুকি দেওয়া পাম্প সেট যাহা কৃষকগণ খরিদ করিয়াছেন সেইগুলি দ্বারা দৈনিক (৭ ঘন্টা হিসাবে) ৪২৫ লক্ষ গ্যালন জল তোলা সম্ভব।

২) দৈনিক অনুমানিক ৩৭৫ লক্ষ গ্যালন।

STARRED QUESTION NO. 602

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চম্পকনগর লিফট ইরিগেশন স্কীম কবে চালু হয়েছিল।

২) এ স্কীম চালু হওয়ার পর কি পরিমাণ জমিতে জল সেচ করা হয়েছে ?

৩) তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ;

উত্তর

১) চম্পক নগর লিফট ইরিগেশন স্কীম নামে কোন স্কীম নাই। চম্পক নগর চন্দ্রসাধু বাড়ীর কাছে "হাওড়া লিফট ইরিগেশন স্কীম" ১৯৬৭-৬৮ইং সনে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

২) প্রথমত: মাত্র ৮ হেক্টর জমিতে জল সেচ করা হয়। পরে ফিল্ড চেনেলের কাজ শেষ হওয়ার পর থেকে প্রায় ২৪ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 800

By Smt. Laxmi Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ইং সালের মে মাস হইতে ১৯৭৩ইং সালের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত কত টাকা খরা বাবদ খরচ করা হইয়াছে।

২) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কত টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

৩) এবং কোন ব্লকে কত টাকা এযাবৎ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাদের হিসাব ও পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ২ কোটি ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৭ শত ১৪ টাকা।

২) ৯২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত টাকা।

৩) ব্লক ভিত্তিক টাকা বরাদ্দের পরিমাণ তাহার হিসাবের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 620
by Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭১ ও ১৯৭২ইং সনে কতটা রোগগ্রস্ত পশু চেলাগাং পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করা হইয়াছে ?

২) ইহা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় ঔষধ না থাকার ফলে পশু চিকিৎসা প্রায় বন্ধই আছে ?

৩) কবে পর্যান্ত ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাঠানো যাইবে ?

উত্তর

১) মোট—১৪৭টি রোগাক্রান্ত পশুকে চেলাগাং কেন্দ্রে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 626.
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state :—

১) গত বছর বিশালগড় ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি কর্ত্তৃক মধুপুর ষ্টকমেন সেন্টার (পশু চিকিৎসা বিভাগ) খোলার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২) বর্ত্তমান বছরে উক্ত সেন্টার খোলার ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) এ বিষয় সরকারের পরীক্ষাধীন।

STARRED QUESTION NO. 575
By Sri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে খরা পরিস্থিতিতে এবং ফরেষ্ট রিজার্ভ বৃদ্ধির দরুন গো-খাদ্যের যে অভাব দেখা গিয়াছে এবং গো সম্পদ যে ধ্বংসের পথে এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

এবং

২) থাকিলে গো-সম্পদ রক্ষায় কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্যে খরা পরিস্থিতিতে গো-খাদ্যের কিছু অভাব দেখা দিয়াছিল বটে এবং তজ্জন্য সামগ্রিকভাবে দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধহ্রাস ও অন্যান্য গবাদি পশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল। কিন্তু গো-সম্পদের ধ্বংসের কোন প্রকার অবস্থা ঘটে নাই। ফরেষ্ট রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য গো-খাদ্যের কোন অভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া সরকার অবগত নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 628
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলা—বিশালগড় রোড হইতে কমলাসাগর পর্য্যন্ত বর্ডার রোডটি দীর্ঘকাল যাবত মেরামত হচ্ছেনা এবং রাস্তাটি গাড়ী চলার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে তাহা সরকার অবগত আছেন কি?

২) অবগত থাকিলে বর্ত্তমান বছরে রাস্তাটি মেরামত করা হবে কি?

উত্তর

১নং এবং ২নং। না। মেরামত কার্য্য যথারীতি চলিতেছে। এই রাস্তার পুলগুলি মাত্র কিছুদিন আগে মেরামত করা হয়েছে। উক্ত রাস্তাটি গ্রাম্য রাস্তা বিধায় গ্রাম্য রাস্তার উপর চলাচলের উপযোগী গাড়ী চলাচল করিতে পারে।

STARRED QUESTION NO. 612
By Shri Krishnadas Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কত কিলোওয়াট power উৎপন্ন হয় এবং আসাম হইতে কত কিলোওয়াট পাওয়া যাইতেছে?

২) ত্রিপুরায় বর্ত্তমান power চাহিদা কত?

৩) ত্রিপুরার power supply এর উন্নতির জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় ১২০০ কিলোওয়াট power উৎপন্ন হয় এবং আসাম হইতে প্রায় ২৪০০ কিলোওয়াট power পাওয়া যাইতেছে।

২) Load Survey না করিয়া বর্তমান power চাহিদা কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে না। তবে সরবরাহের উন্নতি করিলে চাহিদা প্রায় ৪,৫০০ কিলোওয়াট হইতে পারে।

৩) সরকার দুইটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, যথা

১) আসাম হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় পরিকল্পনা ;

২) গোমতী জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা।

STARRED QUESTION NO. 656
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the **P. W. D.** be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া, সাবরুম এবং উদয়পুর সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ১৯৭৪ সনে ইহা কার্য্যকরী করা যাবে বলে আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 630
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লক এলাকার মধুপুর গাঁওসভায় over-flow tube-well বসানোর জন্য বর্তমানে বুরো মরশুমে কি পরিমাণ পাইপ সরবরাহ করা হইয়াছে ?

২) কতজন কৃষককে মোট কি পরিমাণ পাইপ overflow এর কাজে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহৃত হইয়াছিল কি ?

উত্তর

১) ৪২৬ মিটার ৭১ সেন্টিমিটার।

২) মোট ২৭ জন কৃষককে মোট ৪২৬ মিটার ৭১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের পাইপ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 594
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য অমরপুর বাজার বন্ধ না থাকার দরুণ দোকানকর্ম্মচারীরা সাপ্তাহিক ছুটি পান না ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে শ্রম বিভাগ এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ত্রিপুরা দোকান সংস্থা আইন, ১৯৭০, অমরপুর বাজারে এখনও চালু হয় নাই, বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 729
By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় ২২—নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রে বর্ত্তমান বৎসরে কত পরিমাণ জমিতে বোরোধান রোয়া হইয়াছে এবং কত পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

২) উৎপাদিত ধানের পরিমাণ কত হইতে পারে বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন (একর প্রতি হিসাবে) ?

উত্তর

১) মোট আনুমানিক ১,৫৬৬ (এক হাজার পাঁচ শত ছেষটি) হেকটার (৩,৯১৫ একর) জমিতে বরোধান চাষ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে মোট আনুমানিক ১,০৯৮ (এক হাজার আটানব্বই) হেকটার (২,৭৪৫ একর) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) স্থানীয় ধান একর প্রতি ৫৫২ কে, জি, হারে এবং উচ্চ-ফলনশীল ধান একরপ্রতি ১,৩১২ কে, জি, হারে মোট আনুমানিক ৪৮৮০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 388
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরায় ভূ-নিম্নস্থ জল অঞ্চল অনুসন্ধান করা হইয়াছে কিনা ;

২। যদি করা হয়ে থাকে, তবে ভূনিম্নস্থ জলের পরিমাণ কিরূপ ;

৩। না হয়ে থাকলে অবিলম্বে হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা ;

উত্তর

১। না, ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলের সমতল ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছে। এখন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলায়ও কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। অনুসন্ধান এখনও চলছে। কাজ শেষ হলে ভূনিম্নস্থ জল অঞ্চলের ম্যাপ তৈরী করা হবে।

৩। ১নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 135
By Shri Anantahari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আসাম—আগরতলা রাস্তার দক্ষিণ পুলিনপুর এলাকায় 42 K. M. P. এর মধ্যবর্তী স্থানে সর্দ্দছড়ার উপর যে কাঠের Bridgeটি আছে তা Permanent পাকা Bridge করার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে উহার Tender Call করা হইয়াছে কি ?

৩। যদি হইয়া থাকে তবে কোন কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে ?

৪। উক্ত Bridge টির জন্য সরকার কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ?

৫। কবে হইতে উহার কাজ আরম্ভ হইবে ?

৬। যদি টেণ্ডার কল করা না হইয়া থাকে তবে কবে পর্যন্ত সরকার উক্ত Bridgeটির কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন।

উত্তর

১। আগরতলা—আসাম রাস্তা বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় বর্ডার রোড প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকায় এই সরকারের এই রকম কোন পরিকল্পনা করার প্রশ্ন উঠেনা।

২ নং হইতে ৬নং। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 52
By Shri Jatindra Kumar Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কোন বৎসর রাণীর গাও জারুল বাচাই (আগরতলা সাবডিভিসনে) রাস্তাটি P.W.D Takeup করিয়াছে ?

২। উক্ত রাস্তাটি সোলিং করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? এবং

৩। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত সোলিং এর কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১। ১৯৬৩ ইং সালে।

২। আপাততঃ নাই।

৩। এ প্রসঙ্গ উঠে না।

STARRED QUESTION NO.28
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে বর্ত্তমান আমবাসা গণ্ডাছড়া রাস্তা এবং দশদা আনন্দ বাজার রাস্তা তৈরীর কাজে ত্রিপুরার বাইরের শতশত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে ঐ শ্রমিকদের অধিকাংশ বাংলা দেশবাসী। এবং

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ। ঐ সমস্ত রাস্তায় কিছু কিছু ত্রিপুরার বাইরের শ্রমিকও নিয়োগ করা হয়েছে।

২। না সত্য নয়।

৩। দরপত্রের সর্ত্তাবলীতে ত্রিপুরার বাইরের শ্রমিকের বাধা সম্বলিত কোন ধারা না থাকায় আইনগতভাবে ঠিকাদারদের শুধু স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করার জন্য কোন নির্দ্দেশ দেওয়া যায়না। যাহা হউক ঠিকাদারগণ যাহাতে যতদূর, সম্ভবপর স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করেন তার জন্যে তাদেরকে সব সময় অনুরোধ করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 320
By Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মহকুমা সোনামুড়াতে জল সরবরাহের কাজের অগ্রগতি কি ?

উত্তর

১। দুইটি গভীর নলকূপের স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। আপতকালীন খরা প্রোগ্রামের অধীন নলকূপ খননের কাজ বিলি করা হইয়াছে। খনন কার্য্য অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 325
By Shri Sunil Chandra Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) কমলপুর শহর অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা সম্বন্ধে সরকার কোনও লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন কি ?

(খ) এইরূপ প্রাত্যহিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?

উত্তর

(ক) হঁ্যা।

(খ) এই সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 427.
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া ঋষ্যমুখ রাস্তা থেকে মুহুরীপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা মেরামতের জন্য ১৯৭২—৭৩ ইং আর্থিক বছরে অর্থের কোন বরাদ্দ ছিল কিনা ?

২। থাকলে বরাদ্দের পরিমাণ কত এবং তার মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ উক্ত রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে খরচ হয়েছে।

৩। খরচ না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। বরাদ্দের পরিমাণ—৩০,০০০ টাকা, অদ্যাবধি খরচ হইয়াছে—১৯,৩৩৮ টাকা।

৩। দুই নম্বর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 389.
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন

(ক) নয়াদিল্লীতে ২০ গলফ লিংকের "ত্রিপুরা ভবন" বার্ষিক কত টাকায় এবং কবে ভাড়া নেওয়া হয়েছে ?

(খ) উক্ত বাড়ী সুসজ্জিত করার জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

(গ) সেখানে কতজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন ?

(ঘ) কোন্ শ্রেণীর কর্ম্মচারী কতজন ?

(ঙ) মাসিক ভাড়া বাদে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

(চ) এই ভবনটি ভাড়া নেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কারণ কি ?

উত্তর

(ক) বার্ষিক ৭৮,০০০ (আটাত্তর হাজার) টাকায় এবং ১৫।৫।৭২ ইং তারিখ হইতে ভাড়া নেওয়া হইয়াছে।

(খ) ১০,৭০২·২৭ টাকা।

(গ) ৭ জন।

(ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর ১ (এক) জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৬ (ছয়) জন।

(ঙ) ৯৫,৮৬০ টাকা ১৯ পয়সা। (ফেবরুয়ারী ১৯৭৩ ইং পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের বেতন বাবত ৬৭২১ টাকা ৪০ পয়সা সহ)।

(চ) দিল্লীতে মন্ত্রী, এম, এল, এ ও ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীদের আবাসিক সুবিধার জন্য।

STARRED QUESTION NO. 598
By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অমরপুর P.W.D. অফিস হইতে Head Clerk এর কোয়ার্টারে Electric connection দেওয়া হইয়াছে ?

২। সত্য হইলে Electric consumption charge Head Clerk দেয় কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 619
By Shri Baju Ban Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চেলাগাং V. L. Wর অফিসে পোকার ঔষধ নাই ও ৩টা Spray Machine-ই অচল, ইহা সরকারের জানা আছে কি ?

২। জানা থাকিলে আগামী আউশ ফসলের জন্য ও বর্তমান বোরো ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও Spray Machine কবে পর্যন্ত পাঠান যাইবে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। অতিরিক্ত দুইটি স্প্রেইং মেসিন শীঘ্রই পাঠানো হবে। প্রয়োজনীয় ঔষধ মজুদ আছে।

STARRED QUESTION NO. 564
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ইং সনের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত বিশালগড় বি,ডি, ও অফিস (সদর) থেকে কতগুলি ওভার-ফ্লো টিউব-ওয়েল বসানো হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৫৬১টি।

STARRED QUESTION NO. 616
By Shri Baju Ban Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কালাপানিয়া proposed Reserve Forest এ কত পরিমাণ নূতন বাগান সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে ও কি পরিমাণ জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে ;

২) ঘন বসতির জন্য বাগান সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ রাখার অনুরোধ সহ কোন আবেদনপত্র সরকার পাইয়াছেন কি ;

৩) পাইয়া থাকিলে ঐ সম্পর্কে কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

উত্তর

১) কালাপানিয়া প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে ৪৩ হেক্টর ভূমিতে বাগান করার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ৪৩ হেক্টর ভূমির জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে।

২) কালাপানিয়া সংরক্ষিত বনে ঘন বসতির জন্য বাগান সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ রাখা সম্পর্কে কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায় নাই। তবে সাচিরাম বাড়ীতে রাবার বাগান করা সম্পর্কে ক্ষীণ আপত্তি উঠিয়াছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণ প্রথম পর্য্যায়ে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

৩) আলোচনা ক্রমে রাবার বাগান করার উপযোগিতা ও সুবিধা সম্বন্ধে তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল করিলে তাহারা আপত্তি উঠাইয়া নেয়।

STARRED QUESTION NO. 659
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to State :—

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন কবে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে?

২। যদি ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে না হয় তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

২। নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে কতগুলি প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন, যেমন মিউনিসিপ্যাল এলাকাকে ওয়ার্ডে ভাগ করা এবং তাহা গেজেটে প্রকাশ করা এবং খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাহা প্রকাশ করা। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন হইলেই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। স্বাভাবিক কারণেই এই সমস্ত কাজের জন্য সময়ের প্রয়োজন।

ANNEXURE—"B"
UNSTARRED QUESTION NO. 315
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশ্রামগঞ্জ হইতে কোদালছড়ি হইয়া সোনামুড়া পর্যান্ত রাস্তা তৈরীর কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে;

ক) টকসা পাড়া হইতে বিশ্রামগঞ্জ পর্য্যন্ত;

খ) সোনামুড়া হইতে টকসাপাড়া পর্যন্ত;

উত্তর

১। উক্ত কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হইয়াছে। কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

ক) কাজ মাত্র আরম্ভ হয়েছে।

খ) সোনামুড়া হইতে টকসা পাড়ার কাজও আরম্ভ হয়েছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 521
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ঈশান চন্দ্র নগর বিধান সভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ১৯৭২ইং হইতে ১৯৭৩ সালের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে জল সেচের জন্য সরকারীভাবে দেওয়া over-flow tube-well এর সংখ্যা কত, এবং অন্যান্য কি কি ব্যবস্থা এই এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে জল সেচের জন্য করা হইয়াছে ;

২। বর্ত্তমানে সেগুলো কার্যকরী অবস্থায় আছে কিনা এবং প্রতি tube-well বসাইতে খরচ কত হইয়াছে ;

উত্তর

১) ঈশান চন্দ্র নগর বিধান সভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ১৯৭২ইং হইতে ১৯৭৩ইং সালের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত ৩৫টি over-flow tube-well দেওয়া হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে জল সেচের জন্য অন্যান্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ১৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ১টি এবং ৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ৪টি পাম্প সেট কৃষকদের মধ্যে সরকারী ব্যয়ে জলসেচের জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পাম্প সেট দ্বারা আনুমানিক ৫০ হেক্টার (১২৫ একর) জমিতে জল সেচ করা হইয়াছে।

খ) মাইনর ইরিগেশন ডিভিশন হইতে একটি পাম্পসেট লিফট ইরিগেশানের জন্য সেকেরকোটে বসানো হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা আনুমানিক ২০ হেক্টর (৫০ একর) জমিতে জল সেচ করা হয়েছে।

গ) জল সেচের জন্য ২৫টি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে এবং সেগুলির সাহায্যে আনুমানিক ৪৭৮ হেক্টর (১১৯৫ একর) জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে।

২ ওভার ফ্লো টিউবওয়েলগুলি কার্যকারী অবস্থায় আছে। প্রতি tube-well বসানোর খরচ নিম্নে ৩৮৫ টাকা এবং উর্দ্ধে ৮২০ টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 574.
By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

দক্ষিণ ত্রিপুরায় খরা পরিস্থিতিতে কোন্ কোন্ সাব ডিভিশানে কতগুলি সিজনেল বাঁধ নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং কোন্ সাব ডিভিশানে কত টাকা খরচ হইয়াছে ও বাঁধের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। খরা পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ত্রিপুরায় নির্মিত অস্থায়ী বাঁধের সংখ্যা ও খরচের পরিমাণ নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	বাঁধের সংখ্যা	খরচের পরিমাণ ১৫।২।৭৩ পর্য্যন্ত (টাকায়)
উদয়পুর	৮৫টি	৬৯,৬১৪
বিলোনীয়া	২৩২টি	১,০৪,৪২৮
অমরপুর	১৪১টি	৩৩,৫৯৩
সাবরুম	১৪৮টি	৪৯,৭৫৪

UNSTARRED QUESTION NO. 781

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পশ্চিম ত্রিপুরায় বিশালগড় সি, ডি, ব্লক এলাকায় কোন্ কোন্ জায়গায় overflow tube-well বসানো হইয়াছে ?

২। এবং তাহার দ্বারা কত পরিমাণ জমিতে জলসেচ হইয়া বরো চাষ সম্ভব হইতেছে ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম, দাক্ষণ চড়িলাম, বিশালগড়, গকুলনগর, বড়-জলা, লক্ষ্মীবিল, বিক্রমনগর, বাধারঘাট, রামনগর, মধুপুর, ঘনিয়ামারা, রাঙ্গাপানিয়া, ঈশানচন্দ্রনগর, প্রতাপগড়, কমলাসাগর, আনন্দনগর এবং গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ওভারফ্লো টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।

২। এই সকল ওভারফ্লো দ্বারা আনুমানিক ৪৬২ হেক্টর (১১৪৩ একর) জমিতে ৩১শে জানুয়ারী ৭৩ইং সন পর্য্যন্ত জলসেচ দ্বারা বরো করা সম্ভব হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 313
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ম্যান পাওয়ার ডাইরেক্টরের কি কি কাজ?

২। এই সংস্থা কর্ত্তৃক গ্রামীন অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার এবং শহর বাজারের অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারদের যারা এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জে নাম তালিকাভুক্ত করার সুযোগ পায় না তাদের সংখ্যাগত হিসাব ও অন্যান্য বেকারী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে কিনা?

৩। এই সংস্থা হতে বেকারদের কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কিত কোন সুপারিশ বা প্রস্তাব আছে কি? থাকিলে তাহা কি কি?

উত্তর

১। ম্যান পাওয়ার ডাইরেক্টরেটের কাজ নিম্নরূপ :—

ক) এই রাজ্যে বেকারত্বের পরিধি ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা;

খ) রাজ্যাভ্যন্তরে অথবা রাজ্যের বাহিরে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাক্‌রীর সুযোগ সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করা;

গ) স্বনির্ভরতার ব্যাপারে কার্য্যকরী পরিকল্পের প্রস্তাব দেওয়া;

ঘ) বর্ত্তমানে যে সকল পরিকল্প চালু আছে বা যে সকল নূতন পরিকল্প ডাইরেক্টরেট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইবে সেইগুলিতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সূচনা করা;

ঙ) বেকার বা বেকার সমিতিসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, যাহাতে তাহাদিগকে চাকুরীর সুযোগসুবিধা অথবা স্বনির্ভরতার পরিকল্প সম্বন্ধে প্রবাহিত করা যায়।

চ) চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিদ্যায় স্নাতক ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেকারত্ব সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলি যথা— মেডিকেল, পি, ডবলিউ, ডি, এগ্রিকালচার প্রভৃতির সংগে আলোচনাক্রমে আগামী দশ বৎসর বা অনুরূপ সময়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

ছ) বেকারদের চাকুরী পাওয়ার সুযোগ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত তাহাদের দক্ষতা অর্জ্জনে সহায়তা করে এরূপ ট্রেনিং পরিকল্প সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা।

২। না,

৩। এই ডাইরেক্টরেট ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারী ব্যয়ে দোকানঘর তৈরী করার পরিকল্প চালু করিয়াছে যাহাতে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বেকার ন্যায় সঙ্গত ভাড়ায় ঐ সমস্ত ঘরে ব্যবসা করিতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 195

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কয়টি কাঁচা জলসেচ বাঁধ তৈরী করা হয়েছে তার লিষ্ট ও কোন্ বাঁধে কত খরচ হয়েছে তার বিবরণ ;

২। এই বাঁধের ফলে কত একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭২ইং এর জুলাই হইতে ১৯৭৩ইং এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক কাঁচা বাঁধ তৈরীর মোট সংখ্যা এবং ১৫ই ফেবরুয়ারী, ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত মোট খরচের হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রতি বাঁধের খরচের হিসাব এখনও চূড়ান্ত হয় নাই।

মহকুমার নাম	মোট কাঁচা বাঁধের সংখ্যা	মোট খরচের পরিমাণ ১৫-২-৭৩ইং পর্য্যন্ত
ধর্ম্মনগর	১২৯	টা ৬১,৩৪৬
কৈলাশহর	১৩৮	টা ৪২,৭৪১
কমলপুর	৬৬	টা ৫২,৭২৫
খোয়াই	৭৫	টা ৯২,৯৭১
সদর	২৩৯	টা ২.১৩,৯৯৯
সোনামুড়া	৬০	টা ৯৭,৬৬৩
উদয়পুর	৮৫	টা ৬৯,৬১৪
অমরপুর	১৪১	টা ৩৩,৫৯৩
বিলোনীয়া	২৩২	টা ১,০৪,৪২৮
সাবরুম	১৪৮	টা ৪৯,৭৫৪
মোট :	১,৩১৩	টা ৮,১৮,৮৩৪

২। এই বাঁধগুলির ফলে মোট ৪৫,৭৩২ একর (১৮,৫০৭ হেকটার) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 298
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে কি পরিমাণ খাস জমি কত সংখ্যক ভূমিহীন ও রায়তের চাষাবাদ বে-আইনী দখলরূপে সোনামুড়া মহকুমায় ফরেষ্ট প্রোপোজড রিজার্ভ এবং প্রটেকটেড এরিয়ার মধ্যে আছে ?

উত্তর

১। জরীপ ও বন্দোবস্ত দপ্তরের নথী মূলে দৃষ্ট হয় যে সোনামুড়া মহকুমায় প্রোপোজড রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে ৭১·৩ হেক্টর (১৭৬·২০ একর) খাস ভূমি ২০৮ সংখ্যক বেআইনী দখলদারের দখলে আছে। বন দপ্তরের আওতায় কোন প্রটেকটেড এরিয়া নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 665.
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর বিভাগের ফরেষ্ট রিজার্ভ অন্তর্ভূক্ত কোন কোন এলাকা পর্য্যন্ত ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ এলাকা মুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, এলাকাগুলির নাম ?

উত্তর

১। কৈলাসহর মহকুমায় সংরক্ষিত বনের আওতা হইতে নিম্নলিখিত এলাকার নিম্নলিখিত পরিমাণ ভূমি এখন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংরক্ষিত বনের নাম	মৌজার নাম	মুক্তভূমির পরিমাণ
১। সমরু হালাই	ক) সমরু হালা	৪৮·৬৬ হেক্টর
	খ) গোলকপুর	১১·৬৩ ,,
২। উল্টাছড়া	ক) উল্টাছড়া	৯০·৬৫ ,,
৩। দেও	ক) দেও রিজার্ভ ফরেষ্ট	১২৮·১৫ ,,
	খ) পাবিয়াছড়া	৬·৮৯ ,,
৪। মনু ছৈলেংটা	ক) মনুছৈলেংটা	৪২২·৮২ ,,
	খ) লালছড়া	২·১৫ ,,
	গ) দুর্গাছড়া	৬·৯২ ,,
	ঘ) মকরছড়া	০·৩৭ ,,
	ঙ) মাণিকপুর	৮·০৬ ,,
৫। উনকোটি	—	১৩·৮৯ ,,
৬। সেণ্ট্রাল ক্যাচমেন্ট	—	১২৪২·৭৪ ,,

এখন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত এলাকাগুলি সম্পর্কে রিজার্ভ মুক্ত করার প্রস্তাব আসিয়াছে :

১। তারাবনছড়া
২। বরুণজয়পাড়া
৩। কাচারী চৌধুরী পাড়া
৪। মোহনলাল চৌধুরী পাড়া
৫। বিজয় মাষ্টার পাড়া
৬। লাল মুখ ছড়া
৭। লবন ছড়া

UNSTARRED QUESTION NO. 663

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২—৭৩ সালে সরকার কোথায় কোথায় কত একর নূতন রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং Plantation করেছেন ?

২) এই সকল রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং প্লেন্টেশন এর বিরুদ্ধে কোথায় কোথায় জন সাধারণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে ?

৩) যদি প্রতিবাদ জানানো হয়ে থাকে কি কি কারণে তা জানানো হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২—৭৩ ইং সনে ত্রিপুরায় কোন সংরক্ষিত বন সংগঠিত করা হয় নাই। ১৯৭২—৭৩ ইং সনে নিম্নলিখিত স্থানে নিম্নলিখিত পরিমাণ বাগান করা হইয়াছে।

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টর	একরে
১।	হিরাছড়া	৯	২২·২৩
২।	জলাই	১৫	৩৭·০৬
৩।	জারুলতলি	৮	১৯·৭৬
৪।	কাঠালটিলা	৪৩	১০৬·২৫
৫।	আন্দেরছড়া	২০	৪৯·৪২
৬।	জুরি	১৭	৪২·০০
৭।	বনগুল	৪০	৯৮·৮৪
৮।	দামছড়া	১৯	৪৬·৯৫

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টরে	একরে
৯।	কুমারঘাট	১০	২৪·৭১
১০।	সায়েদা ছড়া	৩১	৪·৯৪
১১।	ফটিকরায়	৫২	১২৮·৪৯
১২।	চোরাইবারি	৪০	৯৮·৮৪
১৩।	হাফলং	১৩·৭০	৩৩·৮৪
১৪।	বাকপাশা (টংছড়া)	৮	১৯·৭৬
১৫।	কাঞ্চনপুর	২৮	৬৯·১৯
১৬।	লালজুরি	১০	২৪·৭১
১৭।	বলানলছড়া	৩৫	৮৬·৪৮
১৮।	সব্বদলি পাড়া	৪	৯·৮৮
১৯।	দসদা	১২	২৯·৬৫
২০।	আনন্দবাজার	৬	১৪·৮২
২১।	সমরু	২	৪·৯৪
২২।	সাধুচন্দ্র পাড়া	২০	৪৯·৪২
২৩।	কাঞ্চনছড়া	১২	২৯·৬৫
২৪।	দুধপুর	৪	৯·৮৮
২৫।	আঠারমুড়ি	৪	৯·৮৮
২৬।	বাকপাশা	৪	৯·৮৮
২৭।	উরিছড়া	২২	৫৪·৩৫
২৮।	চালিতাছড়া	১০	২৪ ৭১
২৯।	শুকনা ছড়া	২০	৪৯·৪২
৩০।	গোবিন্দবাড়ি	৪	৯·৮৮
৩১।	পিপলাছড়া	৮	১৯·৭৬
৩২।	কেওরিছড়া	১০	২৪·৭১
৩৩।	কামারমারা	২০	৪৯·৪২
৩৪।	সাতনালা	৪	৯·৮৮
৩৫।	উজান মাছমারা	৬	১৪·৮২
৩৬।	ঘাইছড়া	২০	৪৯·৪২
৩৭।	বটুয়াবাড়ি	১০	২৪·৭১
৩৮।	মোতাই	২১	৫১·৮৯
৩৯।	রতনপুর	১২	২৯·৬৫

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টরে	একরে
৪০।	মহামায়া ছড়া	৭	১৭·১৯
৪১।	নলুয়া	৭	১৭·১৯
৪২।	আভাঙ্গা	৮	১৯·৭৬
৪৩।	কাকুলিয়া	১৬	৪৯ ৫৩
৪৪।	রাজনগর	১২·৩০	৩০·৩৯
৪৫।	সিদ্ধিনগর	১২	·৯·৬৫
৪৬।	রাধানগর	১০	২৪·৭১
৪৭।	আনন্দপুর	৩·৬০	৮·৯৯
৪৮।	অভয়া	৪·৫০	১১·১১
৪৯।	শান্তির বাজার	৬	১৪·৮২
৫০।	রাঙ্গামুড়া	১৬	৩৯·৫০
৫১।	টেক্কা তুলসী	৩·৬	৮৮·৯৯
৫২।	মনিরামবাড়ী	২০	৪৯·৪২
৫৩।	আজগর রহমানপুর	৪	৯ ৮৮
৫৪।	দেবীপুর	১৬	৩৯·৫৩
৫৫।	কলসী	১৮	৪৪ ৪৭
৫৬।	শ্রীকান্তবাড়ী	২৪	৬৯·৩০
৫৭।	আইলমারা	১৯	৪৬·৯৫
৫৮।	মুহুরীপুর	১০	২৪·৭১
৫৯।	অর্জুন প্রসাদবা[illegible]	৪	৯·৮৮
৬০।	পংবাড়ী	৪	৯·৮৮
৬১।	সংকরটিলা	১০	২৪·৭১
৬২।	বেতাগা	১০	২৪··১
৬৩।	রঘুচন্দ্রবাড়ী	২	৪·৯৪
৬৪।	পশ্চিমলুধুয়া	১০	২৪·৭১
৬৫।	বৈষ্ণবপুর	১০	২৪·৭১
৬৬।	গারদং	৮	১৯·৭৬
৬৭।	কাঠালছড়ি	৪	৯ ৮৮
৬৮।	শিলাছড়ি	১৬	৩৯·৫৩
৬৯।	মনুবাজার	১৪	৩৪·৫৯
৭০।	বংকুল	৬	১৪·৮২
৭১।	ঘোড়াকাপ্‌পা	৪	৯·৮৮

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টরে	একরে
৭২।	আশিরামবাড়ী	১৪·৩২	৩৫·৩৭
৭৩।	সাউথ মহারাণী	৯·৩৪	২৩·০৫
৭৪।	খাসিয়ামগুল	১৪·৮০	৩৬·৫৬
৭৫।	গোপালনগর	১০	২৪·৭১
৭৬।	বরমুড়া	৩৮·৫০	৯৫·১৩
৭৭।	কাকড়াছড়া	৫·৩০	১৩·০৯
৭৮।	চাক্মাঘাট	২৯	৭১·৬৬
৭৯।	রামচন্দ্র ঘাট	২০·৬০	৫০·৯০
৮০।	বাচাইবাড়ি	৬	১৪·৮২
৮১।	দোছড়িবাড়ি	৮	১৯·৭৬
৮২।	নগুরাই পাড়া	৩১·৫০	৭৭·৮৩
৮৩।	ঘুঙ্গিয়াবাড়ী	৩৯·৩০	৯৭·০৪
৮৪।	আঠারমুরা	৩১·৬০	৭৮·০৮
৮৫।	তইদু	৪৫	১১১·১৯
৮৬।	কাইপেংবাড়ী	৩২	৭৯·০৭
৮৭।	অম্পি	১০	২৪·৭১
৮৮।	ধলাছড়া	৮	১৯·৭৬
৮৯।	আপ এবজনছড়া	৫৭	১৮·৫২
৯০।	চম্পকনগর	৪·৮০	১১·৮৫
৯১।	বন কুমারী	৩৬·৩০	৮৯·৬৯
৯২।	আথুকথাং	১৫·৫০	৩৮·২৯
৯৩।	চম্পাবাড়ি	৬·৫০	১৬·০৫
৯৪।	গাংরাই	৭·১৫	১৭·৯০
৯৫।	মান্দাইবাজার	১৯·৫০	৪৮·১৮
৯৬।	তুইচাকরমা	২৫·১০	৬২·০১
৯৭।	তৈকলই	১১	১২৮·০৫
৯৮।	চম্পকনগর	১০·৫	২৫·৯৪
	S. C. Centre		
৯৯।	গোলাঘাটি	১৩	৩২·১২
১০০।	কাকলিয়া	১২·৭	৩১·৩৭
১০১।	তারাপদ	১২	২৯·৬৫
১০২	কামথানা	৫	১২·৩৫

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টরে	একরে
১০৩।	পাথালিয়া	১৫·৪	৩৮·০৪
১০৪।	গাবর্দি	২০	৪৯·৪২
১০৫।	জম্পুইজলা	৪	৯·৮৮
১০৬।	সুবল সিং	২৫	৬১·৭৭
১০৭।	ইছারামবাড়া	১০	২৪·৭১
১০৮।	রামশংকর পাড়া	১৭·০৮	৪২·১৯
১০৯।	তুলাকোনা	১২·৭৫	৩১·৫০
১১০।	ধনপুর	৯·৪০	২৩·২১
১১১।	বৈষ্ণনাথ	১৫	৩৭·০৬
১১২।	তৈবাগুল	৪	৯·৮৮
১১৩।	ইন্দোরিয়া	৯·৫০	২৩·৪৬
১১৪।	বক্সনগর	৭	১৭·২৯
১১৫।	মতিনগর	৬	১৪·৮২
১১৬।	কমলনগর	১০	২৪·৭১
১১৭।	কলাথেও	৬	১৪·৮২
১১৮।	কাকড়ী	১০	২৪·৭১
১১৯।	গন পাথর	৮	১৯·৭৬
১২০।	নিদয়া	১০	২৪·৭১
১২১।	তক্সাপাড়া	৮	১৯·৭৬
১২২।	মেলাঘড়	২	৪·৯৪
১২৩।	হাজারিবাড়ি	১৬	৩৯·৫৩
১২৩ (ক)	কলমচোরা	৮	১৯·৭৬
১২৪।	কাকড়াবন	১০	২৪·৭১
১২৫।	বাগমা	১০	২৪·৭১
১২৬।	হাতিপচা	২০	৪৯·৪২
১২৭।	পতিছড়ি	১০	২৪·৭১
১২৮।	গর্জি	১৬·৩০	৩০·২৭
১২৯।	সোনাইছড়ি	২০	৪৯·৪২
১৩০।	জোলাইবাড়ি	১০	২৪·৭১
১৩১।	কুপিলং	৬	১৪·৮২
১৩২।	রাণীর কিল্লা	৩	৭·৪১
১৩৩।	ভুলামুড়া	৪	৯·৮৮

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন হেক্টরে	আয়তন একরে
১৩৪।	পত্তিছড়ি	১৫	৩৭·০৬
১৩৫।	ওয়ারেংবাড়ি	২০	৪৯·৪২
১৩৬।	কলসীমুড়া	৫	১২·৩৫
১৩৭।	চাপিয়াবাড়ি	৫	১২·৩৫
১৩৮।	থইকলাহাবাড়ি	১০	২৪·৭১
১৩৯।	সাউথ মহারাণী	১০	২৪·৭১
১৪০।	মাকরাই বাড়ি	৫	১২·৩৫
১৪১।	কুরশবাড়ি	১০	২৪·৭১
১৪২।	মাগরাই	৮	১৯·৭৬
১৪৩।	কামলাই	৮	১৯·৭৬
১৪৪।	হরিমুরা	৩৬	৮৮·৯৫
১৪৫।	কালাঝরি	১০	২৪·৭১
১৪৬।	নূতনবাজার	১০	২৪·৭১
১৪৭।	কারবুক	৪	৯·৮৮
১৪৮।	চেলাগাঙ	২	৪·৯৪
১৪৯।	কাসিমাবাড়ী	১২	২৯·৬৫
১৫০।	রামভদ্র	৪	৯·৮৮
১৫১।	কুরমাবাড়ী	১০	২৪·৭১
১৫২।	মহুয়ামিলন	২০	৪৯·৪২
১৫৩।	গান্ধারী	৫	১২·৩৫
১৫৪।	কাঠালি ছড়া	৫	১২·৩৫
১৫৫।	পাইথলা	৩	৭·৪১
১৫৬।	মান্দারিয়া	৪	৯·৮৮
১৫৭।	পত্তিছড়ি	৬	১৪·৮২
১৫৮।	আমবাসা	২৪·৩	৬০·১৪
১৫৯।	সুরমা	৫·২	১২·৮৪
১৬০।	পুররাই পাড়া	১৪	৩৪·৫৯
১৬১।	হরিণ ছড়া	৫১	১২৬·০২
১৬২।	চন্দ্রাই পাড়া	৩৩	৮১·৫৪
১৬৩।	গলাছড়া	২৫	৬১·৭৭
১৬৪।	সালেমা	১·৫০	৩·৭০
১৬৫।	বাসাই ছড়ি	২	৪·৯৪

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	আয়তন	
		হেক্টারে	একরে
১৬৬।	যদুরাম বাড়ী	১০	২৪·৭১
১৬৭।	নৈলাহা পাড়া	৩৭	৯১·৪২
১৬৮।	রাইমা	২	৪·৯৪
১৬৯।	গণ্ডাছড়া	৫	১২·৩৫
১৭০।	ধলাজারি	১০	২৪·৭১
১৭১।	খোয়াই পাড়	৩৬	৮৮·৯৫
১৭২।	পঞ্চজয় পাড়া	২২·৭০	৫৬·০৮
১৭৩।	জিয়লছড়া	২৫	৬১·৭৭
১৭৪।	নিউ জিয়লছড়া	৩২	৭৯·০৭
১৭৫।	শিবরাই ছড়া	৩৮	৯৩·৯০
১৭৬।	আঠারমুড়া সেডেল	২৬	৬৪·২৪
১৭৭।	ব্রজবাসী পাড়া	৩০	৭৪·১৩
১৭৮।	সিন্দু কুমার পাড়া	৩২	৭৯·০৭
১৭৯।	লংথরাই	২০	৪৯·৪২
১৮০।	গাগরা	২৪	৫৯·৩০
১৮১।	কাঠাল ছড়া	১০	২৪·৭১
১৮২।	নন্দ কুমার পাড়া	১৮	৪৪·৪৭
১৮৩।	ছাওমনু	২৫	৬১·৭৭
১৮৪।	সাথান	৪	৯·৮৮
১৮৫।	দুর্গাছড়া	১৬	৩৯·৫৩
১৮৬।	গয়াম ছড়া	১২	২৯·৬৫
১৮৭।	দামছড়া	১৮	৪৪·৪৭
১৮৮।	দুলুছড়া	৬	১৪·৮২
১৮৯।	মরাছড়া	২	৪·৯৪
১৯০।	ভুইচন্দু	৪	৯·৮৮
১৯১।	সোনাইছড়ি	১৪	৩৪·৫৯
১৯২।	লাল ছড়া	২৫	৬১·৭৭
১৯৩।	কালাটিলা	৬	১৪·৮২
১৯৪।	পেছারথল	৪০	৯৮·৮৪
১৯৫।	উগল ছড়া	৩০	৭৪·১৩
১৯৬।	ধন্যমানিক	৮	১৯·৭৬

১	১	৩	৪
১৯৭। মোহন বাড়ী	২৫	৬১·৭৭	
১৯৮। ধনী ছড়া	২৮	৬৯·১৯	
১৯৯। চক্রমনি পাড়া	১৮	৪৪·৪৭	
২০০। রসিক চৌধুরী পাড়া	২৮	৬৯·১৯	
২০১। রতনজয় পাড়া	২৮	৬৯·১৯	
২০২। শুক্রমনি পাড়া	২৮	২৮·১৯	
২০৩। নবজয় পাড়া	১০	২৪·৭১	
২০৪। সিদং	২০	৪৯·৪২	
২০৫। নকবাইঙ্গা পাড়া	১০	২৪·৭১	
২০৬। সিদংছড়া	৩০	৭৪·১৩	
মোট—	৩০৬৮·৮৬	৭৫৮০·২৪	

এতদব্যতীত ১৯৭৩-৭৪ইং সনে বাগান করার জন্য মোট ২২০টি কেন্দ্র মোট ২১০·৭২ হেক্টর বাগান করার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এই বৎসর (১৯৭২-৭৩) আরম্ভ করা হইয়াছে।

যেহেতু ১৯৭২-৭৩ সনে কোন সংশ্লিষ্ট বন সংগঠিত করা হয় নাই, সুতরাং এই সম্বন্ধে আপত্তির প্রশ্নই আসে না।

বাগান করার ব্যপারে বিলোনিয়া মহকুমা অন্তর্গত দেবীপুর প্লেন্টেশন সেন্টারে আপত্তি উঠিয়াছিল।

৩) আপত্তি জানানোর কারণগুলি নিম্নরূপ :—

ক) সম্পূর্ণ পুনর্বাসন না হওয়া পর্য্যন্ত সংরক্ষিত এবং প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যথেচ্ছ ভাবে জুম চাষ করিতে দেওয়ার জন্য যদিও এইরূপ বনাঞ্চলে টাঙ্গিয়া প্রথায় জুম চাষ করিতে দেওয়া হয়।

খ) ফরেষ্ট অফিস সন্নিকটস্থ হইলে যথেচ্ছভাবে বিনা মাশুলে বনজ বস্তু আহরণ করার অসুবিধা হইতে পারে ইহার আশংখায় যদিও, প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বনজ বস্তু নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বিনা মাশুলে আহরণ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

গ) বনায়নে যথেচ্ছভাবে গো চারণের অসুবিধা হতে পারে ইহার আশংকায়, যদিও সংরক্ষিত ও প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলে (নূতন বাগান ব্যতিরেকে) আইন অনুযায়ী যৎসামান্য মাশুল প্রদানে গো চারণ সম্ভব।

ঘ) বাগান বড় হইলে সংলগ্ন কৃষির ক্ষতি হইতে পারে এই আশংকায়, যদিও কৃষি জমি হইতে যথেষ্ট দূরত্বে বাগান করা হয়।

ঙ) অনেক সময় সুস্পষ্ট কোন কারণ ব্যতিরেকেও আপত্তি জানানো হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 236

By—Shri Niranjan Deb
AbhiramDeb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২এর জুলাই থেকে ৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন ব্লক জল সেচের জন্য মোট কতটি Pamping set দেয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে ২০ H. P. এর কতটি ?

২) এই সকল Pamping set মোট কত জমিতে জল দিয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৭২ইং এর জুলাই হইতে ১৯৭৩ইং এর ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন অশ্বশক্তির যে সমস্ত সরকারী পাম্প সেট বিভিন্ন ব্লকে জল সেচের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

ব্লকের নাম	পাম্প সেটের সংখ্যা		
	অশ্বশক্তি	অশ্বশক্তি	মোট
পানিসাগর	৫	১	৫
কাঞ্চনপুর	৪	১	৫
কুমারঘাট	৫	২	৭
ছামনু	৪	—	৪
কমলপুর	৪	—	৪
খোয়াই	১০	—	১০
তেলিয়ামুড়া	১০	৪	১৪
মোহনপুর	১৮	২	২০
জিরাণীয়া	২০	[illegible]	২৩
বিশালগড়	২৪	৫	২৯
মেলাঘর	১৭	৪	২১
উদয়পুর	১১	৩	১৪
অমরপুর	৪	১	৫
ডুম্বুরনগর	—	—	—
বগাফা	৭	২	৯
রাজনগর	৫	২	৭
সাবরুম	৭	৩	১০
মোট—	১৫৫	৩২	১৮৭

ঐ সময়ে কোন ২০ অশ্বশক্তির পাম্পসেট সরবরাহ করা হয় নাই।

২) এই সকল পাম্পসেট দ্বারা মোট ৭৯০ হেক্টর (১৯৭৫ একর) জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 281
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আসারামবাড়া, পূর্ব্ব পশ্চিম করাঙ্গীছড়া, পূর্ব্ব লক্ষ্মীছড়া, পূর্ব্ব পশ্চিম বাচাইবাড়ী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম চম্পাছড়া এবং পূর্ব্ব এবং পশ্চিম রাজনগরের গাঁওসভাগুলির মধ্যে যে সমস্ত কাঁচা বাধ সেচের জন্য যে সমস্ত ছড়ায় দেওয়া হইয়াছিল ঐ সমস্ত কাঁচা বাধগুলিকে পাকা বাঁধ করিয়া স্লুইচগেইট করিয়া স্থায়ীভাবে সেচের ব্যবস্থা করিতে ১৯৭৩ইং সনে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। এর মধ্যে কয়েকটি বাঁধ পাকা করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 269
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কমলপুর আভাঙ্গা ও ভাতখাওরী গাঁওসভায় কোন সেচের ব্যবস্থা নাই।

২। যদি না থাকে তাহা হইলে ঐ গাঁও সভাগুলিতে ওভারফ্লু টিউবওয়েল বা রিগ মেশিনের সাহায্য সরকার হইতে গভীর নলকূপ খনন করিয়া সেচের সুবাবস্থা করা হইবে কি না?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। ভাতখাওরীতে ১৫ অশ্বশক্তির একটি পাম্প গত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে বসানো হইযাছে। তাহা দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রায় ১০ হেক্টার (২৫ একর) জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে। আবাঙ্গাতে একটি কাঁচা বাধ দ্বারা প্রায় ২৪ হেক্টার (৬০ একর) জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। ঐ এলাকাগুলিতে সাধারণভাবে ওভারফ্লো টিউবওয়েল হয় বলিয়া সরকারের নিকট কোন তথ্য নাই। রিগ মেসিন দ্বারা গভীর নলকূপ খননেরও কোন আশু পরিকল্পনা নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, March 23, 1973.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala on Friday the 23rd March, 1973, at 12-30 P. M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Manindra Lal Bhowmick, in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker & 49 members.

QUESTIONS AND ANSWER

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred question. Shri Nripendra Chakraborty, and Shri Kalipada Banerjee bracketed.

Shri Kalipada Banerjee :—Question No. 185.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 185 Sir.

STARRED QUESTION NO. 185

By—**Shri Nripendra Chakraborty**
Shri K. P. Banerjee
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTIONS

1. Financial implecations of the decision to take over palace with palace are in Agartala for accommodation Govt. offices ;
2. A break-up of the amount to be spent for acquisition of land, purchase of building etc, ;
3. Whether persons who have land in unauthorised occupation in that area would also get compensation ?

উত্তর

১। ল্যাণ্ড একুইজিশন এক্ট অনুযায়ী যখন Award হইবে, তখন এই Acquisition বাবত সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যাইবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না, কারণ ল্যাণ্ড একুইজিশন এক্ট-এ এই রকম কোন বিধান নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই অঞ্চলে—অর্থাৎ যেখানে ল্যাণ্ড একুইজিশানের প্রশ্ন আছে, এই অঞ্চলে জমির দর কত এখন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—ল্যাণ্ড একুইজিশান এক্ট অনুযায়ী যখন নোটিশ দেওয়া হয়েছে তখন বাজার দর নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—রাজবাড়ী কি সরকার কিনে নিচ্ছেন, না একুইজিশান করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—একুইজিশানের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—টাকা পয়সার ব্যবস্থা না করে কি একুইজিশান করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এটা পার্টির নিগশিয়েশানের উপর দখল নেওয়া হয়েছে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :—এখানে অফিস করার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশান করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে, প্রতাপগড় টি এস্টেট যে আছে, তার প্রচুর পরিমাণ জায়গা আছে, সরকার কি চিন্তা বা বিবেচনা করবেন এখানে না করে অফিসগুলি সেখানে করা যায় কি না, যেখানে সরকারী জমি পড়ে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সরকারী জমি যা আছে, সেইসব জায়গাতে অন্যান্য অনেক বিষয়ের জন্য সরকারী জমির প্রয়োজনীয়তা আছে। এটার অর্থ এই নয় যে এইসব জায়গার প্রয়োজন নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, যে অঞ্চলে এই ল্যাণ্ড একুইজিশান করার সিদ্ধান্ত সরকারের রয়েছে, সেখানে তাড়াতাড়িভাবে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট কোন একজন বণিককে পাঁচকানি এবং মাননীয় স্পীকারকে জমি কেনার পারমিশান দিয়েছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন খবর নেই। পারচেজ যদি হয়ে থাকে তাহলে ল্যাণ্ড একুইজিশানের আগে হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যেহেতু এটা মহারাজার জায়গা, মহারাজা ট্রাইবেল এবং আগরতলা শহরের জমি, সেইজন্য পারমিশানের দরকার হয়, সেই পারমিশান সরকার দেন-নি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সমস্তটাই ল্যাণ্ড একুইজিশানের প্রশ্ন। ল্যাণ্ড একুইজিশানের নোটিশ যখন দেওয়া হয়েছে, তখন রেকর্ড যা আছে, দেখা হবে, উভয় পার্টির কাগজপত্রই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, যে জমি হস্তান্তর করতে গেলে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেটের পারমিশান লাগে এবং আমাদের জানা আছে যে ডিসট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট খুব

তাড়াতাড়ি এই পাঁচ কানি জমি জনৈক বণিকের নামে এবং মাননীয় স্পীকারের নামে বিক্রী করার জন্য পারমিশান দিয়েছেন এবং যে পাঁচ কানি জমি বণিক কিনেছে তার দাম এখন পাঁচ লক্ষ টাকা হবে। এই পাঁচ লক্ষ টাকার জমি এই বণিক কিনেছেন কি না এবং কেনার পারমিশান দেওয়া হয়েছে কি না, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন খবর নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই অঞ্চলে যাদের জমি আছে এবং অন্যান্য যারা এখানের অধিবাসী আছে, তাদের জমি একুইজিশান করার সিদ্ধান্ত যে সরকারের ছিল, আমরা কাগজে যেটা দেখেছি, এই যে স্ক্যাণ্ডলটা, পাঁচ কানি জমি বণিক কিনেছে সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য এই সমস্ত অধিবাসীর জমি একুইজিশান করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন এটা ঠিক কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—একুইজিশান করা হচ্ছে সবটা জায়গাই। পেলেস কম্পাউণ্ডের মধ্যে যেটা পড়ে, সবটাই একুইজিশান'এর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এখন কি ডকুমেণ্ট আছে না আছে, বিক্রী করার রাইট আছে কি না, সমস্ত কিছুই বিবেচনা করা হবে একুইজিশানের করার পর।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যে জায়গা সরকার একুইজিশান করছেন, সেখানে কতলোক বসবাস করছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন টোটাল এরীয়া যদি একুইজিশান করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে অকুপেণ্ট কত আছে তা বের করা যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কত পরিবার আছে সরকার জানেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি এই সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে একুইজিশানের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কত পরিবার আছে সেই হিসাবটা যখন কাগজপত্র নেওয়া হবে, তখনই একমাত্র হিসাব পাওয়া যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—গভর্ণমেণ্ট একুইজিশান করছেন, কতগুলো বাড়ী যেখানে ১০।১৫ বছর ধরে বাস করছেন, সেই সমস্ত বাড়ীগুলোও কি গভর্ণমেণ্ট একুয়ের করছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে হোল কম্পাউণ্ড একুইজিশান করা হচ্ছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, সরকার যেখানে একোয়ার করছেন ল্যাণ্ড, সেখানে কোন ব্যক্তির জায়গা দখল করেছেন কি না ?

শ্রীএস এম সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। এইটা কি প্যালেস্ কম্পাউণ্ডের মধ্যে কোন জমির গণ্ডগোলের কথা হচ্ছে, না সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জমির সম্বন্ধে হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারি নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ১৩২।

প্রশ্ন

১) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগর এলাকার কোন স্থান মিলিটারী ক্যাম্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে কি? এবং

২) সত্য হইলে ঐস্থান হইতে কোন বসবাসকারীকে উচ্ছেদ করা হইবে কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এক নং কোয়েশ্চনের উত্তরে বলেছেন "না" কাজেই সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে ২ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে "না"।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১নং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগর এলাকার কোন স্থান মিলিটারী ক্যাম্পের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে কি এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সত্য হইলে ঐ স্থান হইতে কোন বসবাসকারীকে উচ্ছেদ করা হইবে কি? কাজেই সেখানে এখন কেউ বসবাস করে কি না আমি জিজ্ঞাসা করেছি মন্ত্রীমশায়কে। তিনি বলেছেন 'না'। তাহলে সেখানে কি লোকজন নেই। যদি লোকজন থাকে তবে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হইবে কি না, প্রশ্ন হচ্ছে এইটা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে লোক বসতি নেই, যে জায়গাটা এখন মিলিটারী নিয়েছে, সেই জায়গাতে কোন বসবাসকারী নেই। কাজেই উচ্ছেদের প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কি পরিমাণ জমি মিলিটারীদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মিলিটারীদের যতটুকু জায়গার দরকার ৪৫৫·৪২ একরস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই ৪৫৫·৪২ একরস জমির মধ্যে কোন খাস জমি আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই প্রশ্নের উত্তর তো আগেই দেওয়া হয়েছে। জুত জমি হলে উচ্ছেদের প্রশ্ন উঠতো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৪৫৫.৪২ একর যে জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সে জমিতে এখন বর্ত্তমানে লোকজন বসতি করছে কিনা এবং যদি তারা

বসতি করে তবে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হইবে কি না, এখনও বসতি করছে সেখানে, লোকজন সেখানে আছে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবুর বাড়ীর কাছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হয়তো বা মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন তার মনে হয়তো এই কথাটা আসে, প্রথম যখন সেখানে মিলিটারীর জন্য সে জায়গা নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছিল তখন কিন্তু এই অ্যারিয়াটা বড় করে ধরা হয়েছিল। প্রায় ১৯০০ একরের মত। পরে তারা বলেছে যে এত জায়গার আমাদের দরকার নেই। আমাদের ৪৫৫ একরের মত হলেই হয়ে যাবে। এই ৪৫৫ একরের মধ্যে কোন বসবাসকারী থাকেনা।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ইহা কি সত্য যে সেখানে ৮৯টি পরিবার তারা সেখানে ধান কাটতে গিয়েছিল তাদেরকে ধান কাটতে দেওয়া হয় নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় সদস্য যখন বার বার বলছেন, আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি যে জায়গাটা তাদেরকে হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছে সে জায়গার মধ্যে কোন বসবাসকারী বা জুতের জায়গা ছিলনা। কাজেই প্রশ্ন উঠেনা। যেহেতু মাননীয় সদস্য বার বার বলেছেন, এই বিষয়ে হয়তো কিছুটা জানা আছে। এই বিষয়ে আমরা খোঁজ করে দেখবো।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই ৪৫৫.৪২ একরস জমির বাউণ্ডারীটা কি ·

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৪৫৫.৪২ একরসের যে বাউণ্ডারী দরকার সেই বাউণ্ডারীই আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিরঞ্জন দেব। শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৬৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্ম্মনগর, ব্রজেন্দ্রনগর, সাতসংগম ও ধর্ম্মনগর কদমতলা এই দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য পি, ডবলিউ, ডি, যে সমস্ত জমি একোয়ার করিয়াছেন উক্ত জমির মালিকগণের অনেকেই সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ পায় নাই ?

২) যাহারা ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন এবং যাহারা ক্ষতিপূরণ পায় নাই তাদের প্রায় সকলেই একোয়ারকৃত জমির খাজনা বাদ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও প্রতিকার না হওয়ার কারণ কি ?

৩) যাহারা বিগত কয়েক বৎসর একোয়ার কৃত জমির খাজনা দিতেছেন তাদের ঐ অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, যেহেতু দাবীদারদের মধ্যে কেহ কেহ খাসকৃত ভূমি সত্ব প্রমাণ করতে পারেন নাই।

২) খাসকৃত ভূমি রাজস্ব বাদ দেওয়ার প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে এবং ভূমি রাজস্ব বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

৩) হ্যাঁ, হারাহারি মতে খাসকৃত জমির ভূমির জন্য জমা দেওয়া পূর্ব রাজস্ব ফেরত দেওয়া হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন সালে এই জমি অ্যাকুয়ার করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সিক্সটি ফোরে রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে সিক্সটি ফোরে যে জায়গা অ্যাকুয়ার করা হয়েছিল আজকে সেভেনটি থ্রিতে দেখা যাচ্ছে ৯ বছর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আর কত বছর লাগবে এই কাজ শেষ হতে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে সিক্সটি ফোরে হলেও এটা প্রসেসের মধ্যেই চলছে. কারণ জমির মালিকানা আছে কিনা এই সমস্ত দেখে একটা প্রসেসের মধ্যে এটা করতে হয় যে টাকাটা তাকে ফেরত দেওয়া যাবে কিনা। কাজেই এটা সময় সাপেক্ষ !

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—তখন যে বাজার দাম ছিল, আজকে ১৯৭৩তে যে বাজার দাম হল তাদের কোন ভিত্তিতে কমপেনসেশন দেওয়া হবে, তারা যদি সত্যিই কমপেনসেশানের উপযুক্ত হয়ে থাকে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন খাস করা হয়েছিল তখন যে হারে দেওয়ার কথা সেই হারেই দেওয়া হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এর পূর্ব্বে প্রসেস ছিল জমি অ্যাকুজিশানের পরে দখল নিয়ে সংগে সংগে সেই জমি তৌজি থেকে বাদ দেওয়া হত। আর এখন কেন সেই প্রসেস হচ্ছে না ? যে পরিমাণ জমির দখল নেওয়া হত সেই পরিমাণ জমির খাজনা বাদ দিয়ে দেওয়া হত। নুতন প্রসেসে কি করে সেটা বাদ পড়ে গেল বুঝলাম না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি কি ৬৪ এর আগের কথা বলেছেন কিনা জানি না। কিন্তু সিক্সটি ফোর যদি ইনক্লুডেড হয়ে থাকে মাননীয় সদস্যের বক্তব্যে তাহলে আমরা এই প্রসেসের মধ্যে সিক্সটি ফোরও পেয়েছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বরাবরই এই প্রসেস ছিল যে খাস করে নেওয়ার পর যেটুকু খাজনা দেওয়ার কথা সেটা তৌজী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগে এরকম হতে পারে এবং পূর্ব্বেও হয়েছে যে রাস্তাটা জরুরী বিধায় রাস্তাটা আগে হয়েছে, তারপর প্রসেস হয়েছে। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন তার সংগে আমিও একমত। কিন্তু অনেক সময় জনস্বার্থে নানা দিক বিবেচনা করে রাস্তার কাজ আরম্ভ করে দিতে হয় এবং অ্যাকুইজিশানের কাজ পরেও করা হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—যে রাস্তাটা ১৯৬৪ থেকে আরম্ভ করা হয়েছে সেটা এখন শেষ হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শেষ হয়েছে কিনা, শেষের শেষটা কোথায় আমি জানি না। তবে রাস্তার কাজ চলে। এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। যদি শেষ হয়ে থাকে

তাহলেও শেষের আবার আর একটা শেষ আরম্ভ করতে হয়। তার কারণ হল যদি শেষ হয়ে যেত তাহলে বিধান সভায় এত প্রশ্ন উঠত না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা রেভিনিউ এর প্রশ্ন, পি, ডবলিউ ডি, এর নয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি প্রশ্নটা গুলিয়ে ফেলেছেন বোধ হয়। আজকে রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন আসতে পারে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—যে রাস্তাটার কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল এবং মালিকানা ঠিক ছিল বলেই তাদের পেমেন্ট করা হয়েছিল, তাদের খাজনা কতদিনের মধ্যে মুকুব হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা যতদূর সম্ভব ত্বরান্বিত করা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তার জমি চলে গেছে, এই পরিস্থিতিতে তার খাজনাও দিতে হবে। তার খাজনা মুকুব করার জন্য যদি এত দীর্ঘদিন লাগে এই অবস্থায় আমি অনুরোধ করব যাতে সত্বর তাদের খাজনা মুকুব করা হয় এবং তারা যাতে মুল্য তাড়াতাড়ি পায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইটুকু বলতে পারি যে যারা কম্পেনসেশান পেয়েছে তাদের কাজটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে। আর যারা কম্পেনসেশান পান নি তাদের ডকুমেন্ট দেখে তারা পাবেন কি পাবেন না, সেটা না দেখা পর্য্যন্ত তাদের খাজনা মকুবের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—এটা কি সত্য যে আমাদের নর্থে পাবলিক এবং গভর্ণমেন্টের যোগাযোগ নাই বলেই কাজটা দেরী হচ্ছে। গভর্ণমেন্ট এবং পাবলিক মিলে কাজ করার অসুবিধার জন্যই এই দেরী হচ্ছে, এটা কি সত্যি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি অসুবিধা কিছু হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ঋষ্যমুখ হইতে সমরেন্দ্রগঞ্জ রাস্তার দুই পার্শ্বে রাস্তার কাজের নিমিত্ত কৃষকের যে জমি অ্যাকোজিশান করা হয়েছে তাতে কতজন কৃষক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে ?	২৯৯ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।
২। কোন সালে এ জমি অ্যাকোজিশান করা হয়েছিল ?	১৯৬৫—৬৭ সালে
৩। কানি প্রতি কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ?	কানি প্রতি ৯০ টাকা হইতে ১,৬০০ টাকা হারে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই রাস্তার দুই পাশে কতজন কৃষকের ভূমি অ্যাকোজিশান করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৫২৮ জনের নামে এওয়ার্ড হয়—৩৮৪ জনকে অফার দেওয়া হয়—২৯৯ জনকে পেমেন্ট দেওয়া হয়—২৪ জনকে পেমেন্ট দওয়ার জন্য এস, ডি, ও, কে টাকা দেওয়া হয়—৬১ জনকে স্বত্ব প্রমাণাভাবে প্রাপকের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে টাকা দেওয়া হয় নাই—১৪৪ জনের ক্ষেত্রে কেইস রেকর্ড এওয়ার্ডেড অফিস হইতে পাওয়া যায় নাই।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ৯০ টাকা হইতে ১,৬০০ টাকা হারে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা কোন কেটাগোরীতে করা হয়েছে।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এওয়ার্ডার নিজে সেখানকার দর নির্দ্ধারন করেছে ৯০ টাকা হইতে ১,৬০০ টাকা—জমির প্রকার ভেদে এই রেইট ঠিক হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যারা ভাগ্যবান তারাই বোধ হয় এই ১,৬০০ টাকা করে পেয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাগ্যবান কি না জানি না যারা সেই রকম জমি দখল করে আছেন তারাই ভাগ্যবান হবেন।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আপনি বলেছেন কিছু টাকা ট্রেজারীতে পড়ে আছে—কোথায় জমা পড়ে আছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসংগে এইটুকু বলা যায় যখন এই ত্রিপুরা একটা ডিসট্রীক্ট ছিল তখন অফিসটা ছিল আগরতলাতে। যখন ত্রিপুরা ট্রাইফাকেশান হল—তিন ভাগ করা হল তখন রেকর্ড প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট হেড কোয়াটারসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে রেকর্ড হয়তো গিয়ে পৌছায়নি ঠিক সময়।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আমরা কৃষকদের কাছ থেকে নানা রেকর্ড সংশোধন করে ফাইল শোধরে দেওয়া হয়েছে তারপর সদর থেকে হ্যাণ্ড ওভার করার জন্য বলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সদুত্তর পাই নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরনের ৫টী কেইস এসেছে এটা সত্যি কথা, এইগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আমাদের কৃষকদের টাকা দীর্ঘদিন সরকারের কাছে পরে আছে—৬/৭ বছর যাবত পরে আছে, গ্রামের সাধারণ কৃষকদের কিভাবে চলে—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ভেবে দেখবেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর জবাবে এইটুকু বলতে পারি মাননীয় সদস্যের মত আমিও এই ব্যাপারে সহানুভূতিশীল।

মিঃ স্পীকার :—অনন্ত হরি জমাতিয়া

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :—প্রশ্ন নং ৫০০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৫০০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। স্বাধীনতার ২৫তম জয়ন্তী উপলক্ষে কত পরিবার ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?	৪,৬৭০টী পরিবার।
২। তন্মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতির পরিবার সংখ্যা কত ?	উপজাতি ৩,৬৫৮— অ-উপজাতি ১,০১২

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অ-উপজাতি সংখ্যার মধ্যে দীর্ঘকাল অবহেলিত শব্দকর সম্প্রদায়ের কত পরিবার আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম প্রত্যেকটি কাষ্টের ব্যাপারে উত্তর দিতে সময় লাগবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কতজন ভূমিহীন জমি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়েছিল ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—আমার হিসাবে ৫৮,৯৪০ জন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ভূমিহীনদের জমি দেওয়া হয়েছে সেই পরিমান কত এবং কি ধরনের—টিলা এবং লুঙ্গা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে দুইটা ভাগ আছে-একটা হল যাদের মাথা গোজার স্থান নাই, আর একটা হল যারা কৃষক পরিবার তাদের জন্য সেপারেট একটা এরেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে যদি জমি এভেলেবেল হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মাথা গোজার জন্য কতজনকে দেওয়া হয়েছে আর যারা কৃষক তাদের কত জনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি পরে বলব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত, শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ব্রেকেটেড।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৫০২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৫০২।

প্রশ্ন	উত্তর
1. What are the reasons for allowing lincences or permit for "HOUSYE" game at the Plan Exhibition at Children's Park this year ?	শিশু উদ্যানে পরিকল্পনা প্রদর্শনীতে কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মেলা গ্রাউণ্ডে হাউসি (Housye) খেলার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
2. How much revenue Government has earned from the owners of management of the Game and what are the names of the owners ?	এই বাবতে কোন কর বা [illegible] আদায়ের বিধান নাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১) শ্রীবঙ্কিম চক্রবর্ত্তী এবং অন্য ৪ জন (২) শ্রীদিলীপ সাহা এবং অন্য ৩ জন (৩) শ্রীমাখন বর্মন এবং অন্য ২ জন (৪) শ্রীকিশোর লাল সিং এবং অন্য ৪ জন ৫) শ্রীবিভূতি নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং অন্য ৫ জন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এক্জিবিশান নয় মেলাতে 'হাউসী' ছিল। কিন্তু হাউসির আর একটা নাম জুয়া এবং এটাকে বে-আইনী এবং ক্রীমিন্যাল মনে করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা ভুল ধারণা থাকতে পারে এটা জুয়ার মধ্যে পরে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কত টাকার খেলা সেখানে হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কত টাকার খেলা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের কোন রিপোর্ট নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই খেলার সামনে একটি ছেলেকে ষ্টেভ করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান, এই প্রশ্নের সংগে এটা বোধ হয় জড়িত নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি বলছি এই জন্য যে এখানে একটা প্রচণ্ড ভীড় হয়, প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে এখানে খেলা হয়, শুধু টাকাই নয়, টাকার সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক অনেক জিনিষ আছে, তারপর সেখানে উন্মত্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে একটা ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে আমার কাছে খবর আছে, সরকার কি তা জানেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেখানেই খুন হয়, সব জায়গায় হাউসী থাকে বলে আমার জানা নেই। এই ধরণের খুন যেখানেই হউক খুনটা খুনই, সেটা হাউসীর সামনেই হয়ে থাকুক বা রাস্তার পাড়েই থাকুক।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডি,এম,কে রিকোয়েষ্ট করা হয়েছিল কি না যে হাউসী খেলার পারমিশান যাতে না দেওয়া হয় ?

[illegible]
নেই

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি কোন পুলিশ কর্তৃপক্ষ—যদিও এর মধ্যে পুলিশ আসেনা, একমাত্র ল এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন যদি থাকে এবং এই ধরণের কোন রিপোর্ট যদি থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, হাউসী জুয়া কি না :

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি, হাউসী গ্যাম্বলিং এর মধ্যে পরেনা।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জুয়ার ডেফিনিশান দেবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু হাউসী কি ব্যাপারটা আমি সেটা বুঝতে পারিনি, তবে এটা বলতে পারি গ্যাম্বলিং এ্যাক্ট অনুযায়ী হাউসী পরে না। মাননীয় স্পীকার, আমি কোনদিন এটা খেলিনি, এই সম্পর্কে আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্যরা যদি কেউ জেনে থাকেন, তাহলে হাউসকে একটু খানি যদি বলেন···

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন হাউসী কি উনি জানেন না, তাহলে এর পার্থক্য ঠিক করলেন কি করে, আমরা বলছি এটা জুয়া।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে একটু বলছি যে এই গেমটা সম্পর্কে—হাউসী যেটা সেটা হল—The game is organised within the stall and not the outside of the compound. That the Organiser will ensure proper sitting arrangement for the participants within the stall and not outside of the compound. That the Organiser is responsible for maintenance of law and order when the game is carried on and not allowed any over crowding in and outside the stall. That the organiser will take all precautionery measure against any fire result. The entry fee of the game shall not exceed rupee one for full coupon and 50 paise for half coupon. The Housye game will be held according to normal procedure of the game and no appealation will be allowed. That the game will be closed before 9 P. M. That the District Magistrate and Collector reserves every right to stop the game at any time without any notice. For this no compensation of game otherwise can be demanded,

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পয়সা নিয়ে যা খেলা হচ্ছে তার নাম জুয়া কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—হাউসী যেটাকে বলে সেটা জুয়ার মধ্যে পরে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যেটার মধ্যে লাভ এবং লোকসান এবং লস এণ্ড প্রফিটের প্রশ্ন আছে, সেটাকে জুয়া বলা হয় কি না ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভবিষ্যতে এই জাতীয় হাউসী বা জুয়ার লাইসেন্স দেওয়া হবে না, এইরকম প্রতিশ্রুতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি না?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসীর জন্য কনট্রোল করার ব্যবস্থা আছে, ডি, এম, কনট্রোল করতে পারেন, সেই হিসাবে যদি বলে থাকেন, তাহলে কনট্রোল করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরকার থেকে হুকুম নেওয়া হয় সেই হুকুম সরকার দেবেন না, এটা হচ্ছে কথা। হুকুম সরকার থেকে দেওয়া হবে কি না?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটুকু বলতে পারি যে হাউসীর জন্য কোন হুকুম দেওয়া হবে না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আর জুয়ার জন্য?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—দেওয়া হবে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে হাউসীর মাধ্যমে নানা জুয়াবাদের টাকা লুটের জন্য এই একজিবিশানের ডেট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার বলি হল এই বাবুল মজুমদার, এটা সরকার মনে করেন কি না?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে আমাকে টাকার হিসাবটা জানতে হবে। টাকার হিসাবটা কার কাছে আছে আমি জানিনা মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে যে টাকার হিসাব কোথায় তাহলে বলতে পারতাম, তাহলে এনকোয়ারী করে দেখতে পারতাম যে কি পেয়েছে। সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান যদি তাদের কাছে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্কে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই হাউসী খেলা ছাড়া, জুয়া বা এই ধরণের কি কি খেলা সেখানে এ্যালাউ করা হয়েছিল এবং এটা সত্য কিনা, পুলিশকে ২০ টাকা দিলে যে কেউ এই জুয়া নিয়ে বসতে পারত?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে এত সচেতন, তাঁদের কাছ থেকেও কোন কমপ্লেন আসেনি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনারা অনেক সাপলিমেন্টারী করেছেন।
শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩২।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে R.W S খাতে কত ব্যয় করা হইয়াছে এবং ঐ ব্যয়ের জেলা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসর ২৮।২।৭৩ পর্যন্ত R W.S. খাতে ৮,৮৩,৭৭৮·৩৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই ব্যয়ের জেলা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ—

১। পশ্চিম ত্রিপুরা—৪,১৬,০৩২·৩৯

২। দক্ষিণ ত্রিপুরা—২,৪৯,২৩০·৮২

৩। উত্তর ত্রিপুরা—২,১৮,০১৫·৪২

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি এই খাতে প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—প্ল্যানে ২১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, নন-প্ল্যানে ৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন ৩০ লক্ষ টাকা প্ল্যান এবং নন-প্ল্যান-এ ছিল, মাত্র ৯ লক্ষ টাকা ড্রট সিচুয়েশানে খরচ করা হয়েছে দেখি, কেন শুধু ৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হল সম্পূর্ণ টাকা খরচ হলনা কেন ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমরা এই পর্যন্ত যে হিসাব পেয়েছি তা দিতে সক্ষম হয়েছি। আরও অনেক কাজ করা হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হিসাব এখনও পাইনি। সম্পূর্ণ কাজের বিল না দেওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হিসাব হাউসে দেওয়া সম্ভব নয়, তারজন্য আমি সম্পূর্ণ হিসাব হাউসে দিতে সক্ষম হইনি। মার্চ মাসের পরে সম্পূর্ণ টাকা খরচ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—এই টাকা কত তারিখ পর্যন্ত হিসাব ? (৯ লক্ষ টাকা)।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাছে যে হিসাব আছে সেটা ২৮।২।৭৩ পর্যন্ত। আমার কাছে হিসাব এসেছে, সেই হিসাব আমি এখানে পরিবেশন করেছি, সম্পূর্ণ হিসাব আসেনি। কাজেই সম্পূর্ণ হিসাব এখানে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেখানে বছরের প্রায় ১১ মাস শেষ হয়ে গেল, মাত্র ৯ লক্ষ টাকা খরচ হল, বাকী ২১ লক্ষ টাকা যদি বাকী সময়ের মধ্যে খরচ করা হয়, সেটা কিরকম কথা ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে বলেছি টাকার সম্পূর্ণ হিসাব আমার কাছে আসেনি। ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস। আমার কাছে যে ইনফরমেশান এসেছে, তা আমি এই হাউসে পরিবেশন করেছি। আমি মাননীয় সদস কে এই আশ্বাস দিতে পারি যে উনার এত চিন্তা করার কারণ নেই, গভর্ণমেন্ট এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, জনসাধারণকে এই খরার সময় সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা তো জানেন। তবে আমাদের চেষ্টা থাকলেও মেটেরিয়েলসের জন্য আমাদের অনেকটা অসুবিধায় পরতে হয়, যেমন সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে, আপনারা সবাই সেই ব্যাপারে জানেন। তথাপি আমরা সেই সমস্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি মাননীয় সদস্যগণের মোটেই অজানা নয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিরাট খরা পরিস্থিতিতে সেখানে আমার মনে হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টের অসচেতনার দরুন এখনও ২১ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত সচেতন এবং যা কাজ হচ্ছে তার সমস্ত হিসাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজ হচ্ছে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। আর ডিষ্ট্রিক্টওয়াইজ যে টাকা তা হলো পশ্চিম ত্রিপুরাতে ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, নন-প্লেনে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, নন-প্লেনে ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। উত্তর ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, নন-প্লেনে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি এই টাকায় কয়টা নতুন রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল হয়েছে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পর্যন্ত আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন এসেছে তাতে ৫০০'র উপর টিউবওয়েল এবং ২৮০ টার মত রিংওয়েল হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া স্বীকার করেন কি ডিপার্টমেন্টের কাজ করার দরুন এতটা গাফলতি হয়েছে। আমরা অন্যান্য বৎসর দেখতে পেয়েছি যদি কনট্রাকটারের মারফতে কাজ করা হতো তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই বলা যায়, মাননীয়া মন্ত্রী যেখানে বলেছেন যে এই টাকা খরচ করা হবে এই বছর যে, বছরের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে সে বছরের মধ্যে খরচ হয়ে যাবে, সেখানে এই প্রশ্নটা উঠতে পারে না। আজকে যেটা চাওয়া হয়েছে সে হিসাবটা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এইটাই মাননীয়া মন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ হচ্ছে, কোথাও কমপ্লিট হয়েছে, কোথাও কমপ্লিট হয় নি তার জন্য সম্পূর্ণটা হিসাব এখানে এসে পৌঁছায় নি। কাজেই এইভাবে প্রশ্ন করা মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি যে জিলাওয়াইজ টাকা বন্টনের নিয়মটা কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী .—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিষ্ট্রিক্টওয়াইজ ডিষ্ট্রিবিউশন হয় পপুলেশন অনুযায়ী।

শ্রীমধুসূদন দাস ঃ—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি সেই বাকী ২১ লক্ষ টাকা খরচ বতে আর কত মাস লাগবে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই বছরের মধ্যেই খরচ হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে আমাদের কাছে যে সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে সমস্ত টাকাই খরচ করা হয়েছে, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া যে হিসাব এখানে দিলেন তাতে দেখা যায় যে মূল বাজেটের টাকাই খরচ হয় নি। কাজেই সাপলিমেন্টারী বাজেট যে এলো সেইটা কিসের ভিত্তিতে এলো।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খরচ হয়নি, খরচ হবে না এই কথা কোন সময়েই বলা হয় নি। খরচ করার জন্য কাজ চলছে, পেমেন্ট চলছে, কাজেই এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে না। সাপলিমেন্টারী এইটা অন্য প্রশ্ন।

শ্রীঅনিল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি যে এই ৫০০টির উপর টিউবওয়েল এবং ২৮০ টার উপর যে রিংওয়েল-এর পর ত্রিপুরায় আর কয়টি গাওসভা বা কয়টা গ্রাম বাকী থাকবে যেখানে একটি টিউবওয়েল বা রিংওয়েল নেই।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—১০০ এর উপর বোধ হয় বাকী থাকবে। যদিও এইটা সেপারেট প্রশ্ন করা উচিত ছিল, তবু আমি বলে দিলাম।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া জানাবেন কি যে উনার নিজের নির্ব্বাচনী এলাকায় কয়টা টিউবওয়েল বা রিংওয়েল হয়েছে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী ঃ—এইটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেইটার উত্তর দিব।

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Mr. Speaker :—The question Hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the starred questions and unstarred questions which are not answered orally. There is one calling attention notice of Sri Chandra Shekhar Dutta of 21-3-73 to which the Hon'ble Chief Minister agreed to make a statement to-day the 23rd March '73. I would call on Hon'ble Chief Minister to make his statement to the calling attention notice of Sri Dutta.

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনার কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৮।৩।৭৩ইং কৈলাসহর মহকুমার ধুমাছড়া বাজার বেলা আনুমানিক ১টার সময় দারুণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে।

গত ১৮।৩।৭৩ইং তাং বেলা ১টার সময় এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধুমাছড়া বাজারের পূর্বাংশ, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বসতবাটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু নির্ণয় করা যায় নাই। স্থানীয় জনসাধারণ এই ঘটনাকে দুষ্কার্য্য বলিয়া সন্দেহ করেন। সেদিনই সকালে আপ্তাবদ্দীন নামীয় এক ব্যক্তির দোকানে একবার আগুণ লক্ষিত হয় এবং উহা সংগে সংগেই নির্ব্বাপিত করা হয়। এই সম্পর্কে আপ্তাবদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। পরে দ্বিপ্রহরে দিকে উক্ত আপ্তাবদ্দিনের দোকান ঘর হইতেই ঐ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গত বৎসরও উক্ত আপ্তাবদ্দিনের ঘর হইতে এক অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তির ফলে ধুমাছড়া বাজারের ঐ একই অংশ ভস্মীভূত হয়। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত সুরু করিয়া সন্দেহক্রমে আপ্তাবদ্দিন ও তাহার ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩৩টি দোকানের ঘর ও ৫টি বসতবাটি ধ্বংস হইয়াছে এবং অপরের বাড়ীতে বসবাসকারী ২টি পরিবার সহ মোট ৪০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

স্থানীয় সমবায় সমিতির একটি গুদামও ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে গুদামে কোন মালামাল ছিল না। ক্ষতির পরিমান মোট এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা। কোন প্রাণহানি ঘটে নি, কেহ আহতও হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮টি পরিবারকে সরকার হইতে পরিবার প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে ১৯০০ টাকা ত্রাণ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় বাজার কমিটিও ২৬৬ টাকা এবং ৪২৫ কে, জি, চাউল সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ঋণের জন্য আবেদন করিতে বলা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—১৮।৩।৭৩ইং তারিখে ধুমাছড়া বাজারে যে আগুন লেগেছিল সেখানে কি কোন ফায়ার সার্ভিস গিয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে রিপোর্ট কোন কিছু প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—যে ছেলেটাকে সন্দেহমূলক ভাবে অ্যারেষ্ট করা হইয়াছিল তাকে কি জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আজ পর্যন্ত যা রিপোর্টে এসেছে তাতে সে সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—যে দোকানগুলি পুড়ে গিয়েছিল তাতে দোকানদারদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, না বাসাবাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—শুধু ক্ষতিগ্রস্থদেরই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—গত বছর ঐ একই সময়ে বাজারটা পুড়ে যায়। গত বছর যারা ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তারা এখনও ঋণ না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেগুলি সবই পরীক্ষাধীন আছে এবং সেগুলি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীরাধারমণ নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজারে গত এক বছর ধরে অগ্নিকাণ্ড বেশী হচ্ছে এবং আমরা দরখাস্তও দিয়েছিলাম সাহায্যের জন্য। কিন্তু এক বছর পরেও আমরা সেই সাহায্য পাই নি। এটা তাড়াতাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে জি, সি, আই, সিটের অভাবে সাহায্য দেওয়া সব সময়ে সম্ভব হয়ে উঠে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সরকার কি বিবেচনা করছেন যে এই অগ্নিকাণ্ড নিবারণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগুন যাতে না লাগে তার জন্য সরকার সব সময় সচেষ্ট থাকেন। তবে আগুন লাগাটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। সেটা যে কোন ভাবে লাগতে পারে। অগ্নিকাণ্ড বন্ধ করার ষ্টেজে আমাদের দেশ এখনও পৌছায় নি। তবু যাতে তাড়াতাড়ি আগুন নেবানো যায় সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর, এইসব জায়গায় প্রায়ই আগুন লাগে। কিন্তু এই সব জায়গায় আগুন নেবানোর জন্য দমকল বাহিনী নাই। কুমারঘাটে দমকল বাহিনী খুললে পরে এটা খুব ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, দীজ আর নট পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—স্যার, বাজারগুলি প্রায়ই পুড়ে যাচ্ছে। যেসব বাজার সরকারী স্বীকৃত এইসব বাজারের কাছে কোন পুকুর নাই। যদি পুকুর থাকত তাহলে আগুন নেভানো সম্ভব হত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই বাজারগুলিতে পুকুর করার পরিকল্পনা নেবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব সেখানে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু শুধু একটা পুকুরের জল দিয়ে আগুন নেভানো সম্ভব কিনা জানি না। তবে আগুন নেভানোর সব রকম চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার একটা প্রশ্নের প্রতি। কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭। তাতে আমার প্রশ্নটা ছিল যে কত টাকার কৃষি ঋণ বন্টন করা হয়েছে এবং প্রাপকদের নাম। কিন্তু প্রশ্নটা এডিট করে 'প্রাপকদের নাম' কথাটা বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে আমি হয়ত প্রাপকদের নামের উত্তরটা জানতে পারব না। আমার এটা আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে, আমি এটা দেখব।

RULING ON THE ELECTION OF SELECT COMMITTEE.

Mr. Speaker :—On the question of election of the Select Committee for examination of the Tripura Board of Secondary Education Bill, 1973 point of orders were raised on the following points :—

1) As to the number of the Committee members, whether eight or eleven, and what is the recommendation of the Rules Committee on this ?

2) Whether the system followed in matters of appointment of the Committee was in order ?

3) Whether the proposal made in the House for inclusion of two more members in the Committee was taken into consideration by the Presiding Officer ?

My observation on the points are as below :—

1. The recommendation of the Committee was that there will be eleven members in the Select Committee.

2. There are two types of Committees in a legislature.

1) Standing Committees, which are constituted in terms of rules and are reconstituted annualy. Rules, Public Accounts, Estimates, Business Advisory etc. Commitees fall within the categories of Standing Committees. According to our Rules of Procedures, there was provision for formation of Select Committees as Standing Committees and in the new rules the provision of election of the Members have been incorporated.

2) Ad-hoc Committees—Such Committees are formed for a specific purpose to advise the House on a motion moved and adopted by the House. The Select Committee under reference formed by House falls within the category of Ad-hoc Committee and it is quite within the competence of the House to form such committees. The Committee which was constituted by this House was for a specific purpose and for a limited period. Therefore, the motion was moved and adopted by the House, which is in order. Besides, while the motion was on the floor of the House, objection if any, should have been raised at that time to give scope to the House for due consideration. No objection have been raised and motion moved on the floor of the House. It was adopted unanimously and the Committee was formed by the House.

3) Regarding the proposal for inclusion of two more members in the Committee I did not give my consent to the motion as it was incomplete and therefore not valid.

Shri Jaduprasanna Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir ...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, there cannot be any discussion on the ruling.

Shri Jaduprasanna Bhattacharjee :— * * *

(* * * Expunged as ordered by the Chair.)

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এই সম্পর্কে স্পীকারের রুলিংয়ের পর এই প্রশ্ন নিয়ে এখানে এই আলোচনায় না আসাই উচিত ছিল—যাই হউক তবুও মাননীয় সদস্যের মনোভাব তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন এবং ব্যক্ত করেছেন—যদি কোন ক্ল্যারিফিকেশান দরকার থাকে আমি রিকোয়েষ্ট করব তিনি যেন মাননীয় স্পীকারের রুমে গিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন বাবু আমার রুলিংয়ের উপর যে অবজার্ভেশান রাখলেন সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা এই হাউসে করতে চাই না। আমি তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমার চেম্বারে এসে আমার সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তখন অবস্থাটা পরিস্কার বুঝতে পারবেন এবং মাননীয় সদস্য আমার রুলিংয়ের উপর যে ডিসকাশান করলেন সেই ডিসকাশানটা হাউসের প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জ করার অর্ডার দিচ্ছি... ... (গণ্ডগোল) .. নো মোর ডিসকাশান অন দিস পয়েন্ট—আই থিংক... (গণ্ডগোল)—

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—না একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—সেদিন মাননীয় সদস্য তড়িৎ দাশগুপ্ত উনি একটা পেন্যাল দিয়েছিলেন, সিলেক্ট কমিটীর পেন্যাল—পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আরও দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল...

মিঃ স্পীকার :—সেই কথা আমি ক্লিয়ারলি আমার রুলিংয়ে বলেছি...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার ফিলিংসটা আমি বলছি...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার রুলিংয়ে এটা ক্লিয়ার...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আপনার রুলিং নিয়ে আমি বলছি না—আমি পারস্কার হতে চাইছি—সেখানে দুইটা নাম প্রস্তাব হওয়ার পর...

মিঃ স্পীকার :—নো মোর ডিসকাশান অন দিস পয়েন্ট—প্লীজ টেক ইউর সিট...

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—আপনার চেম্বারে কি এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে...

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ আমি প্রস্তুত।

GOVERNMENT BUSINESS

Consideration & Passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973.

Mr. Speaker :—Next Business of the House, 'the Tirpura Appropriation (Vote on Acount) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973) is to be taken into consideration. I would call on the Finance Minister to move his Motion for consideration of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by the Finance Minister that the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973) be taken into consideration at once.

(It was put to vote and considered.)

CL_2 do stand part of the Bill (it was put to vote and passed.)

CL_3 do stand part of the Bill (it was put to vote and passed.)

Schedule do stand part of the Bill (it was put to vote and passed)

CL_1 do stand part of the Bill (it was put to vote and passed,)

The Title do stand part of the Bill (it was put to vote and passed.)

Next business before the House is the passing of the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill, No. 6 of 1973). I request the Finance Minister to move his motion for passing of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No, 6 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion by the Finance Minister that the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 6 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

(It was put to vote and passed,)

GOVERNMENT BUSINESS

General Discussion on Demand for Supplementary Estimates for 1972-73.

Mr. Speaker :—Next item in the list of Business is General Discussion on the Demand for Supplementary Estimates for 1972-73. Now, I would call on Shri Samar Choudhury to resume his discussion—I think he is absent—Shri Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—মাননীয় স্পীকার স্যার,...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের এই ডিসকাশান সাড়ে তিনটার মধ্যে শেষ করাতে হবে। তার কারণ আমাদের আরও বিজনেস আছে। অতএব আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যেন অন্ততঃ ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমাদের পক্ষ থেকে ৩/৪ জন বলবেন...

মিঃ স্পীকার :—সাড়ে তিনটার মধ্যে যদি ডিসকাশান শেষ করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এক জনে যদি ৫ মিনিটের বেশী সময় নেন তাহলে আমার নির্দিষ্ট সময়ে বিজনেস শেষ করা সম্ভব হবে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অনেক বক্তা ছিল। কালকেও আমাদের একজন বলেছেন এবং আজও যদি তারা থাকতেন তাহলে তারাও সময় পেতেন— আমরা সাফিসিয়েন্ট সময় চাই—আমাদের তিনজন আলোচনা করবে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট নিয়ে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমাদের এক ঘন্টা, দিন উনাদের আড়াই ঘন্টা দিন...

মিঃ স্পীকার :—২টা বাজার আর ৫ মিনিট বাকী—সাড়ে তিনটার আর দেড় ঘন্টা সময় থাকবে—আপনারা কত সময় নিতে চান—আধা ঘন্টা সময় নিন ...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—না স্যার, ৪৫ মিনিট......

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা নিন ..

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এখানে পেশ করা হয়েছে—আমরা দেখছি...

মিঃ স্পীকার :—আপনারা কত সময় নিতে চান ? আধ ঘন্টা ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—৪৫ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—বলুন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট এখানে যে পেশ করা হয়েছে, সেখানে আমি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে জিনিষটা, সেটা হচ্ছে যে এর মধ্যে অনেক টাকা এখন অবধি খরচ করা হয়নি এবং সাধারণ পদ্ধতিতে এটা আসেনি। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই ফিনানশ্যাল ইয়ারে এই টাকা কি করে খরচ করা যায় আমার সেটা ধারণা নাই। আমরা দেখছি এই বছরটা হচ্ছে সারা ত্রিপুরায় একটা খরা অবস্থা চলছে, এটা ত্রিপুরার সবচেয়ে একটা সংকটের বছর এবং সেই বছর'এ আমরা দেখলাম সেই খরাকে মোকাবিলা করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—তিনি মধ্য রাত্রিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, মিলিটারীকে ষ্ট্যাণ্ডিং বাই করে রেখেছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা কম, কিন্তু যে টাকা খরচ করা হয়েছে, সেই টাকা আমার যেটা জানা আছে, কৃষকদের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে সেই টাকার সামন্যতম অংশও তাদের কাছে পৌছাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে এবং অধিকাংশ টাকা এবং তার সুযোগ সুবিধা উপর তলায় যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে, সাধারণ মানুষ সেই টাকা নিয়ে খুব একটা উপকৃত হতে পারেনি। আমি পাম্প সেটের কথা বলতে চাই। আমরা দেখছি তারা যে এখানে স্টেটিস্টিক্স দিয়েছে যে তাঁরা পাম্প সেট ক্রয় করেছেন এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য, সেই পাম্প সেট ক্রয় করার ক্ষেত্রে সত্যিকারে কৃষকরা পাম্প সেট নিয়ে উপকৃত হয় নি। পাম্প সেট খরা মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, না পাম্প সেট আজকে যারা মন্ত্রীত্বে বসে আছেন, তাঁদের স্বার্থে সেই পাম্প সেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। আমরা দেখছি পাম্প সেট ক্রয় করার জন্য সেখানে সাবসীডি দিয়ে কৃষকদের সেই পাম্পসেট বিতরণ করা হয়েছে। পাম্প সেট বিতরণ করার ক্ষেত্রে কৃষকরা তার অর্ধেক টাকা জমা দেবে এবং অর্দ্ধেক টাকা জমা দেওয়ার পর আর অর্দ্ধেক টাকা সরকার দেবে সাবসীডি হিসাবে এবং তারা সরকার'এর কাছ থেকে সেই পাম্প সেট পাবে। সেখানে কৃষকরা যখন পাম্প সেট নিচ্ছে, সেটা ভাল কি মন্দ সেটা টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে কোন রকম পরীক্ষা করা হয় নি। এবং তার জন্য যে টেকনিক্যাল ম্যানের একটা সার্টিফিকেট দরকার হয়, সেটা নেওয়া হয় নি। কেন নেওয়া হয়নি সেটা আমরা

জিজ্ঞাসা করতে চাই। গত বছরও সেই টেকনিক্যাল ম্যানের সার্টিফিকেট নেওয়া হয়েছিল, বরাবর টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তারপর টেকনিক্যাল ম্যানের সার্টিফিকেট নিয়ে সেই সমস্ত পাম্প সেট কৃষকদের হাতে দেওয়া হত, কেন সেটা এবার করা হয় নি। প্রচুর পরিমাণে পাম্প সেট, পুরানো পাম্প সেট, নিম্ন মানের পাম্প সেট কোম্পানীর সঙ্গে রফা করে চালু করা হয়েছে, সেইজন্যই এই সার্টিফিকেট প্রথা এবার তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই পাম্প সেট কেলেংকারীর কথা আমরা জানি। আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে ২৪টি পাম্প সেট অকেজো হয়ে আছে। আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করছি, শতকরা ৬৫টি পাম্পসেট অচল হয়ে আছে। কৃষকরা কাজ করতে পারে না। আমরা দেখছি এখানে এক দিনের হিসাব মাত্র তাঁরা দিয়েছেন, দৈনিক কতগুলি পাম্প সেট চালু রয়েছে, সেই হিসাব আমরা পাইনি। তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখছি পাম্প সেটের ক্ষেত্রে কোম্পানীর সংগে একটা রফা করা হয়েছিল, এই কোম্পানীর নাম হচ্ছে ময়ূর কোম্পানী, এই ময়ূর কোম্পানীর কেলেংকারীর কথা সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই ময়ূর কোম্পানীর, এখানে তার ডীলার ছিল যে ইণ্ডাষ্ট্রি সেই ইণ্ডাষ্ট্রিকে খারিজ করে দিয়ে ময়ূর কোম্পানীর ডীলার করা হল (XXXX) কেন করা হল? এই জন্য করা হল......

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজ এই হাউসে (XXXX) উপস্থিত নেই, উনার সম্বন্ধে যে বলা হচ্ছে তার সবটাই একসপাঞ্জ করা হউক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আপনি নাম বলবেন না, সেটা একসপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সেখানে কোন এনকোয়েরী করেন নি। আমরা দেখছি (XXX)

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে ব্যক্তি হাউসে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে বলার নিয়ম নেই..

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি নাম বাদ দিয়ে বলুন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ফ্যাকটকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাম বলা হচ্ছে। এইসব নাম না বললে কি করে বলবেন?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমরা দেখছি সেখানে সেই যে ভদ্রলোক যাকে নূতন ডীলারশিপ দেওয়া হল, তিনি হচ্ছেন আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর খুব আপন লোক, এবং মুখ্যমন্ত্রীর যিনি বর্তমানে আছেন, তাঁর নিজের লোক, সেই নিজের লোকের জন্য, সামনে খবা রেখে রাতারাতি সেই ময়ূর কোম্পানীকে এক লটে ৪৪টি পাম্প সেট'এর অফার সরকার দিয়েছে এই সাবসীডি দিয়ে। এবং এর ফলে সেই ময়ুর কোম্পানীর সঙ্গে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছিল সেই কন্ট্রাক্টের সময় আমরা দেখেছি সেই ময়ুর কোম্পানীর সঙ্গে যে কন্ট্রাক্ট ছিল যে যখন পাম্প সেট ময়ুর ইঞ্জিন এবং অর্জুন পাম্প সেট দেওয়ার কথা ছিল, সেই ময়ুর কোম্পানী সাপ্লাই দেওয়ার সময় দেখা গেল অর্জুন ইঞ্জিন এবং ময়ুর পাম্প দিয়েছে এবং আমরা দেখেছি সেই ময়ুর কোম্পানীর কেলেং-কারী, তার মাধ্যমে যে পাম্প সেট এসেছে যেখানে হাজার হাজার টাকা জড়িত রয়েছে, সেই টাকার এসেছে নিম্ন মানের পাম্প সেট, সেই নিম্ন মানের পাম্প সেট আনা হয়েছে ত্রিপুরাতে এবং

Expunged as ordered by the Chair.

পাম্প সেট আনার ক্ষেত্রে একটা চেইন উপর থেকে নীচের তলা পর্য্যন্ত রয়েছে, কৃষকদের স্বার্থে সেটা কেনা হয় নি, সেটা উপর থেকে নীচে অবধি যে চেইন রয়েছে, তারা খরাকে নিজে-দের স্বার্থে লাগাতে যেয়ে এই পাম্প সেট কেনা হয়েছে। এই ময়ুর কোম্পানী উদয়পুরে ২০টি পাম্প সেট পাঠিয়েছে, একটি পাম্প সেটও চলছেনা, সব অচল হয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখছি জিরানীয়ায় ১৫টি এই বছর পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তেলিয়ামুড়া দেওয়া হয়েছে ৩০টি পাম্প সেট এই বছর এবং ওখানে যে বি, ডি, ও, আছেন, সেই বি, ডি, ও, র সঙ্গে একটা রফা করে সেই পাম্প সেট জিরানীয়ার ঐ সমস্ত অঞ্চলে সেখানে চালু করা হয়, তার একটা কারসাজি করা হয়েছে। জিরানীয়ায় ১৫টি পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় খোয়াই অঞ্চলে মাত্র আটটি দেওয়া হয়েছে। এই পাম্প সেট যাদের বেশী প্রয়োজন, তারা পায় নি কিন্তু যাদের প্রয়োজন নাই তাদের কাছে পাম্প সেটগুলি সাপ্লাই করা হয়েছে, এই ঘটনা আমরা দেখছি। আমরা দেখছি সোনামুড়া বেজী পাড়ায় মাণিক মিঞা গত নির্ব্বাচনে যিনি কংগ্রেস থেকে কনটেষ্ট করেছেন, তাকে সেখানে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে। সোনামুড়ায় সিদ্দিক মিঞা তাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দুইটি পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি ডাক্তার বীরেন্দ্র সেন, যিনি ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটিতে আছেন তাকে ব্যবহারের জন্য পাম্প সেট ইউনিসেফ থেকে পাম্প সেট সেখানে তাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে মধুপুর, বিশালগড়ের যে মধুপুর গ্রাম আছে সে গ্রামের গাঁও সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের খরচে তারা সেখানে পাম্পসেট আনলেন। পাম্প সেট আনার পর সেখানে আমরা দেখলাম যে চারা তৈরী হলো। চারা সেখানে তৈরী হওয়ার পর যখন ধান সেখানে লাগানো হবে, যখন জল সেচ করা হবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দেখতে পেলাম যে মেলাঘরের যে এম, এল, এ আছে তার বন্ধুর ব্যবহারের জন্য বি, ডি, ও'র মাধ্যমে সে পাম্পসেট জোর করে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। যার ফলে কৃষকরা সে পাম্পসেট পেল না। আমরা দেখেছি যে প্রাক্তন এম,এল,এ শ্রীমন-মোহন দেববর্ম্মা তাকে ২০ হর্স পাওরারের একটা পাম্পসেট মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাকে উপহার দিয়েছেন। তিনি সে ২০ হস পাওয়ারের পাম্পসেটটি কেরোসিন তেল দিয়ে চালাবার চেষ্টা করলেন। কেরোসিন তেল দিয়ে চালাবার চেষ্টা করার পর সে পাম্পসেট নষ্ট হয়ে গেল। তারপর কৃষিমন্ত্রী আরও সন্তুষ্ট হয়ে আর একটা ২০ হর্স পাওয়ারের তাকে উপহার দিলেন। এই হচ্ছে জলসেচের অবস্থা নমুনা। আমরা দেখছি যে অভারফ্লো হচ্ছে, ঐ ক্ষেতে অভারফ্লো হচ্ছে, অভারফ্লো হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের মধ্যে, অভারফ্লো হচ্ছে যারা লুট করছে তাদের মধ্যে, এই ঘটনা আমরা দেখেছি। আমরা দেখছি যে খোয়াইতে সোনাতলী গ্রামে ১০০টা অভারফ্লো দেওয়া হয়েছে। একটা গ্রামে ১০০টা অভারফ্লো দেওয়া হয়েছে। অথচ খোয়াই-এর আশে-পাশে যে গ্রামগুলি আছে সেগুলি শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। সেখানে কোন অভারফ্লো নেই। আমরা দেখেছি যে পূর্ব্ব রামচন্দ্রঘাটে সেখানে অভারফ্লো দেওয়ার জন্য যখন কৃষকরা দাবী করল তখন সরকার থেকে বলা হলো আগে অভারফ্লো বসাতে হবে তারপর সরকার টাকা দিবে। কৃষকদের যদি টাকাই থাকবে, অভারফ্লো যদি আগেই বসাতে পারবে তাহলে তো তারা সর-

কারের কাছে আসতো না। আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে শুধু সিনকিং-এর জন্য সরকার টাকা দেবে এবং বাকীটা তাদের বিয়ার করতে হবে। কোথায় কোথায় বলা হচ্ছে যে না, সরকার সিংকিং এর জন্য যে পাইপ সে পাইপ সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে। কেন বলা হচ্ছে, সরকার থেকে সিনকিংএর জন্য যে টাকা অ্যালট আছে সে টাকা যাতে ওখানে একটা ভাটভাটোরা হয়, কৃষকদের সে কথা না জানিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবরুম অভারফ্লো সাকসেসফুল হয়েছে। কিন্তু সাকসেসফুল হওয়ার পর সাক্রম অভারফ্লো করা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরও মজার ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিউবওয়েল কৃষি সেখানে ডি, সি, তিনি পি, ডবলিউর সংগে কোন যোগাযোগ করলেন না। ডি, সি, যে এই কাজটা করেন এইটা আমাদের জানা ছিল না। ডি, সি, সে কাজটা নিজে করলেন। পি, ডবলিউর যে ইঞ্জিনীয়ার আছে তাদের কোন সাহায্য তিনি নিলেন না। বাঁধ, বাঁধের আমি দুইটা উদাহরণ দিচ্ছি এবং যদি ইনকোয়ারী হয়, এই উদাহরণ শ-এ, শ-এ আপনারা দেখতে পারবেন। এখানে ষ্টেটিসটিকসের অভাব হয় না মন্ত্রীদের, কাগজে কলমে তারা ষ্টেটিসটীকস তারা দিয়ে যান। কিন্তু যখন ময়দানে যাই, মাঠে যাই তখন সে বাঁধের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন আমরা দেখছি সাতচাঁদ ব্লকের গোয়াচাদ মাঠে যেখানে বাঁধ হয়েছে একটা। কিন্তু সেখানকার ফিলডে যে মাইনর ইরিগেশন আছে সেই মাইনর ইরিগেশন, টেষ্ট রিলিফ এবং ক্র্যাশ এই তিনটা, একটা বাঁধের জন্য তিনটার টাকা সেখানে ড্র করা হয়েছে, ঐ গোয়াচাঁদ মাঠে, সেখানে এই অবস্থার সৃষ্টি তারা করেছে। আমরা দেখছি যে গোয়াচাঁদ মাঠের কাছে যে গোরিফা মাঠ আছে, সে গোরিফা মাঠে সেখানে শ্রীঅসীত চৌধুরী, মাইনর ইরিগেশন থেকে তিনি টাকা ড্র করেছেন, গাঁও প্রধান। কিন্তু সেখানে কোন বাঁধ হয় নি। অথচ টাকা কিন্তু সেখানে ড্র হয়ে গেছে। এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরও দেখছি আমাদের যিনি ট্রাইবেল মন্ত্রী আছেন, সেখানে উপজাতি দপ্তরের মন্ত্রী যিনি আছেন শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, তিনি সাবরুমে গেছেন, আমি জানি না তিনি দুস্থ কিনা। আমার মনে হয় তিনি দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন। তার জন্য সেখানে তার যে স্ত্রী-পুত্র জামাতা আছেন তাদেরকে মাথাপিছু ৪০০ টাকা করে কৃষিঋণ তিনি সেখানে স্যাংশন করে দিয়েছেন। কেবল তাহাই নয়, জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে, সখ হয়েছে তার। যে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ৮ হাজার সরকারী টাকা খরচ করে তার জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সুতরাং আজকে এই যে অবস্থা হচ্ছে তারা যত কথাই বলুন না কেন তারা খরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এইটা ঠিক নয়। আমি যা বলেছি স্পেসিফিক্যালি বলেছি। আমি চাই যে আজকে ইনকোয়ারী করা হোক, এই সাহস আছে কিনা এই মন্ত্রী দপ্তরের সেইটা আমি জানি না। এই সমস্ত ঘটনার উপর পাম্পসেট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনার উপর যদি ইনকোয়ারী করা হয় তাহলে আমরা দেখবো সে ইনকোয়ারী করার পর সেখানে ঐ চরিত্রগুলোর মুখোশগুলি খুলে যাবে। সেখানে খরার সংগ্রামের থেকেও নিজেদের উদ্দেশ্যের যে সংগ্রাম সে সংগ্রামের ব্যবস্থা করার চেষ্টা তারা করেছে। সেজন্য এখানে আমি দাবী করবো যে খরা বলে তারা যতই চীৎকার করুক না কেন, যতই চোখের জল তারা ফেলুক না কেন সেইসব তাদের নিজেদের জন্যই। এবং

খরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়ে এইটার তদন্ত করা উচিত এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এখানে ১৯৭২—৭৩ সনের সংশোধিত বাজেট আলোচনা করছি। এটা অত্যন্ত ভাল কথা যে বর্ত্তমান বছরের প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করে কিছু কিছু সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গত বছরটা যা পার হয়ে যাচ্ছে এবং যে বছরের জন্য সংশোধিত বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই বছরটা অত্যন্ত খরা ক্লিষ্ট বছর, যার জন্য অনেক সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার প্রয়োজন এবং সেই দিক দিয়ে সমস্ত সংকট যা মোকাবিলা করার প্রয়োজন ছিল সেই দিক থেকে মোকাবিলা করার মত টাকা এই বাজেটে নাই বলে মনে হচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রী, পি, ডবলিউ ডি, ইরিগেশান ইত্যাদি বিষয়ে সংশোধিত বরাদ্দ আছে। আমি ইরিগেশান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। গত বছর খরা পীড়িত অঞ্চলগুলিতে যে প্রচুর জলসেচের প্রয়োজন ছিল সেই দিক থেকে যা সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সাংঘাতিকভাবে কম। যেমন বিলোনীয়া বিভাগে বগাফা ব্লকে শান্তির বাজার এলাকায় ফিফটি হর্স পাওয়ারের মেসিন দিয়েছে এবং সেখানে কিছু পরিমাণ জমিতে বুরো ধানের চাষ কৃষকেরা করছেন। কিন্তু সেখানে পাশাপাশি অঞ্চলে বুরো ধানের চাষ হত, কিন্তু সেই পরিমাণ জলসেচের বন্দোবস্ত সরকার করতে পারেন নাই। সেখানে প্রায় ১০০ কানির মত জমি রয়েছে। কিন্তু ৫০ হর্স পাওয়ারের মেসিন দিয়ে সেই জমিতে এই মেসিনের পক্ষে চাষে জলসেচ করা সম্ভব হবে কি না সেই দিক থেকে বিবেচনা করে স্থানীয় কৃষকেরা আরও কয়েকটা ফাইভ হর্স পাওয়ারের মেসিন দাবী করেছেন। এই সমস্ত অঞ্চলে যে বুরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে সেটা যাতে তারা ঘরে তুলতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মুহুরীপুরে আমি শুনেছি একটা ফিফটিন হর্স পাওয়ারের মেসিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের চাহিদা এত বেশী যে সেখানে জল চুরি করা সুরু হয়েছে। কাজেই আমাদের মনে হচ্ছে প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ত্রিপুরা সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা তুলনামূলকভাবে কম। সেই দিক থেকে জিনিষটা বিচার করা দরকার। বিলোনীয়া বিভাগে আর একটি অঞ্চল আছে, সেখানে অভার ফ্লো হওয়ার মত একটা বেল্ট আছে। সেই সমস্ত বেল্টের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভার ফ্লোর জন্য জনসাধারণ দাবী করছেন। কিন্তু সমস্ত অঞ্চলে জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব সরকার এবং কৃষিবিভাগ যাতে এই জিনিষটা লক্ষ্যের মধ্যে রাখেন। পি, ডবলিউ, ডি বাঁধ দিয়েছে। কিন্তু অনেক জায়গায় বাঁধগুলি যে পরিমাণ উঁচু হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ উঁচু হচ্ছে না। সোনাইছড়া একটা অঞ্চলে কিছু কিছু বাঁধ হয়েছে, কিন্তু কৃষকদের বক্তব্য হচ্ছে বাঁধগুলি আরও যদি উঁচু না হয় তাহলে যখন ফ্লাড হবে তখন এর উপর দিয়ে জল গড়াবে এবং অনর্থক টাকাগুলি নষ্ট হবে। কাজেই যে সমস্ত বাঁধ হয়েছে সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রাস্তাঘাটের কাজকর্ম বেশী হওয়ার কথা ছিল এবং সেই কাজকর্ম শুধু রাস্তার দিক থেকে নয়, কর্মসংস্থানের দিক থেকেও রাস্তার প্রয়োজন ছিল। মুহুরীপুর থেকে বিলোনীয়া

পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে, যে রাস্তায় জনসাধারণ বিলোনীয়াতে যেতে হলে মাত্র আট মাইল হাটলেই হয়ে যায়। কিন্তু এই রাস্তাটা হয়নি বলে ২০।২২ মাইল হাঁটতে হচ্ছে। কাজেই কর্মসংস্থানের দিক থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে এই সমস্ত ব্যবস্থা পূরণ করতে সম্ভবপর হয়নি বলে মনে হচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। কিন্তু বাজেটের উপর যে সমালোচনা সেটা চিরদিন একটা সমালোচনা হবেই। সরকার পক্ষই হউক আর বিরোধী পক্ষই হউক বাজেটের উপর সমালোচনা হবেই। কিন্তু আমার বক্তব্য হল কতকগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তন না হলে, মৌলিক দিক দিয়ে অনগ্রসর থেকে যাওয়ার ফলে সেই বাড়তি বাজেট কোন কিছুই করতে সক্ষম হচ্ছে না; কাজেই মৌলিক দিক থেকে বাজেটের একটা দুর্বলতার দিক দেখানোর চেষ্টা আমরা করছি। ইণ্ডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, সেচের ক্ষেত্রে যে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল সেটা না হওয়ার ফলে বাজেট জনসাধারণের প্রয়োজনকে মোকাবিলা করতে পারছে না। ত্রিপুরার কর্মসংস্থান, ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়নের ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি ত্রিপুরার মৌলিক পরিবর্ত্তন না আসে তাহলে কিছু কিছু বাড়তি বাজেট এই অবস্থার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা একটা অনুন্নত রাজ্য—তার জন্য শিল্পের প্রয়োজন এবং সারা ভারতবর্ষে একচেটিয়া পুঁজির অবসান করা প্রয়োজন এবং তার সাথে সাথে ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। কাজেই আমরা যখন বাজেট আলোচনা করতে যাই তখন আমরা সেই দিক আলোচনা না করে পারিনা। বৃহৎ ভূস্বামী এবং একচেটিয়া গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ আঘাত দেওয়া ছাড়া এটা সম্ভব হবে না। আমি বলছি যে আমাদের খাদ্য পাইকারী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়ে এবং বিভিন্ন রাজ্য এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারও খাদ্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করার কথা বলছে, কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষে—ইউ, এন, আই'র খবরে প্রকাশ—সারা ভারতবর্ষে খাদ্য ব্যবসায়ীরা তারা খাদ্যের পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ব করার প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য সারা ভারতবর্ষে চেষ্টা করছে এবং তারা ২১শে মার্চ তারা বন্ধ পালন করবে—ইউ, এন, আই'র খবরে প্রকাশ। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ডভাবে এই অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য দেশের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি না করা যায় বাজেটের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারীই হউক বা সাধারণ বাজেটেই হউক মৌলিক পরিবর্ত্তিত অবস্থার সৃষ্টি না হয় বা কিছু কিছু বাড়তি টাকাও আমাদের—সম্ভবত বেকারদের কর্ম্ম সংস্থানের অভাবে বেকার সমস্যা, কৃষি সমস্যা, শিল্পায়নের সমস্যা সেই দিক থেকে বাজেটে সব সময় এই অবস্থা মোকাবেলা করতে সক্ষম হব না যদি না আমরা এই মৌলিক পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি না দিই। কাজেই সেই দিক থেকে ত্রিপুরার এই বাজেট বর্ত্তমান বাজেটের খরা পরিস্থিতির মোকাবেলায় জমা যা প্রয়োজন ছিল এই বাজেটে কিছু কিছু বাড়তি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও এই বাজেট সম্পূর্ণ ভাবে এই প্রয়োজনকে মোকাবেলা করতে সক্ষমতা এই বাজেটে নাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—প্রথম কথা হল আমি বলছিলাম একটু আগে এই যে মন্ত্রীরা বসে আছেন চেয়ারে তাঁদের আগে ওজন কত ছিল—কি রকম নাদুস নুদুস হয়েছে—মেপেছেন কি—আর আমাদের কি অবস্থা হয়েছে—তাঁদের ওজন নিতে হবে...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বাজেটের উপর বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, আমার কথা হল—প্রথম কথা হল যে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা। পূর্ত বিভাগ- পূর্ত বিভাগ—সুন্দর কোটি কোটি টাকা খরচ করছে—বাজেট করছে, টাকা দিচ্ছে—পূর্ত বিভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সুন্দর রূপায়ণ সৃষ্টি করছে। দেবতা মুড়া ভেদ করছে আঠারমুড়া ভেদ করছে অসংখ্য রাস্তাঘাট করছে। গোমতীর মধ্যে পুল দিচ্ছে, দেওয়ের পুল বানাচ্ছে—সুন্দর কথা। অর্থাৎ সরকার দেবতামুড়া ভেদ করে সাবরুম পর্যন্ত লাইফ লাইন করছে, এহেন পূর্ত বিভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের যা করেছে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক দিকে বলব পূর্ত বিভাগ কি দেখি, পূর্ত বিভাগ এক দিকে কানা চোখে দেখে না—রাস্তা গ্রামের মধ্যে একটাও নাই। যদি বলি কেন—তারা শুধু শহরের রাস্তা করছে, টাকা খরচ করছে, গ্রামে কোথায় রাস্তা হয়েছে ? আমি যদি বলি অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামকে সব সময় তারা অবহেলা করছে। তাই বলছিলাম ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতা হয়েছে ২৫ বছর হল তারা বলেছে রাস্তা দেব ঘাট দেব অমুক দেব গরীবি হটাব, একটাও হয় নাই। গ্রামের রাস্তা একটাও হয় নাই। উত্তর মহারাণী থেকে গর্জি পর্যন্ত অনুমান ৭ | ৮ মাইল রাস্তা—আদিবাসী অঞ্চল যেখানে। যাই হউক তাই আমি বলছি পূর্ত বিভাগ রাস্তা তৈরী করছে, মন্ত্রীর প্রাসাদ তৈরী হচ্ছে, কিন্তু আর কিছু হচ্ছে না। গ্রামের পরিকল্পনার মধ্যে কিছুই নাই। এই হাউসে টিপ দিলে জল পরে, তারা থাকতে আমার গ্রামে জল নাই। প্ল্যান তৈরী হচ্ছে পাইপ সৃষ্টি হচ্ছে ডিপ টিউব ওয়েল তৈরী হচ্ছে টিপ দিলে জল পরে—গ্রামের অবস্থা চিন্তা করুন। অধ্যক্ষ মহোদয়, যা বলছি আপনি নোট করুন গ্রামের অবস্থা আমি বলছি, রিং ওয়েল দিয়ে কত লোকের জল হয় তার অবস্থা মন্ত্রী মহাশয়ের জানা নাই– কত ফুট বসালে টিউব ওয়েল দিয়ে জল আসে মন্ত্রীরা জানেন না। লাখ লাখ টাকা খরচ করছে তাই আমার যুক্তি তারা নিচ্ছে না—এহেন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। গরুর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, হে গরুর মন্ত্রী, হে পশু পালন মন্ত্রী আপনার গরু জলের অভাবে মারা যাচ্ছে, আপনার গরু খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রীকে বলব—সিজনেল বাঁধ—সিজনেল বাঁধ ন্যাচারেল বাঁধ—পার্মামেন্ট বাঁধ কোথায়। আমি আমার এলাকার মধ্যে বলেছিলাম—হে মন্ত্রী বাহাদুর—উনি নিজে গিয়েছিলেন—কৃষি মন্ত্রী—নারচাছড়াকে কণ্ট্রোল কর জলসেচ করতে। এই ভদ্রলোক বলল করেগা করেগা। আজ ৫ বছর হল উনি করেন নাই। আবার বলছি মহারাণী ছড়া কণ্ট্রোল কর—এত গর্ভীর হচ্ছে চার দিকে মাঠ সেখানকার আদিবাসী যারা আছে ভুখা তারা এই মন্ত্রীর কল্যাণে। ফিনান্স মন্ত্রী লাল ফিতা নিয়ে বক্তৃতা করেন. তাই আমি বলছিলাম ফিনান্স মন্ত্রীকে লাল ফিতা বন্ধ কর...

মিঃ স্পীকার :—Recess Time—The House stands adjourned till 3-00 P. M.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ত বিভাগ সম্পর্কে বলছিলাম তার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি আর তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার : না স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আরও বহু বক্তা রয়ে গেছে, সময় কম।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—পূর্তবিভাগ সুন্দর কাজ করছে, রাস্তাঘাট করছে, কিন্তু গ্রামের দিক দিয়ে তারা নজর দেয় নাই। অর্থাৎ গাঁওসভা—ওয়াইজ তাদের কাছে কোন ম্যাপ নাই। তাই আজকে গাঁওসভা—ওয়াইজ ম্যাপ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের চাই। এই তো গেল স্যার, পূর্ত বিভাগের কথা।

তারপর কৃষিঋণ সম্পর্কে। আমি নলকূপ দেব, জল দেব, এক বিরাট ফিরিস্তি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে? আমি কৃষি মন্ত্রীকে প্রশ্ন করব। আমি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যদি এই প্রশ্ন করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই যে আদিবাসী অঞ্চল, সেখানে আজ পর্যন্ত কে পেয়েছে কৃষিঋণ? সেই খোপাইছড়িতে একটি পাম্প সেট পেয়েছে, কিন্তু আরও তিনটি দরকার ছিল। মহারাণী টু উদয়পুর, শালগড়া টু কাকড়াবন ইত্যাদি। মহারাণীছড়া কন্‌ট্রোল করার কথা আমি বলেছিলাম, সমরুছড়াকে কন্‌ট্রোল যদি করত, আমরা কথা লাগলেও লাগতে পারত, আমি গ্রামের মানুষ, তাতে হল কি? গামারিয়া নোয়াবাড়ী, সমরুছ া যদি কন্‌ট্রোল হত, তাহলে কৃষকের কিছু উপকার হত। কিন্তু তারা ঐ দিকে যান না। লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা কৰিয়া কেন্দ্র দিচ্ছেন, শুধু শুধু। কিল্লা, কাচিগাঙ, ১২ বাড়ী ঝগরিয়া, এইগুলি যদি কনট্রোল করত তাহলে সেই জলকে কৃষক ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু তা তারা করবেন না। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। আজকে আমি তাদের বলব, জুম হবে না, আউস হবে না, সব জায়গায় উন্নত ধরনের বীজধান দিলেই ধান হয় না। অভাবের জ্বালায়, খাদ্যের জ্বালায় লোকে মরছে। ১০।৫ কেজি করে চাউল লাগে, তারা সেই চাউল ক্রয় করতে পারে না—তাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে কৃষি মন্ত্রী কেবল বক্তৃতা আর বক্তৃতা, আসল কথায় যাচ্ছেন না। আমি বলব ১৫ ঘোড়ার একটা ইঞ্জিন মাতারবাড়ী নির্বাচন কেন্দ্রে দিয়েছিল, আর হীরাপুরে একটা ছিল শালগড়া ইত্যাদি এরীয়া মিলিয়ে, কিন্তু আমার এলাকায় এক ফোটা জল আমি পাই নাই। আমি বলেছিলাম আমার একটা লিষ্ট নিন, কিন্তু তারা নেন নাই। আপনারা দেখুন টীলার মধ্যে একটা মেশিন বসিয়েছে, এক গণ্ডা জমিতেও তারা জল দিতে পারছে কি না? আমি একদিন নিজে সেখানে গিয়েছিলাম, জল উঠেনা। এই গেল কৃষির অবস্থা। আবার আদিবাসী কল্যাণ। আদিবাসীদের জন্য খুব দরদ। ট্রাইবেল মন্ত্রী খুব বক্তৃতা দেন, আর গাড়ী নিয়ে দৌড়ান। কিন্তু অভিজ্ঞতার থেকে মন্ত্রী হতে হবে। এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য আদিবাসী কল্যাণের জন্য কি করেছেন? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে এই আদিবাসী কল্যাণের জন্য তিনি কি করেছেন আমাকে দিন তো, তাহলে কি দিতে পারবেন? আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বলে সমস্ত সাবডিভিশানে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছেন, আর বলছেন তোমাদের অমুক দেব, তমুক দেব, আদিবাসীদের সর্বনাশ করছেন। জুমিয়া বাবদ ১০ টাকা, দাদন বাবদ ৫ টাকা, কৰেই ২ টাকা, এই হচ্ছে আদিবাসী কল্যাণ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—না স্যার, আমাকে আরও সময় দিন। আমার মনের কথা আমাকে বলতেই হবে। কোন আদিবাসী টাকা পাচ্ছে, কোন আদিবাসীকে উনি টাকা দিচ্ছেন, উনি বলুক। বলবার উনার ক্ষমতা নাই। যেহেতু আদিবাসীরা সরল মানুষ। কাজেই আমি বলছি যে ডিসট্রিক্টকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হোক। টাকা ভাগ করে ডিসট্রিক্টকে আলাদাভাবে দেওয়া হোক। আমার প্রস্তাব হলো এইটা। আবার কৃষি মন্ত্রী একটা জিনিষ রখে দিয়েছেন। তাই বলছিলাম হে কৃষিমন্ত্রী, হে গরুর মন্ত্রী, না পশুপালন মন্ত্রী, ভেটেনারী, অর্থাৎ হেলথ। গরুর যে চিকিৎসা মানুষেরও সেই চিকিৎসা, গরুর ঔষধ বেশী লাগে আর মানুষের ঔষধ কম লাগে। ঠিক তো, করছে কি জানেন, ফারাকটা, মেডিকেল হিসাবে এক বেতন আর গরুর ডাক্তার হিসাবে এক বেতন। এই ফারাকটা কেন করলো ? বুঝি না। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে তারাও চিকিৎসক, তারাও চিকিৎসক। তার যে চিকিৎসা তারও সে চিকিৎসা। এর সমাধানটা করুন। মানুষ শিখেছে। কাহাকেও রেহাই দিবে না স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি আরও বলবো। আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দেন। অ্যাগ্রিক্যালচার, ঐ মাইনর ইরিগেশন না কি একটা আছে, যদি মেডিকেলে ভেটেনারী থাকে তবে হেলথের কাজ ব্যহত হয়, কেন হবে না, হবেই। মাইনর ইরিগেশন, অর্থাৎ অ্যাগ্রিকাল-চারের মধ্যে না হলে আর হবে কি। তাহলে এই খাকী ফিতা, লাল ফিতা দিয়ে কি হচ্ছে। আমি প্রস্তাব করছি মাইনর ইরিগেশনকে অ্যাগ্রিকালচারের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। হঁ্যা, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হলো একটা কৃষি বিভাগ আর একটা মৎস্য বিভাগ। এগ্রিকালচার থেকে ফিসারী বিভাগকে আলাদা করা হোক। তা না হলে কি হচ্ছে জানেন ? সেই টেণ্ডার করবে, এই করবে, সেই করবে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটু বলি। আর একটা কথা এইটা হলো পুলিশ বিভাগ। আইন বিভাগ সম্বন্ধে। কর্মচারী আমার বন্ধু, আমরা ভাই ভাই। আমার পরশু দিনের ঘটনা। শরণার্থী কামনা সূত্রধর পিতা ইন্দ্রমোহন সূত্রধর, শরণার্থী রেশন খাইছে আমার ফুলকুমারী কেন্দ্র থেকে। তার চাকুরী হয়েছিল রিলিফের নাইট গার্ড হিসাবে। সে তিনমাস খাইয়াছে, বাকী খাইয়াছে যুধিষ্ঠিরের ঘর থেকে, যুধিষ্ঠির ভৌমিক।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আরে আপনি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সম্বন্ধে তো বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এক্ষণে শেষ করে দিব। ফলে হচ্ছে কি স্যার, পরশুদিন অ্যারেষ্ট করলো। অ্যারেষ্ট হয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেল। তাই কইয়া যাই এই হাউসের সামনে। এখনও তার জামীন হয় নাই। এস, ডি, ও নাই, এই নাই, সে নাই। এই নমুনা আর কত চলবে। আমি বলছি যে এগ্রিকালচার থেকে মৎস্য বিভাগকে আলাদা করতে হবে। মাইনর ইরিগেশনকে এগ্রিকালচারে ঢুকাতে হবে। মেডিকেলের মত গরুর চিকিৎসকের সেইসব সুযোগ দিতে হবে। আর ফরেষ্ট, আচ্ছা, বলছেন যখন বসে যাই।

শ্রীমৌলানা আবদুল লতিফ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য রেখেছেন আমি তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে শুনেছি যে রাজ্য সরকার এই খরা পরিস্থিতিতে কিছুই করেন নি। আমরা দেখেছি সরকার দুঃস্থ মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সুখ দুঃখ বুঝার চেষ্টা করেছেন। গ্রামে যারা বেকার সহরে যারা বেকার তাদের কর্ম সংস্থানের চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি সরকার গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল, জলসেচ এবং রাস্তাঘাট অনেক নির্ম্মাণ করেছেন। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যব্যাপী এই দুর্দ্দিনে যদি কর্ম সংস্থান না চলত তাহলে আমার মনে হয় এই রাজ্যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিত। অন্য দিকে আমরা দেখি ত্রাণ কার্য্যের সংগে বিশেষ করে পূর্ত্ত বিভাগকে যুক্ত করে এবং অন্যান্য বিভাগকে যুক্ত করে সমস্ত কর্মসূচীকে কর্মসংস্থানমুখী করে রাজ্যে অনেক কাজ হয়েছে। একদিকে রোজগার হয়েছে, অন্যদিকে আগামী দিনের জন্য আমাদের কিছু সম্পত্তি হয়েছে। আমরা দেখতে পাই এই প্রকল্পগুলির মারফতে ১৮৩ মাইল নূতন রাস্তা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই এতে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা বেকার ভাইদের পকেটে আসছে। আমরা দেখতে পাই যে রাজ্য সরকারের চেষ্টায় ২০৯ হেক্টার জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। আমরা দেখতে পাই রাজ্য সরকারের চেষ্টায় ৬০ মাইল নূতন রাস্তা মেরামত হয়েছে। আমি বলব যদিও এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী একটা নয়, তবুও এটা রাজ্য সরকারের প্রসংশনীয়, উল্লেখযোগ্য একটা কাজ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অন্যদিকে দেখি এই ভয়াবহ বৎসরের দুর্দ্দশা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট আগামী দিনে যাতে আমাদের দেশে ফসল হয়, আমাদের দেশের চাষী যাতে জলসেচ ব্যবস্থা পায় সেজন্য অতিরিক্ত ৩২ লক্ষ টাকা স্যাংশান দিয়েছেন। আমরা দেখি ভারত গভর্ণমেণ্ট এই বৎসরে রবি শস্যের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। আমরা দেখেছি এই বৎসরে কৃষি ক্ষেত্রে জলসেচের জন্য অনেক কিছু কাজ হয়েছে। আমরা দেখি কৈলাসহরে অনেকটা পাম্পসেট গিয়েছে সেটা কাজে লেগেছে। আমরা দেখি সীজন্যাল বাঁধ হয়েছে। আমরা দেখতে পাই রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষিত কারিগরি ও অকারীগরি বেকারদের জন্য ২৮,২৮,০০০ টাকার একটা কর্ম্মসূচী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি বলব মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যদি এই টাকাগুলি যথাযথভাবে খরচ হয় তাহলে আমাদের বেকারদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। আমরা দেখি প্রয়োজনের তুলনায় চাকুরী অনেক কম হয়েছে, তবুও দেখি ২,২৭৪ জন লোকের চাকরী হয়েছে। আমরা আশা করছি এর মধ্যে আরও অন্ততঃ হাজার বারশ' লোকের চাকরী হবে। আমরা দেখি বেকার যুবকদের জন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ভবিষ্যতে যাতে ত্রিপুরায় পাটের কল হয়, চিনির কল হয়, কাগজের মণ্ডের কারখানা হয়, সেই সমস্ত জিনিষ আমরা রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বলব এই দুর্দিনে, ৭২—৭৩ কঠিন বৎসরে আরও অনেক কিছু করার ছিল। কিন্তু যা করা হয়েছে তাকে যদি আমরা এইভাবে সমালোচনা করি তবে যারা করেছেন তারা নিরুৎসাহিত হবেন। বলা হয় যে আমরা কিছুই করিনি। তবে আমি বলব যা করা

হয়েছে তা যাতে আমরা স্বীকার করি এবং যা করা হয় নি সেটুকু যাতে করা হয় তার জন্য যদি আমরা মাননীয় সদস্যগণ একযোগে কাজ করি তবে সেটা হবে। আমরা যদি এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, আমরা যদি রাজ্যের ভবিষ্যত মঙ্গল চাই তাহলে চলুন আমরা মিলে মিশে কাজ করি। আমরা দেখতে পাই যে অনেক বন্ধু বলেছেন যে উনাদের এলাকাতে অ্যাগ্রি-কালচার্যাল লোন পান নি। আমি বলব কৈলাসহরে অনেক লোন পাওয়া গিয়েছে, অনেক লোককে আমরা কৃষি ঋণ দিয়েছি, অনেক লোককে আমরা খয়রাতি দিয়েছি, অনেক লোককে আমরা টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়েছি, অনেক লোককে আমরা ক্যাশ প্রোগ্রামের কাজ দিয়েছি। আমাদের যদি এই সমস্ত প্রকল্প না থাকত তাহলে এই সমস্ত বেকারদের এবং দুঃস্থ লোকদের কি অবস্থা হত? আমাদের মনে রাখা উচিত আমাদের সীমিত একটা বাজেটের মধ্য থেকে কাজ করতে হয়। সুতরাং এমন ব্যবস্থা নাই যে চাইলেই আমরা দিতে পারি। কিন্তু যতটুকু করা হয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকারকে আমি প্রশংসা করছি এবং আমি আমার বক্তব্য রাখছি যাতে আগামী দিনে সমস্ত ত্রিপুরার ফসলের জমি যাতে জলসেচের আওতায় আসে, বড় বড় রাস্তাগুলি যাতে গ্রামের সবগুলি রাস্তার সঙ্গে এসে মিশে। আমি বলব যে কেবলমাত্র সমালোচনা করলেই হবে না, আমাদের উচিত গঠনমূলক সমালোচনা করা। আমরা গত বৎসর বলেছিলাম যে বাজেটে যে টাকা আছে তার সবটাই যেন খরচ হয়। আমরা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে রাজ্যপাল বলেছেন যে আমাদের আট কোটি টাকা খরচ হওয়ায় আরও ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যদি আমরা এভাবে এগিয়ে চলি, তাহলে আমরা ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারব। শুধু চীৎকার দিয়ে কিছু হবে না। চীৎকার দিয়ে দেশের সর্বনাশ করা যায়। কিন্তু চীৎকার দিয়ে মানুষের উপকার করা যায় না। আমি বলব আপনারা যে হরতালের ডাক দিয়েছেন সেই হরতালের ডাকে হাজার হাজার রিক্সাওয়ালা উপোষ করেছে, তারা সেদিন কিছু করতে পারে নি, তারা উপবাসে থেকেছে। সেজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব যাতে ত্রিপুরার মঙ্গল করতে পারি সেই চেষ্টা করতে। আমরা এসেছি বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে ভোলাবার জন্য নয় আমরা এসেছি ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করতে। আমি বলব আমরা যে চেষ্টা করছি এবং যেভাবে এগিয়ে চলছি যদি আমরা সেই ভাবে চলতে পারি তবে ত্রিপুরার মানুষের উপকার করতে পারব। এই বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে বিভিন্ন খাতে টাকা ধরা হয়েছে। কিছু টাকা যেটা মূল বাজেটে ছিল: প্রশ্ন উত্তরের সময় আমরা দেখেছি কোন কোন হেডের টাকা এখনও সম্পূর্ণ খরচ হয় নাই। এর মধ্যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আরও কিছু ধরা হয়েছে—মার্চ্চ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে—মন্ত্রী মহোদয়রা বলছেন খরচ করা হবে। ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা যদি আমরা বিচার করি তাহলে এটা দেখব যে বর্ত্তমানে খরা দুর্ভিক্ষ অবস্থা একটা শোচনীয় পরিণতির দিকে মানুষকে ঠেলে দিয়েছে। সেজন্য আজকে এই শাসক গোষ্ঠি দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন খাতে

খরচ চাওয়া হয়েছে, বিভিন্ন খাতে খরচ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন সরকার সেই কথাও আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। প্রথমে ইরিগেশন নেভিগেশান এম্বেকমেন্ট ইত্যাদি—যেখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিছু খরচের নমুনা কিছুটা পরিকল্পনার নমুনা না বলে পারছি না। প্রথমে কুর্তী অঞ্চলের কথা আমি বলছি। ফ্লাড প্রটেকশান—কুর্তী ফ্লাড প্রটেকশানের ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য যে এলাইনমেন্ট করা হয়েছিল প্রথমে সেই এলাইনমেন্ট দিকে আমি দেখেছিলাম যে, মানিকনগর কলোনী—সেই কলোনীটাও রক্ষা পায়—ত্রিপুরা আসাম বর্ডারে। পরবর্তী সময়ে সেই এলাইনমেন্ট পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা হল। সেখানকার গাঁও সভার গাঁও প্রধান গাঁও সভা থেকে রিজোলিউশান করে সেই রিজি-লিউশান পাঠিয়েছেন—যুক্ত করেছেন যাতে এলাইনমেন্ট পরিবর্তন না করা হয়—দেখা যাচ্ছে এলাইমেন্ট পরিবর্তন করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একজন কংগ্রেস সদস্য নীরেন্দ্র ধর—তার বাড়ী, আগের এলাইনমেন্ট তার বাড়ীর কিছুটা অংশ বাইরে ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে এলাইনমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে মানিকনগর কলোনীটা সম্পূর্ণ এর বাইরে থাকছে। বহু একর জমি বাইরে থাকছে এদের রক্ষার উপায়টা কি। আমরা দেখছি যে গাঁও সভা থেকে প্রতিবাদ এসেছে এবং ইতিমধ্যে আবার নানা ভাবে চেষ্টা করার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে; আমার যে কথা আসাম ত্রিপুরা বর্ডার দিয়ে এলাইন-মেন্ট যদি করা হয় তাহলে সমগ্র ত্রিপুরা রক্ষা পায়—অন্তত এই অঞ্চলটা ফ্লাডের হাত থেকে [illegible] রক্ষা পাবে। আরও আমি কি দেখছি, এখানে যে কনট্রাকটার আছেন তিনি আসাম থেকে লেবার নিয়োগ করছেন এবং রোজ ২ টাকা করে তাদের দেওয়া হচ্ছে—সকাল ৮টা থেকে টি গার্ডেনের লেবারার—সেখানে এসে কাজ করছে। কনট্রাটার্স লেবার্স যে এ্যাক্ট আছে তাতেও আমি দেখছি মিনিমাম ওয়েজ তাদের দিতে হয়। কিন্তু সেই মিনিমাম ওয়েজও তারা পাচ্ছে না। অন্য দিকে কি হচ্ছে—মাটি চুরি হচ্ছে। সরকারী খরচে যে মাটি তুলা হচ্ছে সেই মাটি প্রাইভেট পার্টির কাছে বিক্রি করা হচ্ছে এমন কি আর এক পার্টির কাছে—আসামেও বিক্রী করা হচ্ছে। এটা তদন্ত প্রয়োজন—তদন্ত করে তার একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসংগে জুরি বাঁধের কথা উল্লেখ করছি। জুরিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল—বহু হৈ চৈ হয়েছে ঐ বাঁধ নিয়ে। যখন বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তখন পাকা বাঁধ ডুবে গিয়েছিল, বহু মানুষের ফসল নষ্ট হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ মানুষ কিন্তু আজও পায়নি। যে সংখ্যালঘুর জমির উপর দিয়ে ডাইভার্সান চ্যানেল কাটা হয়েছিল তারও ক্ষতিপূরণ পায়নি। কিছুদিন আগে যে বৃষ্টি হয়েছিল তখন দেখা গেল—সংখ্যালঘু কয়েকজনের বাড়ী পড়েছিল, তার পাশে আর বাড়ী প্রায় যায় যায় অবস্থা। শেষ পর্য্যন্ত যখন আবার এস. ডি, ও'র গোচরে আনা গেল—মহা হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছিল তখন—তারা বাঁধ কেটে দিল। এটা কি অর্থের অপচয় নয়? কেন সত্যিকারের প্ল্যান করে কাজটি করা হয়নি। যাতে মানুষের সর্বাঙ্গীন উপকারে আসতে পারে। বাঁধ তৈরী করার মানে তাই নয় যে মানুষের উপকার হবে না। সরকারী অর্থের অপচয় করে মানুষের অর্থের অপচয় করার কোন দাম নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেওয়ান পাশা ছড়ার ৩।৪ স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। আমি দেখেছি বিভিন্ন স্থানে অনেকেই জল পাচ্ছে না। পাম্পসেট একটি দিয়েছিল, কিছু দিন কিছু জল দেওয়া হয়েছিল, তারপর পাম্পসেট অকেজো। এই অবস্থা আমি দেখছি। সুতরাং আজকে অনেক হয়েছে অনেক কিছু আমরা করেছি ইত্যাদি

বক্তৃতা আমরা মন্ত্রীদের মুখে শুনেছি। সেই কথা কতটুকু ত্রিপুরার মানুষের উপকারে আসছে সেটিই ভাববার বিষয়। যখন আমরা বার বার বলেছি যে রামনাছড়া যেটি আছে বাংলা দেশ এবং ভারতের বর্ডারে, যদি বান্ধ দেওয়া যায় তাহলে পশ্চিম চন্দ্রপুর, রাইমা, ভদ্রপুর এরিয়ার বিস্তৃত জমি রক্ষা পাবে এবং সেচের জল পাওয়া যাবে (রেড লাইট) মনিনীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর কিছুটা সময় চাই…

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—অনেক বক্তা আছে…

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা ঃ—এবং সেজন্য বাংলাদেশের সংগেও যোগাযোগ করার প্রয়োজন আছে। মাটির নীচে প্রচুর জল আছে— ধর্ম্মনগরে জলের অভাব নাই—ধর্মনগরে মেটেরিয়েলসের অভাব নাই— রেল লাইন আছে, মেটেরিয়েলস প্রচুর সরকার পেতে পারে। মাটির নীচের জল নয়াপাড়ায় যে টিউব ওয়েল আছে, ডিপ এর থেকে পানীয় জল সরবরাহের কথা ভাবা হচ্ছে। এ ভাবে বহু ডিপ টিউব ওয়েলও হয়ে যেত। করার প্রচুর স্থান আছে, সম্ভাবনা আছে কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছেন ? আমি ধর্ম্মনগরের ক্ষেত্রে কি দেখছি ? যা প্রয়োজন কোন কিছুই তো আমরা পাচ্ছি না। আজকে পাম্পিং সেটের যে কথা বলা হচ্ছে অনেক। আমি তৈসামার পাম্পিং সেটের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। তৈসামার লোকদের বলা হয়েছিল তোমরা কোপারেটিভ করার চেষ্টা কর—৫০০ টাকা জমা দাও, পাম্পিং সেট তোমরা পাবে—তারা সব করে। তারপর বলা হল তোমরা জিনিষ পত্র সব কিন—মবিল কিন- ডিজেল কিন—তারা ধর্ম্মনগর থেকে কিনে আনল। তারপর পি, ই, ও, বলছেন পাম্পিং সেট অচল। তাদের জন্য যেটি করার কথা ছিল সেটি করতে পারল না। গম ইত্যাদি যা কিছুটা করেছিল সেটিও শুকিয়ে গেল। বেশীর ভাগ আদিবাসী এবং তপশীল জাতির বাস সেখানে—জমিও তাদের সেখানেই বেশী। সুতরাং তাদের জমিতে জল সেচ করা যায়নি। সমস্ত লোক জনকে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়া হল। খয়রাতি দাদন, টেষ্ট রিলিফ, এগ্রিক্যলচারেল লোন ইত্যাদি কথা বলেছেন অনেক দিয়েছেন। সেদিনও আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি, আমি কলিং এটেনশান দিয়েছিলাম এটা আসেনি। ভদ্রপুর গাঁও সভার প্রধান টেলিগ্রাম করেছিলেন যে কোন ধরনের লোন দেওয়া হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গিয়েছে যার ফলে পুয়র পেজেন্টস, লেবারার্স একৃসট্রীমলি সাফারিং—এটা করেছিলেন—সেই টেলিগ্রাম এসেছিল আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তাহলে বিষয়টি কি হচ্ছে বুঝতে পারি। কিছু দিন আগে আমি জানি টেষ্ট রিলিফের কাজ যখন সেখানে ছিল—ক'জন কলেজের ছাত্র তারা টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে গিয়েছিল—বাবা মা'র এমন কোন সংগতি নেই—বাইরে রেখে পড়াতে হলে সেখানে মাস মাস টাকা দিতে হবে— ছেলে বাড়ীতে এসেছে। সেই টাকার সংস্থান করতে পারছে না। এর পরিবার চলে কি করে—টেষ্ট রিলিফের ২ টাকার কাজের জন্য সেই কাজ করতে এসেছিল। প্রথম ছাত্র নেব না বাধা দেওয়া হয়েছিল, পরে অবশ্য নিতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থা আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি। এটা সারা ত্রিপুরার—এটা এক জায়গার চিত্র নয়। ষ্টার্ভেশান ডেথ হয়—ষ্টার্ভেশান ডেথ প্রচুর হয়েছে ত্রিপুরায় অথচ সেগুলি নাকি কণ্ট্রাডিক্‌ট করা হয়েছে—একটা প্রমাণ আমি দিতে চাইছি—শিকারী বাড়ীর ক্ষেত্র সিংয়ের

ষ্টার্ভেশান ডেথ হয়েছে—তার স্ত্রী সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করল—ট্রাইবেল সুপারভাইজার প্রধান-কে বুঝিয়ে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে গিয়ে বললেন যে এইভাবে দরখাস্ত দিয়ে তুমি টাকা পাবে না। তুমি টাকা পেতে হলে যে ভাবে দরখাস্ত করতে হবে—তিনি নিজে ড্রাফট করলেন দস্তখত নিলেন—এর পর অবশ্য ২৫ টাকা সাহায্য পেয়েছিল। সুতরাং আমি দেখছি অনাহার মৃত্যু যেটি ঘটেছে সেটিকে কন্ট্রাডিক্ট করার জন্য কি ধরনের একটা ব্যবস্থা ত্রিপুরায় চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খয়রাতি বিলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের করাপশান হয়েছে। বিভিন্ন দুর্নীতি হয়েছে। পানিসাগরের হালাম বস্তিতে মানিক হালাম নামে একজন লোক, ফল্‌স নামে সে টাকা ড্র করেছে, অফিসের সঙ্গে লিংকড আপ ছিল এবং আমরা দেখলাম জেনুইন ব্যক্তি যারা তারা টাকা সেখানে পায়নি। ডি, এম, এস, ডিউর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই ব্যাপারে কিন্তু কোন ইনভেষ্টিগেশান হয়নি। স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট প্রগ্রাম, রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রগ্রামের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। নালুকাটায় ২০০ জন আনএমপ্লয়েড ইউথ ডি, এম, র কাছে গিয়েছিল, তাদের ডি, এম, এ্যাসিউর করেছিলেন যে তাদের কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল সেখানে মাত্র একদিন, দুইদিন মাত্র টেস্ট রিলিফের কাজ চলেছে, তারপরই বন্ধ। এই ছবি কেবল মাত্র ধর্মনগরে কোন একটা অঞ্চলের নয়, এই ছবি সারা ত্রিপুরার। আমরা যদি বন বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে কি দেখব? কাঞ্চনপুর বাগমন এলাকায় অনেক ট্রাইবেল দীর্ঘদিন যাবত জমি চাষাবাদ করছে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের উচ্ছেদ করছে। লার্জ স্কেলে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এমন কি যেসব জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছিল, তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অবস্থা আরও দেখছি। কৃষি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মনগরে বলা হয়েছে যে আগের ঋণ যেটা ছিল, সেটা কেটে নেওয়া হবে না, ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় কি হয়েছে আমি জানিনা, কিন্তু ধর্মনগরে সেটা কেটে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই অবস্থাটা দেখছি। পানীয় জলের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? রিংওয়েল, টিওব ওয়েল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কতটি দেওয়া হয়েছে? আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর কথা আমি বলছি, যেখানে প্রয়োজন মত জানানো হয়েছে, বারবার যোগাযোগ করা হয়েছে, কিন্তু কয়টি পাওয়া গেছে? যা পাওয়া গেছে নিতান্ত কম। বিভিন্ন গ্রামে যেখানে পানীয় জল সরবরাহ করা প্রয়োজন ছিল, সেখানে বেশী যায়নি। আলগাপুর, শাকাইবাড়ী চন্দ্রপুর, পশ্চিম চন্দ্রপুর, বরুয়া কান্দি, ভাগ্যপুর, রাগনা, সাবাজপুর, গঙ্গানগর এবং অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে প্রয়োজন ছিল, সেখানে খুব কম পেয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার অবস্থার কথা বলতে গিয়ে আমি জয়ন্তী গ্রামের কথা না বলে পারছিনা। একটি জয়ন্তী গ্রাম, কিন্তু জনপদ পত্রিকায় দেখেছিলাম সে গ্রামের নাম নির্ভয়পুর, সেটা নয়, নির্ভয়পুরে এখন ভয়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। তবে সোনামুড়া মহকুমায় দুর্লভনারায়ণপুর বলে একটা জায়গা, সেখানকার মোটামুটি একটা চিত্র আমি এখানে তুলে ধরছি। সেখানে ছয়টি বড় কুয়া, ৩০টি ছোট পুকুর আছে, এই ৩৬টির মধ্যে আটটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, ২৬টির কোনটিতে হাঁটু জল,

কোনটিতে তার চেয়ে কম জল, আর দুইটিতে মোটামুটি। টিউব ওয়েল আটটির মধ্যে চারটি পুরানো, অকেজো অবস্থায় আছে। কোনটির হয়তো পাইপ আছে, মাথা নেই, হারিয়ে গেছে— জল নেই। সাধারণতঃ গ্রামে ৩/৪ করা হয়, কিন্তু এই বছরে হয়েছে ১/৪। ওভার ফ্লো এখানে হবে না, এমন কথা বি, ডি, ও, সাহেব জানিয়েছিলেন। তারপর সেখানে একজন পাবলিক ক্ষীরমোহন দেবনাথ নিজের উদ্যোগে দেখিয়ে দিলেন যে ওভার ফ্লো হতে পারে। তখন গ্রামবাসীকে জানান হল যে স্যাংশান নেই, স্যাংশান আজ পর্য্যন্ত নেই। দুল ভনারায়ণপুরের পপুলেশান হচ্ছে ২২৩০। এটা শুধু জয়ন্তী গ্রামের দৃশ্য নয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের দৃশ্য। ত্রিপুরার মধ্যে এমনি ভাবে অভাব সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সরকার সেই অভাবকে মেটাবার কোন চেষ্টা করছেন না। সরকার থেকে টাকা ধরা হয়েছে এবং যে টাকা ধরা হয়েছে নিতান্ত কম, এই টাকাও সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে না। উপযুক্ত ভাবে খরচ করার কোন পথ তারা দেখছেন না। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে যে সংশোধনী ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তা আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরায় যে ভয়াবহ খরা, সেই খরাকে মোকাবিলা করার জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার সচেতন, তাই খরা মোকাবিলা করতে আমরা পেরেছি। বিরোধী দলের সদস্যদের অনেকেরই আশা ভঙ্গের কারণ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের সাজানো বক্তৃতা দেওয়ার যে চিন্তা ছিল, সেই চিন্তা বানচাল হয়ে গেছে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায়। বৃষ্টি হওয়ায়, ঠিক লাইনে বক্তৃতা উনাদের হচ্ছে না। কোথাও কোথাও উনারা অভিযোগ করেছেন আমি শুনলাম, সোনামুড়ায় ধীরেন সেনের পাম্পিং সেটের অভিযোগ মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস যেটা বলেছেন, আমি উনার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এই যে পাম্প সেট উনি ব্যক্তিগত ভাবে টাকা দিয়ে কিনেছেন, না সরকারের দেওয়া, সেই সম্পর্কে উনি জানেন কি না আমার সন্দেহ আছে। উনি কোথাও থেকে সংবাদ কালেকশান করছেন কিনা আমি জানি না আমি নিজে জানি উনি সেটা ব্যক্তিগত ভাবে কিনেছেন এবং এটা দুই বছর আগের কেনা। এই যে বক্তৃতা উনারা শিখে এসেছিলেন যে এবার বিধানসভায় কিছু একটা করব, খরা সম্পর্কে, সেটা বৃষ্টি হওয়ায় বানচাল হয়ে গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খরার মোকাবিলা করতে সরকার ক্রাশ প্রগ্রাম, টেষ্ট রিলিফের কাজ এবং সীজন্যাল বাঁধ দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল এবং সমস্ত অঞ্চলে সীজন্যাল বাধ দিয়ে বোরো ধান যে করা হচ্ছে এটা অতি সত্য, কিন্তু এই যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সে বাঁধকে হয়তো আমরা অস্থায়ী ভাবে করেছি, সেই অস্থায়ী বাঁধকে যাতে স্থায়ী করতে পারি, এখন থেকেই তার জন্য সরকারী প্রচেষ্টাকে জোরদার করা উচিত ছিল। আমি কয়েকটি বাঁধের নাম এখানে উল্লেখ করছি। লক্ষীছড়া বাঁধ হয়েছে, বাইখুরা ছড়ার উপর বাঁধ হয়েছে, অভয়নগর নলুয়াছড়ার উপর বাঁধ হয়েছে, এইসব বাধ সরকার এবং কৃষকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় হয়েছে। যে পরিমাণ টাকা সেই সব বাঁধে খরচ হয়েছে, সরকার সব টাকা সেখানে দেয় নাই। সরকার এটা বুঝতে পেরেছে যে খাদ্য উৎপাদন যদি না করা হয়, তাহলে তাদের আগামী দিন অন্ধকার, তাই তারা নিজেরা

চেষ্টা করে বাঁধ দিয়েছে, তাতে সরকারী সাহায্য পাওয়া গেছে। সেই বাঁধকে স্থায়ী করতে হলে সেখানে চ্যানেল এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই ব্যবস্থা করতে গেলে মাইনর ইরিগেশনকে আরও দ্রুত গতিতে কাজ করতে হবে। কিন্তু মাইনর ইরিগেশানের কাজের নমুনা যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে মাইনর ইরিগেশান কোন দিকে কোন কাজ করতে পারছে না, যদি মাইনর ইরিগেশান সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারত, তাহলে আজকে খরায় মানুষের এত দুর্ভোগ হত না। আজকে এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে একটু আগে আমার একজন মাননীয় সদস্য বলে গেছেন যে পূর্ব্ব লাউগাঙ নদীর উপর, পূর্ব্ব বগাফাতে পাম্পিং সেট দেওয়া হয়েছে দুইটি, তার মধ্যে একটি অচল। আমার একটা প্রশ্ন ছিল এ্যাসেম্বলীতে, রিটন আনসার আমি পেয়েছি, তার থেকেও আমি দেখেছি যে আমার এলাকাতে যে দুইটি পাম্পিং সেট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি আজকে দুই বছর যাবত অকেজো, কিন্তু এর কারণ কোথায়, আমরা কিছু জানি না। আমরা যখন যাই, তখন বলা হয় টেকনিক্যাল ব্যাপার, এই টেকনিক্যাল ব্যাপারের যে লাল ফিতার বাঁধন, সেই বাঁধন আমরা ভাঙ্গতে পারিনা। এই টেকনিক্যাল শব্দ বলে আমাদের অন্ধকারে রেখে দিচ্ছে। মাইনর ইরিগেশানের অপদার্থতার জন্য আজকে এইগুলি ঘটছে, আমার মনে হয় সেখানকার যে কর্ম্মচারীরা আছেন, তারা কাজে অবহেলা করেন বলেই আজকে এই খরায় মানুষকে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। আমরা দেখছি যে প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা ফেরত যাচ্ছে। মাইনর ইরিগেশান এই টাকাকে কাজে লাগাতে পারছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষক, এই কৃষককে যদি বাঁচাতে হয়, ত্রিপুরার অথনীতিকে যদি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে হয়, তাহলে এই কৃষির উপর যে অর্থনীতি নির্ভর করে সেই কৃষকদের সাহায্যে মাইনর ইরিগেশানকেও এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, কৃষির সংগে মাইনর ইরিগেশানের যোগ সাজস আছে, কিন্তু মাইনর ইরিগেশান ঠিকমত কাজ করছে না। আমি দেখেছি হৃষ্যমুখে দরিয়া ছড়ার উপর বাঁধ দেওয়া হয়েছে, এখানে পাম্পিং সেট আছে, সেই পম্পিং সেট দুইদিন পরপরই অচল হয়ে থাকে। সরকার থেকে হিসাব দেওয়া হচ্ছে যে সেখানে দুই কানি জমির মধ্যে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি গতবারও বলেছি যে এটা কাগজের হিসাব, বাস্তবে সেই হিসাব নয়। একদিন দুই কানি, আগামী দিনে দুই কানি, ঐ তারপর দুই কানি, এই করে করে ৪০ কানির কোঠায় হয়তো নিয়েছে এবং সেই রিপোর্ট হয়তো মন্ত্রীদের কাছে এসেছে, কিন্তু আমি বাস্তব ক্ষেত্রে জানি ৪০ কানি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না। কাজেই এই যে গলদ, এই গলদকে দূর করা দরকার, এই গলদকে দূর করতে না পারলে আমাদের কোন কাজই হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই খরা পরিস্থিতিতে গ্রামীন বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরায় ক্রাশ প্রগ্রামের প্রথা চালু হয়েছিল কিনা আমি জানিনা। ডি, এম, সেখানে কিছুদিন আগে এক লক্ষ টাকা সারেণ্ডার করেছেন। বি, ডি, ও কাজ করতে চায়, এস, ডি, ও কাজ করতে চায়, শ্রমিক, কৃষক কাজ করতে চায়, যারা বেকার আছে, শিক্ষিত বেকার তারাও আজকে কাজ করতে চায়, কিন্তু ডি, এম, সাহেব সেই টাকা ফেরত দিয়েছেন। কাজেই, আমি এই হাউসে দাবী রাখছি যে এই টাকা কেন ফেরত দেওয়া হল আমরা জানতে চাই এবং এর মধ্যে

যদি কোন কারসাজি থাকে, তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। যেখানে মানুষ চায় কাজ করতে, শিক্ষিত বেকার চায় কাজ করতে, তাদের কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বাবু বলে গেছেন উদয়পুরের পাম্পিং সেটের কথা, উনি হয়তো জানেননা। আমি ৪।৫ দিন আগে খবর নিয়েছি উদয়পুরে যে দুইটি পাম্পিং সেট আছে, সেটা ময়ূর মার্কা। আমাদের দেশে তো এই ত্রিপুরা রাজ্যে পাম্পসেট তৈরী হয়না। পাম্পসেট আনতে হয় বাহিরের রাজ্য থেকে। সারা ভারতে এখন খরা চলছে। যে রাজ্যে পাম্পসেট তৈরী হয় তাদেরকে তো আমরা বলতে পারিনা যে আমাদেরকে আগে দাও, আমাদের রাজ্যের পাম্পসেটের যে ডিমাণ্ড আছে সে ডিমাণ্ড পূর্ণ করে পরে অন্য রাজ্যে দেও। এই জন্য আমাদের পাম্পসেট আনতে দেরী হয় এবং সেখানে হয়তো ময়ুর মার্কা, এই যে পাম্পসেট সেখানে হয়তো কিছু ডিসঅর্ডার ছিল। মেসিনের জিনিষ ডিসঅর্ডার হবেই। তা নিয়ে চেচামেচি করলে হবে না। সেখানে ডিসঅর্ডার যাতে না হয় এবং তাড়াতাড়ি যাতে সেইটা ঠিক হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। ডিসঅর্ডার হচ্ছে এইটা অস্বীকার করে লাভ নেই। আমি সবখানে দেখি ২।১টা করে ডিসঅর্ডার হচ্ছে কিন্তু ডিসঅর্ডার হলে এই মেসিনকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এইটাকে ঠিক করতেই হবে। কিন্তু যারা ঠিক করেন তাদের গাফিলতি আছে। এইটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কাজেই মন্ত্রীরা এবং সরকার যদি সচেষ্ট থাকেন তাহলে এবং যদি এই পাম্পসেটগুলি ঠিক থাকে তবে আগামী দিনের বোরো ফসল ঠিকমত ঘরে আসবে। স্প্রে মেসিনের কথা মন্ত্রীরা বলে আসছেন যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমরা ভি, এল, ডবলিউর সার্কেলের ১০ টা করে ডেমনষ্ট্রেশন প্লটের জন্য আমরা দেবো। এই আশায় আমরা তীর্থের কাকের মত বসে থাকি যে স্প্রে মেসিন আসছে। কিন্তু এই দিক দিয়ে ধান পোকা ধরে গেছে, কোথাও কোথাও পোকা লেগেছে যেমন কৃষ্ণনগর, ঋষ্যমুখ, দেবীপুর, মদাই, লক্ষ্মী ছড়া বাইকুড়া, রতনপুর প্রভৃতি সব জায়গায় কিছু কিছু পোকা লেগেছে। আমি জানি আমার কাছে খবর আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে স্প্রে মেসিন পাঠাতে এত দেরী হচ্ছে তার কি কারণ। সেই লাল ফিতার ভিতর শুধু কলম চালাচালি হচ্ছে। এই স্প্রে মেসিন গ্রামে যাচ্ছে না। ফলে যে ধান আগামী দিনের যে খাদ্য, সে খাদ্য আসবে না। সে খাদ্য চলে যাবে পোকার আক্রমণে। কাজেই এই আইনের কিছুটা পরিবর্ত্তন করে আইনকে প্রগতিশীল করতে হবে। তা না হলে কৃষককে বাচানো যাবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি ওভার ফ্লোর কথা বলা হয়েছে। অভার ফ্লো দেওয়া হয়েছে লাউগান প্রভৃতি জায়গায়, মোট মাট ২৫টা অভার ফ্লোর স্যাংশন ছিল। আরও ডিমাণ্ড আছে। হয়তো সরকারের সে টাকা সীমিত। ঠিকমত হয়তো আমরা যে ৫০টা অভার ফ্লোর ডিমাণ্ড আছে তা পূরণ করতে পারি না। কিন্তু যে ২৫টা গেছে সে ২৫ টার ভিতরও কারিগরি চলছে আজকে মেকানিক নেই, কালকে কনট্রাকটার যাচ্ছেনা, পরশু বি, ডি, ও সাহেব অসুস্থ তারপর অ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জীনিয়ার নেই, আবার মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে অথচ এইদিকে ফসল কিছুই হচ্ছে না। অভার ফ্লো যাবে যাবে করে আমরা সে অনেক দিন অপেক্ষা করে পরে যখন অভার ফ্লো গেল

সেখানে, কিন্তু লাউগাং এখনও কৃষকের মধ্যে ক্রাই আছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কনষ্টি-টিউয়েন্সীতে আমি জানি। তারা বলছে যে কই আমরা তো অভার ফ্লো পাচ্ছি না। এবং যে সব পাম্পসেট গেছে সেগুলি প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ে থাকে। হয়তো আজকে ঠিক করে আনা হলো কালকে আবার নষ্ট হয়ে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবেদন করবো সরকারের কাছে, সরকার যাতে এই যে গলদ সেই গলদ ডিংগিয়ে যাতে গ্রামের মানুষের উপকার হয়, সাধারণ কৃষকের উপকার হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। আমি বলি এখন হয়তো অর্ডার আসবে, কাজেই যাতে কৃষক বাঁচে, আমাদের ত্রিপুরার অর্থনীতি এবং ত্রিপুরা যাতে আরও সুন্দর হয় সেইদিকে সরকার যথাযথ কাজ চালিয়ে যাবেন এবং এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছিল তাকে আমি সমর্থন করি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস। আপনি ৪ মিনিট বলবেন, কারণ এদিকে ৪টা বেজে গেছে।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ১৯৭২—৭৩ সালের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে তার উপর আমি কিছু বলতে চাই। এই সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে ১৯৭২—৭৩ সালে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেইটা খরচ হওয়ার পরে আরও অতিরিক্ত টাকার দরকার হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে তারা অন্ততঃ বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করতে পেরেছেন। এবং এই অতিরিক্ত যে টাকা চেয়েছেন সেই টাকা মার্চ মাসের মধ্যে খরচ করবেন। একটা কথা আমি উল্লেখ না করে পারছি না যে কি ভাবে এই টাকাটা এই অল্প দিনের মধ্যে খরচ করবেন। ১৯৭২—৭৩ আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার আর মাত্র ৭।৮ দিন বাকী আছে। আমার কুমারঘাট ব্লকে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করেছিলেন রিংওয়েল করার জন্য। আমি যতটুকু জানি গত পরশুদিন পর্য্যন্ত সিমেন্ট এসে পৌছায় নি। অথচ সেই ৭।৮ দিনের মধ্যে কি করে রিংওয়েল হবে সেটা আমার বুদ্ধির অগোচরে। তাহলে সিমেন্টের ব্যবস্থা না করে কেন এই টাকাটা বরাদ্দ করলেন বুঝে উঠতে পারছি না। এই খাতে টাকাটা না রেখে মাননীয় মন্ত্রীমশায়রা অন্যভাবেও এই টাকাটা খরচ করতে পারতেন। যেখানে এই খরা পরিস্থিতির জন্য একটা দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তারা কৃষি ঋণ, দাদন, খয়রাতি, টেষ্ট রিলিফ দিয়ে খরচ করতে পারতেন। তাই আমি অনুরোধ করবো যে সরকার চেষ্টা করবেন সিমেন্ট দিয়ে যাতে এই ৭।৮ দিনের মধ্যে রিংওয়েল তৈরী হয়। তা না হলে ত্রিপুরার মানুষ কি বলবে? দ্বিতীয়তঃ কোথায় এই টাকা খরচ হচ্ছে? আগুনে ঘরবাড়ী সম্পত্তি যাদের নষ্ট হয়েছে তাদের কি অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে? কুমারঘাট বাজারে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে ধুমাছড়া বাজারে, কোথায় টাকাটা খরচ করা হবে। আপনারা কি খরচ করছেন ধর্ম্মনগর, কমলপুর না আগরতলায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যখন চাকরীর ব্যাপার হল, মফস্বলে গ্রামে ছিটেফোটা দিলেন, যখন হেলথের কথা হল, মফস্বলে ছিটে ফোটা দিলেন, যখন পি, ডবলিউ, ডি, এর কথা হল, পি, ডবলিউ, ডি, এর বহু কোটি কোটি টাকা ধরেছেন। কিন্তু রাস্তা কোথায় হল? আগরতলায়? এই শহরে? এই শহর কি সারা ত্রিপুরা রাজ্য? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আশা

করি এই সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। আমি দেখেছি অভিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন আপনারা এখানে। অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে আপনারা বলছেন। যে রাস্তার ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান এখনও হয় নি, পি, ডবলিউ ডি, এর, হাতে হ্যাণ্ড ওভার করা হয় নি সেই রাস্তার টাকা কি করে আপনারা বলছেন টাকা খরচ করে ফেলব? আমি বুঝতে পারছি-না আপনারা কি বলছেন। আপনারা কি ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছেন? তাই যদি হয় তাহলে আপনারা যা বলেন তা ঠিক নয়। আপনারা টাকা চেয়েছেন, আমরা দেব। কিন্তু টাকা খরচ করার দায়িত্ব তো আপনাদের। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এগ্রিকালচার সম্পর্কে বহু কথা উঠেছে। পাম্পিং সেট পাওয়া যায় না, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় (রেড লাইট)—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের আজকে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন আছে। আপনি অনুগ্রহ করে শেষ করুন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার মানুষ সরল সহজ এবং তারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে চায়। তার প্রমান আছে। আমার কৈলাসহর কুমারঘাটে পাম্প সেট গেছে, টেষ্ট রিলিফের টাকা গেছে, সাঁজন্যাল বাঁধ করা হয়েছে, পাম্প সেট গেছে এবং সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ইউটিলাইজড করা হয়েছে। ক্র্যাশ প্রগ্রামের টাকা গেছে, সমস্ত টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু কারো যদি দেখার দরকার হয় তাহলে তারা তা দেখে আসুন। কিন্তু যেখানে সহযোগিতা আছে, মানুষের ইচ্ছা আছে সেখানে সরকারের কাছে অনুরোধ করব যাতে সেই সহযোগিতাকে উৎসাহ দিয়ে আরও বেশী উন্নয়ন-মূলক কাজে তাদের সহযোগিতা পেতে পারেন। এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker: :—Discussion on Supplementary Estimates may continue on Monday next. Now, next item in the List of Business is Private Members' Resolution. Now, I would call on Shri Tarit Mohan Dasgupta to move his resolution that—"This Assembly is of opinion that Government should tak appropriate immediate steps for redemarcation of Tribal Reserve area keeping eye on the interest of the different sects of Tribal People of Tripura."

I think the mover of the Resolution is absent. So, this Resolution falls through. Next resolution is of Shri Jatindra Kumar Majumder. I would call on Shri Majumder to move his resolution that "this Assembly is of opinion that— ত্রিপুরায় শিক্ষায় অনগ্রসর মনিপুরী, নাথ, কপালী, বারুজীবি কুম্ভকার, নাগারচি বা শব্দকর, সুত্রধর ও কর্ম্মকার, উড়িয়া, পান উড়িয়া, ভড়, গড়, তাঁতী ও চৌহান এই ১৫ (পনর)টি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীগনকে এবং (Sch. Caste ও Sch. Tribe এর ছাত্রছাত্রী যাহারা অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাইতেছেনা তাহারা ছাড়াও) অন্যান্য সম্প্রদায়ের যাদের গড়ে মাসিক আয় ৩৫০ (তিনশত পনচাশ) টাকার কম এইরূপ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদিগকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক"।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটা ত্রিপুরা রাজ্যের অনগ্রসর বিভিন্ন কমিউনিটিজ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনসাধারণ যাদের ছেলেমেয়েরা অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুন স্কুল কলেজে লেখাপড়া করতে পারছে না, এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে আমার প্রস্তাবটা আমি এনেছি। আমি এই সংগে প্রথম কয়েকটা কথা উল্লেখ করছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল বিশ্বাস, তিনি আমার প্রস্তবটার উপর একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ড এনেছেন এবং সেটা মোর ইমপ্রুভড দ্যান মাই রিজলিউশান; কাজেই আমি—উনি যে সংশোধনী এনেছেন আমার প্রস্তাবের উপর, তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সংশোধনী আকারেই যদি আমার প্রস্তাবটা গৃহীত হয় তাহলেও আমার আপত্তি নাই।

মি: স্পীকার :—আপনার সংশোধনী এখনও মুভ হয় নি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার টেবিলে দেওয়া হয়েছে সংশোধনী। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ধাপে ধাপে শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে এটা আমি স্বীকার করি। তার সংগে সংগে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে এই রাজ্যে অধিবাসীরা রয়েছে তার মধ্যে যারা আদিবাসী, সিড্যুলড ট্রাইব যারা তাদের সংখ্যা কম হওয়ায়, যারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের এবং আদার সিড্যুলড কাষ্ট তারা তৎকালীন পাকিস্তান থেকে এসেছে। কাজেই শিক্ষার প্রসার হচ্ছে সত্য, স্কুল কলেজ গড়ে উঠছে সত্য, শিক্ষিতের হারও বেড়ে যাচ্ছে এটাও সত্য। শিক্ষিতের হারও বেড়ে যাচ্ছে সেটিও কতদুর সত্যি—কতদূর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ জনসাধারণের কতদূর অংশ কতটি পরিবারের ছেলে মেয়ে আজকে মনযোগ দিয়ে আগ্রহ সহকারে স্বচ্ছলতার সংগে শিক্ষায় মনোনিবেশ করে আজকে শিক্ষা লাভ করতে পারছে সেটিও চিন্তার বিষয়। কাজেই অনুন্নত এই রাজ্য হিসাবে, ব্যাকওয়ার্ড ষ্টেট হিসাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং বিভিন্ন খাতে আমরা অনুদান পেয়ে যাচ্ছি, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসোম মহাশয় একদিন এই হাউসে বলেছিলেন, আমরাও জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে শিক্ষাখাতে যেভাবে টাকা দিচ্ছেন, অর্থ দিচ্ছেন অনুদান হিসাবে সেটি একমাত্র কাশ্মীরের পরেই এই ত্রিপুরাকে ধরা যায়। বিশেষ অর্থে এই কথাটা অত্যন্ত সত্য—তথাপি আমাদের কেন এই প্রস্তাব এই হাউসে এসেছে সেটি অত্যন্ত সংক্ষেপে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং এই প্রস্তাবটি যাতে গ্রহণ করা হয় তার জন্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এই ভাষণ রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—দেখেছি অনেক, আমি বেশী সময় বলব না—কতগুলি কমিউনিটি আছে যেগুলি এডুকেশানেলি ব্যাকওয়ার্ড, তাদের মধ্যে কয়েকটি কমিউনিটি আছে তারা এনলিষ্টেড এজ ব্যাকওার্ড ইন এডুকেশান আর বাকী যারা অনগ্রসর আছে তাদের এনলিষ্টমেন্ট এখানে শিক্ষা দপ্তর এখনও সেটি গ্রহণ করেন নাই। এনলিষ্টেড করেন নাই তারা, কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখছি তাদের ব্যাকওয়ার্ড হিসাবে ট্রিট করা হয়—যেমন আমি উল্লেখ করছি যে গড়, পান উড়িয়া, চৌহান, রাজভড়, ভড় এবং আরও কয়েকটি কমিউনিটি আছে তাদের আমরা অন্যান্য দিকে তাদের ব্যাকওয়ার্ড ধরে তাদের সাহায্য দিচ্ছি। ল্যাণ্ডলেস পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে—সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তাদের

ব্যাকওয়াড ট্রিট করছি। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুকেশানেলি তারা ব্যাকওয়াড সেটি আমরা যদিও জানি, যদিও আমাদের সরকার জানেন তথাপি তাদের এনলিষ্টেড করা হচ্ছে না। কাজেই আজকে যারা ব্যাকওয়ার্ড সেই সমস্ত কমিউনিটি যারা রয়েছে তাদের ছেলে মেয়েদের যাতে কলেজে—সরকারী বা বে-সরকারী স্কুল কলেজে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য আমি এই হাউসে আবেদন রাখছি—এটাই আমার প্রস্তাব। তার সংগে সংগে আজ যারা স্বল্প আয়ের মানুষ, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যারা কৃষক—যাদের মাত্র ২।৪ কানি জমি আছে অথচ হিসাব করলে দেখা যায় তাদের হয়ত ৪ কানি জমিতে বছরে আউস আমন এবং একটি এডিশনাল ক্রপ নিয়ে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে তাদের আয় ৩ ০।৫০ টাকার বেশী হতে পারে না। কিন্তু তাদের ব্যয় এই যে এগ্রিকালচার খাতে এই সামান্য যেটুকু আছে তার ব্যয় কত সেটি আমরা ধরতে পারি না। সেটি আমরা দেখি না কাজেই যারা ব্যয় করছে আমরা ধরি না—আমরা ইনকাম ধরি। এই যে ছোট ছোট চাষী যারা—ক্লাশ ফ্রি এমপ্লয়ী যারা—প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক যারা—যাদের বেতন কম তাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সেই সুযোগ পাচ্ছে না—কেন পাচ্ছে না—আমি বলতে পারি এইটকু আমাদের প্রভিশান রয়েছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যেটা বহন করছে সেটি হচ্ছে লোয়ার ইনকাম গ্রপ ষ্টাইপেণ্ড। সেটি লোয়ার ইনকাম গ্রুপ তার মাত্রা কত—মাসিক না বাৎসরিক—কত আয় সেটি আমরা জানি। কিন্তু সেই যেটি মাত্রা ধরা হয়েছে—উর্দ্ধমাত্রা ধরা হয়েছে—আজকে আমরা যেটি বাস্তবে দেখছি সেটাকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কেন ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে—যার আয় ৩৫০ টাকা সে লিখছে ২০০ টাকা—কেন লিখছে সে জানে ২০০ টাকার বেশী যদি লিখা হয় তাহলে আমি পাব না। আমার ছেলেমেয়ে যদিও আজকে খেতে পারছে এবং লেখাপড়ার আগ্রহ আছে, আকাঙ্খা আছে, যদি আমি আমার আয় ২০০ টাকার বেশী লেখি তাহলে আমার ছেলেমেয়েকে স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ দিতে পারব না—সেখানেই আজকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, সেখানেই তাদের আজকে এই দুর্বলতা—তারজন্য মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েও সেটি করছে। যদি আমরা এই লিমিটকে বাড়াই, যদি আজকে এই বাস্তব—এসেনসিয়েল কমডিটিজ যেটি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেটির দাম দিনের পর দিন বাড়ছে—আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্টের মধ্যেও আমরা দেখছি—আমরা নিজেরাও জানি, কাজেই সেখানে আজকে স্বল্প আয়ের মানুষ, যারা আজকে মেহনতি মানুষ, যারা সামান্য আয়ের মানুষ, যারা তাদের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারছে না তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য—তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে বলতে হয় লিমিট বাড়াতে হবে—সেটি অন্তত মিনিমাম সাড়ে তিনশত টাকা মাসিক আয় গড়ে না ধরি তাহলে সেই পরিবারের ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ার সুযোগ পাবে না। কাজেই সেখানে আসবে দুর্ব্বলতা এবং সেখানে কিছুটা অনিচ্ছা সত্বেও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। আর একদিকে বলছি এই কথা যে আমাদের শিক্ষা খাতে আমাদের রিসিট সাইড—এই কথা বললে ভুল হবেনা যে আমাদের ইনকাম খুব কম—ত্রিপুরার রিভিনিউ খুব কম। শিক্ষা খাতে দূরের কথা —কিন্তু যেখানে আমাদের সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনছি—যেখানে আমাদের এক্সপেণ্ডিচার দুই কোটি টাকার মত—ইনকাম হচ্ছে সামান্য কিছু সেখানে আমরা কেন্দ্রীয়

সরকারকে যদি বুঝাতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকারকে যদি কনভিন্স করাতে পারি, কেন্দ্রীয় সরকারকে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা ওয়াকিবহাল করাতে পারি, তাহলে আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার সেটি দিতে দ্বিধা করবেন না—আমাদের অনুন্নত রাজ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন এবং আরও অনুদান বাড়িয়ে দেবেন। কাজেই আজকে আমাদের এই যে অবস্থা এটাকে আমরা যদি মোকাবিলা করতে হয়, যদি সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হয়—যারা আজকে ন্যায্য প্রাপক, যারা আজকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, তাদের যদি সাহায্য দিতে হয় তাদের যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় শিক্ষার, তাদের যদি আমাদের অগ্রসর করতে হয় তাহলে আজকে আমাদের দুই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রাখছি—এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি কি বলবেন আমি জানি না। কিন্তু আমার অনুরোধ থাকবে যেখানে বাধ্যতামূলক—কম্পলসারী এডুকেশন চালু করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি সেখানে অন্ততঃ এই অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন করতে চলেছি, সেখানে আজকে এইটুকু স্বীকার করে নিয়ে যদি আমরা এটাকে ষ্টার্ট করি তাহলে ভবিষ্যতে, এই এক্সপেরিমেণ্ট-এর উপর এই যে পরীক্ষা এটাকে আমরা পরবর্তী পন্থা হিসাবে গ্রহণ করতে পারব অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেটি আমি আশা রাখি এবং আমি বিশ্বাস করি—তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আর বেশী না বাড়িয়ে আমি এখানেই আমার বক্তব্য রাখছি যে প্রস্তাবটি যেন গ্রহণ করা হয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় যে প্রস্তাব আজকে এই হাউসের সামনে এনেছেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কিছু সংশোধনী এনেছি। সেটি হল "ত্রিপুরায় শিক্ষায় অনগ্রসর—মনিপুরী, নাথ, কপালী, বারুজিবী, কুম্ভকার, নাগারচী বা শব্দকর, সূত্রধর ও কর্মকার, উড়িয়া, পানউরিয়া, ভড়, রাজভড়, গড়, তাঁতী ও চৌহান এই ১৫টি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রী যাহারা অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাইতেছেন তাহারা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যাদের গড়ে মাসিক আয় ৩৫০ টাকার কম এই রূপ পরিবারের ছাত্র ছাত্রী দিগকে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক।" আমার এই এমেণ্ডমেন্টটি কেন এনেছি এই হাউসে—সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছি। মাননীয় যতীন্দ্র মজুমদারের যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাতে আমি দেখছি যে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব যারা ৩৫০ টাকা বা তার কম পরিবারের লোকদিগকে সরকারী বা বেসরকারী স্কুল এবং কলেজে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক—এই যে কথাটা এখানে উনার যে মূল বক্তব্য, সেই বক্তব্য সত্য। বর্তমানে ত্রিপুরার যে দ্রব্যমূল্য, ত্রিপুরার মানুষের যে অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে উনি যে বলেছেন যে সাড়ে তিনশ টাকা এবং তার নীচে পায় সেই সমস্ত নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবারে ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হউক, এই যে কথাটা সেটা আমার কাছে আনন্দ লাগছে। উনি আজকে ত্রিপুরার মোটামুটি চেহারা সম্পর্কে সচেতন হয়েই এটা বলছেন। এই প্রস্তাবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে, তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির ছাত্র ছাত্রীরা যে সুযোগ সুবিধা পায়, সেই

সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে এই নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে মেয়েদের পাওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি এই কারণে যে, বিশেষ করে সিড্যুল কাষ্ট সিড্যুল ট্রাইবের ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল বোর্ডিং থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ সুবিধা পায় অথচ এই নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে মেয়েরা সেই বোর্ডিং-এ থাকা বা গ্র্যাণ্ট নিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ সুবিধা নাই। এখন এটাতে কি অবস্থা দাঁড়ায় ? আমরা দেখছি অনেক ছাত্র সিড্যুল কাষ্ট ছাড়াও এই যে ১৪টি সম্প্রদায় আছে, তাদের মধ্যে অনেক ছেলে মেয়ে পড়াশুনায় অত্যধিক ভাল রেজাল্ট করেছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে ক্লাশে ভাল রেজাল্ট করেছে. কিন্তু কি অবস্থা হয়েছে ? একটা ছেলে আমি দেখেছি যে সে দিনের পর দিন একটা মাত্র শার্ট, ছেঁড়া শার্ট গায়ে দিয়ে আসে হয়তো খেয়ে এসেছিল কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রাখেনা, কিন্তু সেই ছেলেটার মেরিট অনেক ভাল ছিল, কিন্তু দারিদ্রের জন্য তার পিতাকে কিছুটা রিলিফ করার জন্য কিছু যদি সাহায্য করা হত, সরকারী বোর্ডিংএ রেখে যদি তাকে কিছুটা অর্থ সাহায্য করা হতো, তাহলে এই ছেলেটা আমাদের এই সমাজ জীবনে তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেতাম। সামান্য একটু সাহায্য না পাওয়ার জন্য একটা ছেলে অংকুরেই বিনাশ হয়ে যায়। এই যে গরীব ছেলে মেয়ে, তারা যাতে পড়াশুনার সুযোগ পায়, তাদের যে মেরিট আছে, তাদের যে যোগ্যতা আছে, সেটা বিকাশ করার সুযোগ পায়, সেইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে হাউসকে অনুরোধ রাখব আমি যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছি এবং সেই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মাধ্যমে যে বক্তব্য আমি রেখেছি, অন্তত আর কিছু না হউক, গরীব ছেলে মেয়েরা যাতে কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায় এবং এই সুযোগ যাতে রক্ষিত হয় এবং রক্ষা করার জন্য আমি আশা করি আমার এই বক্তব্য হাউস মেনে নেবেন এবং এটাকে সমর্থন করবেন। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে, কলেজে আমরা দেখছি তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের বোর্ডিংএ থেকে, কলেজ হোষ্টেলে থেকে হোষ্টেল গ্র্যাণ্ট এবং ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে। কলেজে যাতে নিম্ন আয় বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে মেয়েরা এই সুযোগ সুবিধা পায়, সেইজন্য আমি সংশোধনী আকারে এই প্রস্তাব এনেছি। আশা করি এই প্রস্তাবটা হাউস সমর্থন করে এই গরীব লোকদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান অবস্থায় আরও বেশী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করবেন এবং ত্রিপুরার মানুষকে আমরা আরও যাতে উন্নত করতে পারি, আরও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে পারি, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই হাউস এই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এই বলে মাননীয় সদস্য যে মূল প্রস্তাব এনেছিলেন, সেই প্রস্তাবের সংগে এই অংশটা জুড়ে দিয়ে, উনি যে বলেছেন, সেগুলির উপর আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য মাননীয় যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য সুবল বিশ্বাস যে সংশোধনী প্রস্তাব এর উপর দিয়েছেন, এর প্রতি আমার সমর্থন আছে। কিন্তু আমাদের একটা নিজস্ব বক্তব্য আমি এখানে রাখছি। যতীন্দ্র বাবু যাদের কথা বলছেন, সেই মনিপুরী, নাথ, কাপালি,

বারুজীবি, কুম্ভকার, নাগার্চি, শঙ্খকর, রাজভর ইত্যাদি যারা অর্থনৈতিগত ভাবে এই সমাজের মধ্যে দুস্থ, তাদের কথা বলছেন। আমরা যদি প্রশ্ন করি এঁরা কারা? এরা হল রাজ্যের কামার, কুমাড়, ছুতুর, তাঁতী। যদি প্রশ্ন করি এরা কি করে? কেউ কৃষক, কেউ চা বাগানের মজুর, কেউ বিহার, উত্তর প্রদেশ, ওড়িষ্যা থেকে উৎখাত হয়ে ভাসতে ভাসতে জীবিকার সন্ধানে ত্রিপুরার এবং আসামের পাহাড়ে, জঙ্গলে এসেছিল, তারা হয়তো আজকে চা বাগানে কাজ করে অথবা পথে ঘাটে ইট ভাংগে। ওদের জীবনে কোন স্বপ্ন নেই, ওদের এক মাত্র পুঁজী রোজগার করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা। ওদের পরিস্কার বলা চলে ওরা সমাজের মেহনতি মানুষ। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কথায় ওরা হচ্ছে অংগ ভংগ কলিংগের সমুদ্র নদী ঘাটে ঘাটে কাজ করে, সেইসব মেহনতি মানুষের দল। আজকে যে সমস্ত লোকেরা অর্থনীতি কারণে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, আমি বলবনা ওরা খুব উন্নত, ওরা খুব অভিজাত। কিন্তু ওদের চেয়ে যারা পালকী বয়, যারা ঢাক বাজায়, যারা জুতো সেলাই করে, যারা মজুর কামিনের কাজ করে, ওদের জীবনে অন্ধকার অনেক বেশী। পশ্চিম থেকে এখানে এসে যারা চা বাগানের কাজ করছে, তাদের ছেলে কলেজতো দুরের কথা স্কুলে লেখাপড়া শিখবে সে স্বপ্ন তারা দেখেনা। এতগুলো জাতির মধ্যে বোধ হয় একজন ছেলে বি, এ পাশ করেছে, ওরা কখনও স্বপ্ন দেখেনা যে আমার ছেলে বি এ পাশ করবে। তারা শুধু এইটুকু স্বপ্ন দেখে যে আমরা যে চা বাগানের মজুর, উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ছেলেকে যাতে নিশ্চিত ভাবে রুটির সন্ধান দিয়ে যেতে পারি, এইটুকুই এরা আশা করে। যে কথা সুবল বাবু বলেছেন যে ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক প্রতিভাশালী ছেলেমেয়ে আছে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওদের মধ্যে বিদ্যাসাগর বা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর স্বপ্ন দেখে লাভ নেই, ওরা আজকে অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে আছে, সেটা থেকে তাদেরকে মুক্ত করে তাদের অন্তত: প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায় কি না, এইসব দিকে নজর দেওয়া দরকার। কারণ, আমরা এট মনে করি যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে জাতিগুলি আছে, সেখানে একটা বিশেষ শ্রেণী তাদের শোষণের সুবিধা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পর্যায়ে কখনও ক্রীতদাস, কখনও শ্রমদাস, কখনও ভূমিদাস যাদের করে রাখে, আজকে যাদের শ্রমদাস করে রেখেছে, এটা পরিস্কার তারা সেই ক্রীতদাসের বংশধর হিসাবে এখানে কাজ করে যাচ্ছে। ওদের আমরা সেই বিশেষ শ্রেণীর শোষনের শিকার হিসাবে দেখি। ওরা যাতে সস্তায় মজুর দিতে পারে, ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের কারখানার মজুর হিসাবে তাদের জোগান দেওয়া হয়। আজকে তারা ভারতের কোটিপতি, ধনপতি যারা আছেন, তাদের শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এদেরকে শিক্ষিত করা, এদেরকে উন্নত করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থাকবে এবং ভারতবর্ষে ২৫ বছর, যেখানে নাকি গান্ধীজী বলেছিলেন যে আমি যেন আবার হরিজন হয়ে জন্ম নেই। কিন্তু হরিজন হয়ে যদি তিনি পুনর্ব্বার জন্ম নিয়ে থাকেন তাহলে সে হরিজনরা, যে গান্ধীজী হরিজন হয়ে জন্ম দিয়েছেন তিনি হয়তো আজকে ক্রিটিসাইজড। তাকে হয়তো পশ্চিম ভারতের কোন রাস্তায় নগ্ন করে ঘুরানো হয়ে থাকবে অথবা যখন কোন হরিজন ল্যাম্প পোষ্টে

তাঁকে বেঁধে জমি দখল করার জন্য খুন করা হয় তাহলে বলবো যে সে গান্ধীজী যদি আবার জন্ম গ্রহন করে থাকেন তবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ নবযুগের যীশু! এই হলো অবস্থা। তাহলে ২৫ বছর শোষন ব্যবস্থার ফলে আজকে এদের প্রশ্ন এসে গেছে। গত ২৫ বছর তারা উপেক্ষিত হয়েছে। তারা শিক্ষার কোন সুযোগ পায়নি। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, এরা সমাজের মধ্যে কাজ করে সমস্ত সমাজকে এরা ধরে রেখেছেন কিন্তু ওরা সমাজের উচ্ছিষ্ট হয়ে বেঁচে আছে। রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে বলেছিলেন এরা "আলো মাথায় নিয়ে ওরা বেচে আছে। সে আলোকে সমাজের উপরতলার মানুষ যারা তারা আলো পায়। কিন্তু সমস্ত কর্দম, সমস্ত কাদা এদের গা দিয়ে পড়ে।" এই যে যারা সমাজের আলো যারা কোনদিন শিক্ষার আলো পেল না, যারা সংস্কৃতির উন্নয়নের সুযোগ পেল না তাদের কথা নিশ্চয়ই বলা উচিত। সেই সংগে আমাদের যে দৃষ্টি ভংগী তাকে যদি পরিবর্তন করতে না চাই তবে সেইটা হবে না। কারণ, আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে রাশিয়ায় যে প্রচেষ্টা আছে তারা লোক সংখ্যায় কত, ৪০ হাজার কিন্তু আজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু সেখানে শোষণ নেই যেহেতু মানুষের মর্য্যাদা আছে, নীচতলার মানুষকে তুলে ধরে সেই ৪০ হাজার প্রচেষ্টা তাদের একটা নিজস্ব ইউনিভারসিটি আছে, তাদের নিজস্ব ভাষাতে সাহিত্য হয়, কবিতা হয়। অ্যাসকিমোরা যারা বরফের ঘরে বাস করে, যারা ছয়মাস আলো দেখতে পারে না তাদের নিজস্ব ভাষায় সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে, তাদের ভাষায় কবিতা হয়, উন্নত সাহিত্য হয়। আজকে ভিয়েতনামে সমস্ত উপজাতীগুলিকে সেখানে তাদের নিজ নিজ ভাষায় লেখাপড়া দিয়ে শিক্ষিত করা হচ্ছে। আমরা সত্যিই আনন্দিত কয়েকদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী, উপশিক্ষামন্ত্রী যখন সেই ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষার কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এইটা একটা টাসিং পয়েন্ট এইটা আজকে গোটা ভারতের যে একটা বিভেদ পন্থা এবং গোটা ভারতের যে একটা অস্থির্ভ পরিস্থিতি এসে পড়েছে সেইটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আজকে ৪ লক্ষ উপজাতি যাদের ভাষার কথা, সংস্কৃতির কথা যে দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে, নিশ্চয়ই আমি বলবো মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবু যে বলেছেন এইটার সংগে এইটা জড়িত। এইদিক থেকে সে দৃষ্টিকোণের সংগে তাদেরকে যদি অর্থনীতিগতভাবে সুযোগ না দেওয়া যায়, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে নাকি কমলপুরে পাইলট প্রজেক্টের টিচাররা ১৯৬৪-৬৫ সালে এবং তারিখটা আমি ঠিক করে বলতে পারি না, ওরা বলেছিলেন ঐ কমলপুরের সেই মহাজনী বাজারের এক মজুরের ছেলে, ঐ তপশিলী যারা আছে তারা স্কুলে আসতে পারে না। তারা ঘরের ছেলে সেই ভোর রাত্রে চলে যায়, রাখালী করতে যায়. কারণ রাখালী করলে তার জামা দেয় মালিক। কিন্তু যদি তাকে লেখাপড়া শিখতে হয়, তাকে যদি ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তাকে শুধু বিনামুল্যে পড়াশুনার সুযোগ দিলে হবে না, তার বাবাকে ষ্টাইপেণ্ড দিতে হবে যে মালিকের ঘরে গিয়ে কাজ করে, দোকানী করে অথবা রাখালি করে যে পয়সাটা রোজগার করে ৩০।৪০ টাকা, গভর্ণমেন্টের উচিত ঐ টাকাটা তার বাবাকে ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে দেওয়া সেই পাইলট প্রজেক্টের রিপোর্ট আজকে কোথায় যে আছে কে জানে। কাজেই সেগুলি অনেক পুরানো কাহিনী। বার বার এইগুলি ঢাকা দিয়ে রাখা হচ্ছে। কাজেই যেহেতু প্রস্তাব যখন এখানে এসেছে আমি এইটকুই আবেদন করবো যে

আপনাদের কার্যকলাপ একটু পরীক্ষা করা হোক। আর একটা কথা উড়িষ্যা থেকে, বিহার থেকে যে ভড় টাইটেল আছে ওরা ঐ অর্থে সিডিউল কাষ্ট, ওখান থেকে সবচেয়ে যারা দুস্থ যাদের জীবনের কোন ঠিকানা নেই, যাদের বেঁচে থাকার কোন ভবিষ্যৎ নেই তারাই সবচেয়ে বেশী ভাড়াক্রান্ত হয়ে আসছে এই ত্রিপুরায়। কাজেই ওরা যদি সেখানে সিডিউল কাষ্ট হয়, এদেরকে এখানে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। তড়িৎ বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছিলেন কোয়েশ্চান আওয়ারে এবং যে প্রশ্ন উঠেছিল নট্য, মালু, এখানে যারা নাগারচি বা শব্দকর আছে এবং সংগে নট্য একটা জাতি আছে যারা নাগারচি বলে স্বীকার করে না, শব্দকর বলে স্বীকার করে না যারা মালী আছে যারা মালী বলে স্বীকার করে না, ওরা ২৫ বছর যাবত তপশিলী, আমিও তপশিলী, আমি যে সম্প্রদায় থেকে এসেছি তার চাইতে ওরা ১০০ বছর পিছিয়ে আছে। অথচ, আমি যখন কলেজে পড়েছি,আমি ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছি এবং আমার সম্প্রদায়ের মত উন্নত সম্প্রদায়ের মন্ত্রী দুইজন হয়েছে এবং জানা গেছে ওদেরকে মন্ত্রীত্ব দিয়ে চেম্বারে বসানো হয়েছে। কিন্তু গত ২৫ বছর এই নট্যরা, মালিরা বার বার দাবী করছে আমাদের তপশিলী জাতির সুযোগ দাও। আজকে যখন ঘন্টা বাজছে যে তপশিলী সুযোগ ৭০-এ, ৮০তে, ৯০তে খতম করা হবে শেষ করে দেওয়া হবে তখনও তারা তপশিলী জাতি, তখনও তারা লড়াই করছে আমাদেরকে সুযোগ দাও। অথচ আমরা দেখছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে একজন তপশিলী মন্ত্রীর চেম্বার খালি করে দিয়ে আর এক জনকে মন্ত্রী করে আনছে এবং তপশীল মন্ত্রীর লেভেল টাংগানো হয়েছে কিন্তু তপশিলী মন্ত্রীর মডেলের কোন পরিবর্তন হয় নি। কাজেই প্রশ্ন এসেছে, আমাদেরকে বলা হয় আপনারা সহযোগিতা করুন। কন্‌ষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করুন। আমরা যদি বলি যাদেরকে দেখতে পারে না তাদের চরণ বাঁকা। আমি বলেছি এইটা ভাল প্রস্তাব এইটাকে আমরা সমর্থন করছি। যদি আপনাদের সংসাহস থাকে তাহলে এইটাকে আপনারা কার্যকরী করুন। আমরা দেখেছি উপজাতিদের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসেছিল সে রিজার্ভেশনের প্রশ্ন। প্রস্তাবের চেহারা ছিল, মানচিত্র ছিল, কিন্তু যিনি এনেছেন তাকে আমরা, যতীন্দ্র বাবুকে বললাম আপনি মুভ করবেন তো। আমি দেখেছি তিনি অত্যন্ত সাহসের সংগে মোভ করেছেন এবং আমরা তার সৎ সাহসকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা বলি যে এইটাকে কার্য্যকরী করুন। এই দিক দিয়ে তিনি ৩৫০ টাকার কথা বলেছেন। ইউ, এন, আই-এর একটা রিপোর্ট দেখলাম ১৯৭২ সনের মার্চ যে ২৫ বছর আগে যে একটা ছিল তা আজকে ৪ আনা হয়ে গেছে। কাজেই ৩৫০ টাকার দাম ৮৭.৫০ পয়সা। আজকের ৫০০ টাকা, আমি বলবো ট্রেজারী বেঞ্চের যারা এম, এল, এ, আছেন, যারা ৫৫০ টাকা পান তাদের কি এমন যোগ্যতা আছে যার পরিবারে ১০ জন তাদেরকে ঠিকমত সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে। আজ হচ্ছে শ্রীলংকায় চুরি। পোস্ট গ্রেজুয়েট ক্লাশ, স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়ানো হয়। ওরা নিশ্চয়ই আলাউদ্দিনের বাতি হয়ে যান নি যে এম, এ, পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়ানো হয়। আর ভারতের একটা অংগ রাজ্য ত্রিপুরায় আজকে যখন না কি এই জাতিগুলি যারা সেই শ্রমজীবি মানুষ কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে ইত্যাদি নীচ তলার মানুষ যাদের শিক্ষার কথা এখানে তুলে ধরেছেন অবৈতনিক শিক্ষা। তাতে আমরা সন্দেহ করছি তপশিলী জাতির মধ্যে অন্তত ৫ পারসেন্ট শিক্ষিত হয়েছে কি না। আর এদের মধ্যে তো হবার কথাই নেই এবং এদের মধ্যে হয়তো ১ পার্সেন্ট

২ পার্সেন্টও প্রাইমারী এ্যাডুকেশন পায় নি। তাছাড়া কতকগুলি জাতি আছে যেমন বাগ্দী জীবি ইত্যাদি। কয়েকটা জাতি তা র মধ্যে কিছুটা শিক্ষিত আছে। এই হচ্ছে অবস্থা। অথচ আমাদের এখানে সমাজতন্ত্র চলে । কাজেই এই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এবং ৩৫০ নয়, ৫০০ টাকা এবং যেটা আরও সংশোধন করে বলা যায় এখন সমস্ত স্কুলগুলি অবৈতনিক করা হোক। যে সমস্ত আমলারা বাড়ীতে বিলাতী কুকুর পোষেণ, বৌ-এর জন্য হাজার টাকার শাড়ী কিনেন তার ছেলেও যখন ২০০ টাকার সার্টিফিকেট দেখিয়ে স্টাই-পেণ্ড পেতে পারে তাদের কথা আমরা বলছি না। যারা সমাজের শ্রমজীবি মানুষ, যাদের বেঁচে থাকার মত কোন ব্যবস্থা নেই এবং বিশেষ করে এই খরা পরিস্থিতিতে। এই অবস্থায় আমরা আপনাদের সততার কাছেই আবেদন করছি, মন্ত্রীসভার কাছে আবেদন করছি যে এই প্রস্তাবকে ২৫ বছর ধরে বার বার নানা কথা শুনিয়ে এবং বিশেষত: তপশিলী সম্প্রদায়ের মন্ত্রীরা যারা ৪।৫ নির্বাচন করছেন তারা এদেরকে বলেছেন তোমাদেরকে তপশিলী ভুক্ত করবো, তোমাদেরকে এই করবো, সেই করবো। ওরা মন্ত্রী হয়েছেন ওদের বাড়ী হয়েছে, ওদের উজ্জল ভবিষ্যৎ হয়েছে। আরও কত কিছু হবে জানিনা। কিন্তু বার বার তারা ছলনা করেছেন এই গরীব মানুষের সঙ্গে। কিন্তু তারা তাদের চেম্বার ম্যানেজ করতে ভুলেন নি। কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চে এই ধরণের কিছু লোক আছে যারা নিজের ঘরে প্রতারণা করে। আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের যে যারা তপশিলী, যাদের নিয়ে বক্তৃতা করে বেশী তারা এই প্রস্তাব আনেন নি। কাজেই তাদের কতটুকু সৎসাহস আছে তারি পরীক্ষা হোক। এইটুকু বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার শিক্ষায় অনগ্রসর তপশীল ভুক্ত জাতি এবং উপজাতির জন্য যে সমস্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ আছে এই সমস্ত সুযোগ অনগ্রসর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের দেবার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উপর যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেই সংশোধনীয় সহ আমি এটাকে সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ভারতে সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং এই সমস্ত কতগুলি অনগ্রসর জাতি সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং বৃটিশ শাসনের দুইশ বছরের মধ্যে আরও প্রবলতা লাভ করেছে। আমাদের ভারতবর্ষের এই জাতি-ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং তপশীলি জাতির অনগ্রসরতা এবং অস্পৃতার বিরুদ্ধে বহু রাজনৈতিক বহু মনিষী-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আধুনিক যুগে যারা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অনগ্রসর জাতিকে অনগ্রসরতা কাটিয়ে দশ বছরের মধ্যে এই তপশীলি জাতিগুলিকে উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংবিধানে একটা সময়সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই জাতিগুলিকে আমরা উন্নত পর্য্যায়ে আনতে পারিনি এবং তার জন্য সংবিধান সংশোধিত হয় এবং সেই সময় সীমা আরও বর্ধিত করা হয়েছে। যারা তপশীলভুক্ত হয়েছে তারা নিশ্চয়ই অনগ্রসর জাতি কিন্তু যারা তপশীলভুক্ত হন নি তাদের মধ্যেও অনেকে সমস্ত দিক দিয়েই অনগ্রসর আছে। কাজেই এই সমস্ত জাতি উপজাতিগুলিকে তপশীল ভুক্ত জাতির পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য এবং

তপশীলভুক্ত জাতিরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান সে সমস্ত সুযোগ কুম্ভকার, নাথ, বারুজীবি ইত্যাদি জাতির পাওয়া উচিত এবং তপশীল জাতি সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছেন এই সমস্ত জাতিকেও সেই সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আমরা জানি সমাজ ব্যবস্থাতে যদি প্রাইভেট প্রপারটি বা ধনতান্ত্রিক সিস্টেম কার্য্যকরী থাকে তা হলে অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষে প্রাইভেট প্রপারটির যে সিস্টেম কিংবা অর্থনৈতিক যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ সংগ্রাম সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সামন্তবাদীদের এই সমস্ত নগ্ন চেহারাগুলিকে আমাদের দেশ থেকে মুছে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা থাকা দরকার। সেই দিক দিয়ে আমি আবেদন করব মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন সেটা সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে হবে এবং তপশীল জাতি কিংবা এই পশ্চাদপদ জাতিগুলি যাতে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে এবং শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ পাবে এই ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্যের শেষ করছি।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি। অনুন্নত সম্প্রদায়, উপজাতি, ট্রাইবেল, সিডিউলড কাষ্ট যাদের কথা বলেছেন তারা আরও সুযোগ পাবে। যারা পতিত তাদের উদ্ধার করতে হবে সেটাই নীতি। আর একটা কথা আছে যে গরীবের মধ্যে ব্রাহ্মণও আছে কায়স্থও আছে, সব জাতিও আছে। অবস্থাটা সৃষ্টি করছে কে? ১০ বছর ২০ বছর সুযোগ দিয়েছেন, আরও দিন। পতিত যে পড়ে আছে তাকে উপরে তুলুন। কিন্তু যারা এখানে বসে আছেন তারা দেখছেন কি যে কুমার, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ইত্যাদি যারা ভারতবর্ষের নাগরিক আছে তাদের মধ্যে কি গরীব নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা যারা রোজগার করে তারা যেমন আছে এদের মধ্যে তেমনি লাকড়ি বেঁচে ভাত খায় এমন লোকেরও অভাব নাই। তারা তাদের জন্য কি চিন্তা করেছেন? করেন নাই। কাজেই এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি এই জন্য যে ৩৫০ টাকা নয় গরীব যারা তাদের সবাইকে সুযোগ দিতে হবে। ৫০০ টাকা রোজগার করলেই বা কি? তেলের দাম ৭ টাকা, মুসুর ডালের দাম ২.৪০। কাজেই এই প্রস্তাব এই হাউসে যে আছে তাকে আমি সমর্থন করছি। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকার কি দেখেন না কি অবস্থাটা চলছে? গরীব যারা তাদের সমপর্য্যায়ে শিক্ষা, খাওয়া পড়ার অধিকার দিতে হবে। ·র মধ্যে ক্লাস নাই, জাতি নাই। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে ১০ বছরের মধ্যে আমরা তাদের তুলে ধরব। ১০ গেল ২০ গেল, ২৫ গেল, এখনও সেটা হচ্ছে। আমার সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। এই কথা আমি স্বীকার করছি। অতএব গরীব যারা, নিরীহ যারা—খেতে পারছে না তাদের পর্যায়ে যেতে হবে। শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের সুযোগ খাওয়ার সুযোগ পরার সুযোগ সব দিতে হবে। নইলে হবে কি—এখনই শুনছি আমরা—আমরা কি ভোট দেই নাই, আমরা কি ভারতের নাগরিক নই—আমরাও তো ভারতের নাগরিক—সিডিউলড কাষ্ট মন্ত্রী—আমরাও আপনার পাড়ার লোক। আমরাও এই দেশের নাগরিক। এই কারণে আমি বলছি যে জাতি-ভেদ নাই—জাতিভেদ তুলে দিতে হবে। তুলে দিয়ে এই গরীব মানুষ যারা—শিক্ষা চায়

খাদ্য চায় খেতে চায়—কাপড়ের দাম বেশ কম নাই—শহরের যে দাম—ঐ ভদ্রলোকের যে কাজ উদেরও সেই দাম কোন বৈষম্য যেখানে নাই—একটা ভাগ করেছেন—সে জন্য আমি বলব এই যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এসেছে তাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করব। আর সর্বনাশ যেন না করেন এই সরকার এই জাতিভেদ সৃষ্টি থেকে। গরীব মানুষের মঙ্গলের জন্য তার সমস্ত অধিকার সম পর্যায়ে দিতে হবে। তাই এই প্রস্তাবে—কুমার না মুচি না নাথ—গরীব যারা ৩০০ বুঝিনা ৪০০ বুঝিনা সম পর্যায়ে দিতে হবে—নইলে বুঝছেন বিষয়টা। সম পর্যায়ে অধিকার দেওয়া হউক এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Minister-in-Charge to give his reply.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র ঘোষ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় এনেছেন এবং সংশোধিত আকারে যা মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই সভায় রেখেছেন এর জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। এই প্রস্তাব প্রসংগে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সুসমঞ্জস এবং সুন্দর। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের যে দুইজন সদস্য—চৈত্র মাস মনে করেই বোধ হয়—ধান বানতে শিবের গীত গেয়েছেন। যেখানে প্রশ্ন ছিল—প্রস্তাব ছিল যে তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীল ভুক্ত উপজাতির ছেলে পিলেদের যে ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয় অবৈতনিক এবং আরও ১৫টির কথা সংশোধিত আকারে বলা হয়েছে—পশ্চাদপদ জাতির যে সুযোগ দেওয়া হয় সমাজের সকল স্তরের গরীব ছাত্র যারা তাদের সবাইকে এই সাহায্য দেওয়া হউক। এই ছিল কথা। কিন্তু এখানে ঐ প্রসংগ ছেড়ে আজকে যারা সেই সুযোগ পাচ্ছেন তাদের সম্পর্কেও অনেক কান্না অনেক কথা বলা হয়েছে। এটাই হচ্ছে ধান বানতে গিয়ে শিবের গীত। প্রসংগকে ছেড়ে গিয়ে অনেক বক্তব্য বলা হয়েছে। এই প্রসংগে আমি এই যে প্রস্তাব তাকে দুটি ধারায় বিশ্লেষণ করতে চাই। একটি হচ্ছে ভারত আজকে কল্যানকামী রাষ্ট্রের ভূমিকা নিচ্ছে এবং নিচ্ছে বলেই শিক্ষার সর্বাংগীন বিকাশ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই জন্য তার যথাযথ যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সরকার ভারত সরকার তথা রাজ্য সরকারগুলিও করে চলেছেন। এবং বার বার এই সরকার বলবেন যে ইউনিভার্সিটি এডুকেশান প্রাইমারী এডুকেশান বাধ্যতামূলক করার কথা তারা চিন্তা করছেন। কিন্তু একটা উন্নয়নশীল দেশে যে দেশ দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিপিড়ীত ছিল রাতারাতি কোন যাদু মন্ত্রের প্রভাবে সেটাকে করা যায় না। বিরোধী সদস্যরা তাদের বক্তব্যে যে কোন শ্লোগান যে কোন একটি স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারেন—কিন্তু তাকে কার্যকরী করার দায় দায়িত্ব তাদের উপর নেই বলেই। কিন্তু একটা কল্যানকামী রাষ্ট্র মানবিক একটা চেতনাবোধ নিয়ে সে যখন অগ্রসর হয় তখন তার কাছে উপদেশ খুব বেশী প্রয়োজন পরে না—যে কাজ, বিশেষ করে যে কাজ চালিয়েছে ভারত সরকার—শিক্ষাকে সম্প্রসারনের জন্য—তাকে তার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে—বার বার এই দেশ আক্রান্ত হয়েছে, বার বার আঘাত করেছে তার অর্থনীতিকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে খরা দুর্যোগ

দুর্ভিক্ষ যে দেশের মধ্যে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিত সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত বলা যায়। সুতরাং শিক্ষার সর্বাংগীন রূপ দেওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার দৃঢ সংকল্প। কিন্তু এমন কোন মেসিন তার হাতে নেই যে রাতারাতি হতে পারে। সুতরাং ইউভার্সিটি এডুকেশান. প্রাইমারী এডুকেশান 'যেটি সরকার এর বিবেচনাধীন রয়েছে তার মধ্যে নিশ্চিত পরিকল্পনা রয়েছে—যারা সমর্থ নয় তাদের সর্বাংগীন সহায়তা করে এই শিক্ষাকে তাদের মধ্যে বিস্তৃত করা এই হচ্ছে একটা দিক। এর আর একটা হচ্ছে যারা সমাজবাদী রাষ্ট্রের কথা বড় গলায় বলেন তাদের এটা দেখবার কথা। যে শিক্ষা সর্ব সাধারনের জন্য বিস্তৃত করা যখন দরকার—কিন্তু শিক্ষাকে সাধারন ভাবে সাধারন শিক্ষাকে সর্ব শেষ স্তর পর্য্যন্ত সরকারী অর্থানুকূল্যে সকলকে দিতে হলে দেশের অন্যান্য সমস্যাকে পিছিয়ে রেখে—এটা খুব কাজের কথা নয়। সুতরাং প্রাইমারী এডুকেশান প্রভৃতি মানুষের যেমন দরকার এবং ইউনিভার্সিটি এডুকেশান-এর সংগে সংগে তার ব্যবস্থাকরার জন্য যাতে সেই ছেলেকে সে যে কোন সম্প্রদায়ের হউক—বই পুথি থেকে আরম্ভ করে তার অন্যান্য উপকরন যোগান দিতে হয় তারও দরকার। কিন্তু সংগে সংগে ইউনিভার্সিটি এডুকেশান পর্য্যন্ত সমগ্রভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে শুধু অর্থ সাহায্য দিয়ে সর্বাংগীন করতে হবে, তাকে বিস্তৃত করতে হলে সেটি কখন সম্ভব হয় যখন একটা দেশ পরিপূর্ণ ভাবে স্বয়ম্ভর এবং আত্ম নির্ভরশীল হয় তখন, তার আগে নয়। সুতরাং আজকে যে প্রসংগটি এসেছে এই প্রসংগ-এ আমাদের ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়—এই প্রসংগে ভাববার বিষয় আছে—ভাববার বিষয় হচ্ছে—প্রসংগটা হচ্ছে ভাববার বিষয়। ভাববার বিষয় হচ্ছে এই ত্রিপুরা সরকার সে ভাবে তপশিলী জাতি, পশ্চাদপদ জাতির ছেলমেয়েকে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, যেভাবে ক্লাশ ১১ পর্যন্ত যে কোন সম্প্রদায়ের মেয়েদের অবৈতনিক পড়বার ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে ক্লাশ এইট পর্যন্ত সকল ছেলে মেয়েরা বিনা বেতনে পড়বার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে লোয়ার ইনকাম গ্রুপের যে লোক আছে তাদের ছেলে মেয়েকে পড়বার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে কর্মচারীরা যারা ১০০ টাকা বেতন পায় তাদের ছেলে মেয়েকে পড়বার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, এবং ৬ শত মাসিক বেতনের কর্মচারীদের ছেলে মেয়েরা বেতন দিলে পরে সেই বেতন ফেরত দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে স্কুল মেনেজিং কমিটি একটা পারসেন্টেজ ষ্টুডেন্টকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে পারছে আর যেখানে স্বল্প আয়ের লোক, আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে তারা বিনা বেতনে যাতে পড়তে পারে, তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে ভাল রেজাল্ট যারা করে, তাদের মেরিট স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এইভাবে বলতে গেলে খুব কম সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকেই উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তাকে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির যারা আছে, তাদের বেতন দিতে হয় না, মেরিট যাদের আছে তাদের দিতে হয় না, আর স্বল্প আয়ের কর্মচারী, যাদের বেতন ১০০ টাকা, তাদের ছেলেমেয়েদের দিতে হয় না, ৬ শত টাকা যাদের মাসিক আয়, তাদের ছেলে মেয়েদের বেতন দিয়ে ফেরত পায়। মেরিট স্কলারশিপ, লোয়ার ইনকাম গ্রুপ ক্যাটাগরীতেও পাচ্ছেন, স্কুল মেনেজিং কমিটি একটা পারসেন্টেজ অব স্টুডেন্টকে তারা ফ্রী এডুকেশান

দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। সুতরাং খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রকেই বেতন দিয়ে পড়তে হয়। তবে এই প্রস্তাবের একটা মুল্য রয়েছে, সেটা হল এই, যারা শুধু অর্থনীতি দিয়ে সমস্ত জিনিষকে বিচার করে, যারা মার্কসের থিউরী দিয়ে সমস্ত কিছু নিরূপণ করে, যাচাই করেন, তাদেরকে আমি বলছি, যে যেদিন সমাজের ক্ষেত্রে জাতিগত বিচার প্রধান্য লাভ করেছিল, আজকে তা নস্যাত করা হয়েছে এবং অনুন্নত যারা, পশ্চাদপদ যারা, সমাজের দুর্বলতর অংশ যারা, তাদের সার্থ রক্ষা করার জন্য সংবিধানে রক্ষা কবচ রাখা হয়েছে, সেখানে আজকে সেই প্রবলেম, সেই সমস্যার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু আজকে নূতন করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হচ্ছে যে আজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে নূতন ভাবে সমাজে মানুষের মুল্যায়ন হচ্ছে। হ্যাভস এণ্ড হ্যাভ নটদের মধ্যে যে ফারাক তৈরী হচ্ছে সেটা একটা নূতন জাতি। আজকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করতে হয়। সুতরাং এই প্রস্তাবের মুল্য এই জায়গায় যে যারা সমাজের তথাকথিত উচ্চ বর্ণ, সংবিধান যাকে স্বীকার করেনা, তারা এখন একেবারে নিঃস্ব, তারা অন্ততঃপক্ষে, তারা তিনটি ক্লাশ, যাদের সংখ্যা খুবই অল্প, তারা যাতে সুযোগ পায়, প্রস্তাবের গুরুত্ব সেখানে এবং তাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করতে হবে। সুতরাং এই প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে এই ত্রিপুরায় বেতন দিয়ে বড়তে হয়। কিন্তু অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের সংকুলান সেই ক্ষেত্রে রাখা দরকার, কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় অর্থ আসেনা, আমাদের সেই অর্থ নাই। যদি সেই অর্থের সংকুলান করতে হয়,তাহলে অন্যদিকে সর্ট পড়বে। উপযুক্ত সময়ে সেটা যাতে বিচার করতে পারি এই কথা বলে আমি আমার মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন প্রস্তাবকে এই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করে নেন তার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, সেই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার এটা ধরে নেওয়া যায় যে সবই প্রায় একমত। এর মধ্যে পার্থক্যটা অন্ততঃ অনুভূতির ক্ষেত্রে পার্থক্যটা নাই। ত্রিপুরার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী শৈলেশ বাবু যেটা বলেছেন এটা বেশী ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। তবে এই প্রসংগে এইটুকু বলতে পারি যে সিডুল কাষ্ট কিংবা সিডুল ট্রাইব হিসাবে কিংবা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস হিসাবে যারা সংবিধানগত ভাবে অধিকার ভোগ করছেন, তাদের পক্ষে একটু সচেতন হওয়া দরকার, অন্ততঃ শিক্ষিত অংশের. যে এই যে টাকার পরিমানটা যদি সেইদিক থেকে একটু যোগ্যতা নিয়ে দেখা হয় যে কাদের পাওয়া উচিত, যারা পয়সা দিয়ে পড়তে পারে, তাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না হয়ে, দুর্বল অংশ যাদের জন্য এটা করা হয়েছে, তারা যাতে পেতে পারে, সেইদিকে নজর দিলে. হয়তো টাকার সংখ্যা অন্যদিকেও যেতে পারে। কাজেই আজকে যেভাবে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ভাবতে বোধ হয় দ্বিতীয় রাজ্য, একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়ে কিংবা সরকারী ষ্টাইপেণ্ড এবং সমস্ত দিক থেকে বিচার করে দেখা যায়, এখনও আমরা ভাবতে বোধ

হয় কাশ্মীরের পরই সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছি। এই সুযোগ সুবিধা যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেই সুযোগ সুবিধার বেনিফিট পাওয়া—যাদের পাওয়া দরকার, তারা ঠিকভাবে যদি পায়, তাহলে আমরা দেখব হয়তো খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই পয়সা দিয়ে পড়তে হয়। পয়সা উঠিয়ে দেওয়া হউক, পয়সা লাগবেনা এই প্রশ্ন যেদিন আসবে সেদিন আসবে। আজকের দিনে যারা পয়সা দিতে পারে তাদের দেওয়া উচিত, যারা দিতে পারে না, সুযোগটা তাদের জন্য দেওয়া উচিত এবং সেটা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র দিয়ে বিচার করা দরকার। এই প্রস্তাব যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে, তাতে যেভাব প্রকাশ করা হয়েছে, যে আইডীয়া দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে যে এটা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য যে এদিকে ভেবে দেখা দরকার আছে। আমরা একথা বলতে পারি যে আজকে সারা ভারতবর্ষে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, আলোচনা হচ্ছে এবং আপনারা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুনে থাকবেন, হয়তো যে ইউনিভার্সেলাইজেশানের প্রশ্ন উঠছে। আজকে আমরা জানিনা ভারতবর্ষের এই অবস্থায় এটা কার্যকরী করা কতটুকু সম্ভব হবে না হবে, কিন্তু নীতিগতভাবে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যেখানে নীতিগতভাবে এই প্রশ্নটা বিচার করা হচ্ছে, স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে এই প্রস্তাব শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এসেছে বলেই আমার মনে হচ্ছে এবং সেখানে আমরা বলতে পারি এটা সরকারের দৃষ্টিতে আছে, বিবেচনায় আছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সরকার এই লাইনে বিচার বিবেচনা চলছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন, তাকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা এই ক্ষেত্রে দেখছি না, যেহেতু এই সম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করা হচ্ছে। আমি আশা করব যে এই প্রস্তাব উইথড্র করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবটাকে সমর্থন করে এটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিধান সভার মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে নীতিগতভাবে সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সদস্যরা সকলেই এই প্রস্তাব আনার পক্ষে একমত। যাই হউক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে অনুরোধ রেখেছেন তাই এবং আমাদের সরকারের যে দৃষ্টি রয়েছে তাই, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দৃষ্টি রয়েছে তাই আমি আমার একথা উইথড্র করি। কিন্তু একথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মানুষ আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে চায় না। আগামী আর্থিক বৎসরের অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালের ব্যয় বরাদ্দ এখানে এসেছে হাউসে, এই আগামী আর্থিক বছরে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমার এই বিশ্বাস আছে যে আগামী দিনে এই প্রস্তাব আবার আসবে, আমার কাছ থেকে না হলেও, অন্য সদস্যরা সেটা আনতে পারেন, তখন যেন সেটা অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করা হয়, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার প্রস্তাব উইথড্র করে নিচ্ছি।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—Now, the question before the House is that the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Jatindra Kumar Mujumder be granted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it

'AYES' have it

'AYES' have it.

the leave is granted.

Mr. Dy. Speaker :— ext Resolution is of Shri Ashoke Kumar Bhattacharjee. I would call on Sri Bhattacharjee to move his resolution.

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজিলিউশান মোভ করছি। আমার রিজিলিউশান-এ ছিল যে, 'This Assembly is of opinion that pending finalisation of Grant-in-aid Rules for affiliated non-Govt. Music Colleges of Tripura lumpsum amount towards recurring and non-recurring expenditure be granted every year to all the affiliated non-Govt. Music Colleges of Tripura immediately".

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আমার যে রিজিলিউশান এনেছি এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে যে প্রাইভেট মিউজিক কলেজগুলি আছে সেইগুলি যেগুলি হাফ এ্যাফিলিয়েটেড এবং প্রাইভেট মেনেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে চলছে সেইগুলির আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাই ত্রিপুরার সংগীত ঐতিহ্যকে বাঁচাইবার জন্য এবং এখানে যে সংগীত অনুরাগী আছেন তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, আমি মনে করি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত বেসরকারী সংগীত কলেজগুলি গড়ে উঠেছে সেইগুলি সত্যই উৎসাহ ব্যঞ্জক। আজ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আছে সেইগুলি পরিচালনা করার জন্য যেমন সরকার অর্থসাহায্য দিচ্ছেন তেমনি এই বেসরকারী সংগীত বিদ্যালয়গুলিকে আরও সম্প্রসারিত করে ত্রিপুরার ঐতিহ্য এবং সংগীত অনুরাগীদের আশা আকাংখাকে যাহাতে সরকার অর্থ এবং নৈতিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহ করেন সেই জন্যই আমি এখানে আমার এই প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে সংগীত মহাবিদ্যালয় তার যে রেজাল্ট, ভাতখণ্ড মহাবিদ্যালয়ের যে রিজাল্ট সে সম্পর্কে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। বরদোয়ালীতে যেখানে সংগীত বিদ্যালয় আছে তা ১৯৬৮-৬৯ সালে শতকরা পাশের হার হচ্ছে ৮৫, ১৯৭০ এ ৮৭, ১৯৭১-এ ৯৬ জন। যে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করছে যেটা নাকি সরকারী মহাবিদ্যালয় থেকে অনেক বেশী। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারী যে সংগীত মহাবিদ্যালয়গুলি আছে তাদের পরিচালনা, তাদের যে ঐকান্তিকতা এবং তাদের যে নিষ্টা সেই নিষ্টা সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়গুলির চাইতে বেশী কিন্তু এর সংগে সংগে আর একটা কথা বলতে হয় যে তাদের যে আর্থিক দৈন্য এবং যার জন্য তারা সঠিকভাবে শিক্ষক রাখিতে পারে না বা সঠিকভাবে ইনষ্ট্রুমেন্ট যেটা সেইটা কিনতে পারে না বা ছাত্রছাত্রীদের যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত সেইটা করতে পারে না। যার জন্য আমি আমার

এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমি সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এইটা অ্যাফিলিয়েটেড সংগীত মহাবিদ্যালয়গুলি যে আছে তাদেরকে গ্রানটিং এইড ফাইনেলাইজেশন সাপেক্ষে সরকারের একটা আর্থিক সাহায্য দিয়ে এইগুলিকে আরও উন্নত করা হোক।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—বলুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভটাচার্য্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে একটা জাতির জীবনে সংগীত অনেক খানি স্থান জুড়ে আছে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত এই জিনিষটা। শিক্ষা, সঙ্গীত, নানাবিধ কলা ইত্যাদির সাহায্যে জাতির যেমন একটা সুস্থ মানসিকতা গড়ে উঠে তেমনি একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়েই জাতির চলার পথ পেতে পারে। এটা এক দিনে গড়ে উঠে না। অতীত কালের অনুবর্ত্তন আমরা জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে দেখি। অতীত সেখানে কথা কয়। ধীরে ধীরে একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠে আমাদের জীবনে। সুতরাং এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সরকারেরও। তাই আমি সরকারকে আহ্বান করছি, আসুন, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হোন। প্রাচীনকালে আমরা দেখেছি সঙ্গীত অনেকটা ব্যক্তিক এবং এই ব্যক্তিক অবস্থা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠি গড়ে উঠে। শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ যারা আছেন ভারতে তারা এক একটা গোষ্ঠীর অংগীভূত হয়ে আছেন। এক একটা গোষ্ঠির এক একটা প্রচার করেছেন এবং তাদের সেই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের মানসিক উৎকর্ষের সমাধানের সহায় প্রচুর পরিমাণে করেছেন। কেবল মার্গসঙ্গীত কিংবা ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত নয়, বাংলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার যারা আছেন তাদের সঙ্গীত প্রচারের মধ্য দিয়েই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। যদি আমরা ত্রিপুরার দিকেই তাকাই তাহলে দেখব সরকারী উদ্যোগে মাত্র একটা বিদ্যালয় আছে। বেসরকারী উদ্যোগে আছে অনেক প্রতিষ্ঠান। কেবল অরুন্ধতিনগর সংগীত বিতান নয় এছাড়া বিভিন্ন মহকুমায় চলেছে অনেক বিদ্যালয়। অরুন্ধতিনগর সংগীত বিতান যার কথা একটু আগে অশোক বাবু বলতে চেয়েছেন সেখানে আমরা দেখছি সেই কলেজটা গড়ে উঠছে ৮ই মে। কলেজটা গড়ে উঠার পরে ত্রিপুরা কলেজ অব মিউজিক অ্যাণ্ড ফাইন আর্টস রূপে যে বেসরকারী একটা পরীচালনাধীন সংস্থা ছিল তার অধীনে যখন এটা ছিল তার অনুমোদিত তখন কিছুটা সরকারী সাহায্য সেটা পেত। কিন্তু পরে যখন কলেজ অব মিউজিক অ্যাণ্ড ফাইন আর্টস উঠিয়ে দেওয়া হল তখন সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষা বিভাগ কোন সাহায্য তখন থেকে দিচ্ছেন না। ফলে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়টা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দেখছি তারা ফল প্রত্যেক বছর ভাল করছে। আমরা দেখছি এখান থেকে ভাল ফল করেছে, সঙ্গীতে নাম করেছে, এমনি আমরা দেখেছি। তারা বোধ হয় প্রত্যেক সদস্যের কাছে লিখিত একটা দরখাস্ত দিয়েছেন যেখানে আমরা শ্রীমান অশোক চক্রবর্তীর নাম পাচ্ছি ভাতখণ্ড সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আমি বলছি সঙ্গীত বিতান কেবল নয়, ধর্মনগরে আছে, বেসরকারী উদ্যোগে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং সেটাও ভাতখণ্ডের অনুমোদিত। অন্যান্য মহকুমাতেও বেসরকারী উদ্যোগে সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে। সুতরাং এই বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত

করা প্রয়োজন। এটা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। কেবল সরকারী সঙ্গীত মহা বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে যে সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন আছে সেটা মেটানো কোন মতেই সম্ভব নয় যার ফলে আমি এটা আশা করব যে সরকার এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবেন। এই প্রস্তাবে আছে যে রেকারিং এবং নন-রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার দেওয়া হোক তাদেরকে লাম্পসাম। শিক্ষা বিভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে গ্র্যাণ্ট ইন এড রুলস তৈরী করেছেন আমরা এই প্রস্তাব থেকে বুঝতে পারছি যে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়গুলির জন্য সেই গ্র্যাণ্ট ইন এড রুলস প্রযোজ্য নয়। তা যদি না হয় তাহলে এই নুতন গ্র্যাণ্ট ইন এড তাদের জন্য অবিলম্বে করতে হবে এবং এই প্রস্তাবও করা হয়েছে যে এটা করার আগে অন্ততঃ রেকারিং অ্যাণ্ড নন-রেকারিং শিক্ষক কর্মচারী যারা এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে থাকবেন তাদের বেতন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা, বিল্ডিং অ্যাণ্ড ইক্যুপমেণ্টসের জন্য যথাযথ করা প্রয়োজন। আমরা আরও দেখেছি যারা সঙ্গীত শেখাচ্ছেন তারা হয়ত ৪০।৫০ টাকা মাসে পাচ্ছেন। তাদের অবস্থা কি আজ? আমরা সঙ্গীতজ্ঞ বলে তাদের কদর করছি না। যখন উৎসব হচ্ছে তখন আমরা তাদের নেমন্তন্ন করছি। তারা গান গাইছেন, জনসাধারণ তাঁদের গানের মধ্যে তারা যা প্রকাশ করতে চাইছেন সেটা গ্রহণ করে আনন্দ পাচ্ছে। কিন্তু এই শিক্ষক যদি অবহেলিত থাকেন, সমাজে যদি তাঁদের আর্থিক মান উন্নত না করা যায় তাহলে সার্থকভাবে সঙ্গীত শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না। আমরা দেখেছি বহু সঙ্গীত শিক্ষক যাদের অভাবে জীবিকা অর্জন করতে হচ্ছে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিচ্ছেন। সেখানে এদের রক্ষা করবার জন্য সরকারের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমি এই জন্য এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় সদস্য অশোক বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব এবং এতে দুচার কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সঙ্গীত কলা শাস্ত্র এমন একটা জিনিষ, যদি সেখানে মানসিক অশান্তি থাকে, কোন রকম দুঃখ কষ্ট থাকে তাহলে সেই বিদ্যা পূর্ণ বিদ্যা হতে পারে না। সঙ্গীতজ্ঞের ভিতরে, কলা শিল্পীর ভিতরে যত গুণই থাকুক, যতরকম জ্ঞানই থাকুক, সেই জ্ঞান এবং গুণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা যদি তার সামনে কোনরকম বাধা বিপত্তি থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুই একটা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে গিয়েছি, সেখানে যারা শিল্পী আছে তাদের সংগে আলোচনায় বুঝতে পেরেছি যে তারা কত অসহায় অবস্থায় আছে। মনে হচ্ছে যেন এই সঙ্গীত শিক্ষা করে, এই কলা শাস্ত্রকে তারা নিজেরা গ্রহণ করে জীবনে, এই পৃথিবীর মধ্যে যেন একটা অসহায় জীব। তারা কেউ কেউ প্রাইভেট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে, তার মধ্য থেকে যেহেতু নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে আর্থিক দিক দিয়ে সমাজের সংগে মিলিয়ে চলতে পারে না, সেজন্য প্রাইভেট টিউশনি করেন, যাত্রা গানে অংশ গ্রহণ করেন, থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করেন, এমন কি গ্রামে গ্রামে বাউল গানেও অংশ গ্রহণ করেন শুধু টাকার জন্য। এতে তাঁর যে একটা একনিষ্ঠ তপস্যা, সঙ্গীতের প্রতি যে একাগ্রতা সেটা প্রতি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। আমরা প্রাইভেট অন্যান্য সঙ্গীত

বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকে যখন দেখি সেখানে গ্র্যান্ট ইন এড যেটা দিয়ে থাকে সেখানেও অন্যান্য গভর্ণমেন্ট স্কুলের মত তারা ততটুকু সুন্দরভাবে চলতে না পারুন, অন্তত: একটা কম্পিটিশান করে চলবার মত সুযোগ সুবিধা তারা পায়। সেজন্যই দেখা যায় অনেক প্রাইভেট স্কুল থেকে যে রেজাল্ট হয় সেটা গভর্ণমেন্ট স্কুলের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলিতে যেহেতু এইরকম কোন সুযোগ সুবিধা নাই, সেখানে অর্থাভাব, অভাব অনটন লেগেই আছে। সেজন্য সাধনায় প্রতি পদে পদে বিঘ্ন ঘটার কারণে তাঁরা তাঁদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে, কম্পিটিশান ক্ষেত্রে অন্যান্য গভর্ণমেন্ট সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সংগে কম্পিটিশান করতে গিয়ে তারা অনেক সময় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং সেজন্য তারা ভালভাবে তাদের ক্রমোন্নতিতে অগ্রসর হতে পারে না। একটা কথা শুনেছিলাম যে নজরুল ইসলাম কবি, তিনি যতদিন পর্যান্ত একটা বাইণ্ডিংসএর মধ্যে থেকে, অর্থাভাবের মধ্যে থেকে কবিতা রচনা করেছিলেন ততদিন সুষ্ঠু কবিতা, সুন্দর কবিতা স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে বেরিয়ে আসে নাই। যখনি ফ্রিনেস দেওয়া হল, যখনি মনের উদারতাকে সম্প্রসারিত করবার সুযোগ পেলেন তখনি স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে অনেক কবিতা তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেগুলি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আসছে। ঠিক সঙ্গীতটাও একটা এমন জিনিষ। সেখানে থাকতে হবে অভাব অনটন বিহীন একটা জগত, সেখানে থাকবে ফ্রি-নেস। সেই ফ্রি নেস যতদিন না থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের প্রকৃত সঙ্গীত আসতে পারেনা।

আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, আমরা কলা শিল্পের পূজারী, সব সময় সঙ্গীতের প্রতি আমাদের একটা ভালবাসা—আজন্ম ভালবাসা, এই জন্য রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে সেই সঙ্গীতের প্রতি আমাদের স্নেহ মমতা একটা ভালবাসা দেখে আসছি। বিভিন্ন সময় ভারতীয় সম্রাট— হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক যারাই ছিলেন তাদের দরবারেই সঙ্গীতের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল—আজও আমরা ভারতবাসী সঙ্গীতকে ভালবাসী এবং ভালবাসী বলেই বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গীতের চর্চা শিল্পের চর্চা আমাদের এখানে আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আছে। কিন্তু সেটি ততটুকু অগ্রসর নয়। বে-সরকারী কলেজ যেগুলি আছে সেই কলেজগুলিকে যদি আমরা সম্পুর্ণভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের পরিচালন ভার গ্রহণ করি তাহলে সঙ্গীত শিল্পীকে উৎসাহিত করে আমরা আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের একটা শ্রেষ্ঠ স্থান করে নিতে পারি সেই আশা আমার আছে। সঙ্গীতে ত্রিপুরা কোন দিকে অনগ্রসর ছিল না। তার উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজ ফেমিলির কয়েকজনের কথা উল্লেখ করতে পারি—তাঁরা পৃথিবীর—ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সঙ্গীতের যে উদারতা, সঙ্গীতের মাধুর্য্য প্রকাশ করেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু রাজ ফেমিলির নয় অন্যান্য ফেমিলির লোকেরাও সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা ভারতের অন্যান্য জায়গায় করেছেন। সেই শিল্পকে যদি আমরা ত্রিপুরার মানুষ— ত্রিপুরার সরকার প্রতিষ্ঠিত করে আরও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ সুবিধা করে দেন তাহলে আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা সেটি সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতে ত্রিপুরা সঙ্গীত জগতে একটা বিশেষ স্থান লাভ করবে বলে আমার আশা আছে। এই বলে এই রিজোলিউশানের সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য্য যে প্রস্তাব এনেছেন এটা খুব সঙ্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই প্রস্তাবে নিজের বক্তব্য না বাড়িয়ে সমর্থন করছি। একটা জাতির সভ্যতার সুপার ষ্ট্রাকচার তার সঙ্গীত কলা এবং সংস্কৃতির মধ্যেই প্রকাশ পায়। একটা গাছের যেমন ফুল, একটা মন্দিরের যেমন চূড়া সেই ভাবে একটা জাতির সভ্যতাও তার সঙ্গীতের মধ্যেই রূপ পায় এবং এই দিক থেকে ত্রিপুরায় যে সমস্ত বে-সরকারী উদ্যোগে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে তার জন্য যে সাহায্য-এর প্রস্তাব করেছেন এটা আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অশোকদা যে রিজোলিউ-শান এনেছেন এটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার সৃষ্টি ইত্যাদি যদি পর্যালোচনা করি ভারতের প্রতিটি মানুষ সেই আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি এবং কলা যেটি আমরা দেখতে পাই—সেই কলা এবং সঙ্গীত শিল্পে আমাদের ত্রিপুরা দীর্ঘ দিন পর্যাস্ত পিছিয়ে আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু ত্রিপুরার যে ঐতিহ্য—শিল্পীরা যারা আছেন—নিজেদের প্রচেষ্টায় আছেন এবং নিজেরাই সেটি করে নিচ্ছেন। একটু আগে মাননীয় সদস্য নরেশ রায় বলে গিয়েছেন রাজ পরিবারের রাহুল দেববর্মন এবং শচীন দেববর্মন-এর কথা—উনারা নিজের থেকেই হয়েছেন এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমার যে সকল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সরকার থেকে কোন প্রকার সাহায্য পায় না। এই আগরতলায় যেমন আছে—ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর এবং বিলোনীয়ায়ও সুরবিতান নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে—তারা সরকার থেকে কিছুই পায় না। কিন্তু সেখানে নিজেরা—গ্রামের ছেলেরা, সহরের ছেলেরা নিজেরা চাঁদা করে অতি কষ্টে সেটিকে চালাচ্ছে। যদি সরকার থেকে কোন সাহায্য পেত তাহলে সেটির বিকাশ সুদূর প্রসারী হত এবং ত্রিপুরার স্থান ভারতবর্ষে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পেত—এবং ত্রিপুরার মান যে ত্রিপুরার লোকেরা—রাহুল দেববর্ম্মন এবং শচীন দেববর্ম্মন রেখেছেন তাতে আমরা গর্বিত। আশা করি ত্রিপুরা সরকার এই সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ নজর দেবেন এবং গ্র্যাণ্ট ইন এইডের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের সাথে একমত হবেন—এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—Now, I would call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সংগীত প্রসারের ব্যাপার নিয়ে যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে সেই সম্পর্কে এক আর্থিক দিকটা সম্পর্কে বোধ হয় আমাদের কিছুটা অধিকার আছে। আর সংগীত বুঝে আমার সংগীত উপলব্ধি করার যে ক্ষমতা সেটি গানের স্কুলে কোন দিন পড়িনি বলেই কিম্বা কোন গানের কলেজে পড়িনি, কাজেই হয়ত সেটি আমার পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। যে দিকটা সম্পর্কে এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হল আর্থিক দিকটা। এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গেলে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে সংগীত আজকের সৃষ্টি নয়। আজকে কতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা নয়। এই সংগীত প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে। এই সুরের যত কারসাজি সবই বোধ হয় প্রকৃতির মধ্যে থেকেই আহরিত হয়েছে, কাজেই যখন আমরা প্রকৃতির অংগ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটাও এসে যায় বিশেষ করে

মানুষের জীবনে। যে আলোচনা হাউসের সামনে রাখা হয়েছে—বিভিন্ন মাননীয় সদস্য রেখেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য বিশেষ কিছু রাখতে চাই না। একটা কথা আজকে যত শিক্ষাই হউক না কেন সেই শিক্ষার পিছনে অর্থনীতির প্রশ্নটা জড়িত হয়ে যায়। জড়িত—যেমন আর্থিক সাহায্য ইনষ্টিটিউশানগুলির জন্য তেমনই সেই ইনষ্টিটিউশানগুলিতে যারা আছেন সেটাও আর্থিক চিন্তা থেকে আসে। সংগীতের যে উদ্দেশ্য সংগীতের যে আইডিয়া সেই আইডিয়াটা এর ভিতর দিয়ে এক্সপ্রেসড কতটুকু হবে জানি না। তবে এইটুকু হতে পারে যে সংগীত সম্পর্কে গানটা তৈরী করা—মনটা তৈরী করা—সেটি কোন কোন স্কুলে এই ধরণের ইনষ্টিটিউশানের মধ্য দিয়ে মাস স্কেলে যখন সেটি তৈরী হয় তখনই বিভেদ সৃষ্টি হয়। সংগীতের প্রতি—যেটি নিজের ভিতর থেকে যে সংগীত প্রকৃতির সংগে মিশে যাওয়ার যে প্রশ্নটি সেটি যার ভিতর থেকে আসে—সেটির জন্য যত বাধাই আসুক না কেন সেই সমস্ত বাধাই দূর করে তারা অগ্রসর হয়ে যায়। এই সংগীত শিল্পীদের মধ্যে আমি দেখেছি—জমিদার মহারাজাদের আনুকুল্য যারা পেয়েছেন তাদের জীবনেও অনেক দুঃখ কষ্ট এসেছে—দীর্ঘদিন পর তারা রিকগ-নিশান পেয়েছেন। কাজেই এই কথা বলা যায় না শিল্পীর জীবন খুব সহজভাবে অগ্রসর হয়। শিল্পীর জীবনে যদি বাধা না আসে—শিল্পীর তার নিজকে প্রকাশ করার যে সম্ভাবনাটা সেই সম্ভাবনা যত বেশী বাধা আসবে ততই তার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহ জাগে ভিতর থেকে—একটা প্রেরণা এসে যায়। তাহলে কি আমাকে বলতে হবে সেইসব লোকের মধ্যে সংগীতকে আবদ্ধ করে রাখা হবে—সংগীতকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে না মানুষের মধ্যে—আমি সেই কথা বলছি না। কিন্তু আজকের যুগে ভারতের কথা বলছি—আগে যেখানে রাজা মহা-রাজারা করতেন—করেছেন আজকে সেখানে সরকার এসেছেন—গণতান্ত্রিক সরকার—সেই যুগ এসেছে। এবং আজকে আমি দেখেছি যে সংগীতের প্রসারের জন্য বিভিন্ন দিকে দরজা খুলে যাচ্ছে—আজকে হয়তো অনেক শিল্পী সেই পথে অগ্রসর হয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে চলে-ছেন। কাজেই তার কোথায়, কখন, কিভাবে তার ভিতর স্ফুরণ হবে, সেটা আগে থেকে জেনে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। কাজেই এই ধরনের ইনষ্টিটিউশানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই ইনষ্টিটিউশানগুলি বেঁচে থাকুক, এটা সবাই হয়তো চায়। সংগে সংগে আর একটা প্রশ্ন আসে, যদি অর্থনৈতিক প্রশ্নটা এর মধ্যে জড়িয়ে যায়, তাহলে এটা বিচার বিবেচনায় আসবে যে এখান থেকে পাশ হয়ে গেল, কেউ বিশারদ হয়ে গেলেন, কেউ ভারতী হয়ে গেলেন, তারপর? এই যে প্রশ্নটা তখনই আসে যে এটার একটা বিচার বিবেচনার প্রশ্ন, পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রশ্ন, সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রশ্ন যখন আছে, কারণ তার সংগে আর্থিক অবস্থাটা জড়িত আছে, সেইজন্য অল ইণ্ডিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত থাকে, কোন ইনষ্টিটিউশান তাদের পক্ষে রিকগ-নিশান পাওয়ার সুবিধাটা অনেক ক্ষেত্রে হয় না। এদিক থেকে বিবেচনা করে আমাদের মনে হয় যে সংগীত চর্চার মধ্যেও কতকগুলি রুলস, রেগুলেশানের মধ্য দিয়ে এই ইনষ্টিটিউশান-গুলিকে আনা দরকার, তার ভিতর দিয়ে এইগুলিকে এমনিভাবে চালনা করা উচিত যাতে করে আর্থিক অবস্থার কথা যারা চিন্তা করেন, সেইদিক থেকে যাতে ব্যবস্থা করা যায়, তার চিন্তা করা দরকার। সেইজন্যই গ্রাণ্টস্ ইন এইড রুলসের অন্য কোন অর্থ নাই। পরীক্ষা করে দেখতে

হবে ঐ ইনষ্টিটিউশানগুলির মধ্যে অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা, অনুকূল আবহাওয়া আছে কিনা, যেখানে এই ধরণের সংগীত চর্চা করা সম্ভব, সেইদিকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা এই সম্পর্কে বহু চিন্তা করেছি। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হয়তো এই নয় যে গ্রান্টস্ ইন এইড রুলস লাগবে না। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে এটা যত তাড়াতাড়ি হয়, গ্রান্টস্ ইন এইড রুলস হতে যদি দেরী হয়, তাহলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থাটা করা দরকার এবং এদিক থেকে আমরা একথা বলতে পারি—এদিকে বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। যদি আরও একটু ভাল করে বলতে পারি তাহলে বলব যে এর জন্য স্পেশাল গ্রান্টস ইন এইড রুলস করে একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে আনা দরকার। সংগে সংগে এটাও চিন্তা করতে হবে যে যেখানে টাকার প্রশ্নটা রয়েছে, যেখানে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে অযথা টাকা খরচ করে যেন সমালোচনার সম্মুখীন না হতে হয়, সেইজন্য গ্রান্টস ইন এইড রুলস এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গ্র্যাণ্ড ইন এইড রুলস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা আমরা ভেবে দেখব। আর যদি গ্রাণ্ডস্ ইন-এইড রুলস করতে দেরী হয়ে যায়, তাহলে এইটুকু বলতে পারি এই ধরণের ইন্ষ্টিটিউশান যেগুলির সিনসিয়রিটি আছে, বা অল ইণ্ডিয়া ইন্ষ্টিটিউশানের সংগে কোন না কোন রকম ভাবে জড়িত আছে, তাদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে এবং করা হবে। এই বলে মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তাঁকে—যেহেতু অলরেডি এটা বিবেচনায় এসেছে, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাব উইদড্র করে নিতে।

শ্রীঅশোক কুমার ভটাচার্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে প্রস্তাব এর মূল উদ্দেশ্য এবং বক্তব্য, সেই বক্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন এবং তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে গ্র্যান্টস ইন এইড রুল করা সাপেক্ষে তিনি বলেছেন যে সর্বভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়ে গেছে, তাদের আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যপারটি বিবেচনা করা হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব আমি উইদড্র করে নিচ্ছি।

The Resolution was withdrawn with the leave of the House.

Mr. Dy Speaker :—The House stands adjorned till 12-30 P M. on Monday the 26th March, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 223
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি একটি Task force গঠন করেছেন? করে থাকলে কাকে নিয়ে করেছেন তার বিবরণ;

২) ঐ Task force এর কাজ কি?

উত্তর

১) হ্যাঁ, নিম্নোক্ত অফিসারগণ কমিটির সদস্য।

ক) চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ত্রিপুরা

খ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

গ) সেক্রেটারী, ফুড

ঘ) ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার, ত্রিপুরা

ঙ) ডিরেক্টার অব ফুড, ত্রিপুরা

চ) শ্রী জে, আর, ভট্টাচার্য্য, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট—প্রতিনিধি।

২) টাস্ক ফোর্সে'র প্রধান কার্য্য হইল জরুরী ভিত্তিতে ১৯৭২ ইং সনে সৃষ্ট খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সারা ত্রিপুরায় সরকারী কার্য্যাদির সমন্বয় সাধন করা।

STARRED QUESTION NO. 180

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :-

QUESTION

1. Whether an Enquiry Committee was set up with M. L. As. to investigate into the land dispute at Lakshmirayanpur mouza, Khowai ?

2. If so, what are the findings of the Committee ?

3. What steps has been taken to implement the majority recommendation of the Committee ?

ANSWERS

১) হ্যাঁ।

২) কমিটির সদস্যগণ তাহাদের সিদ্ধান্তের অনেক ক্ষেত্রে একমত ছিলেন না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 533

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। নুতনবাজার ও অমরপুর দৈনিক বাজার উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে এই খাতে কত ব্যয় করা হবে ?

উত্তর

১) নুতন বাজার এবং অমরপুর বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা সরকারের আছে ; প্ল্যান এবং এষ্টিমেট তৈরী হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 542

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীর ২৫ তারিখ পর্য্যন্ত অমরপুর বিভাগে কত টাকা কত জনকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

২) ইহা কি সত্য যে অমরপুর বিভাগে অনেকে খয়রাতি সাহায্যের আবেদন করা সত্বেও অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

৩) ইহা কি সত্য এখনও অমরপুর এস, ডি, ও অফিসে খয়রাতি সাহায্যের আবেদনের দরখাস্ত দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে আছে ?

৪) সত্য হইলে কতটি আছে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ১৩৯৬ জনকে মোট ৩২,১৮৫.০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২) না।

৩ এবং ৪) না। কেবলমাত্র ৯২টি আবেদন পত্র তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 799

By Smt. Laxmi Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজনগর ব্লকের উত্তর ভারতচন্দ্রনগর বাজার হইতে মুন্দারিয়া বাজার পর্যন্ত ক্রাশ প্রোগ্রামে যে রাস্তা করা হইয়াছে উহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৭।৩।৭৩ ইং পর্য্যন্ত ২০,৩৩২.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 695

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ সালে "ঝংকার" ও "মায়ের ডাক" লিখার জন্য প্রচার দপ্তর হইতে কোন ঘোষণা করা হয়েছিল কি ?

২) যদি হইয়া থাকে তবে তাহাতে লেখকদের মধ্যে যাহারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাদের পুরস্কৃত করা হইবে বলিয়া কোন ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল কি ?

৩) যদি হইয়া থাকে ১ম, ২য়, ৩য়, পুরস্কারের টাকার অংক কত ?

৪) ঐ নাটকগুলি লিখিয়া কে কে ১ম, ২য়, ৩য়. স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং পুরস্কারের টাকা তাহারা পাইয়াছেন কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ঐ

৪) ঐ

STARRED QUESIION NO. 605

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revnue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ সালে যুবাঙ্গিনার উদ্যোগে খোয়াই চ্যারিটি লটারী নামে কোন লটারী খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

২) যদি অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে তবে উক্ত লটারী খেলা কবে হয়েছে ?

৩) না হলে সরকার এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭২ইং সনের ডিসেম্বর মাসে "যুবঙ্গিনা" কমিটি নামে একটি কমিটিকে খোয়াই মহকুমা শাসক একটি লটারী খেলার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

২) রিপোর্টে প্রকাশ যে টিকেট বিক্রয় করা হইয়াছিল কিন্তু খেলা হয় নাই।

৩) খেলা না হওয়ায় খোয়াই মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে তদন্ত করেন। ঐ কমিটি কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে অসমর্থ হওয়ায় কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ৪০৬-৪২০ ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা জারী করা হয় এবং ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে দেওয়া হয়। অপর আসামীগণ পলাতক আছে এবং মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 110
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগে গত ৮ মাসে টেষ্ট রিলিফের ও ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেচের জন্য যে সমস্ত ছড়ায় বাঁধ অস্থায়ীভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাকে স্লুইস গেট করে স্থায়ী বাঁধ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) না।

STARRED QUESTION NO. 855
By **Shri Bhadramai Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর উত্তর মোহনপুর ব্লকে, এই খরা পরিস্থিতিতে কতটি কাচা কূয়া কাটা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৪৫৯টি।

STARRED QUESTION NO. 39
By **Shri Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Melaghar এর No. 20 Kayemi Taluk এর মালিককে T. R. L. R. Act, 1960 এর 146 ধারা অনুসারে মোট কত টাকা Compensation দেওয়া হয়েছে।

২) ইহা কি সত্য যে ৬।৭।৬৬ তারিখে যে Draft assessment roll published হয়েছিল, তা অগ্রাহ্য করে এই ক্ষতিপূরণ assess করা হয়েছে ; এবং

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে কোন বিধি অনুসারে তা করা হয়েছে ?

উত্তর

১) মোট ১,২৭,৬৫৭·৯৯ টাকা।

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 701
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) একজন কৃষক ৪০০০·০০ কৃষিঋণ গ্রহণ করতে তাকে আইনী খরচ (fees) কত বহন করতে হয়, তার break up-সহ হিসাব ;

উত্তর

১) সরকার হইতে যে সমস্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুসারে নিম্নরূপ আইনী খরচ দিতে হয় :

এফিডেভিট ষ্ট্যাম্প—	৩·০০
এডভোকেট দ্বারা পরিচয় করান ফিস—	২·০০
অন্যান্য রেজিষ্ট্রি করা বাবত···	·৫০
মোট—	৫·৫০

বিভিন্ন জেলাশাসক ও কালেক্টারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে খরচের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে। এই কারণে বিষয়টি সবিশেষ তদন্তের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 537
By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Reven Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সন হইতে এ পর্য্যন্ত কতজন রিক্সা শ্রমিক ভূমির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ?

২) ভূমিহীন রিকসা মজুর ইউনিয়ন ও সদর দক্ষিন অঞ্চল রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকার এ ব্যাপারে কোন আবেদন পেয়েছেন কি ?

৩) পেয়ে থাকলে এ সম্পর্কে তবে কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) কৃষি জমি বন্দোবস্তের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জিলায় দক্ষিণ অঞ্চল রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন রিকসা চালকদের ৩০টি দরখাস্ত এবং ভূমিহীন রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন ৪২ জন রিক্সা চালকের দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন। রিকসা চালক পরিচয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলায় কৃষি জমি বন্দোবস্তের জন্য কাহারও নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া দৃষ্ট হয় না।

২) এই প্রশ্নের জবাব ১নং আইটেমের উত্তরেই দেওয়া হইয়াছে।

৩) প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 246

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 চালু হওয়ার পর থেকে বর্গাদারদের ফসলের ন্যায্য অংশ না দেয়া এবং বর্গাদার উচ্ছেদের জন্য কতজন জোতদারকে শাস্তি দেয়া হয়েছে ;

২) যদি শাস্তি না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ ?

ANSWER.

১) কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হয় নাই,

২) এই সমস্ত ব্যাপারে এরূপ কোন মোকদ্দমা আদালতে দায়ের হওয়া প্রকাশ পায় না।

STARRED QUESTION NO. 759

By—Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) মোহনপুর ব্লক এলাকায় ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজনকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

২) খয়রাতি সাহায্য প্রাপ্তদের মধ্যে কতজন উপজাতি এবং

৩) সাহায্যের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব-নিম্ন অর্থের পরিমাণ ?

ANSWER

১) ৪৭১৩ জনকে।

২) ২৭১৮ জন।

৩) সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ১০.০ টাকা এবং সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৫০.০০ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 652

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

১) ১৯৭২ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কত টাকা ভূমি রাজস্ব বকেয়া পড়েছে ?

২) খরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সম্যক বকেয়া ভূমিরাজস্ব মুকুব করা হবে কি না ?

উত্তর

১) মহকুমার নাম	বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ।
উদয়পুর	৮,৩৩,৩২৫·০৫
অমরপুর	৪,৯৬,০৬১·১৩
বিলোনীয়া	৬,৩৮,০০৮·৮৮
সাব্রুম	২,৫৮,৬১০·১০
সদর	২৭,২০,৯৭৩·৩২
সোনামুড়া	৬,২২,৭৫৫·৭৬
খোয়াই	১০,৭৩,৮৭৯·২৪
ধর্ম্মনগর	২,৮১,৬৭৭,৬৯
কৈলাসহর	২,৮২,৬১১·৪৬
কমলপুর	১,১৫,২৫৭·২২
	মোট— ৭৩,২৩,১৫৯·৮৫

২) না।

STARRED QUESTION NO. 549

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। দুর্গম এলাকা সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ; এবং

২। থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হবে।

উত্তর

১) এমন কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 101
By Shri Bidya Ch Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনে খোয়াই বিভাগের যে সমস্ত কৃষকের জমির ফসল খরায় নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ঐ সমস্ত কৃষকের ফসলের ক্ষতির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোন সাহায্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি ?

২) যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাজের ব্যবস্থা ও কৃষি, দাদন ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরবর্তী কৃষির জন্য বিনামূল্যে ধানের বীজ দেওয়া হইয়াছে। খরাবিধ্বস্ত এলাকার কৃষকগণকে সিজনেল বাঁধ, নলকূপ খনন, পাম্পিং সেট বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিকার্য্যের জন্য সেচের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 596
By Shrj Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরার খরাক্লিষ্ট এলাকায় নিহিত পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি গ্রাম অঞ্চলের জন্য কাঁচা পাতকুয়া করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন ?

(২) যদি দিয়া থাকেন তাহা হইলে বিলোনীয়ার রাজনগর ও বগাফা ব্লকে কতটা কাঁচা পাতকুয়া করা হয়েছে ? এই দুই ব্লকের এই কাঁচা পাতকুয়া করতে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ও কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ।

(২) রাজনগর ব্লকে ৩০টি ও বগাফা ব্লকে ২৬টি কাঁচা পাতকুয়া করা হয়েছে। এই দুই ব্লকে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কাঁচা কুয়া করতে মোট ৯,৬০০ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং তাহা হইতে ৬,৪২০ টাকা খরচ হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 636
By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

QUESTION

১। সুদূর গ্রামাঞ্চলে সরকার টি, সি, পি, সি, খোলার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি ?

২। টি, সি, পি, সি-এর জন্য কোন আবেদন সরকারের কাছে আছে কি ?

৩। থাকিলে কোথায় টি, সি, পি, সি খোলার আবেদন আছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। বৈথাংবাড়ী আদিবাসী আদর্শ কলোনী, ধর্ম্মনগর ব্লকে একটি টি, সি, পি, সি খোলার জন্য বি, ডি, ও'র নিকট হইতে প্রস্তাব আছে।

তৈদু, অমরপুর ব্লকে একটি টি, সি, পি, সি খোলার জন্য আবেদন আছে।

জলেমা, অমরপুর ব্লকে একটি টি, সি, পি, সি খোলার জন্য জিলা শাসক (দক্ষিণ) এর নিকট হইতে প্রস্তাব আছে।

STARRED QUESTION NO. 780
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর সাউথ ব্লক বিশালগড় এলাকায় কতটা RCC well ও Tube well অকেজো অবস্থায় আছে ?

২) ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে কতটা অকেজো Ree well এবং কতটা অকেজো Tube well মেরামত করা হইয়াছে।

উত্তর

১) ১০৫টি টিউবওয়েল ও ৫৭টি রিংওয়েল সদর সাউথ ব্লক, বিশালগড় এলেকায় অকেজো অবস্থায় আছে।

২) ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের ২৮।২।৭৩ইং পর্য্যন্ত অকেজো ৩৮টি RCC wells এবং ১৫৬টি টিউবওয়েল মেরামত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO 708
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া পাইখলার জমির পুনঃ জরীপের কোন আদেশ হয়েছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে এলটমেণ্ট রোলস অনুসারে যারা তপশীল জাতি, উপজাতি এবং স্থানীয় ভূমিহীন খাসজমি বণ্টনের সময় তাদের অগ্রাধিকার দিতে হয়।

৩) যদি সত্য হয় পাইখলার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে কি না ?

উত্তর

১) না।

২) জুমিয়াগণকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরবর্তী অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতিদের দেওয়া হয়।

৩) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 658
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্থায়ী জেলা সদর দপ্তর কোথায় হবে তা স্থির হয়েছে কি ?

উত্তর

১) ২৭।৮।১৯৭০ইং তাং-এ সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে উত্তর ত্রিপুরা জিলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার সদর দপ্তর যথাক্রমে কুমারঘাট অঞ্চল ও উদয়পুর অঞ্চলে স্থাপিত হইবে এবং ঠিক কোন স্থানে এই দপ্তরসমূহ স্থাপিত হইবে সেই সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইবে। বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 761
By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩ সালের ২০শে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত মোহনপুর ব্লকে টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ২,১৪,৭০৫.০০ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 654
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revnue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান সার্ভেতে সেটেলমেন্টের খতিয়ান ত্রুটিপূর্ণ কারণ তাতে পুরানো মৌজার নাম, জোত নং প্রভৃতি নাই। এই মর্শ্মে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ?

২) এডভোকেট শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ১৯৬৭ সালে এই বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি ?

৩) যদি করে থাকেন এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, এই রকম কিছু অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২) হাঁা।

৩) স্বত্ব বিধি সমূহের Revision করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঐ Revision শেষ হইলে সাবেক জোতের বিবরণ হাল খতিয়ানেও পাওয়া যাইবে।

STARRED QUESTION NO. 545.
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান সনে অমরপুর বিভাগে কতজন কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছে ?

২) যাহারা আবেদন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতজনকে কৃষি ঋণের টাকা দেওয়া হয়েছে ?

৩) যাহাদিগকে এখনও টাকা দেওয়া হয় নাই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে কি না ?

৪) দেওয়া হইলে কখন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) ৩১৩০ জন।

২) ৭৪২ জনকে।

৩) তদন্তের পর উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

৪ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহা করা হইবে।

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 415
By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ইং হইতে ১৯৭৩ইং-এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত টাকা কৃষি দাদন বাবদ উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২) কৃষি দাদন গাঁওসভার মাধ্যমে বিলি করা হয়েছে কিনা ;

৩) না হয়ে থাকলে তাহার কারণ।

উত্তর

১।

ব্লকের নাম	বিলিকৃত টাকার পরিমাণ
বিশালগড়	৮৬,৮৫০·০০
জিরানীয়া	১,৫৩,৫৮৫·০০
মোহনপুর	১,০৫,০০০·০০
সোনামুড়া	৭১,৬০০·০০
খোয়াই	৪৫,৬০০·০০
তেলিয়ামুড়া	১,২৪,৩০০·০০
উদয়পুর	৫০,৫০০·০০
অমরপুর	২,০০,৪৯৯·০০
ডম্বুরনগর	৯০,০০০·০০
বগাফা	৫৬,২০০·০০
রাজনগর	২১,৩০০·০০
সাতচান্দ	৯৩,৪৭৫·০০
কাঞ্চনপুর	৩৮,৭৬৫·০০
পানিসাগর	১৪,৫০০·০০
কুমারঘাট	২৬,৬০০·০০
ছাওমনু	২২,৪৫০·০০
সেলেমা	৭৩,৭৫০·০০
মোট	১২,৭৪,৯৮৪·০০

২) না

৩) কারণ, ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভূত হয় না

UNSTARRED QUESTION NO. 746

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Departmnet be pleased to State—

প্রশ্ন

১) বন্দোবস্ত ও ভূমিলেখ্য Set up চালু হবার পর প্রতিটি মহকুমায় এবং জেলাতে এক-জন করে যথাক্রমে Asst. Survey officer এবং Asst. Director of Survey & Land Records কাজ করার কথা ছিল কি না ?

২) যদি থাকে তবে উক্ত set up চালু করার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত কতজন অফিসার কোথায় কোথায় কাজ করেছেন।

৩) প্রতিটি মহকুমা ও জেলাতে বরাবর অফিসার ছিলেন কিনা ?

৪) না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। Assistant Director গণ জেলাগুলির জন্য নিযুক্ত হইয়া ডাইরেক্টরেটে যুক্ত ছিলেন। Assistant Survey officer গণকে অমরপুর, সোনামুড়া ও সাবরুম মহকুমা ছাড়া অন্যান্য মহকুমায় পোষ্টেড্ করা হইয়াছে। উদয়পুর ও বিলোনিয়ার Assistant Survey officer গণ অমরপুর ও সাবরুম এর Assistant officer—এর ভার প্রাপ্ত আছেন।

৩। না।

৪। বিভাগীয় কর্মীদের প্রমোশন ও অবসর হওয়া হেতু Assistant Director এর খালী পদে নিযুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হয় না। সাবরুম, অমরপুর ও সোনামুড়া মহকুমার জন্য নিযুক্ত Assistant Survey officer গন আগরতলায় ডাইরেক্টরেটে ও অন্যান্য অফিসে যুক্ত ছিলেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 767

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমায় ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ এর ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত টাকার কৃষি ঋণ বণ্টন করা হইয়াছে ?

উত্তর

ক) ১৯৭১-৭২ সনে কৃষি ঋণ বণ্টন—নাই।

১৯৭২-৭৩ সনের ফেবরুয়ী পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ বণ্টন— ২,৮১,০০০ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 760
By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এ মোহনপুর বিধানসভা নির্বাচন এলাকায় কতজন কৃষক কৃষিঋণ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ?

২) দরখাস্তকারীদের মধ্যে কতজনকে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে এবং অর্থের পরিমাণ ?

উত্তর

১) ৩৬৫ জন।

২) ৭৭ জনকে ২৪,৬০০,০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 625
By Shri Baju Ban Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। অমরপুরের একছড়ি কলোনীতে কতটা রিংওয়েল ও টিউবওয়েল আছে ?

২। বর্ত্তমানে ঐ রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলি কার্য্যকারী আছে কি ?

উত্তর

১। অমরপুর একছড়ি কলোনীতে ৬টি টিউবওয়েল এবং ২টি রিংওয়েল আছে।

২। বর্ত্তমানে ৩টি টিউবওয়েল ও ২টি রিংওয়েলই কার্য্যকারী আছে। অব্যবহার যোগ্য টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি এই আর্থিক বৎসরেই মেরামত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 544
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৭৩ সালের ২৫শে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত অমরপুর বিভাগে কতজন কৃষি দাদনের আবেদন করিয়াছেন এবং কতজনকে দেওয়া হইয়াছে।

২। ইহা কি সত্য যে পঁচিশ টাকা হইতে ত্রিশ টাকার উর্দ্ধে কাহাকেও কৃষি দাদন দেওয়া হয় না ?

উত্তর

১) ৪১ জন আবেদনকারী সকলকেই দাদন ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২) না। অমরপুর বিভাগের প্রত্যেক আবেদনকারীকেই ৫০.০০ টাকা হিসাবে দাদন ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 277

By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বগাবিল, রতনপুর, বেলছড়া, পঃবিল গাঁওসভার অধীনে পানীয় জলের জন্য প্রতিটি গাঁওসভা হইতে ১৯৭৩ ইং সনে কতটি রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কোন গাঁওসভাকে কতটি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছিল : (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) এরকম কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট আসে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 251

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১) দুঃস্থ মেয়েদের তাঁতের জন্য বিনামূল্যে সূতা দেবার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

২) যদি থাকে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; এবং

৩) যদি বিনামূল্যে কোথাও সূতা দেয়া হয়ে থাকে, তার গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) না।

২ এবং ৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO.400
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা L.R & L.R Act ১৯৬০ এর ১৭৪ (৪) ধারা অনুসারে এ পর্য্যন্ত কতজনকে ceiling limit থেকে exemption মঞ্জুর করে পরে ঐ expemtion withdraw করা হয়েছে- তাহাদের নাম ও ঠিকানা ;

২) কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি কারণে exemption withdraw করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৭৪ ( ) ধারা বলিয়া কোন ধারা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 401.
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Tripura L. R. & L R Act 1960 এর ১১১ ধারা অনুসারে কতজন রায়তকে এপর্য্যন্ত excess land এর জন্য কম্পেনসেসান দেয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা ও কম্পেনসেশানের পরিমাণ ?

উত্তর

১) এখনও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 519
By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় যে সকল ভূমিহীন কৃষক খাসভূমিতে বসবাস করিয়া চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে ঐ ভূমিতে ভূমিহীন হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার বিবেচনা করিয়াছেন কি না ; এবং

২) যদি করিয়া থাকেন তবে ৯৭২ ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ রকম কয়টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) হাঁ। যদি ঐ সকল ভূমি সরকারের আবশ্যক না হয় তবে ঐ সকল বিষয়ে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বণ্টন) নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী উহাদের গুরুত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হইবে।

২) ২৮০৪ পরিবার।

UNSTARRED QUESTION NO. 567

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশান চন্দ্র নগর বিধান সভা নির্বাচনী এলাকার কতজন কৃষককে ৪০০ টাকা হারে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে তার তহশীলওয়ারী তথ্য ?

উত্তর

১) ১৫২ জন-সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

TEHSILWISE LIST OF PERSONS GIVEN AGRICULTURAL LOAN @ RS 400 00 EACH UNDER ISHANCHANDRANAGAR ASSEMBLY CONSTITUENCY.

Sl No. Name of the Applicant and Address.

PURBA TAKARJALA TEHSIL.

1. Shri Ratan Kumar Deb Barma S/o. Krishna Ch. of Gangaharibari.
2. Shri Durga Mohan Deb Barma S/o. Chandramani of Hari Kabra Para.

PRABHAPUR TEHSIL.

1. Shri Radhika Ranjan Ghosh s/o Satish Ch. Ghosh of Prabhapur.
2. Shri Mahesh Ch. Roy s/o. Gouranga Roy of Prabhapur.
3. Shri Lal Mohan Biswas s/o. Late Sadhan Ch. Biswas of Kanchannagar.
4. Shri Jamini Kumar Das s/o. Sashi Kr. Das of Kanchannagar.
5. Shri Bakul Ch. Majumder s/o. Mahanta Majumder of Kanchannagar.
6. Shri Aswani Kr. Sarker s/o. Joy Ch. Sarker of Kanchannagar.
7. Shri Nani Gopal Acherjee s/o. Satish Ch. Acherjee of Champaknagar.
8. Shri Tarani Kanta Sarker s/o. Joy Ch. Sarker of Kanchanmala
9. Srimati Santilata Debi w/o. Dhirendra Ch Bhattacharjee of Kanchanmala.
10. Shri Debendra Ch. Bhattacherjee s/o. Krishna Kanta Bhattacherjee of Kanchanmala.
11. Shri Gouranga Banik s/o. Upendra Banik of Prabhapur.
12. Shri Dasarath Deb Barma s/o. Mani Deb Barma of Prabhapur.
13. Shri Akul Hari Saha s/o. Brajendra Saha of Prabhapur.

Sl. No.. Nnme of the applicant and address.

14. Shri Lalit Mohan Bhattacherjee s/o. Kumud Kr Bhattacherjee of Harikanta Para.
15. Shri Aghore Ch. Roy s/o. Bharat Ch. Roy of Jugulkishorenagar.
16. Shri Khirode Behari Sarker s/o. Nagar Basi Sarkar of Jugulkishorenagar.
17. Shri Ramani Mohan Deb Barma s/o. Mukunda Deb Barma of Prabhapur
18. Shri Prafulla Kumar Singh s/o. Biswhamoni Singh of Purba Durgapur.
19. Shri Dhananjoy Singh s/o. Chhanu Ch. Singha of Purba Durgapur.
20. Shri Kalu Singh s/o. Nabin Singh of Purba Durgapur.

SURJAMANI TEHSIL.

1. Shri Surendra Ch. Rudra Paul s/o. Late Joy Ch. Rudra Paul of Madhupur.
2. Smti. Subhashini Das w/o. Banka Ch. Das of Madupur.
3. Shri Rabindra Ch. Singh s/o. Mehendra Singh of Madhupur.
4. Smti. Nirada Sundari Bhowmik w/o. Jugendra Bhowmik of Madhupur·
5. Shri Mehendra Ch. Sarker s/o. Purna Ch. Sarker of Madhupur.
6. Shri Harimohan Patra s/o. Gouranga Patra of Madhupur.
7. Shri Rabindra Ch. Ghosh s/o. Pan Ch. Ghosh o Madhupur.
8. Shri Dhananjoy Ch. Sarker s/o Naidar Chand Sarker of Madhupur.
9. Shri Rai Mohan Patra s/o. Gouranga Patra of Madhupur.
10. Shri Chitta Ranjan Sarker s/o. Pyari Mohan Sarker of Madhupur.
11. Shri Harendra Ch. Roy s/o. Nibaran Ch. Roy of Amtali.
12. Smti. Santimayee Routh w/o. Kali Prasanna Routh of Amtali.
13. Shri Haridhan Roy s/o Krishna Ch. Roy of Amtali.
14. Smti. Usha Rani Das w/o. Chandra Mohan Das of Amtali.
15. Shri Bidya Dhar Paul s/o. Adhar Ch. Paul of Amtali.
16. Shri Mati Ranjan Sarker s/o. Pyari Mohan Sarker of Madhupur.
17. Shri Haripada Roy s/o. Upendra Roy of Haripur.
18. Shri Aghore Ch. Sarker s/o. Muhin Ch. Sarker of Krishnanagar.
19. Shri Birendra Ch. Sarker s/o. Jugal Ch Sarker of Ballavpur.
20. Shri Upendra Ch. Roy s/o. Krishna Ch. Roy of Ballavpur.
21. Shri Horan Ch. Choudhury s/o. Gopinath Choudhury of Pashim Durgapur.

Sl. No. Name of the applicant and address.

22. Shri Trailokha Chakraborty s/o. Jogendra Chakraborty of Durgapur.
23. Smti Amiya Sudha Banik w/o. Thakurdhan Banik of Ishanchandra Nagar.
24. Shri Baikuntha Ch. Sarkar s/o. Radha Mohan Sarker of Haripur.
25. Smti. Khalarani Bhattacherjee w/o. Sudhir Ch. Bhattacherjee of Radhapur.
26. Shri Baikhuntha Ch. Sarker s/o. Banamali Sarker of Kashinagar.
27. Shri Narayan Ch. Sarker s/o. Late Rajani Sarkar of Madhupur.
28. Shri Surendra Ch. Deb s/o. Radhacharan Deb of Nagichhara.
29. Shri Amarendra Roy s/o. Aswani Roy of Nagicherra,
30. Shri Panjim Singh s/o. Laiful Singh of Durgapur.
31. Shri Nouba Singh s/o. Kanta Singh of Durgapur.

SREE NAGAR TEHSIL.

1. Sri Rabati Mohan Sarker s/o. Late Jadab Sarker of Anandanagar,
2. Srimati Joybala Das w/o. Hiramani Das of Anandanagar.
3. Smti. Adari Bala Banik w/o. Sailesh Banik of Anandanagar.
4. Sri Keshab Ch. Roy s/a Jamini Kr. Roy of Anandanagar.
5. Srimati Kiran Bala Sil w/o. Nityananda Sil of Anandanagar.
6. Sri Rai Mohan Das s/o. Bashanta Das of Anandanagar.
7. Sri Rajani Mohan Acherjee s/o. Rajendra Acherjee of Sekerkut.
8. Sri Rammangal Deb s/o. Ramjoy Deb of Nagercherra.
9. Sri Thirendra Marak s/o. Late Jiban Marak of Nagercharra.
10. Sri Pandab Ch. Debnath s/o. Gagan Ch. Debnath of Heatileta.
11. Sri Purna Ch. Sarker s/o. Dengu Sarker of Heatileta.
12. Smti. Abala Bala Das w/o. Mahendra Das of Nagicharra,
13. Sri Surendra Ch. Das s/o. Nagar Ch. Das of Madhuban.
14. Sri Annada Chakraborty s/o. Ambika Chakraborty of Madhuban.
15. Sri Haridas Dey s/o. Kashi Charan Dey of Madhuban.
16. Sri Surendra Kr. Dey s/o. Mohin Ch. Dey of Madhuban.
17. Sri Amiya Bhusan Nama s/o. Jaladhar Nama of Madhuban.
18. Sri Gopal Ch. Debnath s/o. Krishana Ch Debnath of Hatirlata.
19. Sri Upendra Ch. Das s/o. Kandli Das of Hatirlata.
20. Sri Bipin Ch. Sarker s/o. Naidachand Sarker of Madhuban.

Sl. No Name of the Applicant and Address

21. Sri Suchil Ch. Nag s/o. Chandra Kanta Nag of Madhuban.
22. Sri Sita Nath Sarker s/o. Brindaban Sarker of Madhuban.
23. Sri Mati Lal Nama s/o. Rajani Nama. of Jarulbachai.
24. Sri Nanda Kumar Deb Barma s/o. Kushea Chandra Deb Barma of Jarulbachai.
25. Sri Sarada Ch. Laskar s/o. Bipin Ch. Laskar of South Anandanagar.
26. Sri Rajendra Das s/o. Bipin Chandra Das of Hatirlata.
27. Sri Sudharshan Acharjee s/o. Sachi Bhusan Acharjee of Hatirleta.
28. Sri Gopi Chand Deb Nath s/o. Bishnu Charan Debnath of Hatirleta.
29. Sri Bir Chandra Das s/o. Bipin Chandra Das of Hatirleta.
30. Sri Upendra Chandra Dey s/o. Kali Charan Dey of Nagicharra.
31. Sri Radha Charan Das s/o. Nabadwip Das of Nagicherra.
32. Sri Raj Kumar Deb Barma s/o. Chandra Mohan Deb Barma of Nagicherra.

PASCHIM TAKERJALA TEHSIL

1. Sri Bishu Roy Deb Barma s/o. Krishna Chandra Deb Barma of Ratanpur.
2. Sri Badhu Ch. Deb Barma s/o. Rajani Deb Barma of Jangbari.
3. Sri Hari Roy Deb Barma s/o. Mangala Deb Barma of Ratanpur.
4. Sri Debendra Ch. Deb Barma s/o. Manik Chandra Deb Barma of Chandrakishore Sardarpara.
5. Sri Brojendra Chandra Deb Barma s/o. Krishna Mangal Deb Barma of Sonatanthakur para.
6. Sri Bir Chandra Deb Barma s/o. Dhananjoy Deb Barma of Bhadramani Thakurpara.
7. Sri Jogal Ch. Deb Barma s/o. Naba Kumar Deb Barma of Amtali.
8. Sri Satish Ch. Deb Barma s/o Rajani Deb Barma of Udaijamaderpara.
9. Sri Sambhu Charan Deb Barma s/o. Kailash Ch. Deb Barma of Kherua Thakurpara.
10. Sri Krishna Chandra Deb Barma s/o. Girisarder Deb Barma of Garisarderpara.
11. Sri Jati Lal Deb Barma s/o. Radha Mohan Deb Barma of Takerjala.
12. Sm ti. Sova Kanya Debi w/o. Suku Chandra Deb Barma of Gangaharibari.

Sl. No. Name of the Applicant and Address

13. Sri Suran Ch. Deb Barma s/o. Mangal Ch. Deb Barma of Ratanpur.
14. Sri Madan Ch. Deb Barma s/o. Sambhu Ram Deb Barma of Chandra Thakurpara.
15. Sri Dulu Chandra Deb Barma s/o. Dhani Deb Barma of Lilukpara (Ratanpur).
16. Sri Shyam Rai Deb Barma s/o. Niranjan Deb Barma of Lilukpara (Ratanpur).
17. Shri Narendra Deb Barma S/o. Bharat Ch. Deb Barma of Lilukpara (Ratanpur).
18. Shri Basanta Kr. Deb Barma S/o. Bharat Ch. Deb Barma of Lilukpara (Ratanpur).

BIKRAMNAGAR TEHSIL

1. Sri Umesh Ch. Das S/o. Prabhat Ch. Das of Sekarkut
2. Sri Nabadwip Ch. Saha S/o. Ramgati Saha o. Gokulnagar.
3. Sri Ulfat Ali Bhya S/o. Late Ishmat Ali Bhya of Gokulnagar.
4. Sri Balaram Deb Nath S/o. Dinabandhu Debnath of Gokulnagar.
5. Sri Sachindra Ch. Das S/o. Late Jagabandhu Das of Gokulnagar.
6. Smti. Ashalata Deb W/o. Monmohan Deb of Nehalchandranagar.
7. Sri Jagadish Choudhury S/o. Nagarbashi Choudhury of Dakshin Champamura.
8. Sri Lal Mohan Saha S/o. Haridhan Saha of Dakshin Champamura.
9. Sri-Satish Chandra Karmakar S/o. Late Pandab Ch. Karmakar of Nehalchandranagar.
10. Sri Govindra Ch. Bhowmik S/o. Late Payari Mohan Bhowmik of Dakshinchampamura.
11. Sri Giremani Saha S/o. Sarat Ch. Saha of Bikramnagar.
12. Sri Nikunja Behari Deb S/o. Raj Mohan Deb of Bikramnagar.
13. Sri Nagendra Ch. Tati S/o. Late Kartik Ch. Tati of Bikramnagar.
14. Sri Hemendra Ch. Dey S/o. Late Prabhat Ch. Dey of Sekerkot.
15. Sri Dhirendra Ch. Das S/o. Harish Ch. Das of Gokulnagar.
16. Sri Kala Chand Dutta S/o. Late Upendra Ch. Dutta of Sekerkot.
17. Sri Nagendra Ch. Deb S/o. Late Adhar Ch. Deb of Sekerkot.
18. Sri Haribhusan Dam S/o. Sitendra Ch. Dham of Sekerkot.
19. Sri Sunil Ch. Debnath S/o. Kanai Lal Debnath of Gokulnagar.
20. Sri Alanga Mohan Sil S/o. Late Ram Kanai Shil of Gokulnagar.

Sl. No.	Name of the Applecant and Address
21.	Smti. Kukil Bashi Debi W/o. Girish Ch. Adhikari of Gokulnagar.
22.	Sri Girish Ch. Deb S/o. Ram Ch. Deb of Gokulnagar.
23.	,, Abani Kanta Deb S/o. Nibaran Ch. Deb of Gokulnagar.
24.	,, Umesh Chandra Saha S/o. Late Brojabashi Saha of Gokulnagar.
25.	,, Jatindra Mohan Bhakta Choudhury S/o. Mahim Chandra Bhakta Choudhury of Gokulnanar.
26.	,, Kamini Biswas S/o. Joy Ch. Biswas of Nehalchandranogar.
27.	,, Nabadwip Chandra Biswas S/o. Late Dinanath Biswas of Gokulnagar.
28.	,, Katilal Sen S/o. Mohim Ch. Sen of Gokulnagar.
29.	,, Brojendra Ch. Banik S/o. Biswashar Bonik of Gokulnagar.
30.	,, Milan Ch. Das S/o. Ramesh Ch. Das of Nehalchandranagar.
31.	,, Dinesh Ch. Chakraborty S/o. Late Ramani Mohan Chakraborty of Nehalchandranagar.
32	,, Jogesh Ch. Saha S/o. Rai Mohan Saha of Nehalchandranagar.
33.	,, Ramani Mohan Debnath S/o. Late Durgacharan Debnath of Gokulnagar.
34.	,, Gouranga Chandra Deb S/o. Sachi Mohan Deb of Gokulnagar.
35.	,, Suresh Ch. Debnath S/o. Girish Chandra Debnath of Hatirleta.
36.	,, Anukul Ch. Roy S/o. Girish Chandra Roy of Sekerkot.
37.	,, Rajani Kanta Das S/o. Jagabandhu Das of Sekerkot.
38.	,, Umesh Chandra Laskar S/o. Late Sachi Mohan Laskar of Daskin Champamura.
39.	,, Amar Chand Deb S/o. Late Payari Mohan Deb of Sekerkot.
40.	,, Debendra Ch. Deb Barma S/o. Chiram Deb Barma of Bikramnagar.
41.	,, Brahmananda Debnath S/o. Radhacharan Debnath of Nayagram.
42.	,, Jogendra Ch. Debnath S/o. Birchandra Debnath of Hatirleta.
43.	,, Lal Mohan Deb S/o. Raj Mohan Deb of Bikramnagar.
44.	,, Sunil Ch. Debnath S/o. Hridya Ch. Debnath of Hatirleta.
45.	,, Akhil Ch. Singha Roy S/o. Jadeb Ch. Singha Roy of Gokulnagar.
46.	,, Abanash Ch. Bhowmik S/o. Sarat Ch. Bhowmik of Rayesharipur.
47.	,, Rabindra Ch. Deb S/o. Late Raj Mohan Deb of Sekerkot.
48.	,, Chitta Ranjan Bhowmik S/o. Khetra Mohan Bhowmik of Jangalia.
49.	,, Nityananda Banik S/o. Late Bisweswar Banik of Gokulnagar.

UNSTARRED QUESTION NO. 238

By Shri Bhadramani Dev Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩ এর ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কোন কোন ব্লক এলাকায় কয়টি crash programmeএ কতজন শ্রমিক কাজ করেছে তার হিসাব।

২। ১৯৭১৩এর ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কয়টি crash programme চালু ছিল।

উত্তর

১। ১৯৭২এর জুলাই থেকে ১৯৭৩এর ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লক এলাকায় কয়টি ক্রেশ প্রোগ্রামে কতজন শ্রমিক কত দিন কাজ করেছে তার হিসাব অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল :—

জিলার নাম—পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা	কর্ম্মদিবসের সংখ্যা
১) জিরানীয়া	১৫	৯৯১	৮০৪
২) বিশালগড়	২১	৫২১	১৫৬৯
৩) মোহনপুর	১২	৭১৩	২৭২
৪) তেলিয়ামুড়া	৮	৯৭৮	৩০১
৫) খোয়াই	২০	৫৬৯	৫৪০
৬) মেলাগর	১০	১২৫০	৬৭৮
জিলার নাম—উত্তর ত্রিপুরা			
১) পানিসাগর	২১	২১৭৬	১৮০
২) কাঞ্চনপুর	১২	৩৮৮	৩৭৪
৩) কুমারঘাট	২৩	২৫৬২৬	৩৯৩
৩) চামনু	৫	১০০	৪৪০
৫) কমলপুর	১৫	১১২২	৪১২
জিলার নাম—দক্ষিণ ত্রিপুরা			
১) রাজনগর	৯	৫৩১	৪৪০
২) অমরপুর	১১	৩০০	২৭০
৩) বগাফা	৯	২৪০	৪৯৭
৪) ডম্বুরনগর	১	৯৬	৬৭
৫) সাতচাদ	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।		
৬) উদয়পুর			

২। ১৯৭৩এর ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরার তিন জেলায় সর্বসমেত ১৬টি প্রকল্প চালু ছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 486
By Shri Aamarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিধান সভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামে মোট কয়টি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে ?

২) প্রয়োজনের তুলনায় রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের সংখ্যা এ কেন্দ্রে কম থাকায় পানীয় জলের চরম দুর্দশা নিরসনের জন্য কয়টি কাঁচা কুয়া গত ১৯৭২ এর ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত খনন করা হইয়াছে ?

৩) এই পর্যন্ত খনন করা কাঁচা কুয়া পানীয় জল সমস্যা সমাধান করতে পারছেনা এই তথ্য সরকার জানেন কি ?

উত্তর

১) ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামে ৬টা রিংওয়েল ও ৩টা টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে।

২) দীর্ঘ খরার ফলে রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলিতে জলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের পানীয় জলের সুবিধার্থে ১১৭টা কাঁচা কুয়া গত ১৯৭২এর ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে খনন করা হইয়াছিল।

৩) না। তবে প্রয়োজনানুসারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 621
By Shri Baju Ban Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the C. D. Department be d to state—

প্রশ্ন

১) চেলাগাং বর্মাটিলা রাস্তাটি কোন সনে অমরপুর M. P. Block হইতে করানো হইয়াছিল ?

২) রাস্তা তৈরী হওয়ার পর পুল ও রাস্তা মেরামত না হওয়ার কারণ কি ?

৩) ঐ রাস্তাটি P.W.D. তে হস্তান্তরের জন্য অমরপুর M. P. Block সুপারিশ করিয়াছিল কি ?

উত্তর

১) অমরপুর বর্মাটিলা রাস্তাটি ১৯৬৫ সনের মার্চ মাসে অমরপুর M. P. Block কর্তৃক করানো হইয়াছে।

২) রাস্তা ও পুল মেরামতের দায়িত্ব সেই এলাকার জনসাধারণের, এই সকল কাজে মেরামতের কোন ফাণ্ড ব্লকের নাই।

৩) হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 613
By Shri Krishnadas Bhattacherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি মহারাজগঞ্জ বাজারের অগ্নিকাণ্ডে কে কে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২) তাহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য এবং ক্ষতিপূরণ সাহায্য ইত্যাদির জন্য ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

উত্তর

১) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্ট দ্রষ্টব্য ।

২) এইরূপ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে সরকার হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান নাই । বেশীর ভাগদেরই ব্যবসা ও দোকানের অগ্নিবীমা করা আছে ।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪০ জনকে উপস্থিত সাহায্য হিসাবে মোট ১০,৫০০·০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । যদি কাহারও সরকার হইতে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা থাকে তবে তিনি আবেদন করিলে তাহা উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইবে ।

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 613.

STATEMENT SHOWING THE PERSONS AFFECTED BY FIRE ACCIDENT ON 9. 2, 1973 AT 1-15 P. M. (APPROX.) AT MAHARAJGANJ BAZAR, AGARTALA SHOWING AMOUNT LOSS INDIVIDUAL VICTIMS.

Sl. No.	Name of fire victims	Extent of loss.
1	2	3
		Rs.
1.	Shri Rabindra Deb S/o. Late Sarish Deb.	1,00,000
2.	Shri Raiharan Saha S/o. Late Sakhi Charan Saha	2,00,000
3.	Shri Mintu Saha S/o. Kshetra Mohan Saha.	75,000
4.	Shri Kiran Banik & others Partner S/o. Late Manmohan Banik.	1,10,000
5.	Shri Benode Behari Paul S/o. Late Sarat Chandra Paul.	1,05,000
6.	Shri Nityahari Banik S/o. Late Iswar Chandra Banik.	1,70.000

1	2	3
		Rs.
7.	Shri Anil Chandra Banik, S/o. Late Akhil Banik	35,000
8.	Shri Atul Ch. Banik S/o. Late L. A. Banik.	15,000
9.	Shri Parimal Saha & others S/o. Late Nanda Lal Saha.	92,000
10.	Shri Akhil Ch. Ghosh S/o. Late Aswini Ch. Ghosh	36,000
11.	Shri Haradhan Saha S/o. Late Satish Saha.	70,000
12.	Shri Dinesh Banik S/o. Late Banamali Banik.	1,75,000
13.	Shri Jogesh Banik S/o. Late Banamali Banik.	1,50,00
14,	Shri Rebati Mohan Saha S/o. Late Raichand Saha.	1,10,000
15.	Shri Nabadwip Ch. Saha S/o. Late Ramsundar Saha.	39,764
16.	Shri Gouranga Ch. Saha S/o. Late Manik Lal Saha.	11,500
17.	Shri Gopal Ch. Saha S/o. Shri Gouranga Ch. Saha.	16,000
18.	Shri Paicharam Saha S/o. Late Kalachand Saha.	50,000
19.	Shri Jitendra Ch. Roy S/o. Late Prasanna Kr. Roy.	5,100
20.	Shri Nripendra Ch. Saha S/o. Late Nagarbashi Saha.	1,600
21.	Shri Krishna Prasad Pal S/o. Naidarchand Pal.	30,000
22.	Shri Sudhir Hrishi Das S/o. Late Jatindra Hrishi Das.	17,000
23.	Shri Monmohan Paul S/o. Late Umesh Ch. Paul.	1,16,800
24.	Shri Ramani Mohan Deb Nath S/o. Late Ram Kumar Deb Nath.	35,000
25.	Shri Lal Mohan Ghosh S/o. Late Ram Kr. Ghosh.	500
26.	Shri Harendra Ch. Roy S/o. Late Haran Ch. Roy.	2,400
27.	Shri Mohan Lal Saha S/o. Late Govinda Lal Saha.	15,500
28.	Shri Makhan Lal Saha S/o. Late Pandab Ch. Saha.	13,000
29.	Shri Surendra Saha S/o. Mahendra Saha.	5,800
30.	Shri Banamali Saha S/o. Akshay Saha.	5,400
31.	Shri Akhil Ch. Paul & Shri Umesh Ch. Paul S/o. Late Debendra Ch. Paul.	18,200

1	2	3
		Rs.
32.	Shri Sachindra Dhar S/o. Late Nabakishore Dhar.	10,000
33.	Shri Gouranga Dhar S/o. Sachindra Dhar.	3,000
34.	Shri Jagat Ch. Saha S/o. Nabakishore Saha.	5,600
35.	Shri Narattam Saha S/o Late Adhar Saha.	15,000
36.	Shri Sukhendu Sarker S/o. Shri Sashi Mohan Sarker.	3,000
37.	Shri Kunjamohan Saha S/o. Late Kali Mohan Saha.	5,000
38.	Shri Ramcharan Banik S/o. Late Chandra Kr. Banik.	8,000
39.	Shri Narayan Ch. Saha S/o. Late Lalit Ch. Saha.	12,000
40.	Shri Sadhan Ch Dhar S/o Late Jogendra Dhar.	300
41.	Shri Balai Ch. Saha S/o. Radhika Mohan Saha	500
42.	Shri Santosh Ch. Saha S/o. Late Gadhadhar Saha.	300
43.	Shri Pranballah Saha S/o. Late Purna Ch. Saha.	21,000
44.	Shri Maritunjoy Saha S/o. Makhan Lal Saha.	6,500
45.	Shri Dilip Roy S/o Late Lal Mohan Roy.	8,300
46.	Shri Ramani Harishidas S/o Sagar Hrishidas	1,250
47.	Shri Sukumar Hrishidas S/o. Yudhisthir.	1,250
48.	Shri Bangshi Hrishidas S/o. Naresh	1,250
49.	Shri Sukumar Hrishidas S/o. Indramohan.	1,250
50.	Shri Tarachand Hrishidas S/o. Dudhan.	1,250
61.	Shri Patal Ruhidas S/o. Sahadeb.	1,250
52	Shri Jogendra Hrishidas S/o. Ramdayal.	1,250
53.	Shri Sunil Kr. Roy S/o. Jaladhar Roy	5,250
54.	Shri Nilmohan Roy S/o. Lal Behari Roy.	1,800
55.	Shri Rajendra Deb Nath S/o. Krishna Ch. Deb Nath.	10,300
56.	Shri Krishna Dulal Debnath S/o. Rammani Mohan Debnath.	12,700
57.	Shri Harendra Debnath S/o. Ram Kumar Debnath	8,000

1	2	3
		Rs.
58.	Shri Mahendra Ch. Saha S/o. Late Nilcharan Saha	4,300
59.	Shri Bejoy Kr. Paul S/o. Radharaman Paul	4,300
60.	Shri Shyamal Kr. Banik S/o. Late Suresh Ch. Banik	5,400
61.	Shri Sukesh Lal Harishidas S/o. Yudhisthir	1,200
62.	Shri Murari Mohan Paul S/o. Late Mahesh Ch. Paul	5,300
63.	Shri Sunil Saha S/o. Indramohan Saha	6,300
64.	Shri Krishnapada Bhattacharjee S/o. Kshitish Ch. Bhattacharjee	6,800
65.	Shri Gopal Goswami S/o. Santosh Ch. Goswami	5,800
66.	Shri Sukh Lal Saha S/o. Haricharan Saha	10,500
67.	Shri Nanda Dulal Majumder S/o. Purna Ch. Majumder	6,800
68.	Shri Haripada Chakraborty S/o. Rabipada Chakraborty	1,500
69	Shri Sushil Ch. Das S/o. Nabin Ch. Das	10,300
70	Shri Paritosh Saha S/o. Upendra Ch. Saha	10,250
71.	Shri Sukumar Paul S/o. Brajendra Paul	10,250
72.	Shri Kalipada Saha S/o. Chandra Mohan Saha	3,250
73.	Shri Sushil Kr. Roy S/o. Jaladhar Roy	10,300
74.	Shri Nilmohan Ghosh S/o. Ramcharan Ghosh	6,000
75.	Shri Laxminarayan Tea House Prop. Dhrendra Ch. Banik S/o. Nanda Kr. Banik	47,500
76.	Shri Kaminibhai Patel S/o. Rajabhai Patel	15,000
77.	Shri Kanailal Jain 125/9 Motorstand Road	18,000
78.	Shri Dwijendra Lal Roy S/o. Purna Ch. Roy	2,00,000
79.	Shri Samir Saha S/o. Rashik Lal Saha	2,000
80.	Shri Nani Gopal Saha S/o. Thakurchand Saha	12,000

1	2	3
		Rs.
81.	Shri Nagendra Sil S/o. Kalimohan Sil	5,000
82.	Shri Dananjoy Saha S/o. Mahendra Saha	3,000
83.	Shri Dulal Ghosh S/o. Purna Ch. Ghosh	10,000
84.	Shri Nakul Banik of Town Pratapgarh	4,000
85.	Shri Rati Lal Modak S/o. Jogesh Ch. Modak	16,000
86.	Shri Nikhil Saha and Nripendra Saha S/o. Joyapandhu Saha	5,000
87.	Shri Balaram Banik S/o. Chandra Mohan Banik	9,000
88.	Ranjit Ghosh S/o. Brajendra Ghosh	18,000
89.	Shri Promode Ranjan Naha S/o. Kumodh Bandhu Naha	16,000
90.	Shri Umesh Ranjan Saha S/o. Lal Mohan Saha	1,000
91.	Shri Sudarshan Saha S/o. Lani Saha	10,000
92.	Shri Bhushan Ch. Dey S/o. Sashi Kanta Das	8,000
93.	Shri Kshir Mohan Ghosh S/o Shyama Charan Ghosh	12,000
94.	Shri Dhirendra Ch. Ghosh S/o. Shyamacharan Ghosh	9,000
95.	Makhan Bala Saha W/o. Pulin Behari Saha	3,000
96.	Shri Matilal Saha S/o. Kailash Ch. Saha	30,000
97.	Shri Mrityunjoy Saha of Town Pratagparh S/o. Bhanu Lal Saha	25,000
98.	Shri Govinda Paul S/o. Daya Charan Paul	15,000
99.	Shri Sukumar Singh S/o. Harendra Ch. Singh	27,000
100.	Shri Radharshyam Saha S/o. Kunja Mohan Saha	1,000
101.	Shri Subal Paul S/o. Kailash Ch. Paul	2,300
102.	Shri Nibaran Chakraborty S/o. Amaresh Chakraborty	3,300

1	2	3
		Rs.
103.	Shri Har Kumar Sil S/o. Dasharath Sil	600
104.	Shri Kamini Kumar Sil S/o. Girish Ch. Sil	600
105.	Shri Lalmohan Ghosh S/o. Ram Kumar	1,000
106.	Shri Gopal Saha S/o. Mahesh Ch. Saha	500
107.	Shri Indra Mohan Saha S/o. Mohendra Saha	1,000
108.	Shri Benode Behari Saha S/o. Govinda	1,000
109.	Shri Suranjan Saha S/o. Lal Mohan Saha	2,000
110.	Shri Nitya Ch. Dhar S/o. Sachindra Ch. Dhar	5,800
111.	Shri Usha Ranjan Saha S/O. Lal Mohan Saha.	1,000
112.	Shri Makhan Lal Deb S/O. Mahendra Ch. Deb.	2,000
113.	Shri Sudhir Ch. Saha S/O. Surendra Ch. Saha.	2,000
114.	Shri Birendra Ch. Paul S/O. Karuna Ch. Paul.	12,000
115.	Gandhigram S. S. S. S. LTD.	58,000
116.	Shri Santi Bhusan Dhar	35,000
117.	Shri Dilip Kr. Saha	30,000
118.	Shri Dhirendra Ch. Das	28,000
119.	Shri Suresh Ch. Saha	10,000
120.	Shri Swarnabashi Shil	15,000
121.	Shri Rasaraj Banik	31,000
122.	Shri Nalini Ranjan Debnath	25,000
123.	Shri Sudhir Ch. Debnath	12,000
124.	Shri Babu Rakshit	10,000
125.	Shri Ram Kumar Roy Choudhury	18,000
126.	Shri Anil Ch. Saha	16,000
127,	Shri Lalit Mohan Karmakar	12,000
128.	Shri Krishna Kanta Saha	11,000
129.	Shri Nirode Ch. Ghosh	10,000
130.	Shri Atal Behari Saha Das	52,000

1	2	3
		Rs.
131.	Shri Nanda Dulal Debnath	15,000
132.	Shri Ramchandra Banik	10,000
133.	Shri Niranjan Saha	8,000
134.	Shri Bankim Poddar	15,000
135.	Shri Dhirendra Saha	12,000
136.	Shri Ku[illegible]ode Bandhu Saha	15,000
137.	Shri Swapan Kr. Saha	15,000
138.	Shri Ranjit Lal Saha	20,000
139.	Shri Narendra Ch. Saha	20,000
140.	Shri Mohan Lal Saha	20,000

UNSTARRED QUESTION NO. 184.
By **Shri Nripendra Chakyaborty.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

1. Name of occupants in Rajbari (Palace) area in Agartala town and land in possession of each of them and the rights of each occupant over that land.
2. Whether Government decision to take over palace area would lead to eviction of any of these occupants.
3. If so, names of occupants who would be evicted.

ANSWER

1. A list is enclosed.
2. Yes. As a result of the decision to take over the Palace with its compound by acquisition some persons will be evicted.
3. The following persons will be evicted :

    i) Smti. Minati Sarkar, W/O. Bidhu Bhusan Sarkar.
    ii) Shri Paresh Krishna Deb Barma.
    iii) Shri Dipak Choudhury.
    iv) Shri Anath Deb Barma.
    v) Shri Karna Kishore Deb Barma.

UNSTARRED QUESTION NO. 184

Sheet No. 13

Sl. No.	Name of occupants.	Plot Nos.	Area Acre	Area Decimals.	Right over the land.	Remarks
1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
1.	Har Gobinda Choudhury S/o. Sonacharan „ Agartala.	10680 / 35894	0	080	Lease	
2.	Rama Rani Banik W/o. Sachindra Kr. Banik Phanindra Kr, Bhattacharjee S/o. Surendra Kr. „ Agartala.	10680 / 35879	0	180	Lease	
3.	Khagendra Lal Kar S/o. Manomohan Kar Agartala.	10680 / 35871	0	085	Lease	
4.	Bhabani Kanta Choudhury S/o, Padma Lochan „ Agartala,	10680 / 35870	0	125	Lease	
5.	Dilip Kr. Rathore, S/o. Raghuraj Rathore Agartala.	10680 / 35867	0	100	Lease	
		10680 / 35868	0	253		
6.	Nani Gopal Sarkar S/o. Naba Kr. Sarkar, Agartala.	10680 / 35876	0	167	Lease	
7.	Rani Kana Sarkar W/o. Nani Gopal Sarkar, Agartala.	10680 / 35875(P)	0	130	Lease	
8.	Suresh Chandra Sarkar Umesh Chandra Sarkar S/o. Naba Kumar Sarkar Agartala,	10680 / 35875(P)	0	105	Lease	
9.	Mira Choudhury, W/o. Sadhan Choudhury Agartala.	10680 / 35877	0	098	Lease	Purchased from Tukuni Chowhan D/o. Ganesh Chowhan who got the land on lease No. 2115 dt. 30.6.67,
		10680 / 35876	0	167		-Do- Bhagirathi Chowhan W/o. Sita Ram Chowhan who owned the land under no. 5005 dt. 30.4

1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
10.	Sadhan Choudhury S/o. Bipra Charan Choudhury, Agartala.	10680 / 35678	0	109	Lease	
11.	Nirendra Bhattacharjee S/o. Ramesh Bhattacharjee Agartala.	10680 / 35887	0	120	Lease	
12.	Chuni Lal Banik & others	10680 / 35889	0	562	Not furnished	Details not available.
13.	Anima Prava Roy W/o. Bana Behari Roy Agartala.	10680 / 35839	0	080	Lease	
14.	Ila Rani Bhowmik Deb Choudhury W/o. Samarendra Deb Choudhury, Agartala.	10713 / 35939	0	049	Lease	Purchased from Kamal Krishna Deb Barma & others.
15.	Kamal Krishna Deb Barma & others S/o. Braja Krishna Deb Barma, Agartala.	10712 10713 10706 10716 10717	2 0 0 0 0	130 214 189 025 169	Lease	
16.	Gopal Chandra Debnath S/o. Murari Mohan Debnath	10658 10658 / 35930	0 0	046 020	Lease	
17.	Hemaprava Banik W/o. Balaram Banik Agartala.	10661	0	104	Lease	
18.	Ganesh Nunia S/o. Khadaru Nunia, Agartala.	10654	0	138	Lease	
19.	Swaraj Ambuly, S/o. Sureswar Ambuly, Agartala.	10662	0	117	Not furnished	
20.	Bindu Bhusan Roy, Amiya Bhusan Roy, S/o. Rup Chandra Roy, Agartala.	10657	0	035	Lease	Sri Roy purchased the land from Renu Prava Saha W/o.Ram Kinkar Saha who got the same from Maharaja under Regd. No.12838 dt. 10.4.56

1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
21.	Mohani Singh, S/o. Chandra Jadab Singh Agartala.	10663	0	074	Lease	
22.	Parul Champa Roy, W/o. Nani Gopal Roy, Agartala.	10664	0	100	Lease	
23.	Narayan Chandra Debnath S/o. Pran Krishna Debnath, Agartala.	10665	0	145	Lease	
24.	Hira Lal Deb Choudhury S/o. Girijanath Deb Choudhury Agartala.	10666	0	075	Lease	
25.	Rohani Ranjan Saha S/o. Laxmi Charan Saha, Agartala.	10666 / 35812	0	140	Lease	Purchased from Hiralal Deb Choudhury S/o. Cirija Deb Choudhury who got the land from Maharaja under Regd. Patta No,9533 dt. 16. 5. 58.
26.	Rabindra Chandra Deb S/o. Jogesh Ch. Deb Agartala.	10666 / 25591	0	106	Lease	
27.	Durga Prasanna Dey, S/o. Jagat Bandhu Dey, Agartala.	10666 / 25592	0	159	Lease	
28.	Braja Lal Banik S/o. Nagarbasi Banik, Agartala.	10666 / 25593	0	117	Lease	Purchased from Mati Lal Banik
29.	Sujit Kr. Banik, S/o. Jatindra Lal Banik, Agartala.	10666 / 15595	0	215	Lease	
30.	Panchanan Banik, S/o. Jatindra Lai Banik, Agartala.	10707 / 25596	0	125	Lease	
31.	Madhuri Chowdhury, D/O. Jatindra Choudhury Birendra Kishore Choudhury S/O. Jatindra Choudhury, Agartala.	10707 / 25598	0	095	Lease	
32.	Mukul Roy Choudhury, W/O. Rasamoy Roy Choudhury, Agartala.	10707 / 25597		0·123	Lease.	

1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
33.	Shashadhar Kishore Deb Barma S/O. Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, Palace Compound, Agartala.	10680 / A	0·250		Claims to be legal heir of Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur,	
34.	Sahadeb Kishore Deb Barma, S/O. Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, Palace Compound, Agartala.	10680 / B	0	125	—do—	
35.	Nakul Krishna Deb Barma S/O. Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur, Palace Compound, Agartala.	10680 / G	0	250	—do—	
36.	Nakshtra Kishore Deb Barma S/O. Bir Bikram Kishore Manikya Palace Compound, Agartala,	10680 / D	0	275	—do—	
37.	Rana Dahaljang Bahadur S/O. Bodjang Bahadur, Agartala.	10680 / F.	0	310	Permissive possessor.	
38.	Rana Lakshabirjang Bahadur, S/O. Bodjang Bahadur, Agartala.	10680 / E.	0	325	—do—	
39.	Karna Kishore Deb Barma S/O. Birendra Kishore Deb Barma.	35864 / A	0	576	Claims to be legal heirs of Birendra Kishore Deb Barma.	
		35864 / B	0	350		
		10674 / F,	0	098		
40.	Kirit Bikram Kishore Deb Barman S/O. Bir Bikram Kishore Maniky Bahadur.	10680 / 35866	0	040		

1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
		10680	0	965		
		35865				
		10680	0	259		
		35868				
		10680	0	035		
		35869				
		10680	5	813		
		10680	0	800		
		C				
		10673	0	438		
		10674	0	022		
		10668	1	799		
		10669	0	180		
		10670	0	060		
		10671	0	186		
		10672	0	077		
		10696	1	592		
		10668	0	055		
		25600				
		25589	0	140		
		10707	4	652		
		10700	0	105		
		10703	0	050		
		10702	0	410		
		10701	0	007		
		10714	0	035		
		11327	0	070		
		10697	0	188		
		10698	0	351		
		10699	0	020		
		10700	0	085		
		10705	0	051		
		10684	0	630		
		10694	0	062		
		11328	0	035		
		10686	0	040		
		10685	0	007		
		10687	0	025		
		10688	0	050		
		10689	0	035		
		10690	0	066		
		10691	0	015		
		10692	0	113		

1	2	3	4(a)	4(b)	5	6
		10693	0	010		
		10681	0	035		
		35897				
		10681	0	410		
		11329	0	085		
		35831	0	155		
		35830	0	570		
41,	Chandra Tara Debi W/O. Birendra Kishore Deb barma,	10680 H	0	075	Claims to be legal heir of Birendra Kishore Deb Barma.	
42.	Latika Deb Barma W/O. Rohini Ranjan Deb Barma, Agartala.	10680 35888(A)	0	065	Lease.	
43,	Priti Deb Barma W/O. Bimalendu Deb Barma, Agartala.	35888(B)	0	128	Lease.	
44.	Anupam Deb Barma S/O. Behari Mohan Deb Barma.	35888(C)	0	064	Lease.	
45,	Not available,	35888(D)	0	089	Not furnished,	
		35888(E)	0	109		

UNSTARRED QUESTION NO. 184.
Sheet No. 14.

Sl, No	Name of the occupant	Plot No,	Area	Right over the land,	Remarks
1.	Paresh Chandra Mukherjee S/o, Brajendra Kr. Mukherjee Agartala,	11373	0'092	Lessee.	
2,	Basanta Kr. Saha, S/o' Jagabandhu Saha, Agartala,	11388	0'123	Lessee,	
3.	Chabi Rani Bhattacharjee, W/o, Matilal Bhattacharjee, Agartala.	11386	0'057	Leasee	

1	2	3	4	5	6
4,	Jadab Ch. Choudhury, S/o.Gour Chand Choudhury, Agartala,	11385	0'068		
		11397	0'049		
		11398	0'057	Lessee.	
		11400	0'025		
		25863			
5.	Krishna Prasanna Roy, S/o, Kanti Ch. Roy, Agartala,	11384	0·114	Purchase,	
6.	Kiran Bala Debi, Dipali Rani Debi, W/o. Jitendra Ch. Chakraborty, Agartala,	11383	0·108	Lessee	
7,	Sailaja Baran Roy, W/o. Prahllad Baran Roy,	11379	0·204	—do—	
	Agartala.	11380	0·101	—do—	
8.	Sachinandan Ghosh, W/o. Nitya Gopal Ghosh, Agartala,	11382	0·240	—do—	
9.	Giridhari Kishore Deb-Barma S/o. Bir Bikram Kishore Deb-Barma,	11401	0'844	Permissive	
	Surjaya Mukhai Debi,	11395	0'686	Prossessor,	
	Rani Lila Prava Debi,	11396	0·076		
	W/o, Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadhur, Agartala.	11400	0'126		
10.	Ratna Prava Das, W/o. Phani Bhusan Das Agartala.	11390	0·211	Leasee.	
11.	Nani Gopal Das, Braja Gopal Das, Jadu Gopal Das, Pran Gopal Das, Gour Gopal Das, S/o. Radha Krishna Das, Agartala.	11389	0·199	Not furnished.	
12.	Narendra Ch. Saha, Haradhan Saha, Jitendra Ch. Saha,	11481	0·558	Purchase.	
	Goutam Saha, Uttam Ch, Saha, S/o. Rajmohan Saha, Agartala,	11417	0·026	Unauthorised occupant.	

1	2	3	4	5	6
12.	Agartala Municipality,	11336	0·509		
		11394	0·089		
		11357	0·287		
		11393	0·020		
		11402	0·764		
		11415	0·101		
		11430	0·046		
		11459	0·209		
		11460	0·425		
		11461	0·144		
		11462	0·739		
		11482	0·020		
14.	Manindra Lal Bhowmik	11469 B	0·125		
	S/o.	11469 A	0·215	Purchase,	
		11469 C	0·125		
15.	Nripendra Ch. Paul, S/o, Suresh Ch. Paul, Agartala.	11473/25867	0·010	Lease,	
16.	Upendra Ch. Paul, S/o. Ananta Ch. Paul, Agartala.	11466/36302	0·049	Purchase,	
		11468/136306	0·011		
		11468/26308	0·010		
17,	Ranjit Deb-Barma, S/o. Mahim Ch. Deb-Barma, Agartala.	11458	0·012	Permissive possessor,	
18,	Sefalika Saha, W/O. Harendra Kr. Saha, Swadeshi Bala Saha, W/o. Birendra Kr. Saha, Sukhal Rani Saha, W/o. Baladeb Saha, Agartala.	11464/36281	0·072	Purchase.	
19.	Ranjit Roy. Rabi Roy, Ratan Roy, Ranabir Roy, Rupnarayan Roy, S/o, Rabati Roy, Agartala,	11472	0·121	Leasee.	

1	2	3	4	5	6
20.	Urmila Saha, W/o. Kunja Mohan Saha, Agartala.	11475	0·104	Purchase.	
21.	Amar Ch. Roy Rabindranath Roy, Tapash Roy, Dipak Roy, Kamal Roy, S/o. Hiralal Roy. Agartala.	11478	0·177	Lease.	
22.	Nani Gopal Saha. Suklal Saha, Hiralal Saha, Motilal Saha, S/o. Ramanath Saha, Agartala.	11484	0·105	Leasee.	
23.	Mukunda Ch. Ghosh, S/o. Mahim Ch. Ghosh, Agartala.	11485	0·099	Lease	
24.	Rabindra Nath Sen, S/o. Rajkumar Sen, Agartala.	11469	0·082	Lease.	
25.	Aswani Kumar Paul, S/o. Akhay Kr. Paul	11483	0·069	Lease.	
26.	Dhirendra Ch. Saha, S/o. Chand Mohan Saha.	11479 11480	0·155 0·262	Lease.	
27.	Kalyani Prava Banik, W/o. Rabindra Ch. Banik	11474	0·136	Lease	
28.	Nripendra Ch. Paul, S/o. Suresh Ch. Paul.	11473	0·211	Leasee.	
29.	Upendra Ch. Paul Dhirendra Ch. Paul, Prafu llaCh. Paul, Lal Mohan Paul, S/o. Ananta Ch. Paul.	11466 11467 11468/36300	0·010 0·193 0·004	Lease.	
30.	Kanta Pati Debi, W/o. L. Maharaj Kumar Arun Kishore Deb-Barma.	36277/A	0·140	Lease.	

1	2	3	4	5	6
31.	Narayan Roy, S/O...	36277 / B	0·130	Not furnished.	
	—	—			
32.	Sakti Haldar, S/O....	36277 / C	0·050	Not furnished.	
	—	—	—	—	
33.	Bharat Dharma Mahasabha,	36277	0·144	Donated,	
	—	—	—	—	
34.	Dhirendra Ch. Paul, S/O. Ananta Ch. Paul,	11466 / 36301	0·049	Purchased.	
	—	—	—	—	
35.	Prafulla Ch. Paul, S/O. Ananta Ch. Paul, Agartala.	11466 / 36309	0·049	—do—	
		11468 / 36305	0·011	—do—	
		11468 / 36309	0·010	—do—	
	—	—	—	—	
36.	Lal Mohan Paul, S/O. Ananta Ch. Paul, Banamalipur.	11466 / 36304	0·049	Purchaser.	
		11468 / 36307	0·011	—do—	
		11468 / 36310	0·010	—do—	
	—	—	—	—	
37.	Akhoy Kumar Roy Choudhury, S/O. Jagat Hari Roy Choudhury, Agartala.	11423	0·478	Leasee.	
	—	—	—	—	
38.	Hiralal Banik, S/O. Kailash Ch. Banik, Agartala.	11447 / B	0·040	Permissive possessor.	
	—	—	—		
39.	Brajendra Singh, S/O... Agartala.	11447	0·170	—do—	

1	2	3	4	5	6
40.	Dulal Roy Choudhury, S/O. Samarendra Roy Choudhury, Agartala.	11447/C	0·030	Leasee.	
	—	—	—	—	
41.	Jatindra Ch. Paul, S/O. Jagat Ch. Paul,	11450/A	0·020	Permissive possessor.	
	—	—	—	—	
42.	Agartala Municipality.	11449	0·015		
		11422	0.335		
		11451	0·085		
		11452	0·148		
		11454	0·031		
		11455	0·629		
		11456	0·228		
		11457	0·797		
		11470	0·014		
		11481	0·012		
		11486	0·025		
		11416	0·012		
		25866	0·075		
		11431	0·046		
43.	Maharaja Kirit Bikram,	11403	0.072		
	Deb Barma,				
	Agartala.	11404	0·397		
		11405	0·015		
		11406	0·015		
		11332	0·137		
		11333	0·022		
		11426	0·205		
		11421	0·700		
		11427	0·042		
		11428	0·072		
		12429	0·213		
		11458	0·012		
		11432	0·042		
		11433	0·041		
		11434	0·729		
		11435	0.213		
		11436	0·060		
		11437	0·315		
		11438	0·057		
		11439	0·064		
		11440	0·036		

1	2	3	4	5	6
		11441	1·084		
		11442	0·864		
		11443	0·020		
		11444	0·87		
		11445	0·298		
		11446	7·461		
		11424	0·035		
		11425	0·010		
		11476	0·012		
		11407	0·086		
		11408	0·030		
		11409	0·706		
		11411	0·074		
		11412	0·074		
		11413	0·032		
		11447 A	0·020		
		11450	0·280		
			37·558		
		11414	7·388		
44.	Kamal Prava Debi, W/O. Ramendra Kishore Deb Barma, Agartala.	11330	·381	Leasee.	
45.	Amrita Lal Kar, S/O. Monohar Kar, Amrita Kar, W/O. Amrit Lal Kar, Agartala.	11331 / 25855	0·120	—do—	
46.	Suprasad Baidya Roy, Mrinal Baidya Roy, S/O. L. Pulin Behari Baidya Roy, Agartala.	11331 A	0·084	Leasee.	
47.	Mahila Samity, Agartala.	11331(P)	0·120	Not furnished	
48.	Mangal Singh, S/O. Ram Ch. Singh, Agartala.	11335	0·113	—do—	
			26·954		

1	2	3	4	5	6
49,	Sakuntala Thakrie' W/O. Ganga Prasad, Agartala.	11338	0·113	Not furnshed.	
	—	—	—	—	
50.	Syam Bahadur Satri. S/O. Rajmon Bahadur Agartala.	11340	0·065	Leasee.	
	—	—	—	—	
51.	Jogamay Dey, W/O. Radha Charan Dey, Agartala.	11341	0 031	—do—	
	—	—	—	—	
52.	Sachi Rani Dey, W/O. Banamali Dey, Agartala.	11341 25857	0.032	Leasee.	
53.	Paresh Chandra Chatterjee, S/O. Umesh Ch. Chatterjee, Agartala.	11342	0·055	Not furnished.	
	—	—	—	—	
54.	Suresh Ch. Chakraborty, S/O. Bipin Ch. Chakraborty, Swadesh Ch. Chokraborty, S/O. Chandra Kanta Chakraborty, Agartala.	11358 11359	0·017 0·017	—do—	
	—	—	—	—	
55.	Surja Kumar Das, S/O. Krishna Ch. Das, Agartala.	11343 11352 25858	0·034 0·030	—do—	
	—	—	—		
56.	Surendra Ch. Sarkar, S/O. Bharat Ch. Sarkar, Agartala.	11344 11345 11352 25859 11357(P)	0·007 0·040 0·063 0·040	—do—	
		—	—		
57.	Hari Charan Sarkar, S/O. Gopinath Sarkar, Agartala.	11346	0·027	Leasee.	
	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6
		Balance B/F.			
58.	Hari Charan Sarkar, S/O. Gopinath Sarkar, Amulya Bala Debi, W/O, Kunja Behari Deb, Agartala.	11347	0·025	Leasee.	
	—	—	—	—	
59.	Kunja Behari Dey, Binode Behari Dey, S/O. Gagan Ch. Dey, Agartala.	11348	0·108	Leasee.	
	—	—	—	—	
60.	Nirmala Debi, W/O. Banka Ch. Deb, Agartala.	11333 25856	0·047	Leasee.	
	—	—	—	—	
61.	Kamala Prava Debi, W/O. Ramendra Kishore Deb Barma, Agartala.	11352 11353 25862	0·055 0·130	Not furnished.	
	—	—	—	—	
62.	Parul Bala Das, W/O. Rabilal Das, Agartala,	1135 25860	0·050	Leasee.	
	—	—	—	—	
63.	Haremba Kishore Chakraborty, S/O. Jatindra Kishore Chakraborty, Agartala.	11365 11402 25864	4·115 0·015	Not furnsshed.	
	—	—	—	—	
64.	Binapani Gan Choudhury, W/O. Nirapada Gan Choudhury, Agartala.	11367 11402 25865	0·153 0·005	Leasee.	
	—	—	—	—	
65.	Nani Bala Biswas, W/O. Pulin Behari Biswas, Agartala.	11364	0·178	Leasee.	
	—	—	—	—	
66.	Usha Majumder, S/O. Subal Majumder, Agartala.	11368	0·154	Leasee.	
	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6
67.	Gopika Ranjan Dutta, S/O. Gopendra Kumar Dutta, Agartala.	11363	0·062	Leasee.	
68.	Pradip Bhattacharjee, S/O. Rabindra Bhattacharjee,	11362	1·168	Leasee.	
	—	—	—	—	
69.	Surabala Dey Sarkar, W/O. Ramesh Ch. Dey Sarkar, Agartala.	11372	0·032	Leasee.	
	—	—	—	—	
70.	Kirit Bikram Deb Barma, S/O. Bir Bikram Kishore Maharaja (Palace Compound) Agartala.	11334	0·946		
		11361	0·431		
		11360	0·040		
		11353	1·118		
		11357/A	0·247		
		11369	0·017		
		11374	0·199		
		11375	0·077		
		11376	0·775		
		11353/25861	0·021		
		11378	0·090		
		Total—	44·236		

UNSTARRED QUESTION NO. 789
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় সি, ডি, ব্লকের এলাকায় কোন কোন জায়গাতে Test Relief এর কাজ চলিতেছে ?

২) যেখানে Test Relief এর কাজ চলিতেছে না সেখানে অবিলম্বে কাজ চালু করিবেন কিনা ?

উত্তর

১) কোন জায়গাতেই না।

২) প্রয়োজন বোধে টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, the 26th March, 1973.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P.M. on Monday, the 26th March, 1973.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, The Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 48 Members.

Mr. Speaker :—To-day the following questions are to be answered by the Ministers concerned. Now, I call on Shri Niranjan Deb, Bidya Deb Barma, Sri Nripendra Chakraborty.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭৪।

প্রশ্ন

১) Total amount of Food-grains of Govt. stock declared unfit for human consumption during 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (upto Jan., 31st) and

২) Whether responsibilities were fixed for this deterrioration of food-grains ?

উত্তর

১) ১৯৭০-৭১ সালে ৯০ কে,জি, গম আটা ২০২.২ মে: টন, ১৯৭১-৭২ সালে ৮১০কে, জি, গম ১৯৭২-৭৩ সালে ৪৫০ কে,জি গম।

2) No.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে ২০২২ মে টন আটা ডিটেরিয়রেট করেছে এই আটার কিছু অংশ পরে বিক্রয় হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরে বিক্রয় হয়েছে কিনা এই সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন সংবাদ নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত খাদ্যশস্য ডিটেরিয়রেট করে সেগুলি কি করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেগুলি সাধারণতঃ ডাম করে দেওয়া হয়। নষ্ট করে ফেলা হয় ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পার্সেন্টেজ অব ডিটেরিয়রেশন যেটা অল ইণ্ডিয়া অ্যাভারেজ তার থেকে ত্রিপুরায় বেশী না কম।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে অল ইণ্ডিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা ত্রিপুরার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলে কোন প্রশ্ন নেই। যে মালটা নষ্ট হয়ে যায় সেই মালটাকে আমরা ডাম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরার কিছু খাদ্যদ্রব্য ডিটেরিয়রেট করার পর সেগুলি বিক্রী হয়ে যায় এবং এই সম্পর্কে অডিট নোটে সরকারের বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে এবং রেসপনসিবিলিটি ফিকস্ আপ করার কথা বলেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—হিউম্যান কনজামপশনের বাহিরে যেগুলি আছে সেগুলি বিক্রয় হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন যে, যেগুলি হিউম্যান কনজামপশনের বাহিরে চলে যায় সেগুলি ডাম করা হয়, নষ্ট হয়, সেই সমস্ত খাদ্য হিসাবে—পুলট্রি খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা ? সেগুলি কি ডাম করার আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে এইগুলি পুলট্রি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ইউজুয়েলী করা হয় না। হিউম্যান কনজামপশনের বাহিরে যখন যায় সেইটাকে ডাম করাই প্রসেস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে আমাদের রেশনের দোকানে যে চাউল দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে খাওয়ার অনুপযুক্ত চাউল পাওয়া যাচ্ছে এই রকম কোন কমপ্লেন তারা পান কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে এই ধরণের কোন কমপ্লেন আমাদের কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায়কে আমি যদি এখানে দেখাই যে আনফিট ফর হিউম্যান কনজামপশনের চাউল তারা সাপ্লাই করছেন তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশায় মানবেন কি না যে এইটা সাপ্লাই হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চাউলটা যদি আমাদের গোডাউন থেকে গিয়ে থাকে তার একটা পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে হিউম্যান কনজামপশনের বাহিরে চলে গেছে, কোথাও ডিসট্রিবিউট হয়েছে তাহলে সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই অ্যাকশন নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০৮।

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগরের দক্ষিণ অঞ্চলে তথাকথিত নক্সালদের হাতে ১৯৭০-৭২ এ কয়টি খুন হয়েছে এবং

২) ইহা কি সত্য যে পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করে নিরপরাধ গ্রামবাসীদের এই সকল খুনের ব্যাপারে হয়রাণী করছে ?

উত্তর

১) প্রশ্নকর্ত্তা দক্ষিণ অঞ্চল বলিতে নির্দিষ্ট কোন স্থানগুলি কিংবা তথাকথিত নকশাল বলিতে কাহাদেরকে বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা পরিষ্কার নহে। সামগ্রিক ভাবে ধর্ম্মনগর অঞ্চল বুঝাইলে উত্তর হলো—ধর্ম্মনগর থানা ১৯৭০ সনে ৫টি, ১৯৭১ সনে ৩টি, ১৯৭২ সনে ৭টি।

২) না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ করেছেন কয়টি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল ধর্মনগরের দক্ষিণ অঞ্চল, এই ধর্ম্মনগরের দক্ষিণ অঞ্চল বলতে কোন জায়গাটা বুঝা যায় তাহলে হয়তো উত্তর দেওয়া সম্ভব হতো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রীমশায় কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের হিসাব দিয়েছেন। আমি জানতে চাই যে এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কয়টি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত কি আছে না আছে তা বলা বড় মুস্কিল। তবে খুন হয়েছে এবং খুনের তদন্ত চলছে এই কথাই আমি বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কিভাবে মারা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে নক্সালদের ইস্তাহার পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, 'তথাকথিত নকশাল' এই ধরণের যদি কিছু থেকে থাকে যে নক্সালদের বেরিয়েছে তাহলে অফিসিয়াল নক্সালদের মধ্যে থেকে ইস্তাহার বেরিয়েছে কি না এই সম্পর্কে কোন খবর আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে গণরাজ পত্রিকায় নক্শাল-দের ইস্তাহার ছাপা হয় ? সি, পি, আই, (এম, এল,)। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে নক্সাল কাকে বলে তিনি জানেন না। গণরাজ পত্রিকায় সি, পি, আই, (এম, এল) দলের যে ইস্তাহার ছাপা হয়ে থাকে সেটা তাঁর দৃষ্টিতে পড়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা ছিল তথাকথিত নকশাল। আমি তার উত্তর দিতে বলেছি অফিসিয়াল নকশাল বলে যদি কোন পত্রিকায় বেরিয়ে থাকে তাহলে আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ধর্ম্মনগর দক্ষিণ এলাকায় একজন দারোগা খুন হয়......

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা ভুল হয়েছে যে এটা ধর্ম্মনগরের দক্ষিণ অঞ্চলে নয়। প্রশ্নকর্ত্তার মনে যেটা ছিল প্রশ্নের মধ্যে সেটা রিফ্লেকটেড হয়নি! সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারেন যে পাঁচটা খুন হয়েছে। যদি উত্তরাঞ্চলে বলা হয়, যদিও এটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঠিক কিনা জানিনা—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আই অ্যাম অপেন টু কারেকশান।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ৫ই ফেবরুয়ারী রাত্রিতে তেলিয়ামুড়ায় রামকৃষ্ণ ঘোষ, গৌরাঙ্গ সরকার প্রমুখ তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ;

২) যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হইয়াছিল ?

উত্তর

১) হাঁ।।

২) গভীর রাত্রিতে সহকারী তহশীলদারদের সরকারী বাসভবনের মধ্যে তাদের অনধিকার প্রবেশ এবং তথায় বে-আইনী ঘর নির্মাণের প্রচেষ্টা।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা অসত্য? প্রকৃতপক্ষে সেখানে কলেজ ষ্টুডেন্টস্ ফ্রেণ্ডশিপ নামক একটি ক্লাব লটারী করে সেই টাকা দিয়ে তেলিয়ামুড়ায় একটি পাবলিক লাইব্রেরী করেছিল এবং সেটা একটা খাসের জায়গায় করেছিল এবং তখন তহশীলদারের ঘরে বে-আইনী ঢুকার জন্য এই কেস দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি উত্তর দিয়েছি যে বে-আইনী প্রবেশ করেছিল তহশীলদারের বাড়ীতে এবং সেজন্য তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে।

অনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে তেলিয়ামুড়ার যুবকেরা একটা পাবলিক লাইব্রেরী করেছিল ?

Mr. Speaker:—It is not relevant question. Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—Question No. 344.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৪।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতদিন যাবত প্রধান শিক্ষিকা বা প্রধান শিক্ষক নাই ;

২) এবং ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা ?

উত্তর

১) ১৫.৪.৭২ ইং হইতে।

২) হঁ্যা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—বিলোনীয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ভার বর্ত্তমানে কে নিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—সহকারী প্রধান শিক্ষকের উপর স্কুল পরিচালনার ভার দেওয়া হইযাছে এবং ড্রয়িং ও ডিসবার্সমেন্টের ব্যাপারে ভার স্কুল ইন্সপেক্টরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কতদিনের মধ্যে আমরা প্রধান শিক্ষক পাব ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—প্রধান শিক্ষিকা বা শিক্ষক নিযোগ ব্যবস্থা অবিলম্বেই গ্রহণ করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—এতদিন পর্যন্ত ঐ বিদ্যালয়ে প্রধন শিক্ষক না থাকার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রধান শিক্ষকের সর্টেজ ছিল এবং উনাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, স্পেশাল অফিসার হিসাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫০।

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে বেসিক ট্রেণিং কলেজের অধীনস্থ ইন্দ্রনগর উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলটি দীর্ঘদিন যাবত ভগ্ন অবস্থায় আছে যাহার ফলে স্কুলের বহু আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্যত্র ক্লাস হচ্ছে, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সমস্ত বই, খেলার সামগ্রী ইত্যাদী বেসিক ট্রেণিং কলেজে তালা বদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এবং প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই স্কুল ছুটি হয়ে যায় ; এবং

২) যদি তাহা অবগত থাকেন তবে সরকার অনতিবিলম্বে এই স্কুল গৃহটি পুননির্ম্মাণ এবং সম্প্রসারণ করে বিদ্যালয়টি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

২) ইন্দ্রনগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি এ যাবত ভগ্ন অবস্থায় ছিল না। বিগত ২৬৷২৷৭ ইং তে ঝড়ে উক্ত বিদ্যালয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যান্য বিবরণ সঠিক নয়।

২) উক্ত বিদ্যালয় মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ ব্যাপারে সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৮।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৮।

প্রশ্ন

১) মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য ত্রিপুরা সরকার কোন এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী কেনার সিদ্ধান্ত করেছেন কিনা;

২) সিদ্ধান্ত করে থাকলে মোট কয়টি এয়ার কণ্ডিশাণ্ড গাড়ী কেনা হবে এবং তার মোট দাম কত?

উত্তর

) না

২) প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গাড়ী কেনার জন্য প্রস্তাব নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে F.16/1-SA/Pool/73 dt. 15. 3. 73তে গাড়ী কেনার প্রস্তাব ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট করেছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রস্তাব করলেই যে গাড়ী কেনা হবে সেইরকম নিয়ম নাই। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ৮০,০০০ টাকা থেকে ৯০,০০০ টাকার মধ্যে গাড়ী কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, এটা সত্যি কিনা?...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই সেজন্য গাড়ী কিনার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি দিল্লীতে ২টি গাড়ী কিনার জন্য প্রপোজাল গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—This question is not related to this question.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Air conditioned গাড়ী কিনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি গত ১৫-২-১৯৭৩ ইং তারিখে নিম্নলিখিত যে রিকোয়েষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল—Under the Signature of Mr. Baruah "The proposal is for purchase of two cars—one for Tripura Bhawan, Delhi and the other for the use of Chief Minister at Agartala. The cost of the former is Rs. 86,818/- and that for the latter is Rs. 76,618/- totalling to Rs. 1,63,436/-. The expenditure on account of the car for use at Tripura Bhavan is debitable to the Head-50-Public Works and that for the Chief Minister for use at Agartala is debitable to the Head—19-General Administration—B. 6 during 1972-73. Necessary provision has been included in the Revised Estimates. Sanction to the total expenditure of Rs. 1,63,436/- for the purchase of two imported cars may be accorded separately as indicated above. তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান এই চিঠি মিঃ বড়ুয়া নিজের থেকে লিখেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য কোন এয়ার কণ্ডিশানড গাড়ী কিনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। উনি যেটি বলেছেন সেটির উত্তরে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় ভাল গাড়ী নাই। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য অভিষিক্ত হওয়ার পরে বিশিষ্ট অতিথিদের আগমন বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য ভাল গাড়ীর প্রয়োজন। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পরে কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবন স্থাপিত হয়। তথায়ও অনুরূপ অসুবিধার জন্য একখানা ভাল গাড়ীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অন্যান্য রাজ্য সরকারেরও দিল্লীতে এই রকম গাড়ী আছে। সমস্ত অবস্থা বিবেচনাক্রমে আগরতলায় আগত বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য একখানা ও দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনের জন্য একখানা গাড়ী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। এই গাড়ী ভারত সরকারের State Trading Corporation হইতে ক্রয় করা হইতেছে। দিল্লীর জন্য গাড়ীর দাম ৯৩,১৮৮ টাকা এবং আগরতলার জন্য গাড়ীর দাম ৮২,১৬৮ টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। মাননীয় মন্ত্রী কি বলতে চান মিঃ বড়ুয়া এই সব কথা নিজের মনগড়া কথা লিখেছেন—মিঃ বড়ুয়া কি তার নিজের ইচ্ছামত লিখেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এই রকম গাড়ী কিনার সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। এটা কি বলতে চান মিঃ বড়ুয়ার নিজের কথা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যদিও প্রস্তাব হয়ে থাকে, কিন্তু চিফ্ মিনিষ্টারের জন্য গাড়ী কিনা হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একবার বলছেন চীফ মিনিষ্টারের জন্য গাড়ী কিনা হয় নি, আর পূর্ব্বে বলেছেন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি, সত্যিকারের ব্যাপারটা কি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, কিন্তু প্রস্তাব ছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তাহলে কি করে বললেন চীফ মিনিষ্টারের জন্য গাড়ী কিনার প্রস্তাব ছিল না। এটা কনট্রাডিক্ট করা হয়েছে—হাউসকে কনফিউজ করা হয়েছে ইন্টেনশ্যানেলি ···(গণ্ডগোল)···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি কোন ডিপার্টমেণ্ট কোন প্রস্তাব পাঠায় সেই প্রস্তাব কার্যকরী হবে এমন কোন কথা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সরকারী অফিস থেকে কণ্ট্রাডিক্ট করে পাঠানো হয়েছে—হাউসে অসত্য পরিবেশন করা হয়েছে—গাড়ী কিনার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিল্লীতে আণ্ডার সেক্রেটারী, মিঃ বরুয়া চিঠি পাঠিয়েছেন এটা কি সত্য নয়। সমস্ত সদস্যকে অসত্য পরিবেশন করা হয়েছে এই হাউসের মধ্যে মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি বলছি যদি শুধু মন্ত্রীর জন্য এয়ার কণ্ডিশাণ্ড গাড়ী কিনা হতো, তাহলে এটা অসত্য হতো। আমি বলছি মুখ্য মন্ত্রীর জন্য গাড়ী কিনার জন্য হয়তো কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন প্রস্তাব গিয়েছিল, সেজন্য কার্যকরী হবে এমন কোন কথা নাই (গণ্ডগোল)···

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু ত্রিপুরায় খরা জনিত পরিস্থিতি চলছে তার পরি-প্রেক্ষিতে এই ধরণের মূল্যবান গাড়ী না কিনার সিদ্ধান্ত সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন কি না—যদি কিনতেই হয় ভারতে যেসব গাড়ী তৈরী হয় সেগুলি যাতে এণ্টারটেন করা হয়।···

মিঃ স্পীকার :—এটা সাপলিমেণ্টারী হচ্ছে না।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এখানে যে কথাটা বলা হল মুখ্য মন্ত্রীর জন্য গাড়ী কিনা হবে না, কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের জন্য কিনা হবে···(গণ্ডগোল)···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্য মন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য··· (গণ্ডগোল)···

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমি ক্যাটিগরিক্যালী উত্তর চাই···

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ক্যাটিগরিক্যালী প্রশ্ন করলে উত্তর দেব···(গণ্ডগোল)···

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমি ক্যাটিগরিক্যালি প্রশ্ন করছি···(গণ্ডগোল) কিনা হবে কি না।

শ্রীদবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে কতগুলি গাড়ী কিনা হবে না হবে এটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত নয়···(গণ্ডগোল)

অশোক কুমার ভট্টাচার্য :—চিফ মিনিষ্টারের জন্য এয়ার কণ্ডিশাণ্ড গাড়ী কিনা হবে না, কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের জন্য এই রকম গাড়ী কিনা হবে কি না।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে প্রশ্ন এসেছে তার উপর অন্য কোন গাড়ী কিনা হবে কি হবেনা, তার জন্য আলাদা প্রশ্ন এলে উত্তর দেব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে মুখ্য মন্ত্রীর গাড়ী কিনার জন্য কোন টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মুখ্য মন্ত্রীর গাড়ী ক্রয় করার জন্য বাজেটে কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন মুখ্য মন্ত্রীর জন্য গাড়ী কিনা হচ্ছে না। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের জন্য গাড়ী কিনা হচ্ছে কিনা এই প্রসংগে আমি বলতে পারি— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন ত্রিপুরার চীফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে যে ওয়ারলেস মেসেজ গিয়েছে তাতে বলা হয়েছে—

"To

S. O.,
Tripura Bhavan,
20, Golf Link,
New Delhi.

Originators No. F. 16(1)-SA(Pool)/73 dated 15.2.73. Contact State Trading Corporation regarding supply of two imported cars to Tripura. Retain car costing Rs. 86,000/- for Tripura Bhavan. Send second car costing Seventy five thousand of Agartala by Rly. through Dharmanagar Railway Station consignee being S.D.O., Dharmanagar. Ascertain mode of payment and intimate telegraphically. Also request Corporation to prepare two bills one in the name of Executive Engineer, Agartala Division No. 1 and other Under Secretary, S. A., Agartala for DHA 3450." এটা সত্যি কিনা…(ভয়েস—শেইমফুল)…

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বেশী উত্তেজিত হয়ে পরেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এত উত্তেজিত হলে জনসাধারণের কাজ করা যায় না (গণ্ডগোল) …আই হ্যাভ টু অ্যানসার দি কোয়েশ্চান ফাষ্ট তারপর উনি যা খুশী বলুন…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাই আনসার ইজ ফাষ্ট।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার অপেক্ষা করে হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ইংরেজী যতটুকু শিখেছি, উনি যে অর্ডারটা পড়েছেন তার থেকে আমরা বুঝতে পারিনি যে এটা চীফ মিনিষ্টারের জন্য এই গাড়ী আসছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে আবার পড়তে বলুন, এতে পরিষ্কার লেখা আছে ফর দি চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওয়ারলেস মেসেজে এইরকম লেখা থাকেনা, ওরিজিন্যাল অর্ডারে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে অর্ডারটা হয়েছে, তাতে লেখা আছে চীফ মিনিষ্টারের জন্য।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—আমার পয়েন্ট অব অর্ডার রয়েছে স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য্য যে প্রশ্ন করেছেন.........

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—আমি প্রটেকশান চাইছি স্যার।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member should not be interrupted.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় সদস্য মিঃ ভট্টাচার্য্য এই হাউসের সামনে প্রশ্ন তুলেছেন যে এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী কেনা হবে কিনা? তার জবাবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা বলেন নি যে এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী আমরা কিনছি। এফ, সি, আই-কে অলরেডি বলা হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য গোপন করেছেন হাউসের কাছ থেকে, এইসব তথ্য গোপন করে হাউসের মর্যাদা তিনি নষ্ট করেছেন। তিনি হাউসের যে মর্যাদা সেই মর্যাদা তিনি নষ্ট করেছেন। হাউসের কাছ থেকে এভেইলএ্যাবল তথ্য গোপন করে তিনি হাউসের অমর্যাদা করেছেন এই অভিযোগ আমি আনতে চাইছি। তার কারণ হচ্ছে এই ওয়ারলেস মেসেজ সেটাকে অস্বীকার করতে হবে যে এটা আমাদের ......

মিঃ স্পীকার :—অনারয়্যাবল মেম্বার, আপনি লেকচার দিচ্ছেন.........

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—তিনি হাউসের সামনে তথ্য গোপন করেছেন, এটা আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা নাকি ডেমক্রেসীকে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য এই হাউসে এসেছেন, আইন কানুনকে তাঁরা থোরাই পরোয়া করেন। আমরা হাউসের মর্যাদা রাখতে জানি। আপনি প্রশ্নটি দেখুন স্যার, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকারের কথা প্রশ্নের মধ্যে নেই স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মিঃ ভট্টাচার্য যে সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করেছেন যে ভবিষ্যতে এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী ত্রিপুরা সরকার কিনবেন কি না? তিনিতো বলতে পারতেন যে আমরা ত্রিপুরা সরকারের জন্য এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী কিনছি; তার অর্ডার চলে গেছে। কিন্তু তিনি সেই তথ্য গোপন করলেন কেন?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গোপন করেন নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি সবটা পড়ে শুনিয়েছি, সেখানে লেখা আছে যে দিল্লী হাউসের জন্য এবং ত্রিপুরা সরকারের জন্য দুইটি গাড়ী কেনা হচ্ছে, তার দামও আমি বলেছি, তাঁরা যদি শুনতে ভুল করে নাচতে শুরু করেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি বলে তিনি বলেছেন, আপনি প্রসিডিংস দেখুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কিনা হয়েছে কি না? সেটা হয়নি তিনি বলেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দুইটি গাড়ী—দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের জন্য এবং আরেকটা ত্রিপুরা সরকারের জন্য এই দুইটি গাড়ী কেনা হবে, সেই দুইটি গাড়ী কি এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এয়ার কণ্ডিশাণ্ড কি না বলতে পারিনা, তবে এটা ভাল গাড়ী এই পর্যন্ত বলতে পারি। এয়ার কণ্ডিশাণ্ড কি না, সেপারেট কোয়েশ্চান করলে আমি জানিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :—He can not say whether it is air conditioned or not.

শ্রীসমর চৌধুরী :—যে দুইটি গাড়ী কেনা হচ্ছে, সেই গাড়ী দুইটি এয়ার কণ্ডিশাণ্ড কি না ?

মিঃ স্পীকার :—তার উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—যে গাড়ীগুলি কেনা হচ্ছে সেগুলি এয়ার কণ্ডিশাণ্ড কি না তার উত্তর আমি দিতে পারবনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী—এই দুইটি গাড়ী কেনার সিদ্ধান্ত কবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম ছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেই কাজ করা হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান। শ্রীতাপস দে-র।

শ্রীতাপস দে :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৪।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত —কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ মার্চ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে extension দেওয়া হয়েছে কি ? দেওয়া হলে তার কারণ ?

২। কোন বিভাগে মোট কতজনকে কি কি পদে extension পেয়েছেন, এবং কোন্ Deptt.এ কতজন extension এর জন্য আবেদন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, গত ১৯৭২ সালের মার্চ মাস থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০ জন সরকারী কর্মচারীকে চাকুরীতে extension দেওয়া হয়েছে। তাহার কারণ মুখ্যত: নিম্নরূপ —

ক) দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য্য চালু রাখার স্বার্থে ও কর্মচারীর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা।

খ) অভিজ্ঞ কারিগরী লোকের অভাবে।

গ) প্রাক্তন নির্য্যাতীত রাজনৈতিক কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি।

২। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF EMPLOYEES GRANTED EXTENSION IN VARIOUS POSTS UNDER THE GOVT. OF TRIPURA (DEPARTMENT-WISE) AND NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED FOR GRANT OF EXTENSION.

Sl. No.	Name of Department/Offices.	No. of employees granted extension indicating their designation.	Reasons for grant of extension.	No. of application received.	Action taken on such application.
1	2	3	4	5	6
1.	Directorate of Health Services.	Doctor— 1 Compounder— 5 Para Medical— 1 Assistant.	In the interest of public service and non-availability of suitable technical hands.	18	In 7 cases extension allowed and 11 are under consideration.
2.	Home (Police) Deptt.	Addl. S.P. (West) 1	In the interest of public service and also in consideration of his past experience.	2	In one case extension allowed and other one granted re-employment.
	Education Department.	Director of Education— 2 Dy. Director of Edn.— 1 Sr. Lecturer— 1	In the interest of public service and also in consideration of past experience.	43	In 3 cases extension granted, in 18 cases allowed re-employment and 22 cases were rejected.

1	2	3	4	5	6
		Headmaster, High School— 1 Asstt. Teacher— 1	Ex-political sufferer and also in the interest of public service.		
4.	Public Works Deptt.	Asstt. Engineer—1 Head Estimator 1	—do—	2	In 2 cases extension granted.
5	Deptt. of Co-operation.	Cooperative Inspector— 1	—do—	1	Extension granted in one case.
6.	Apptt. & Services Deptt.	T. C. S. Gr-I— 1 B. D. O.— 1	—do—	3	In 2 cases extension allowed and in 1 case allowed reemployment.
7.	Industries Deptt. (Village Industries)	Upper Division Clerk— 1	—do—	1	Extension allowed in 1 case.
8.	Forest Department	—	—	5	All applications have been rejected.
9.	A. H. & Vety. Services	—	—	1	One applications is under consideration
10	D. M. & Collector, South	—	—	2	Both the applications have been rejected.
11.	D. M. & Collector, North.	—	—	4	All application have been rejected.
12.	D. M. & Collector, West	—	—	3	—do—
13.	Department of Agriculture	—	—	1	—do—
14.	Settlement & Land Records	—	—	1	—do—
15.	Printing & Stationery Deptt.	—	—	1	—do—
	TOTAL—	20	—	88	

মিঃ স্পীকার :—লঙ লিষ্ট হবে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—হাঁ।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Chief Minister may lay it on the table of the House.

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা :—কতজন আবেদন করেছিলেন একসটেনশানের জন্য ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—২০জন একসটেনশান পেয়েছে, আবেদন করেছেন ৮৮ জন।

শ্রীতাপস দে :— যে ২০ জন একসটেনশান পেয়েছে, তার মধ্যে গেজেটেড র‍্যাংকে কতজন এবং ফোর্থ ক্লাশ কতজন ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এটা তালিকার মধ্যে আছে; যেটা লে করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—৮৮ জন প্রেয়ার করেছেন তাদের কেসটা কন্‌সিডার করা হবে কি না যারা বাকী আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মেরিট অনুযায়ী দেখা হবে।

শ্রীতাপস দে:—সাপ্লিমেন্টারী প্লিজ, বর্ত্তমানে বেকার সমস্যা যেভাবে প্রকট হয়েছে এইটা উপলব্ধি করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অ্যাকসটেনশন বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেই বলেছি 'ক কি কারণে করা হয় সেসব কারণে যদি প্রয়োজন পরে তাহলেই করা হয়। আর না হলে সাধারনতঃ করা হয় না।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে তাদের ২ বছর অ্যাকস-টেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা নির্ভর করে তার কর্ম্মদক্ষতার উপর এবং তার ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর। যদি ২ বছর কর্ম্মক্ষম থাকেন তাহলে ২ বছর চলবে, তা না হলে ২ বছর আগেই রিটায়ার করতে পারেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশয়ে জানাবেন কি এই অ্যাকসটেনশন করার প্রতিবাদে অনেক অফিসার ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ? বিশেষ করে পুলিশ বিভাগে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম খবর আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়, শ্রীঅজয় বিশ্বাস, শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা (ব্রেকেটে)

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫২৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫২৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। এবারের (১৯৭৩ ইং) শিশু উদ্যানে বার্ষিক মেলায় ২৩/২/৭৩ ইং তারিখে কোন একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কি না?	১) হ্যাঁ।
২। হয়ে থাকলে তার নাম	২) বাবুল মজুমদার।
৩) ঐ হত্যাকাণ্ড অনুসন্ধান করতে গিয়ে সরকার কোন হদিস পেয়েছেন কি?	৩) তদান্তধীন আছে।
৪। এই ব্যাপারে কয়জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম?	৪) ৯ জন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে, মেলায় জুয়াখেলার অনুমতি দেওয়ার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে?

মিঃ স্পিকার ঃ—এই প্রশ্নের সংগে এই প্রশ্নের কোন সংগতি নেই। It cannot be a supplementary question.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি এই যে হত্যাকাণ্ড, সেইটা রাত্রে হয়েছিল না দিনে হয়েছিল এবং এইটা ঠিক কি না যে হত্যাকাণ্ডের জন্য জুয়া খেলা বিশেষ-ভাবে দায়ী ছিল?

মিঃ স্পীকার ঃ—নট রিলেভেন্ট টু দি মেইন কোয়েশ্চান। হত্যাকাণ্ড দিনে হয়েছিল না রাত্রে হয়েছিল এইটার উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মশায় দিতে পারেন।

শ্রীতাপস দে ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমশায় হত্যাকাণ্ডের সময়টা জানাতে পারবেন কি? কখন কতটার সময় হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, একেবারে অ্যাকজেক্ট টাইমটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি এই হত্যাকাণ্ড হওয়া পরে মেলায় যত জুয়াখেলা ছিল সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?

মিঃ স্পীকার ঃ—এইটার সংগে এইটার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা বোধ হয় অন্য যেগুলি নন-রিলেটেড প্রশ্ন ছিল এইটার সংগে পড়ে। কারণ খেলার সংগে এইটা জড়িয়ে পড়ছে।

শ্রীতাপস দে ঃ—সাপ্লিমেন্টারী প্লিজ, যে সময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন সে মেলাতে পুলিশ ছিল কি না? মাননীয় মন্ত্রীমহাশায় জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা যেহেতু তদন্তে আছে কাজেই এই সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। আর পুলিশ সাধারণত মেলা হোক, কি অ্যাকজিবিশন হোক তাদের যে সাধারণভাবে টহল দেওয়ার নিয়ম আছে সেইভাবেই টহল দেয়।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে পুলিশের টহলের সামনে ছাত্রটি খুন হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খবর আমাদের জানা নেই। কারণ, তদন্তে যখন রয়েছে যদি থেকে থাকে তাহলে তদন্তে প্রকাশ হবে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ৯জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে কি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা আছে তাদেরকে ছাড়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৭০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার! কোয়েশ্চান নং ৫৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) দশ বছরেরও অধিককাল ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কাজ করা সত্বেও পার্ম্মানেন্ট বা কোয়াসি পার্ম্মানেন্ট হয় নাই এমন সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত ?	১) মোট ১১০২ জন। এই রকম সরকারী কর্ম্মচারী এখনও কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট হয় নাই

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী এতদিন পর্যন্ত পার্ম্মানেন্ট না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর বিভিন্ন রকমের কারণ আছে। হতে পারে এক টেম্পরারি ডিপার্টমেন্ট থেকে আর এক টেম্পরারী ডিপার্টমেন্টে চলে গেছেন। এই ভাবে টেমপোরারী করতে করতেই তিনি চলছেন। হতে পারে যে তার পুলিশ ভেরিফিকেশন, যেটা সব সময় দরকার ছিল সেইটা আসে নি। আর একটা হতে পারে যে তার কাজের রিপোর্ট বিভিন্ন দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। আরেকটা হতে পারে তার দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি পুলিশ দপ্তর এবং মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট যাদের কোন আত্মীয় স্বজন নেই, তাই তারা রেগুলার হইতেছে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এদের আত্মীয় স্বজন নেই এই কথাটা বোধ হয় সত্য হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্বীকার করবেন কি যে এই যে যারা টেম্পরারী রয়েছেন তাদের শতকরা ৯০ জন হচ্ছে ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ী। অথবা তার সংখ্যাটা দিতে পারবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মোটামুটি একটা হিসাব আমি দিতে পারি। তার মধ্যে ৬জন ক্লাস ওয়ান অফিসার আছে, ৪৫ জন ক্লাশ টু অফিসার আছেন আর কিছু আছেন ক্লাশ থ্রি, আর বাকী ক্লাশ ফোর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই যে ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীজ, এই কথা ঠিক কিনা যে এমন কি আমাদের হাউসে যারা কাজ করেন তাদেরও ১০ বছর ১১ বছর হয়ে গেছে, তবুও তারা পার্মানেন্ট হতে পারে নি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, হাউস সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন সেটা দয়া করে আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কতগুলি কারণে আটকে থাকতে পারে। তবে যেগুলি সম্ভব সেগুলি যাতে কোয়াসি-পার্মানেন্ট করে দেওয়া যায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে :—এটা কি সত্যি নয় যে এক এক ডিপার্টমেন্ট ১২।১৩ বছর ধরেও পারমানেন্ট হতে পারে না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কতগুলি কারণ রয়েছে যার জন্য তাদের পার্মানেন্ট করা যায় না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে রিটায়ার করার আগে যদি পারমানেন্ট ডিক্লেয়ার করা না যায় তাহলে পেনশন গ্র্যাচুয়িটি কিছুই তারা পাবে না এবং এই সমস্ত কর্মচারীদের কতদিনের মধ্যে পারমানেন্ট করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিবেচনা করা হবে, যখন বলেছি তখন এই ধরণের কেসগুলি নিশ্চয় প্রেফারেন্স দেওয়া হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিবেচনা তো ১০।১২ বছরেও হচ্ছে না। তাহলে কত বছর এই বিবেচনার মধ্যে থাকতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিবেচনার সময় সীমা নির্দিষ্ট করা বড় কঠিন। তবে কিছু সময় লাগবে। কারণ, ত্রিপুরা এখন বিভিন্ন জেলায় ভাগ হয়ে গেছে। কাজেই কাগজপত্রও ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটা সত্যি কথা। তবে যতদূর সম্ভব এটা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে পার্মানেন্ট না করার জন্য এম, টি, কেডারে আমাদের অফিসাররা পিছিয়ে যাচ্ছেন সিনিয়রিটিতে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ঠিক বলা মুশকিল, যতক্ষণ পর্যন্ত স্পেসিফিক কেস না আসে আমাদের কাছে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—আমার কথাটা স্পেসিফিক, এম, টি, কেডারে তারা পিছিয়ে পড়ছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যখন এই ব্যাপারে বলেছেন তখন উনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন, এই সমস্ত কতগুলি কেস আছে সেগুলি আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারী পার্মানেন্ট হয়েছে কিনা? তাছাড়া যে রিপোর্টের কথা মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন সেই রিপোর্টগুলি কালেকশান করতে কতদিন সময় লাগে?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুটো সাপলিমেন্টারী একসংগে হয়ে গেছে। যাই হোক প্রথম প্রশ্নের জবাবটা হল এই যে এর মধ্যে কারো কারো হয়ে থাকতে পারে। কারণ, আমি বলেছি বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে হয়েছে এবং কাগজপত্র দেখা হচ্ছে। তারপর যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৭।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা রবীন্দ্র ভবনটিতে একটি ঘুর্ণিয়মাণ অভিনয় মঞ্চ হওয়ার পরিকল্পনা ছিল;	১) হ্যা।
২) যদি সত্য হয় তবে মঞ্চটি এরূপ না হওয়ার কারণ কি?	৩) পরবর্তীকালে এই প্রস্তাব বাদ দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাদ দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই ঘুর্ণিয়মান মঞ্চ তৈরী করার জন্য যে পরিমাণ বিদ্যুত শক্তি পাওয়ার দরকার সেই পরিমাণ বিদ্যুতশক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না বলে।

শ্রীতাপস দে :—যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন কি এটা মনে হয় নি যে এই পরিমাণ বিদ্যুত শক্তি পাওয়া যাবে না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—তখন আশা করেছিলাম যে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে।

শ্রীতাপস দে :—গত মার্চ মাসে মন্ত্রী মহাশয় এই অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন কিনা যে ঘুর্ণিয়মান মঞ্চ হবে?

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—অ্যাসুরেন্স কিছু ছিল না। তবে এটা বিবেচনা করা হচ্ছে—হয়ত বলেছিলাম।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই হাউসটা করবার জন্য প্রথম টেণ্ডার কবে কল করা হয়েছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—এই তথ্য আমার হাতে নাই।

শ্রীতাপস দে :—ইহা কি সত্য যে কণ্ট্রাকটারকে ডিপার্টমেণ্ট এই ঘুর্ণীয়মান মঞ্চ তৈরী করার জন্য বলেছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যদিও পি, ডবলিউ, ডি, এর সংগে জড়িত, তথাপি ইহা সত্য নহে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি যে এটা সত্য কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যাহা সত্য নহে তা দেখবার প্রশ্ন আসে না।

Mr. Speaker :—Now, the question hour is over. The ministers may lay on the Table of House the replies to the Unstarred Questions and also the Starred question which are not answered.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৮, এটা নিয়ে আমাদের হাউসে এতক্ষণ প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে যে আজকে একটা আতঙ্কিত খাদ্য পরিস্থিতি এবং ভয়াবহ খরা চলছে, সেই দিক বিবেচনা করে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করছি যে তিনি এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ী কেনা বন্ধ করবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। ডিসকাশনের দরকার হয় না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—স্যার, আমি চাইছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাটেনশান ড্র করতে আপনার মাধ্যমে। এটা ডিসকাশন নয় স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী : স্যার, আমরা চাইছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন যে গাড়ী কেনা হবে না। এ ব্যাপারে তিনি একটা ষ্টেটমেণ্ট দিন। আমরা হোল হাউস একমত এই ব্যাপারে যে গাড়ী কেনা হতে পারে না।

Mr. Speaker :—There is one Calling Attention Notice of Shri Benoy Bhusan Banerjee of 22.3.73 to which the Minister in-Charge of Revenue Department agreed to make a statement to-day, the 26th March, 1973.

Now, I would call on the Minister-in-Charge of the Revenue Department to make a statement on :—বিগত ২১।৩।৭৩ ইং তারিখে ধর্ম্মনগর মহকুমা অন্তর্গত পানিসাগর বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ২১।৩।৭৩ইং ধর্ম্মনগর মহকুমা অন্তর্গত পানিসাগর বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে :—বিগত ২১।৩।৭৩ ইং বেলা অপরাহ্ণ অনুমান ২-২৫মিঃ এর সময় পানিসাগর বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই, তবে ইহা আকস্মিক বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আগুন সর্ব্বাগ্রে কোন এক হারাধন শীলের দোকানের সন্নিকটে দৃষ্ট হয়। প্রচণ্ড রৌদ্রে এবং প্রবল বাতাস এবং ঐ স্থানে রক্ষিত কিছু দাহ্য পদার্থের সাহায্যে

অগ্নি মুহূর্তের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। ধর্মনগর হইতে দমকল বাহিনী বেলা অপরাহ্নে অনুমান ৩-২৫মি: ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অগ্নির বিস্তার আয়ত্বে আনিতে সক্ষম হয়। মহকুমা শাসক, থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ও পুলিশ পরিদর্শক দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই উক্ত স্থানে উপস্থিত হন। দমকল বাহিনী ও স্থানীয় জনসাধারণ রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রচেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভাইতে সক্ষম হন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১১টি দোকানঘর ও ৩২টি বসতবাটী ভস্মীভূত হয় এবং সর্ব্বমোট ১৫০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৭,১২,৭০৬০০ টাকা। কিছু ফেরী ব্যবসায়ী যাহারা পানিসাগর বাজারে দোকান করিতে আসেন তাহাদেরও মালামাল ভস্মীভূত হয়। কোন লোক হানি হয় নাই। কোন গবাদি পশুও মারা যায় নাই।

যাহারা অগ্নি নিভাইবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক লোক সামান্য আহত হন। ১০৮টি ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ৩,৩৮৫০০ টাকা ত্রাণ সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে আছেন। কিছুসংখ্যক পরিবার স্থানীয় বালোয়ারী ও শিল্প বিভাগের একটি গুদামেও সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের সকলকে ফ্রি পারমিটে গৃহনির্ম্মাণ বাবত বনজসম্পদ সংগ্রহ করার জন্য এবং ঋণের জন্য আবেদন করিতে বলা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও আইন মন্ত্রী, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

Mr. Speaker :—There are two Calling Attention Notices of Shri Benoy Bhusan Banerjee and Shri Nripendra Chakraborty on the subject :—দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবারে প্রকাশিত—বাংলাদেশ ও মিজোরাম সীমান্তবর্তী ত্রিপুরায় ২০০টি গ্রাম ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা এবং এতদ্‌ব্যাপারে সৈন্য বাহিনীকে সজাগ রাখা সম্পর্কে।

(২) গত ২৪শে মার্চ্চ বিলোনীয়া মোতাই গ্রামে বি, এস, এফ, কর্তৃক শ্রীকিশোর মজুমদারকে গায়ে সূঁচবিদ্ধ করে দৈহিক নির্য্যাতন সম্পর্কে।

I have given consent to the Motions.

I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister-in-charge is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice(s) will be shown on the order paper for a statement.

Shri Sukhamoy Sengupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আজকেই আমি ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ও মিজোরাম সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার ২০০টি গ্রাম ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা এবং এতদ্‌ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীকে সজাগ রাখা সম্পর্কে :—কলিকাতার দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার ২৩শে মার্চ্চ তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কলিকাতার

ঐ দিনের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। খবরে বলা হইয়াছে বাংলাদেশ ও মিজোরাম রাজ্যের সংলগ্ন ত্রিপুরার ২০০টি গ্রাম উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্য তৈয়ারী রাখার জন্য বলা হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাস্তবিক পক্ষে যে ২০০টি গ্রাম "উপদ্রুত এলাকা" ঘোষিত হইয়াছে বহু পূর্ব হইতেই ঐ ২০০টি গ্রাম বিশিষ্ট এলাকা (যাহা বাংলাদেশ ও মিজোরাম এর সংলগ্ন ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ) উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৫৮ ইং সনের আর্মড ফোর্সে'র (আসাম এবং মণিপুর) স্পেশিয়েল পাওয়ার্স এ্যাক্টের ৩নং ধারার অনুবলে উক্ত এলাকা ৭ই মে, ১৯৭১ ইং তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত হয়। পুনরায় ৬ই মে, ১৯৭২ ইং তাং নোটিফিকেশন মূলে ৭ই মে, ১৯৭২ ইং তাং হইতে ঐ এলাকা আরও এক বৎসরের জন্য উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের এক সংশোধিত আইনবলে উল্লিখিত এ্যাক্টের নামের পরিবর্তন হয় এবং পরিবর্তিত এ্যাক্টের নাম হয় "দি আর্মড ফোর্সে'স (স্পেশিয়াল পাওয়ার্স) এ্যাক্ট—১৯৫৮"। তদনুসারে পরিবর্তিত এ্যাক্টের অনুবলে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এক পরিবর্তিত নোটিফিকেশন চালু করা হয় এবং উহা ৬ই মে, ১৯৭২ ইং তাং নোটিফিকেশন-এরই পরিবর্তিত রূপ।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় উহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী নোটিফিকেশন পুরাতন নোটিফিকেশনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কারণ এ্যাক্টের নামের সামান্য রদবদলের জন্য এই পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে গত ৭ই মে ১৯৭১ ইং তাং নোটিফিকেশন মূলে সৈন্য বাহিনীর যে ক্ষমতা ছিল তাহা এখনও বর্তমান আছে—গত ২১শে ফেব্রুয়ারীর নোটিফিকেশনে সৈন্য বাহিনীকে নূতন ভাবে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই এবং ৭ই মে ১৯৭১ ইং তাং যে এলাকা উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছি পরবর্তী ৬ই মে '৭২ ইং বা ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ইং নোটিফিকেশন দ্বারা উহাই বলবৎ আছে, কোন নূতন এলাকা 'উপদ্রুত এলাকার' অঞ্চল ভুক্ত করা হয় নাই। ২০০ সমন্বিত এলাকাই উপদ্রুত এলাকা ঘোষিত হইয়াছে। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ত্রিপুরার সীমান্ত রেখা বরাবর এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করার বিষয়টি নূতন কোন ঘটনা নয়, আর ঐ অঞ্চল সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও কোন আকস্মিক কিছু নয়। এটি রুটিন মাফিক কাজ, কোন নূতন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয় নাই। একথা সত্য যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ধর্মনগর ও কৈলাসহর মহকুমার খেদাছড়া, শান্তিপুর, খালছড়া, বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া, মনাই চৌধুরী পাড়া, খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরী পাড়া ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহী মিজো হামলা ও লুটপাট করিয়া জনসাধারণের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। ঐ জনসাধারণের মনের স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরাইয়া আনার জন্য এবং পুনরাক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্থায়ী থানা ও ক্যাম্প-এর অতিরিক্তরূপে পুলিশের টহলকার্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উসাম ও খেদাছড়ায় পুলিশ ফাঁড়ি বসান হইয়াছে। ভাংমুনে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ রাখা হইয়াছে। অপরদিকে মিজোরাম সরকার লঙ্কীছড়ায় (মিজোরাম) সশস্ত্র পুলিশসহ ক্যাম্প স্থাপন করিয়াছেন এবং অবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হইতেছে। তাছাড়া গোবিন্দবাড়ী,

মালিধরয়ুাম, ভাণ্ডারিয়া তুল্লাইবাড়ী এবং গর্জন পাশায় সশস্ত্র পুলিশের ঘাটি স্থাপন করা হইয়াছে। রাস্তাঘাটের উন্নতি কল্পে পূর্ত্ত বিভাগ দামছড়া হইতে খেদাছড়ার কাজটি (বর্ত্তমানে পায়ে হাটা রাস্তা আছে) আগামী বৎসর নেওয়ার চেষ্টা করিবেন। ছামনু হইতে গোবিন্দবাড়ী পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইতেছে। বিদ্রোহী মিজো আক্রমণের মোকাবিলা এবং ভবিষ্যত আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উল্লিখিত বিদ্রোহী মিজো কর্তৃক লুটপাটের পরিপ্রেক্ষিতে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার কথা উঠেনা, কারণ ২০০ গ্রাম বিশিষ্ট এলাকা ৭ই মে ১৯৭১ ইং তারিখে উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ৬ই মে ১৯৭২ ইং তারিখে পুনঃ এক বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধে বৈরী মিজোদের আক্রমণের সময়ে এই এলাকা উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত ছিল এবং সেনাবাহিনীকে ঐ নূতন ভাবে ক্ষমতা দেওয়ার কথা উঠেনা। কারণ ৭ই মে, ১৯৭২ ইং তারিখে সেনাবাহিনীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তা এখনও বলবৎ আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে—চিটাগাঙ হিল এরীয়াকে উপদ্রুত এলাকা বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখানো হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চানটা ক্লীয়ার হয়নি স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে মিজো হামলা করে, তাদের সংখ্যা, তাদের অবস্থান, ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে জনস্বার্থের খাতিরে এখানে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : — এনাদার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এটা ঠিক কি না যে ওরা সাধারণতঃ ডাকাতির কাজটাই বেশী করেছে, লুঠতরাজ ইত্যাদি, এর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক খুব কম ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এটা আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে ডিটেল্স কিছু বলা সম্ভব নয়। আর ডাকাতির সঙ্গে রাজনীতি থাকতে পারে, আবার রাজনীতির সঙ্গে ডাকাতি এসে যেতে পারে। এখন কোন্টা কার সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ে আছে, এটা এসব ক্ষেত্রে ঠিক জনস্বার্থের খাতিরে ঠিক এখন বলতে পারছিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—ওয়ান মোর ক্ল্যারিফিকেশান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি থেকে আমরা কি এটা ধরে নেব যে পত্র পত্রিকায় যেগুলি খবর বেরুচ্ছে, সেগুলি অতিরঞ্জিত—এবং আতঙ্কের কোন কারণ নাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার এই সম্পর্কে ষ্টেটমেণ্টে আমি বলেছি— যা ফ্যাক্টস সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। পত্র পত্রিকায় কি বেড়িয়েছে না বেড়িয়েছে সেটা সম্পর্কে আমরা বলতে পারছি না, আমরা যা ফ্যাক্টস, আমাদের দিক থেকে যা করা কর্তব্য তা আমরা করে আসছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ষ্টেটমেণ্টে আমরা দেখছি যে তিনি বলেছেন যে এটা রুটিন ওয়ার্ক—নূতন কিছু হয়নি, কিন্তু খবরের কাগজ পড়লে মনে হয় জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই আমি বলছি ত্রিপুরার জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার জন্য ব্যবস্থা করবেন কিনা যে, না বর্ডার অঞ্চলে নূতন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টেটমেন্ট'এ বলেছি যে ইদানিং কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে স্টেটমেণ্টে উল্লেখ করেছি, কিন্তু নোটিফিকেশান নিয়ে যে কথা উঠেছে, সেটা রুটিন ওয়ার্ক।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, এর সঙ্গে মিজোরামের দ্বারা সংগঠিত হয়নি— এটা কি নিশ্চিত?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে ষ্টেটমেণ্টে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু মিজোরাম সরকার এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার একটি কলিং এ্যাটেনশান ছিল, সেটা সম্বন্ধে কি হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—আমি বলছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দ্বিতীয় কলিং এ্যাটেনশান সম্বন্ধে ষ্টেটমেন্ট দেবেন কি? Calling Attention given by Shri Nripendra Chakraborty.

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামীকাল বলতে পারব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister will make a statement on 27th March, 1973.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নোত্তরের সময়েতে—একটা প্রশ্ন আলোচনা হয়েছিল এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী সম্পর্কে যে প্রশ্নটা হয়েছিল, আমাদের রুলস অনুসারে আমার অধিকার আছে যে যদি হাউস সেটিসফাই না হয় তাহলে হাফ এন আওয়ার ডিসকাশান ডিম্যাণ্ড করতে পারব এবং সেটা ডিম্যাণ্ড করে সেক্রেটারীর কাছে আমি একটা নোশান দিয়েছি, আশা করি এই হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনের সুযোগ মাননীয় স্পীকার আমাদের দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—রীসেসের পর আমার সিদ্ধান্ত জানাব।

GOVERNMENT BUSINESS

(General Discussion on Demands for Supplementary Grants for 1972-73).

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is General Discussion on Supplementary Grant. আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই হাউসকে ৪-১৫ মিঃ'এর মধ্যে জেনারেল ডিসকাশান অন সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট শেষ করতে হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি বলব না। অনিল সরকার বলবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ড আনা হয়েছে, এটার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলাম যে জেইল, জন্মনিয়ন্ত্রণ, রাজন্যভাতা, বন এইসব সম্পর্কে—যেগুলি সম্পর্কে দীর্ঘকাল ত্রিপুরার জনসাধারণের বিস্তর অভিযোগ এবং বিক্ষোভ আছে, সেইগুলি সম্পর্কে সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ড আনা হয়েছে এবং সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ডটা হাউসের মধ্যে লক্ষ্য করছি অনেকগুলি ব্যাপারে টাকা ঠিকমত খরচ হয়নি, এই কেবিনেট টাকা খরচ করতে পারেনি অথচ সেখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে, এটা আমার ধারণা। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে—গতবারও তাঁরা সব টাকা খরচ করবেন বলেছেন, এবং এটা তাঁরা খরচ করেছেন তাঁদের পক্ষে. এই কেবিনেটের পক্ষে এটা গৌরবের ব্যাপার। এবং আগামী বাজেটে ১২ কোটি টাকা ধরেছেন, কিন্তু এই সাপ্লিমেন্টারী সম্পর্কে যদি খবর নেই, কি মাত্রায় দুর্নীতি হচ্ছে নেই কি মাত্রায় জনগণকে ঠকিয়ে কিছু দালাল কিছু মতলববাজ লোক টাকা লুট করেছে। যাদের সংগে শাসক গোষ্ঠি বিশেষভাবে জড়িত। তারা একদিকে যেমন গৌরব বোধ করছেন যে ৮ কোটি টাকা খরচ করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিষ নিশ্চয়ই তারা লক্ষ্য করেনি যে এই গত বাজেটের মধ্যে টাকা মেরে দুর্নিতী করে কত জনের কত দুর্নিতীবাজ লোকের কোমর মোটা হয়েছে এবং যদি হিসাব করা যায় তবে সেখানে দেখা যাবে যে কোমর মোটা হতে হতে চুরির টাকা এমন পর্যায়ে গেছে যে কোমরের দড়ির টান পড়েছে এবং নতুন করে দড়ি কিনার জন্যই দুর্নিতীবাজদের এই শাসক গোষ্ঠি নতুন করে দড়ি কিনার ছাড়া এই বাজেট আর কিছু নয়। এই জন্য আমরা দেখেছি সেই দুর্নিতী পাহাড়া দেওয়ার জন্য যাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনগণের ক্ষোভ সে জেল, জানিনা কাটাখাল কিনার জন্য কত কত আছে বনের জন্য, জন্ম নিয়নত্রণের জন্য ঠিক করা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটে আমরা যেটা লক্ষ করেছি এই বাজেটে দুর্নিতীকে আরও নতুন করে ছড়াও করার জন্য, বাড়ানোর জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনা হয়েছে। প্রসংগত আমি একটা

জিনিষকে ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসাবে রাখতে পারি যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে অনেক সদস্য, মাননীয় সদস্য শ্রীনিশীবাবু, তার ভাষণ রাখতে গিয়ে একটা ছড়া বলেছিলেন, জানিনা ট্রেজারী ব্যাঞ্চের বন্ধুরা সেইটা লক্ষ্য করেছেন কি না, বলেছেন পতি নাই, পুত্র নাই কপাল ভরা সিঁদুর, ধান নাই, পান নাই, গোয়ালভরা ইঁদুর। যে শাসক গোষ্ঠি. যে মুখ্যমন্ত্রী এক ছটাক চাউল দিতে পারে না, সারা ত্রিপুরায় হাহাকার, আজকে গত ৯ মাস যাবত বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ হবে। সেখানে দেখছি আমরা টাকা খরচ হয়েছে, এবং দুর্নিতী হয়েছে, যেটা না কি মাননীয় সদস্য নিশীবাবু পরিস্কার বলতে চেয়েছেন যে গোলাভরা ইঁদুর নিয়ে তার এই রাজত্ব চলছে এবং আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে যেটা আমি দেখলাম যে, নো ফেমিন, ত্রিপুরায় কোন দুর্ভিক্ষ নেই। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরার মানুষ যখন খেতে পাচ্ছে না' এক ছটাক চাউল যখন শাসক গোষ্ঠি দিতে পারছেন না তখন আমরা লক্ষ্য করছি—তখন তারা এ্যায়ার কণ্ডিশন গাড়ী কিনছেন এবং এই ফ্লোরেই অর্থমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে ত্রিপুরার জনগণের অবস্থা বিবেচনা করেই তারা এ্যায়ার কণ্ডিশন গাড়ী কিনেছেন এবং সেদিন যখন মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতির উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তার ভাষণ শুনেছিলাম এবং সংগে সংগে তার ভাষণের যে মেজাজ ছিল তাও লক্ষ্য করেছিলাম। বার বার মনে হয়েছিল যে যৌবনে উনি ভাল অভিনয় করতে পারতেন এবং এখানে তিনি বলশালী মুখ্যমন্ত্রী এবং ২২ তারিখের অভিনয়ের মধ্যে সেই যৌবন এবং আজকে ক্ষমতার মদ-মত্ততা দুই-ই ছিল। প্রসংগত আমার মনে পড়ে যায় সেই ফরাসী বিপ্লবের আগে যখন সেই ফরাসী দেশের ক্ষুব্ধ জনতা যখন প্যারী শহরে মিছিল করছিলেন, তারা যখন খাদ্যের দাবী করছিলেন তখন ফরাসার সেই রাণী মেরী বলেছিল, চেচাচ্ছে কেন তারা ? তখন তার মন্ত্রীরা উত্তর দিয়েছিল ওরা খেতে পাচ্ছেনা, ওরা রুটির জন্য চীৎকার দিচ্ছে। তখন উনি বলেছিলেন রুটি পাচ্ছে না, কেইক খায়না কেন ? ঠিক আজকে সেই ২২ তারিখের জবাবের মধ্যে ভাল কথা মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাটা বলেন নি যে এখনও গাছের সবুজ পাতা এরা খায়না কেন ? আমরা এই ধরণের উত্তর আরও শুনেছি। ১৯৬৩ সনে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেছিলেন কাঁচা কলার অভাব নেই—এরা খায় না কেন ? ওরা খাদ্যের জন্য আন্দোলন করে গেল। তিনি আরও সাজেশান দিয়েছিলেন কলিকাতার রাস্তায় এতগুলি গরু আছে যার প্রচুর মাংস হতে পারে এই দুর্দিনে তারা কুরমা পোলাও খেতে পারে। কিন্তু সেই প্রফুল্ল সেনও নেই আর অতুল্য ঘোষ বঙ্গেশ্বরও নেই। এইটা ক্রাইমের স্মৃতি। তাদের অপরাধের স্মৃতি রয়ে গেছে। সে স্মৃতিকে আমরা পরিস্কার মনে করি সেই ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তাতে রাণী মেরীকে শূলে দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষুধার্ত্ত মানুষ সেদিন এমনি করে জবাব দিয়েছিল। এবং আমার মনে হয় একটা জাতী বা দেশের জীবনে যখন দুর্দিন আসে তখন মদমত্তায় শাসক গোষ্ঠি যে উত্তর দেয় পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন যুগে আমরা যাদেরকে দেখি, যাদেরকে স্বৈর শাসনের ভূমিকায় দেখি, যারা আজকে গনতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে হিটলারের, মুসুলিনীর পাদুকা বহন করে চলছে তাদের সঙ্গে সেই রাণী মেরীর উত্তর, তারপর সেই হিটলারের জবাব এবং এই গত দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় মদমত্ত প্রফুল্ল সেনের জবাবের কোন পার্থক্য নেই। কাজেই আমি যখন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা

শুনেছিলাম তখন মনে হয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষের দিনে সেই, রিয়াং প্রজাদের কাছে বীরবিক্রমের যে জবাব ছিল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই জবাবই দিচ্ছেন। সেই বীরবিক্রমের নাইট গ্রাউন্টা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আলনাতে আছে কি না। সেই কাল পোষাকটা আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। দেশের মানুষ যখন ক্ষুধায় মরছে, আমরা যখন লক্ষ্য করছি সেই দিন যে একটা মিছিল ১৫ই ফেবরুয়ারী তিন বছরের ছেলে মা তাকে হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে মিছিলের দিকে দেড় বছরের ছেলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে মিছিলের দিকে. সত্যাগ্রহের দিকে, তখন আমার মনে প্রশ্ন হয়েছিল যে এইটুকু শিশু এ কোথায় যাচ্ছে, কত তাদের বয়স। আমরা জানি পৃথিবীতে কয়েকটা দেশে সমাজতন্ত্র হয়েছে। যে বয়সে ঐ বাচ্চাদের ট্রলিতে তুলে খেলার কথা, আমি জানিনা এইটা কি ধরণের সমাজতন্ত্র। যে সমাজতন্ত্রে তিন বছরের শিশু সে যাচ্ছে কোথায় মিছিলে, সে যাচ্ছে সত্যাগ্রহ করতে। কেন? খাদ্য চাই, বাঁচতে চাই। আমার বারবার সেইটাই মনে হয়েছিল, কুইন মেরীকে যারা শূলে দিয়েছিল, হিটলার যাদের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এবং সেই আগামী দিনের যে শিশু, আগামী দিনের বিদ্রোহী সন্তান ঐ তিন বছরের শিশু, সে যখন এই মিছিলে হেটে যাচ্ছিল সত্যাগ্রহের জন্য, আগামী দিনে ভারতের শাসক-শোষক শ্রেণীর জন্য যারা তাদের শেষ পতনের যারা নাকি নির্দেশ দিবে এবং তাদের পতনের জন্য, তাদেরকে ক্রুশিফাইড করার জন্য, তাদেরকে শূলে চড়ানোর জন্য যারা নাকি আগামী দিনের দড়ি তৈরী করবে, আমার মনে হয়েছিল ১৫ই ফেবরুয়ারী, তিন বছরের বাচ্চা শিশু, দেড় বছরের বাচ্চা শিশু হেঁটে যখন সত্যাগ্রহের দিকে যাচ্ছিল আর ২২শে ফেবরুয়ারী আর সেই ২২শে মার্চ যে জবাব মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে দিলেন। আমার মনে হয়েছিল সে একজন ক্ষমতাশালী দাম্ভিক। দেশ যখন খরায় পুরে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন খাদ্য অভাবে আত্মহত্যা করছে, এর মধ্যে যখন ১৫০ জনের বেশী অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছে তখন এই জবাব আমার কাছে একজন তেমনি বলশালী দুর্দ্ধর্ষ এবং আগামী দিনের সেই নয়া ফ্যাসিষ্টদের মতই মনে হচ্ছিল। দিল্লীর এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, আমি আনন্দিত যে ১২টা রাজ্যে খরা অথচ খরার জন্য মানুষ দুঃসাহস নিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গে তার মোকাবিলা করছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই জবাবটাকে আরও পরিষ্কার করে বল্লেন। আজকে গোটা দেশের কথা, আজকে দেশকে বাঁচানোর জন্য আজকে খেওনা, না খেয়ে কোমরে গামছা বাঁধ, বেল্ট টাইট করো। দেশকে বাচাতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, চিনির দুর্ভিক্ষ দেখে, চিনি যদি না খাওয়া যায় তাহলে চিনির দাম কমে যাবে। কাপড় যদি না পড়া যায় কাপড়ের দাম কমে যাবে! চাউল যদি না খাওয়া যায়, চাউল মিলবে। এই অদ্ভুত জবাব। শাসক গোষ্ঠির এই জবাব দেশ আশা করে নি। ১৮৯৬ সালে কলিকাতার একটা কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রী এস, এন, ব্যানার্জী বলেছিলেন, এই ধরণের একটা পরিস্থিতি দেশের মানুষকে আজকে রিলিফ দেওয়া দরকার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা দরকার। আমার দেশকে ইংরাজ শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন বেশী করে টেক্স প্রয়োগ করছে। কাজেই, এই কংগ্রেস অধিবেশনে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যে দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে দরকার আরও বেশী রিলিফ এবং মানুষ একটার পর একটা ট্যাক্সের ফলে এত বেশী

অসহায় হয়ে গেছে যে একটা খরা, একটা দুর্ভিক্ষ আসলে পরেই একটা গণ মৃত্যু শুরু হয়ে যায়। অতএব ঢালাও রিলিফের দরকার। ১৮৯৮ সাল আর ১৯৭২ সাল কলিকাতায় আর একটা কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগুনে পুড়া এমন ঘাস এনে শ্রীমতি গান্ধীর জন্য এক খানা কুড়ে ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে তারা দীর্ঘ চিন্তার পর ভারতের আগামী দিনের ভবিষ্যত কি হবে, কি করে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, সেসমস্ত বিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরায় যখন নাকি খরায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, খাদ্য শস্যের দারুণ অভাব, ত্রিপুরার রেশন দোকানগুলিতে এক ছটাক চাল নাই এবং যখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন ত্রিপুরার কেবিনেট কতটুকু চাল লাগবে সেই সম্পর্কে কিছু জানায় নি, তখন ব্রিটিশ সরকার যেভাবে জবাব দিত, এ মৃত্যু অনাহারে নয়, এ মৃত্যু অপুষ্টিজনিত, ঠিক আমাদের মুখ্য মন্ত্রী যখন বলেন যে আমরা চেষ্টা করে যাব অথচ তাঁরা ত্রিপুরায় কত খাদ্য লাগে এটা কেন্দ্রকে জানায় নি, ত্রিপুরায় খরা আছে কিনা এ খবর জানায় নি, কিন্তু তিনি অভিনয় করে বলেন যে কেবল সংগ্রামের কথা বলিনি এর জন্য গৌরব বোধ করেছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই তার মন্ত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় যতবার ঘুরেছেন তারা খরাগ্রস্ত চেহারা দেখেছেন কিনা? কি তারা চায় সেই কথা, সেই দুরবস্থার কথা তারা দিল্লীকে জানিয়েছেন কিনা? সংগ্রামের কথা না বলে তিনি গৌরব বোধ করতে পারেন। কারণ, ইংরেজ চলে যাবার পর ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জমিদার এবং বিদেশীদের দালালী করবার ভূমিকা যারা নিয়েছেন তাদের কাছে সংগ্রাম শোভা পায় না। তাদের কাছে দালালী শোভা পায়। তার মুখে আমরা সংগ্রাম চাই না। কিন্তু যেটুকু চাই, আপনারা খবর দিয়েছেন কিনা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই অবস্থা? সে খবর তো তিনি দেন নি, সে খবর তো সংগ্রাম নয়। সে খবর যারা দেয় নি তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত এবং আমি জানতে পেরেছি তাঁর মন্ত্রীসভায় ট্রেজারী বেঞ্চে যারা বক্তব্য রেখেছেন একজন সদস্যও মুখ্যমন্ত্রীর জবাবকে সমর্থন করেন নি যদি তাদের বক্তব্যের স্পিরিট সত্য হয়। মাত্র একজনকে লক্ষ্য করেছি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সাফাই গাইতে। কাজেই স্পিরিটের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে ত্রিপুরার কি অবস্থা, ত্রিপুরায় অভাব অনাহারে মৃত্যু, এর স্বপক্ষে লক্ষ্য করেছি ট্রেজারী বেঞ্চের অনুভব ব্যক্ত হয়েছে। আমরা সংগ্রামের কথা চাই না। আমরা জানি ত্রিপুরায় কংগ্রেসের দুইজন দুর্দ্ধর্ষ লোক, একজন আমাদের এখনকার মুখ্যমন্ত্রী এবং আর একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং দুইজনের দলাদলীতে একসময় বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী দলচ্যুত হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি এখানে সেখানে ঘুরেছেন, ক্রান্তিদল করার চেষ্টা করেছেন, ত্রিপুরা কংগ্রেস করেছেন, বহুবার ডিগবাজী খেয়েছেন এবং অনেক ল্যাং খেয়েও তিনি এবার মুখ্য মন্ত্রী হয়েছেন, অর্থাৎ ল্যাংড়া আমের অংশীদার হয়েছে। তিনি ভাত খান না, তিনি ফলের রস খান। কাজেই, তার পক্ষে যে মা বাচ্চা ছেলের জন্য এক ছটাক চাল কিনতে পারে না, যে মা ছেলেকে পাঁচ টাকায় বিক্রি করে দেয়, আমি মরে যাই কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী, সে যদি বেঁচে থাকে তার দুঃখ অনুভব করা যারা ফলের রস খান তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যারা নাকি আজকে এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ী কেনার জন্য দিল্লীতে দরবার করেন এদের পক্ষেও এবং সম্ভব নয় এবং ত্রিপুরার যেখানে ৪০ লক্ষ মানুষ যে দেশে ফুটপাথে বাস করে, যে দেশে প্রতিদিন

হাজার হাজার শিশু ফুটপাথে জন্মগ্রহণ করে, যে দেশে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ—গান্ধীজি একদা বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্র যদি আসে, স্বরাজ যদি আসে তাহলে সেই দেশে প্রথম প্রতিটি ঘরে ঘরে এক একটি পাকা পায়খানা করা হবে। অথচ যে দেশে নাকি কোটি কোটি মানুষ ন্যাংটা হয়ে রাস্তার ধারে মলত্যাগ করে সেই দেশের মুখ্যমন্ত্রী, আজ তারা গরীবি হঠাবেন, তারা নাকি আজকে এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ী চড়বেন। জানি না এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ী যদি এই জন্য হয় যে ত্রিপুরার কথা ভাবতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তাহলে আমার এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ী দরকার। সেজন্য এয়ার কণ্ডিশনড গাড়ীর দরকার নাই। এতগুলি বরফের ফ্যাক্টরী আছে, সেখান থেকে বরফ এনে তার মাথায় দিন। আর তাতে যদি না হয় কচুরীপানা মাথায় দেওয়া উচিত। তারা এয়ার কণ্ডিশানড গাড়ী চড়বেন। কাজেই সাপলিমেণ্টারী বাজেট আমি বলেছিলাম যে গত বাজেটে ৮ কোটি টাকা চুরি করে তাদের কোমর বড় হয়েছে, কাজেই সেই দড়িতে টান পড়েছে। কাজেই আরও নতুন করে সাপলিমেন্টারী বাজেটের দরকার কোমরের দড়ি কেনার জন্য। ছৈলেংটায় গিয়েছিলেন আমাদের রাজ্যপাল। ৪।৫টা রাজ্যের রাজ্যপাল তিনি। হেলিকপটারে চড়ে বেড়ান। এমন লোক ছৈলেংটা যাবেন, আমলারা ভাবলেন সেখানো কোন সেনিটারী লেট্রিন নেই, পাকা পায়খানা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯৯ জন লোক যাদের কোন লেট্রিন নেই সেই দেশে ত্রিপুরার রাজাদের পর নতুন রাজা হচ্ছে এবং ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষে গরীবি হটানোর জন্য কাশ্মিরী গালিচার উপর দিয়ে তিনি হেটে আসবেন, তার জন্য নিশ্চয়ই সেনিটারী লেট্রিন দরকার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। তিনি গভর্ণর সম্বন্ধে কোন ডিসকাশন করতে পারেন না।

শ্রীঅনিল সরকার :—এটা আমার রেফারেন্স। আমি এই কথা বলতে চাই সাপলিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে। ছৈলেংটায় সেনিটারী লেট্রিন নাই। সংগে সংগে আমাদের বনমন্ত্রী ছিলেন। অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই ছিলেন না, নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। তারপর সংগে সংগে একজন আমলা চলে গেলেন কলকাতায়। কলকাতায় গিয়ে কমোড নিয়ে এলেন। যে দেশে শতকরা ৭০ জন লোক পোভারটি লেভেলের নীচে থাকে, সেই দেশের রাজ্যপালের জন্য ৮ হাজার টাকা খরচ করে সেনিটারী লেট্রিন তৈরী করা হল এবং এটা এই কেবিনেটের ট্র্যাজেডি যে রাজ্যপাল সেই সেনিটারী লেটিনের সদ্ব্যবহার করে আসতে পারেন নি। নিশ্চয়ই সাপলিমেণ্টারী বাজেটে সেটা থাকবে। কাজেই আমাদের এই যে সাপলিমেণ্টারী ডিমাণ্ড, এটার মধ্যে আমরা যেটুকু পাচ্ছি এটাতে আমরা মনে করি সেই দুর্নীতির চক্রকে আরও কয়েক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেবার জন্য এবং এর স্বপক্ষে যে কথা—এটা এই হতে পারে যে আজকে মুখ্যমন্ত্রীর যে ভাষণ এটা শুনেছি এবং তার পরবর্তী সময়ে যে সাপলেমেণ্টারী ডিমাণ্ড দেখলাম তার একটা কথাই হতে পারে যে এই রাজারা রাজত্ব চালাচ্ছেন এবং লোককারদের একটা কথা আছে যে রাজায় রাজত্ব করে প্রজার চক্ষে ঝরে পানি এবং পরিস্কার আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—"মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে গোপন হাতে সরল জীবনে'। সরলতার কথা তারা অনেক বলেন এবং বার বার সাপলিমেণ্টারী বাজেটে আমাদের ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষ,

ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে সমাজতন্ত্র, গরীবি হটানো এইসব কথা বলে বলে মানুষকে ভাওতা দেওয়া, মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং গরীবি হঠানোর জন্য ত্রিপুরার অর্থনীতিতে নুতন করে এক-দল এবং তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী, জমিদার, মহাজন, সুদখোরদের রাজত্ব কায়েম করে এবং এই বাজেটের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মতলববাজ যারা নিজেদের স্বার্থের সংগে যুক্ত তাদের বড় করা, এছাড়া আমরা সাপলিমেন্টারী বাজেটে আর কিছুই লক্ষ করি না। এই আমার বক্তব্য।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আজকে বাজেট সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের ডিসকাসন করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যগণ বহুরূপী আলাপ আলোচনা করেছেন। সেই বহুরূপী আলাপ আলোচনা যেটি করেছেন সেটি ত্রিপুরার মানুষের কথা নয়, এটা শুধু উনাদের রাজনৈতিক পাবলিসিটি করার জন্য উনারা বলেছেন। কারণ, আমি দেখেছি উনারা যা বলেছেন তাতে কোন সত্যতা কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সেটি প্রমান করে উনারা বলেছেন— মাননীয় সদস্য অজয় বাবু বলেছেন যে আমরা যে সমস্ত বাঁধ কৃষি খাতে করেছি তা দিয়ে জন-সাধারণের কোন উপকার হয় নাই এবং জনসাধারণ কোন উপকার পান নাই। এবং এই সমস্ত টাকা কিছু মাত্র মানুষকে দেওয়ার জন্য এই বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে। এই হল উনার বক্তব্য। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার মানুষ জানেন যে আমাদের এই যে বাঁধ, এই যে সিজনেল বাঁধ—সেই বাঁধের পরিপ্রেক্ষিতে এতবড় খরার মধ্যেও ত্রিপুরার ৪ ভাগ জমির মধ্যে ১ ভাগ জমিতে ফসল করতে পেরেছি। তার হিসাব পরিষ্কার—বাঁধ দিয়ে আমরা ৪৫,০৩২ একর জমিতে আমরা বুরো ফসল করেছি এবং তার খরচ ৮,২৮,৮০৪ টাকা। মাননীয় সদস্য অজয় বাবু বলেছেন সাবরুমে একটি বাঁধ দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ হয় নাই। আমি জানি না উনি এই কথা কি ভাবে বল্লেন—তবে এই সম্পর্কে উনি যদি এই কথা বলেন—অনেকেই বলতে পারবেন তার কারণ আমাদের বাঁধগুলি হল সিজনেল বাঁধ—যখন বৃষ্টি হয় না তখন দেওয়া হয় এবং বৃষ্টি হলে বহু বাঁধ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ বেশী বৃষ্টি হলে বেশী জলে সেই সমস্ত বাঁধ আর থাকে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কোথাও যদি কোন বাঁধ নষ্ট হয়ে থাকে সেটি অসম্ভব নয়। সেজন্য এটা চিন্তা করে দেখুন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমি আশা করব যে সিজনেল বাধ দিয়ে যে সমস্ত কাজ হয়েছে—ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে আরও হওয়া উচিত ছিল সেটি আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের আর্থিক সংগতি যা আছে তার দিক দিয়ে আমরা কোন ভাবে কার্পণ্য করি নাই। সেটা বিশ্বাস করে আজকে ত্রিপুরার মানুষ আজকে স্বীকার করে। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের মানুষ বলেছেন এবং তারা আজ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে আন্দোলনকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু তারা সাক্সেস্ফুল হয় নাই, তারা সেটিতে সফল হয় নাই—আজকে ত্রিপুরার মানুষ তাদের দিকে আসবে না। আর একটি কথা মাননীয় সদস্য সরকার বলেছেন একটু আগে যে ৩ বছরের ছেলেমেয়েরাও নাকি সংগ্রামে নেমেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই কথা বলা উচিত নয়, তথাপি আমাকে এই বলতে হচ্ছে যে ৩।৪ বছরের কোন ছেলে মেয়ে কোনদিনই আন্দোলন জানেনা। যারা এই ৩।৪ বছরের ছেলে মেয়ে নিয়ে আন্দোলন করতে এসেছে তারা ঐ তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে

বাড়ীতে থাকতে না পেরে ৩,৪ বছরের ছেলে মেয়েকে ,নিয়ে আন্দোলনে এসেছে। সেটা ত্রিপুরার সর্ব্বত্র—জানা কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা কংগ্রেসকে ভালবাসে, যারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে তাদের জমিতে কোন লেবার যেতে পারে না। তাদের জমিতে কোন লেবারকে যেতে দেয়না—এইভাবে তাদের হেস্তনেস্ত করতে চিন্তা করে—সেটি আমি নিজে জানি—তারা হয়তো আজকে বাধ্য হয়ে ৩ বছর ৬ বছরের ছেলে মেয়েকে নিয়ে আন্দোলন করতে এসেছে—তাই তারা এখানে বুঝাতে চায়। সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে এটা যে কত ভিত্তিহীন—তাই আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যে পাম্পিং সেট খরিদ করেছি সেটিতে আমরা নাকি কারচুপি করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুঃখের বিষয়—আজকে এই খরার পরিপ্রেক্ষিতে—গত জুলাই মাসে এই এসেম্বলীর সময় বলা হয়েছিল মানুষের জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য। আজকে আমরা খরার কথা চিন্তা করে আমরা পাম্পিং মেসিন কিনতে গেলাম—আমরা এই পাম্পিং মেসিন টেণ্ডার মারফত খরিদ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটি বলেছি আমাদের সেংসানে যদি কোথাও ত্রুটি থাকে সেটা ত্রিপুরাবাসী দেখবে—প্রসিডিংস থেকে আপনারা দেখবেন...(গণ্ডগোল)...মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পাম্প মেসিন কিনেছি—টেণ্ডার মারফত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন টেণ্ডার কল করি ...(গণ্ডগোল)...মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই টেণ্ডার ১৯৭২ইং সনের মে মাস—তখন ত্রিপুরার এবং ত্রিপুরার বাইরের ২৭টি কোম্পানী এই টেণ্ডার তারা দেয়। সেই টেণ্ডার থেকে আমরা ৮টি কোম্পানীকে সিলেক্ট করি—লোয়েষ্ট দেখে। সেই ৮টি কোম্পানী থেকে জনসাধারণ কৃষক ভাইরা পাম্পিং সেট নিতে পারে তা আমাদের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন আমাদের খরা আসল তখন যে ৮টি কোম্পানীর টেণ্ডার আমরা একসেপক্ট করেছিলাম সেই সব কোম্পানী থেকে আমরা সরকারী ভাবে সেই পাম্প মেসিনগুলি খরিদ করি—এই যে পাম্প মেসিনগুলি যেগুলি আমরা টেণ্ডার মারফত খরিদ করেছি—মাননীয় সদস্য নাম চেয়েছেন সেই নামের মাধ্যমে সরকার খরিদ করেছেন—(গণ্ডগোল)... কোন কারচুপি আমাদের নাই। মাননীয় সদস্য অজয় বাবু বলেছেন যে কৃষকরা যে সমস্ত পাম্প মেসিন নেয় আমরা সেই সমস্ত পাম্প মেসিনগুলি পরীক্ষা করি কিনা। সেই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই—আমরা ৮টি কোম্পানীকে সিলেক্ট করেছি এবং আমরা জানিয়ে দিয়েছি জনসাধারনকে যেটি যার পছন্দ যেটি যার কাছে ভাল লাগে এবং তারা যাতে ফ্রি হ্যাণ্ড থাকতে পারে—আমাদের মতামতের অপেক্ষা না করে—সাধারন মানুষ তাদের বিবেক বুদ্ধি মতে খরিদ করার জন্য আমরা ৮টি কোম্পানীকে সিলেক্শান করেছি। এবং তার মধ্যে এই কোম্পানীগুলি যখন মেসিন দেয় তখন তাদের নিজেদের লোক এসে, তাদেয় লোক দিয়ে জল পাশ করিয়ে তারপর তারা মেসিনগুলি দেয় এবং এই কোম্পাসীগুলির কাছে এক বছরের গ্যারাণ্টি ছিল যদি পাম্প মেসিনে কোন গোলোযোগ থাকে, কোন গোলোযোগ হয় এই এক বছরের মধ্যে—তাহলে সেই সমস্ত পাম্প মেসিনগুলি তারাই মেরামত করে দেবেন। এই সমস্ত দিক থেকে আমাদের যে কারচুপি আছে আমি জানি না এবং এই কারচুপি তারা কি করে বের করেন এবং কি করে

তারা এটা জানেন।—আরেকটা কথা বলেছেন আমরা ময়ূর পাম্প কিনেছি সেই পাম্প অর্জুন পাম্প দেওয়ার কথা ছিল। সত্য কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন টেণ্ডার বন্ধ করি, ময়ূরের সংগে অর্জুন পাম্প দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, কোমপানী তাড়াহুড়া করে আমাদের সিলেক্টটেড ব্লকগুলিতে মালগুলি দিয়ে আসে, সরকারী কৃষি বিভাগ থেকে যখন এন-কোয়েরীতে যায়, তখন দেখা যায় অর্জুন পামপ এর জায়গায় ময়ূর পামপ দেওয়া হয়েছে। ৪৪টি পাম্পের মধ্যে, ১৯টি অর্জুন পাম্প আর বাকী ২৫টি ময়ূর দিয়েছে, তখন আমরা চিঠি লিখি যে যেখানে অর্জুন পাম্প দেওয়ার কথা, সেখানে ময়ূর পাম্প দিয়েছে, সেই—পাম্প বদলে না দিলে টাকা দেওয়া হবে না। আজকে সেখানে টাকা দেওয়া হয় নি সেই পাম্প বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে পাম্প বদলে না দেওয়া পর্য্যন্ত তাদের টাকা দেওয়া হবে না। সেইজন্য কারচুপি করছি, সেই জিনিষটা এখানে আসেনা। কৃষি বিভাগ টাকা দিয়েছে, তারা পরীক্ষা করে দেখেছে যে ৪৪টার মধ্যে ২৫টি অর্জুন পাম্প দিয়েছে, আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে, সেইজন্য আমরা কারচুপি করেছি, একথাটা মোটেই সত্য নয়। আমরা সেইজন্য বলছি যারা এই সমস্ত কথা বলেন তাঁদের কথার কোন সার্থকতা নাই, কারচুপি করছি প্রমাণ ছাড়া তাঁরা একথা বলতে পারেন না। আজকে আমরা যে কোন জায়গা থেকে টেষ্ট করে পাম্প কিনতে পারি. ভারতবর্ষের যে কোন জায়গা থেকে, টেষ্ট করার আগেও আমরা তা কিনতে পারি, কিন্তু পরীক্ষা করে তারপর আমরা টাকা দেব। তার জন্য আজকে আমরা কারচুপি করছি একথা এখানে আসেনা, একথা বলার অবকাশ থাকেনা। আরকটা কথা উনারা বলেছেন সে কালা মজুমদারকে রাতারাতি ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা যে অসত্য কথা সব সময়ে বলেন, তার প্রমাণ এটা। কারণ, কালা মজুমদার নামে আমাদের কোন ডীলার নেই, আমাদের লিষ্টে এরকম কোন নাম নাই। এরকম ডীলার থেকে কোন রকম মাল আমরা খরিদ করি নাই। এইরকম নামে কোন এ্যাজেন্ট আমাদের নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালা মজুমদার নাম কেন, অজয় বাবুর নামেও যদি থাকত, তাহলেও আমাদের তাঁদের থেকে কিনতে আমাদের কোন বাঁধা নাই, সেটা সমর চৌধুরীও হতে পারেন, অজয় বাবুও হতে পারেন, আমানের সরকারী লিষ্টে যে কেউ থাকলে তাঁর থেকে কিনতে আমাদের কোন বাঁধা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় উপ-মন্ত্রী একজন সদস্যের দিকে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে এইভাবে বলতে পারেন কি না ?

শ্রীমনছুর আলি :—উনি তো আমার দেশেরই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে কালা মজুমদার, তার টেণ্ডারের সংগে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নামকে এনেছেন, কোন কোন জায়গায় আমার নামও এনেছেন এবং বলেছেন আমরা বড় হওয়ার জন্য এই সমস্ত কাজ, এই সমস্ত মেশিন কিনেছি, সাধারন মানুষের জন্য নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার খরার দিকে লক্ষ্য রেখে, যদি এটা না করতাম, তাহলে এটা কি ঠিক হত ? বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ একথা বলার কারণ হচ্ছে, তাঁরা আতংকিত, তাঁরা জানেন ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের দিকে আসেনা. তাঁদের ডাকে আজকে সাড়া দেয় না। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহাদয়, সমর চৌধুরী আমার দেশের মানুষ, তিনি যখন ওখানে আন্দোলন করেছিলেন, তখন সেখানে উনার ডাকে মাত্র ৫০ জন লোক এসেছিল. কারা এ সমস্ত লোক. যারা তাদের অত্যাচারের ভয়ে, তাদের অত্যাচার করার ভয় দেখিয়ে আনা হয়েছিল। কাজেই, তাঁদের আজকেব যে কথা, আজকে সাপলিমেন্টারী বাজেটে বলতে গিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার কোন যৌক্তিকতা নাই। তাঁরা সিদ্দিক মিঞার কথা বলেছেন। আমরা পঞ্চায়েত, গাঁওসভার মাধ্যমে কাজ করার জন্য. তাদের হাতে ক্ষমতা দিতেছি এবং তাই তারা চীৎকার করেন। আজকে একজন গ্রামের প্রধান এই সিদ্দিক মিঞা, তাকে যেহেতু পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে তার গাঁওসভার জন্য, তার নামে, তাই আজকে উনারা তার নাম এখানে এনেছেন. মনমোহন দেববর্ম্মা, উনি সেখানকার লোক, উনার বাড়ীর কাছে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে বলে উনি বলেছেন। আজকে কৃষির উন্নয়নের কথা তাঁরা কোথায় করেন? যে মনমোহন দেববর্ম্মাকে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে, ১৯৭০ সনে একটা মিটিং হয়েছিল, জম্পুইজলায়, সেখানে আমাদের সদস্য শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মাও ছিলেন, সেখানে যে ১৯৭০ সনে পাম্প সেট দেওয়ার কথা হয়েছিল, সেটা ১৯৭২ইং সনে দেওয়া হল, তার কারণ, বাংলাদেশের গোলযোগে ১৯৭১সনে দেওয়া হয়নি, আমি আশা করি সুধন্ব দেববর্ম্মা মিথ্যা কথা বলবেন না। সেই মিটিং এ সুধন্ব বাবু বক্তৃতা করেছেন, উনি জানেন যে ১৯৭০ সনে এই পাম্প সেট মনমোহন দেববর্ম্মার বাড়ীর সংগে দেওয়ার কথা। এই পাম্প সেট দিয়ে ৬০ একর থেকে ৮০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই কিভাবে মানুষকে প্রতারিত করেছেন. জানিনা, কি করে মানুষের উন্নতি হবে? একটা পাম্প সেট দিলেই তারা আতংকিত হয়ে পড়েন, এই হল তাঁদের চরিত্র, এই হল তাঁদের ক্যারেক্টার। আমরা সেখানে মনমোহন দেববর্ম্মা জানিনা, আমরা মানুষের উপকারের জন্য দিয়েছি। যেখানে চার কানি, ৮০ একর জমিতে জলসেচ হবে সেখানেও তাঁদের চিৎকার। জানিনা মানুষের কি সর্ব্বনাস এই পৃথিবীতে আছে। মাননীয়অধ্যক্ষ মহোদয়,আমার ভাই, পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মানুষ সমর চৌধুরী, এট. অন্য একটা প্রসংগ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট জলসেচের জন্য খোলা চিঠি..

Mr. Deputy Speaker :—This is now recess time. The House stands adjourned till 3 p. M. to-day.

শ্রীমনছুর আলী :—আমরা যে সকল ডিলার, যাদের নিজেদের ইঞ্জিনীয়ার আছে, যারা মেরামত করতে পারবে, এই সমস্ত কোম্পানী থেকেই আমরা এই পাম্প সেটগুলি কিনেছি তাতে আমাদের সাবসিডির কোন প্রশ্নই আসে না। কাজেই আজকে যারা বলেছেন যে আমাদের পাম্পসেট কিনার মধ্যে অনেক কারচুপি ছিল সেইটা যে সত্য নয় এইটাই আমি এখানে প্রমাণ করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ১৮০টি পাম্প আমরা ৫টি কোম্পানী থেকে খরিদ করেছি। সেইটা আজকে যদি দেখা যায়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে প্রমাণ হবে যে তারা যে কথা বলেছে সেই কথা মোটেই সত্য নয়। আমরা ১৫ হর্স শক্তির যে সমস্ত পাম্প কিনেছি সেইটা আমরা টেণ্ডারের মাধ্যমে খরিদ করেছি। টেণ্ডার দিয়ে যারা লয়েষ্ট হয়েছে শুধু তাদেরকেই আমরা অর্ডার দিয়েছি। পরবর্তী সময়ে এখানকার যারা

ডিলার ছিল, তাদেরকে আমরা ডেকেছিলাম. তাদের সঙ্গে আমি মিটিং করেছি এবং আমাদের অফিসার বি, ডি, ও, সাহেবও ছিলেন সেখানে, তাদেরকে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যে রেট লয়েষ্ট হয়েছে সেই লয়েষ্ট রেট-এ কতটা পাম্প দিতে পারবেন। আমরা বলেছিলাম যে অনুমান আমাদের ১০০টা পাম্প লাগবে। সেই হিসাবে তারা আমাদেরকে তিনটি কোম্পানার মধ্যে একটা ৪০টি দিতে বলেছিল। আর একটা কোম্পানী আমাদেরকে ২০টি দিতে বলেছিল। আর অন্য কোম্পানীগুলি আমাদের কাছে সময় চেয়েছিল এবং তারা সময় চেয়ে পরবর্তী সময়ে তারা বলেছে যে তারা দিতে পারবে না। যে কোম্পানী ২০টি দিতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত দিতে পারে নাই। তার পরবর্তী সময়ে আমরা ঐ যিনি ৪০টি পাম্প, সেই কিলোসকার কোম্পানী দিতে চেয়েছিল পরবর্তী সময়ে যেহেতু অন্যরা পাম্প দিতে পারে নাই, সেই জন্য আমরা আরও ত্রিশটি পাম্প সেই কিলোসকার কোম্পানীকে অর্ডার দেই সাপ্লাই করার জন্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের পাম্পসেট কিনার মধ্যে বা খরিদ করার মধ্যে কোন রকম কারসাজি নেই। আমরা এই খরা পরিস্থিতিতে আমরা এইটা করাতে আমাদের ত্রিপুরায় এই খরার সময়েই ৪ ভাগের এক ভাগ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা করে বুরো করতে পেরেছি। অবশ্য এখনও বুরো কতটুকু হবে আমরা জানি না। এখন আবার যে খরার সম্মুখীন হচ্ছি, আমরা যতটুকু করেছি তাতে কতটুকু হবে তা বলা মুস্কিল সেই জন্য আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে কারচুপির কথা বলেছে. তার কারণ হলো, তারা দেখছে এই বারবার যে তৎপরতা সরকারের সে তৎপরতার মধ্যে পরে তারা আতঙ্কিত হয়েছে। কারণ, এই ভাবে যদি সরকারের তৎপরতা থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা তো ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মত হতে পারে সেইটা ভেবে তারা আতঙ্কিত। যার জন্য তারা সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে মানুষের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি আগে ছিলেন না, ময়ূর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। উনার কথাটা আমি অসত্য বলি নাই। ৪৪টা পাম্পসেটের মধ্যে যেখানে অধিক পাম্প দেওয়ার কথা ছিল সেখানে ২৫টা পাম্প মাত্র দিয়েছিলেন। সেইটা আমরাই ধরেছি উনি নিজে ধরেন নাই। এই সম্পর্কে আমরা জানুয়ারী মাসে তাদেরকে চিঠি দিয়েছি যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে কন্ট্রাক্ট ছিল তোমাদের পাম্প সেই কন্ট্রাক্টের মত হয় নাই—তোমরা সেইটা বদলি করো। তার জন্য আমরা তাদেরকে টাকাও দেই নাই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বিশ্বাস করি, এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এসেছে সেই বাজেটকে তারা নিশ্চয়ই সম্মতি দেবেন এবং তারা সেইটার সে প্রস্তাবকে আমি আশা করি. আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। তারা সেইটা কোন দিনও অস্বীকার করবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এক বন্ধু বলেছেন যিনি ধর্মনগর থেকে এসেছেন উনি বলেছেন যে জুরি নদীর বাঁধে বহু লোকের ক্ষতি হয়েছে। যে সমস্ত ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয় নাই। মাননীয় স্পীকার আমরা সরকারী তরফ থেকে যে সমস্ত হিসাব আমরা পেয়েছি, যে সমস্ত জায়গার ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ আমি দিচ্ছি। সেই ক্ষতির পরিমাণ ৭ একর ৩৪ শতক এবং যে বিশটা পরিবারের ৭ একর ৩৪ শতক জমির ক্ষতি হয়েছে সেইটা সত্য। এই বিশটা পরিবারের আরও যে জমি ছিল সেই জমিতে আমাদের এই বাঁধের ফলে যে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে সেই ২০টি পরিবারের

যে আরও জমি আছে ৫৬ একর ৮০ শতক। এই হিসাবে তাদের যে ৭ একর ৩৪ শতক জমির ক্ষতি হয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করলে আজকে এই খরার পরিপ্রেক্ষিতেও তারা সেখানে ৪৮৮ মণ ধান পেতো না, যদি আমরা এই বাঁধ না দিতাম। তারা ১২৪৫ মণ ধান পেয়েছে। কাজেই আজকে যদি বিচার করে দেখি তাহলে দেখবো একটা বিরাট কাজ করতে গেলে ১০ জনের উপকার হলে সেইটা কয়েক জনের পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সেখানে যে ক্ষতিটা হয়েছে, তাদের জমিতে জল দেওয়ার জন্য যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই হিসাবে তাদের ক্ষতির পরিমাণ যতটুকু হয়েছে তাদের লাভের পরিমাণ সেই তুলনায় অনেক বেশী। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জুরিনদীর যেখানে বাঁধ সেই বাঁধে আমি গিয়েছি। সেই বাঁধে এই ছাপ্পান্ন একর ছাড়াও আরও ৩০০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাহলে ৩৫০ একরে জলসেচ আমরা করেছি এবং ৩৮ একর জমির কথা হয়েছে। আজকে যদি বিচার করে দেখা যায় তাহলে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এটা বলতে পারে কিনা সেটা ভেবে দেখা উচিত। তারা কিভাবে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে আনে এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এখানে আসতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমি সেখানে গিয়েছি, কিন্তু কোন লোক বলে নাই যে আমাদের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের ক্ষতিপূরণ দাও। ঐ বাঁধের উপর আমি মিটিং করেছি। কিন্তু সেখানে কোন মানুষ ক্ষতিপূরণ দাবী করে নি। যার ফলে তারা ক্ষতিপূরণ চায় নি। তবে যারা পায় তারা ছাড়ে না। তবে মানুষকে উস্কাইয়া দেবার জন্য এই দাবী আনা হয়েছে। যদি সকল জমিতে ঠিক ঠিকভাবে ধান হত তাহলে প্রতি একরে ১৫ মণ ধান হতে পারে। ধর্ম্মনগর সাব-ডিভিশনে খরায় ৪৫ একর জমিতে ক্ষতি হয়েছে। তাদের ২৩ মণ ধান ক্ষতি হয়েছে। যেখানে ২৩ মণ ধানের ক্ষতি হয়েছে সেখানে যদি অন্যান্য জমিতে যদি ভাল ধান হয় তাহলে তারা কি করে ক্ষতিপূরণ চায় আমি বুঝি না। সেজন্য ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এখানে আসে না। কাজেই একটা আন্দোলনে যখন একটা মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটা চিন্তা করা উচিত। আমাদের লক্ষ্য থাকবে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ কিভাবে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। সত্যিকারের আন্দোলনের প্রয়োজন সেটা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু যেখানে সত্য নাই, আন্দোলনের কারণেই সেখানে যদি আন্দোলন নিয়ে আসা হয় তাহলে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুরি নদীর ব্যাপারে যেটা এসেছে সেটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুরি নদীর বাঁধের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে স্কীম এবং সরকারের পরিকল্পনা ছাড়া এই বাঁধ হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য কিভাবে বাঁধ হয়, স্কীম হয় সেটা জেনে যদি কথা বলেন তাহলে উনার পক্ষেই কথা হয়। সীজন্যাল বাঁধ সাময়িক। বৃষ্টি হলেই চলে যাবে। তবে অসত্য কথা বললেও আমরা এনকোয়ারী করে দেখি এবং আমরা এনকোয়ারী করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা জেগে ঘুমায়, তাদের জাগিয়ে তোলা বড় কঠিন। আমি বলেছি আমাদের এই বাঁধের ৪৫ হাজার একর জমিতে আমরা জলসেচ করতে পারছি এবং সব মিলিয়ে ৬৫ হাজার একরের উপর আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছি এবং এক ফসল আমরা ৩ লক্ষ একরের চার ভাগের এক ভাগ জমিতে জলসেচের

ব্যবস্থা করেছি, সেজন্য আজকে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি যে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। আমরা সারা ভারতবর্ষের কথা বলতে পারি, যেখানে বিদ্যুতের কোন অভাব নাই সেখানেও চার ভাগের এক ভাগ জমিতে জলসেচ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে লোকের জন্য আমরা চার ভাগের এক ভাগ জমিতে জলসেচ দিতে পেরেছি। আমরা আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের বিশ্বাস করে। সোনামুড়ার কথা আমি বলছি যেখানে হাজার হাজার মানুষ সেখানে ৪২ জন লোক আন্দোলনে এসেছে। কাজেই আপনারা যাই বলুন না কেন এটা স্বীকার করার উপায় নাই। ইন্দিরাজী বলেছেন যে আমাদের পরিকল্পনায় যারা বাঁধা সৃষ্টির চেষ্টা করছে তাদেরও আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে তারা যেন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। তাঁর সংগে সুর মিলিয়ে আমিও এই আহ্বান সকলকে জানাই যে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এক সদস্য বলেছিলেন যে ধর্মনগরের পানিসাগরে এক মানিক হালাম কিছু টাকা মেরেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে গত অ্যাসেম্বলীতে এই মানিক হালামের পক্ষে তারাই ওকালতি করেছেন। তখন সে ছিল কম্যুনিষ্ট। যেহেতু সে এখন তাদের দলে নাই সেই হেতু তারা এই অভিযোগ করেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি গত মিটিংএ এই প্রসিডিংসের মধ্যে আছে মানিক হালামের পক্ষে তারা অ্যাসেম্বলীতে ওকালতি করেছেন। কাজেই তারা পারেন না এমন কিছু পৃথিবীতে নাই। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ঝুনু দাস বাবু বলেছিলেন যে, যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে, আরও টাকার প্রয়োজন ছিল। এটা আমি ঝুনু দাসের সংগে একমত নই। মাননীয় সদস্য বলেছিলেন অনেক কিছু করেছেন, আরও করলে ভাল হত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে সমস্ত সংগতি ছিল, আমাদের কাজ করার লোক, আমাদের আর্থিক সংগতি, সমস্ত কিছুর সংগে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের যতটুকু করা সম্ভব তা আমরা করতে পেরেছি। শুধু টাকা হলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরচ করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের যে সমস্ত মেসিনারী আছে আমাদের যারা সরকারের পক্ষে কাজ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে কত পরিমাণ টাকা তারা খরচ করতে পারবে তাও একটা চিন্তাধারার মাধ্যমে সেইসব কাজ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক বন্ধুরাই বলেছেন যে, তেলিয়ামুড়াতে ওভার ফ্লো দেওয়া হয়েছে কিন্তু খোয়াইতে দেওয়া হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের সেইদিকে বিবেচনা আছে। যে ভাবে জল পাওয়ার ব্যবস্থা করার ছিল সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে ওভার ফ্লো এবং আমাদের সিজনেল বাঁধের মাধ্যমে জল এনেছি। সেটি তেলিয়ামুড়া আর খোয়াই তাদের নিয়ে—হিসাব জানেন কিনা জানি না। সেইসব জায়গায় অনেক বেশী ওভার ফ্লো আছে পূর্ব হইতেই—সেইদিক লক্ষ্য রেখে আজকে খোয়াইতে দেওয়া হয় নাই, সেটি সত্য নয় আমরা পাম্প মেশিন দেই নাই। ওভার ফ্লোর সংখ্যা খোয়াইতে অনেক বেশী আছে এবং পাম্প মেশিন দিয়ে জল তোলার অবস্থা ছিল কিনা সেটিও আমাদের জানতে হবে। খোয়াইতে জলের কোন সোর্স ছিল না বলেই দেওয়া হয় নাই। ইচ্ছা করে দেওয়া হয় নাই সেটি একমাত্র তারাই বলতে পারেন। উনাদের মধ্যে একজন বলছেন সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের কথা, আর একজন

বলছেন খোয়াইর কথা। এই যে অবস্থা এই অবস্থার কি করে পরিবর্তন করা হবে আমি জানি না। সেইদিক লক্ষ্য রেখে আজকে আমরা যে কোনখানে কারচুপি করি নাই, আমরা যে সমভাবে সর্বত্র দিতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা অস্বীকার করি না আমরা অনেক জায়গায় দিতে পারি না। আমরা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারি নাই সেই কথা আমি অস্বীকার করি না। কারণ এই সমস্ত জায়গায় জলের সোর্স পাওয়া যায় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পরিষ্কার মনে আছে গত ১৯শে অক্টোবর কমলপুর থেকে রেডিওগ্রাম করে ডি,সি,কে যে কোন সোর্স থেকেই জলের ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওভার ফ্লোর পাইপ ত্রিপুরায় তৈরী হয় না, এটা ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে আনতে হয়। যতটুকু দরকার তা আনতে পারি নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, পৃথিবীর কোথাও আছে কি না আমার জানা নাই, আমরা শুধু পাম্প মেসিন দেই নাই—সেই সংগে পাম্প মেসিন চালানোর লোকও দিয়েছি। আমরা পাম্প মেসিন দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি তথাপি আজকে যারা বলে আমরা ত্রিপুরার মানুষের জন্য কিছুই করি নাই—তারাই এই কথা বলতে পারে। এই কথা সত্য নয়। আমরা সিজনেল বাঁধ দিয়ে বিনা পয়সায় আমরা জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আজকে তারা বলে......

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন—অনেক কথা তারা বলেছে আমাকে উত্তর দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইভাবে আমরা ত্রিপুরার মানুষের জন্য ত্রিপুরার প্রয়োজনের জন্য আমরা দিয়েছি। সেজন্য আমি বলছি পানীয় জলের কথা যেখানে কোন সোর্স পাই নাই সেখানে আমরা দিতে পারি নাই। তারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে, তাদের আমাদের উপর অভিযোগ থাকতে পারে, তাদের আমাদের উপর অভিমান থাকতে পারে—এটা আমরা ইচ্ছা করে করি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের স্প্রে মেসিনের অভাবের কথা—স্প্রে মেসিন আমরা দিতে পারি নাই। আমাদের কথা ছিল প্রত্যেক ভি, এল, ডবলিও, ব্লকে আমরা ১০টি করে স্প্রে মেসিন দিব সেই হিসাবে আমরা যতটুকু পেরেছি আমরা দিয়েছি—আমরা অনেক দিয়েছি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ১০টি করে স্প্রে মেসিন দেওয়ার কথা ছিল। আমাদের পূর্ব্বে যে সমস্ত মেসিন ছিল তার পরিমাণ হল ১৪৯০ এবং আমাদের আরও ৭০০ মেসিন আসার কথা আছে। এবং সেগুলি কিনা হয়েছে, সেই সমস্ত মেসিন ভি, এল, ডবলিও, সেন্টারে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দেই সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে চলেছি এবং তাতে আমাদের কোন ত্রুটি নাই—সময় লাগতে পারে—আজকে যেখানে হয় নাই পরে সেটিও পূরণ হয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের সরকার প্রত্যেক ব্লকে কিছু সংখ্যক মেসিন রাখা হয়েছে—যদি বিশেষ কোন পোকার আক্রমণ হয় বিরাট ভাবে সেটিকে মোকাবেলা করার জন্য। কাজেই আমরা কোন কারচুপী করি নাই। তাছাড়া আমাদের স্প্রে মেসিন ছাড়াও আরও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মেসিন আছে সেগুলি মেসিনের সাহায্যে চালাতে হয়—সেই রকম মেসিন অন্ততঃ ২৫টি আছে এবং আরও ৮০টি মেসিন আমরা শীঘ্রই খরিদ করছি। কারণ

আমরা জানি ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করতে হবে—সেজন্য আমরা ব্যবস্থা রেখেছি। এবং তাতে আমরা কোনরকম গাফিলতি করি নাই। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লীমেন্টারী ডিমাণ্ড-এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে. খরা পরিস্থিতি এবং খাদ্য ইত্যাদি ব্যাপারে যে অবস্থা, সেই অবস্থা মোকাবেলায় সরকারী ব্যর্থতা এবং অব্যবস্থা সম্পর্কে আমি আলোচনা করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কারণ এবার খরা পরিস্থিতিতে গ্রামের জনসাধারণের শতকরা ৯৫ জনের ঘরে খাবারের কোন ব্যবস্থা নাই। সেপটেম্বর, অক্টোবর মাস থেকে কৃষি ঋণের জন্য তারা দরখাস্ত দিয়ে আসছেন এবং তারা অনেক দরখাস্ত করেছে যাতে তারা এই দুর্ভিক্ষের সময়েতে খেয়ে বাঁচতে পারে এবং তাদের হালের বলদ বিক্রি না করে যাতে তারা বাঁচতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা কি দেখলাম, হাজার হাজার দরখাস্তের মধ্যে যারা গত সেপটেম্বর মাস থেকে দরখাস্ত দিয়ে আসছে, তারা আজ পর্যন্ত কিছু পায় নাই। সেখানে কি কারচুপি আমরা দেখছি? যাদের গলাবাজী করে অভ্যাস আছে, যারা গলাবাজী করছেন, প্রকৃতপক্ষে যাদের কখনও কৃষি ঋণের দরকার নাই, এইসব মানুষকে, এইসব লোকদের জন্য কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রামের জনসাধারণ, যারা খেতে পাচ্ছে না, যাদের কৃষি ঋণ পাওয়া দরকার, তারা সেই কৃষি ঋণ থেকে বঞ্চিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একথা চিন্তা করতে বাধ্য, যে এই যে কৃষি ঋণ ইত্যাদি মঞ্জুর করা হয়, তার দায়িত্ব সম্ভবতঃ খোয়াই এস, ডি, ও, বা অন্যান্য সাবডিভিশনের এস, ডি, ও'র উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হচ্ছে না। আমরা একথা কেন বলছি, আমরা বলছি এই কারণে, শাসক পক্ষের এম. এল, এ, যদি আজকে লিষ্ট দাখিল করেন, যাদের যাদের নাম তাঁরা দেন, তারাই সংগে সংগে এইসব সাহায্য পেয়ে যান, কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার উপযুক্ত, তাদের নাম বারবার দেওয়া সত্বেও, উপযুক্ত কৃষকদের তাঁরা দিতে পারছে না। শুধু এই বিষয়েই নয়, খয়রাতি সাহায্যের বেলায়ও আমরা দেখি, যে গ্রামের মধ্যে যদি হিসাব করি তাহলে কি দেখি? গ্রামের মধ্যে এমনও দেখা গেছে যে শতকরা একশত মানুষই খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। সেই সমস্ত গাঁওসভার ভিত্তিতে রিজিলিউশান করে যখন বি. ডি. ও, সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন আপনারা নাম বাছাই করে দিন। কিন্তু আমরা কি করে বাছাই করব? সীমিত একটা বাজেট দিয়ে পাচ, দশ টাকার বেশী পড়ে না। কিন্তু এই ব্যাপারেও বৈষম্য আছে, কোন কোন জায়গায় ৫০ টাকা পর্যান্ত বিলি করা হয় এবং ৪০।৫০ পর্যন্ত বিলি করা হয়, এই রকম গাঁও সভাও আছে। কিন্তু আমাদের এখানে ৫০ টাকা দূরের কথা, ২০।১০ টাকার উর্দ্ধে কেউ পায় নি। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু খয়রাতি সাহায্যের কথা বলছিনা, টেষ্ট রিলিফের ব্যাপারে আমি দেখেছি। আজকের এই খরা পরিস্থিতিতে সারা বছর টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু রাখার কথা শাসক পক্ষের সদস্য এবং মন্ত্রী মহোদয়রা বলেছিলেন, যে খরাকে আমরা মোকাবিলা করব, একথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে আমরা দেখি, গড়ে যদি হিসাব করি, সারা বছরে দুই মাস টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ

তিনদিন কাজ হওয়ার পর আবার তিনদিন কাজ বন্ধ থাকে, তার কারণ ষ্টাফ নাই, টাকা নাই, এই করে করে সারা বছরে যদি হিসাব করি তাহলে আমার দেখি গড়ে দুই মাসও সম্ভবতঃ টেষ্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী চীৎকার করে বললেন যে কত পাম্প মেশিন এনেছেন, কত দিচ্ছেন তার হিসাব তিনি দিয়েছেন? কোথায় জলের ব্যবস্থা করেছেন, কোথায় বোরো চাষের ব্যবস্থা করেছেন—তা জানান। তিনি কি তার হিসাব দিতে পারবেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই সাবডিভিশানে পাম্পিং মেশিন তিন বছর আগে একটা ছিল, তাও এবার খরার বছরে বন্ধ। আমি এই বিষয়ে গত অধিবেশনের সময়ে কোয়েশ্চান করেছিলাম, তার উত্তরে বলা হয়েছিল যে কয়েকদিনের মধ্যেই সেটা চালু হবে। চালু হবে হবে বলেই শেষ। কিন্তু খোয়াই সাবডিভিশনে যদি নজর করি, তাহলে অনেক জায়গা আছে যেখানে ছড়া এখনও শুকিয়ে যায় নি। জল আছে, সেখানে পাম্পিং মেশিন সেট করলে পরে বহু জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। সমরুছড়া আছে, লালছড়া আছে, উতনাছড়া আছে, অনেকগুলি ছড়া আছে, অথচ তিনি বললেন খোয়াই বলে ছড়া নাই, জল শুকিয়ে গেছে। আমরা এছাড়া দেখি যে পানীয় জলের অভাবও সেখানে কম নয়, পানীয় জলের অভাবে সেখানে চূড়ান্ত সংকট দেখা দিয়েছে যেখানে জলের জন্য মানুষ চীৎকার করছে সেখানে তারা টিউব ওয়েল বসিয়ে সামান্যতম যে পানীয় জলের ব্যবস্থা, তা তারা করতে পারলেন না কেন? তারা মুখে যে কথা বলেন, কাজের সংগে তার কোন মিল নেই। আজকে তারা হাউসের মধ্যে চীৎকার করে বলেন আমরা এই করেছি, সেই করেছি। কিন্তু কোথায় কোথায় ছড়া আছে, সেগুলি পর্যন্ত উনারা দেখতে চান না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শুধু তাই নয়, আমরা গ্রামে ট্রাইবেল এলাকায় বাস করি, তারা এই খরা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং সেইসব এলাকার মানুষ আজকে জমি বিক্রী করা, গরু বিক্রী করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। কাজেই আজকে দিনের পর দিন তাদের জমি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে এবং আগের দিনের তুলনায় তাদের অভাব আরও বাড়ছে, তাদের যে জমি রক্ষা করা, তার ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও করা হয় নি। তিন শ' টাকা যে কৃষি-ঋণ দেওয়া হয়, সেই ঋণ দিয়ে একজন কৃষক-এর ঘরে কি কাজে লাগবে, সেটা একটা হালের গরুর দামও নয়। কাজেই মুখে সবুজ বিপ্লব চিৎকার করলেই সবুজ বিপ্লব হয় না। সেই সবুজ বিপ্লব যদি করতে হয়, তার জন্য চাই তাদের জমি সমান করা, তাদের জন্য চাই জল, তা যদি করতে না পারি, তাহলে কেবল ফাইল হাতে নিয়ে যদি এদিক থেকে ওদিক ঘুরি, তাহলে কি সবুজ বিপ্লব হয়ে যায়? এই ২৫ বছরের মধ্যে চার অংশ জমির মধ্যে এক অংশ জমিতে আমরা জল সেচের ব্যবস্থা কি করতে পারছি? তা পারিনি। লজ্জার কথা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই খরা পরিস্থিতি বলে নয়, আজকে বিভিন্ন দিক থেকে কৃষক সংকটের মুখে। ট্রাইবেলদের অবস্থাতো ভয়াবহ, তাদের বাঁচার কোন অবস্থাই নাই, দিনের পর দিন জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে—বিভিন্ন এলাকায়। কমলপুরে যেসব জুমিয়া লোন নিয়েছিল এবং জমি আবাদ করেছিল, ঐ সমস্ত জায়গা পর্যন্ত অ-উপজাতির হাতে চলে যাচ্ছে এবং খোয়াই দক্ষিণ গিলাতলিতে একজনের জমি মহাজনের কাছে তিন বছরের জন্য বন্ধক দিয়েছিল, কিন্তু

আজ পর্যন্তও তা সে ফেরত পাচ্ছে না। এইজন্য কি সরকার দায়ী নয়? এইজন্য সরকারকে কি করতে হয়, তারা জানেন কিন্তু তারা করবে না। কাজেই এইজন্য সরকারকে দায়ী করব। আজকে দিনের পর দিন খবর আসছে খোয়াই রেশান শপে চাউল নাই, ঐ সমস্ত জায়গায় চাউলের ব্যবস্থা নাই, আজ তিন চার দিন। বাজারে ৮০।৯০ টাকা চাউল-এর দর উঠে গেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের মধ্যে এসে চীৎকার করবেন আমরা এই করেছি ঐ করেছি, সারা ভারতবর্ষে আমাদের মত কেউ করতে পারেনি, কিন্তু মানুষ খাওয়ার জন্য হৈ চৈ করছে, তাদের লজ্জা হওয়া দরকার। খোয়াই-এ আজকে প্রায় ১৫।২০ দিন যাবত চাউল নাই রেশন শপে, বাজারে চাউল প্রতি কে, জি, দুই টাকা উঠে গেছে, এদের লজ্জা করে না এখানে এসে চীৎকার করেন আমাদের মত কেউ ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য কিছু করতে পারছে না। এই খরা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে তারা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করছেন, তাদের লজ্জা করে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, তার জন্য যে বরাদ্দ চেয়েছেন সেইটা আমরা বরাদ্দ করে দিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে অর্থ সেইটা ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। সেই টাকাটা খরচ হবে, কিছুটা খরচ হয়েছেও। আজকে মার্চ মাসের ২৬ তারিখ। কাজেই যে টাকা বরাদ্দ চেয়ে নেওয়া হচ্ছে সেই টাকা যাতে, যদিও আমাদের হাতে সময় কম, আগামী আর্থিক বছর এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ হয়ে যাবে। সেই টাকাটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হরির লোটের মত নয়, হরির লোটের মত খরচ করার কোন অর্থ নেই। যথেষ্ট টাকা খরচ করে যদি জনসাধারণের কাজে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত না হয় কিংবা প্রপার ডিষ্ট্রিবিউশন না হয় তাহলে সেইটা আমরা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি না। এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলা চলে যে আমরা কৃষি খাতে, এই খরা পরিস্থিতিতে সরকার থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেইটা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও খরায় কিছুই হয়নি সেইটা আমি বলি না। কারণ পাম্পিং সেট সিজন্যাল বাধ সমস্ত কিছুর দিক দিয়ে আজকে আমরা কিছুটা উপকৃত হয়েছি, কৃষকরা কিছুটা উপকার পেয়েছে এইটা অনস্বীকার্য্য। আমি শুধু একটা বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনার মাধ্যমে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, গত আর্থিক বছরে যেটা আমরা বরাদ্দ করে দিয়েছিলাম এই হাউসে, ক্ষমতা দিয়েছি সরকারকে ব্যয় করার জন্য, তাতে আমরা দেখছি যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সেইটা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করতে পারেন নাই। আমাদের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, খাদ্যে ত্রিপুরাকে স্ব-নির্ভরশীল করার জন্য যে প্রচেষ্টা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেখছি যে কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে, কৃষকদের সাহায্য করার ব্যাপারে যে একটা, আমি উল্লেখ করতে চাই যে কৃষিঋণ আমরা দিয়েছি সেইটা সম্পর্কে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সদস্য বলেছেন ঠিক ঠিক কৃষক যারা তারা কৃষিঋণ পায়নি, আমি দুইটার সঙ্গেই একমত আছি। কোন কোন কৃষক

যথেষ্ট পেয়েছে, আবার কোন কোন জায়গায় পায়নি। কেন পায়নি তার কারণ হচ্ছে এই যে এতগুলি টাকা হঠাৎ করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করতে গেলে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল সেইটা নিতে পারেন নি। আজকে তার জন্য অসন্তোষ। তারজন্য দোষারূপ করছি মালপ্রেকটিসের। এইটা কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থার মধ্যে ধরা যায় না। এইটাকে দোষারূপ করা হচ্ছে এইজন্য যে এইটাকে দোষারূপ করে ক্ষান্ত হতে চাই না। তার সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধটাও রাখবো যে এই জন্য আমরা যেন এই রকম সমালোচনার মধ্যে না আসি, সেই দিকে আমরা দৃষ্টি রাখবো। তারপরে সদর ওয়েষ্টের কথা বলি, ত্রিপুরা ওয়েষ্টে আমরা কি দেখি, ত্রিপুরা ওয়েষ্টে যে ব্লকগুলি রয়েছে তার মধ্যে আগরতলা সদরের মধ্যে তিনটা ব্লক আছে—জিরানীয়া, মোহনপুর এবং বিশালগড় ব্লক। এদের মধ্যে যারা কৃষিঋণের জন্য আবেদন করেছেন, সকলকে দেওয়ার সঙ্গতি নেই সরকারের এইটা স্বীকার করি, কিন্তু যারা পাবে, যারা উপজাতী যারা সত্যি নিডি তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা অব্যবস্থা হয়নি, সেইটা আমি উল্লেখ করতে চাই না। অব্যবস্থা হয়েছে। আমরা দেখছি যে, আমি একটা ব্লকের কথা উল্লেখ করি যে জিরাণীয়া ব্লক, যে ব্লকে কৃষিঋণের দরখাস্ত যথেষ্ট এসেছে, আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি অনেক আগে থেকেই যে কৃষিঋণ দিতে হবে এবং কৃষি ঋণের দরখাস্ত এসেছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় দেখলাম যে অনেক কায়দা কানুন, জোর জব্বর, অনেক কিছু কায়দা হয়েছে সেইটা আমি উল্লেখ করতে চাইনা। এই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এখনও যে সময়টুকু আছে সেইটা, আমি নিজে একদিন গিয়েছিলাম সদর এস, ডি, ওর কাছে এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কৃষিঋণ দেওয়ার প্রচেষ্টা কি, পলিসিটা কি সরকারের, কিভাবে দেওয়া হচ্ছে। বলেছেন, আমরা যে অর্থ পেয়েছি তার দ্বারা প্রতি তহশীলে ১০টি কেস্ করে দেব। প্রতি ব্লকে ১০টি কেস্। এর বেশী সরকারের ব্যবস্থা নাই। এতে ইনটারপ্রিটেশন করার কিছু পেলাম না। কিন্তু তারপর দেখছি যে আজকে সে পরিস্থিতি নেই। দেখলাম যে ১০০—১৫০ পর্য্যন্ত এই রকম করে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এই কি আপনারা বল্লেন যে ১০টা করে প্রতি তহশীলে দেবেন। কোথায় ১০০ থেকে ১৫০টা। তাহলে তো আমাদেরকে দিতে হবে। আমাদের এখানে যে কৃষকরা আছে তাদেরকে দিতে হবে। সেই উপলক্ষ্যে আমাদের মোহনপুরে একটা জনসভা হয়েছিল সে জনসভায় মাননীয় উপমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আমরা সেই জনসভায় উল্লেখ করেছিলাম এই সমস্ত কথা। তারা বলেছিলেন যে এই বাজেটের মধ্যে যে অর্থটা আমরা সমানভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু আজও সেইটা হয়নি। কাজেই সেইদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার একটা জিনিষ হচ্ছে যে আমাদের এই ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ হচ্ছে এগ্রিকালচার। এতে আমরা আগেও বলেছি যে পাম্পিং সেট এবং সিজন্যাল বাঁধ দিয়ে সমতল জায়গায় কিছু সুযোগ সুবিধা কিছু পাচ্ছে কৃষকরা, কিন্তু টিলাতে যারা বসবাস করছে তারা, টিলাতে যারা জুম ফসল-ফসল করছে তাদেরকে আমারতো মনে হয় না কোথাও আর্থিক সুযোগ দিতে পেরেছি। কারণ টিলাতে একটি ফসল হয় সে জুম ফসল, আউস ফসল। সেইটা গতবার খরাতে নষ্ট হয়ে গেছে। এর পরবর্তী সময়ে আর একটা জুম ফসলের সময় এসেছে। ট্রাইবেল যারা আছে তারা অধিকাংশই টিলাতে তারা জুম ফসল করে। কিন্তু সেই কৃষকদের আমরা কোন সুযোগ সুবিধা দিতে পারছি না। তারা টিলাতে

জুম ফসল করতে পারবেনা যদি বৃষ্টি না হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। তার জন্য আমরা সাজেশন রেখেছিলাম সরকারের কাছে ড্রিলিং মেসিন দিয়ে টিলা জায়গাতে যাতে ডিপ টিউব ওয়েল করা যায়—তাহলে জলসেচের ব্যবস্থা হবে। তার জন্য গত এ্যাসেম্বলীতে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলাম যে ড্রিলিং মেসিন আসছে এবং এসে গেছে প্রায়। কিন্তু আজকে জুম ফসল করার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে আমরা কোথাও একটা ডিপ টিউবওয়েল কোথাও টিলাতে বসাতে পারছি বলে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই সেখানে আমাদের সন্দেহ যে সেই অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হবে কি না। আরেকটা জিনিষ আমরা দেখছি যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮-এ যে টাকা চাওয়া হয়েছে, ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বিভিন্ন কারণে চেয়েছেন এবং এর মধ্যে একটি জায়গায় দেখছি সেইটা হচ্ছে যে টেসটিং টেপ সেইটা ৫০ পার্সেণ্ট সাবসিডি দিয়ে কেনা হবে। তারপর ডিষ্ট্রিবিউশন করা। ভি, এল, ডবলিউর কাছে যাবে, ভি, এল, ডবলিউর কাছে গেলে আমরা কি দেখবো—সেখানে স্পেয়ার মেসিন নাই। তাহলে এখন আমরা টাকা বরাদ্দ করে দেব, সেই টাকা দিয়ে স্পেয়ার কিনবে তারপর সেই স্প্রেয়ার বিভিন্ন ভি, এল, ডবলিউ সীড ষ্টোরে যাবে, তারপর কৃষকেরা কিনবে এবং তারপর পোকার ঔষধ ব্যবহার করবে। তাহলে আমরা যে একটা ক্রপ কৃষককে দেওয়ার জন্য এমারজেনসী ক্রপ বা বুরো আমরা করলাম সেটা গাছের গোড়াতে থোড় সৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আমরা সেই স্প্রেয়ার মেসিন পাচ্ছি না। সাধারণ কৃষক যারা তারা ফিপটি পারসেণ্ট সাবসিডি যদি না পায় তাহলে তারা দুই কানি কি এক কানি জমিতে এমারজেনসী ক্রপ করেছে, তাতে তারা কি করে পোকার ঔষধ দিবে ? আমি এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে পোকা এসে গেছে, এবারও যদি পোকার আক্রমণ থেকে না বাঁচাতে পারি তাহলে কি করে ক্রপ হবে ? আমি সরকারকে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। আর্টিজান ওয়েল এত তাড়াতাড়ির মধ্যে এবং এত অব্যবস্থার মধ্যে হচ্ছে যে যেখানে দরকার নাই সেখানে বসিয়ে দিয়ে এলাম কিন্তু যেখানে দরকার সেইখানে দিচ্ছি না। কিছু যে দিচ্ছি না, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত যেখানে অভার ফ্লো হচ্ছে সেখানে বসানো। কিন্তু কারচুপি দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেজ ড্রিলিং যেখানে একশ ফুট সেখানে কোন রকমে বসিয়ে দেয়। এই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে আমাদের টাকা খরচ হবে, অথচ সেই টাকাটা হরির লুটের মত বলি করলাম—সেটা কি হওয়া উচিত ? কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট, ন্যাশন্যাল একসটেনশান সার্ভিস, ডিমাণ্ড নাম্বার—২, সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছে ফর সিংকিং অব টিউবওয়েল অ্যাণ্ড রিংওয়েল। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজে খবর নিয়ে দেখেছি, যেখানে জনসাধারনের পানীয় জলের অব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে রিংওয়েল হচ্ছে না। যেখানে রিংওয়েল হবে না, সেখানে টাকা যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা নিয়ে কি হবে, সুতরাং এক সময়ে খবর পাব ৬০ ফুট বোরিং হয়েছে, কিন্তু সেখানে এক ফোটাও জল নাই। কাজেই, এই বিলি ব্যবস্থাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১—কেপিট্যাল আউটলে অন পাবলিক ওয়ার্কস। সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছে—Additional amount is required due to repid progress of works as well as taking up of new works on Construction of Roads according to Revised Plan outlay 1972-73.

এই যে এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে ৪,৯০,০০০ টাকা সেটা নুতন নুতন কনষ্ট্রাকশন হবে। কিন্তু কনষ্ট্রাকশন করতে গেলে টেণ্ডার কল করতে হবে, প্রথমে এষ্টিমেট হবে, প্লেন হবে, কেউ লয়েষ্ট হবে, কেউ সেকেণ্ড লয়েষ্ট, ইত্যাদি প্রসিডিউরের মাধ্যমে আস্তে আস্তে হবে এবং আমার মনে হয় আগামী ৬ মাসের মধ্যেও হবে না। কারণ টেণ্ডার যদি বেশী হয়ে যায় রেট সেখানে কাজ হবে না. রি-টেণ্ডার কল করতে হবে। কিন্তু যদি এটা হয় যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু কোথায় খরচ করা হয়েছে? আমরা খবর পেয়েছি যে '৭২-৭৩ সালে টাকা যেটা বরাদ্দ করেছে সেটা থেকে টাকা ফেরত গিয়েছে। সুতরাং, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ আসবে। তারপর আমি উদাহরণ দিতে পারি যে এতবড় বিরাট কমষ্টিটিউয়েন্সী, একটা রাস্তাও কনষ্ট্রাকশন হতে দেখি নি। আজকে মার্চ মাসে যেখানে আমরা বলছি খরচ করব সেখানে একটা ফাদিং খরচ করা হয় নি। তারজন্য স্বাভাবিক সন্দেহ আসবে। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি নজর দিতে বলছি; সেটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬—পাবলিক হেলথ। সেখানে আমাদের একটা সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে লোকেল যারা এম, বি, বি. এস, পাশ করে আরও হায়ার ষ্টাডিতে যেতে চাইছেন তাদের এই সুযোগ না দেওয়ায় অর্থ কি? আমাদের অর্থ নাই সেটা আমি স্বীকার করি না। কিন্তু যদি বিদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের যদি দেওয়া হয় তাহলে এটা কি রকম ব্যবস্থা আমরা বুঝি না। আর যদি এটা হয় তাদের এড হক বেসিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাহলে কেন তাদের রেগুলার করা হল না। তাদের ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এটা যদি এই হয়, বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের সুযোগ দিতে হবে তাহলে আমি কিছু বলি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে দেখা গেছে রোগীদের জন্য কোন্ ডাক্তারের কত সীট অ্যালটমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে তার কোন ব্যবস্থা নাই। স্পেশালিষ্ট যারা তারা সব সেকশনেই খবরদারী করতে পারেন। আর যারা জুনিয়র ডাক্তার তারা একটা রোগীকে ডায়গনসিস করে স্পেশালিষ্টের কাছে পাঠাবেন, স্পেশালিষ্ট যদি মনে করেন আমি এর উপর খবরদারি করব না তাহলে চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু যদি মনে করেন আমি পালটা ডায়গনসিস করব তাহলে ডাক্তাররা একটা ইনফারিয়রিটি কমপ্লেক্স বোধ করেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে সাজেশান থাকবে যাতে টাকাটা সুষ্ঠুভাবে খরচ করা হয় এবং কৃষক শ্রমিক এবং আমাদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়—তার জন্য দৃষ্টি রাখবেন। আর যদি দৃষ্টি না রাখেন তাহলে জনসাধারণ আমাদের ক্ষমা করবে না। কারণ তারা আমাদের পাঠিয়েছেন এটা দেখার জন্যই।

Mr. Deputy Speaker :—I would call on Hon'ble Minister Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর ডিমাণ্ডস এসেছে এইগুলিকে আমি সমর্থন করছি। কাজ করতে গেলে দোষ ত্রুটি না থাকে তা নয়। আমরা একেবারে নির্দোষ তা বলি না। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু করার ছিল ততটুকু আমরা করেছি বলে আমরা দাবী করছি। তবে মাননীয় সদস্যগণ অনেক অভিযোগ করেছেন যেমন পাম্পসেট, সীজন্যাল বাঁধ দিতে যে

অর্থ ব্যয় হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয় নি। আমরা যতদূর জানি সীজন্যাল বাঁধ সম্পর্কে বা পাম্পসেট দেওয়া সম্পর্কে, এইগুলি ব্লকের মাধ্যমে, এ, ডি, সি. এর মাধ্যমে এইগুলি বিলি করা হয়। আমরা কেন এই ব্যবস্থা নিয়েছি—আজকে আমরা জানি যে আমাদের এই যে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে সেই কমিটির বা সেই এলাকার গাঁও প্রধানদের বা যারা সদস্য থাকেন তাদের নিয়ে মিটিং করে, তারা রিজোলিউশান করে তাদের এলাকার যে ডিমাণ্ড সেটি বি, ডি, সি'র কাছে আসবে। বি, ডি, সি, হয়তো আবার সবগুলি কাজ এক সঙ্গে আরম্ভ করতে পারবে না, তার জন্য গাঁও সভার সদস্যদের বা প্রধানদের কাছ থেকে এইগুলি প্রস্তাব নিয়ে তারপর ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটিতে প্লেস করা হয় এবং সেখানে সাব্যস্ত করা হয় কোথায় কি হবে, কখন করা হবে—তাহলে আমি মনে করতে পারি না যে সুষ্ঠু ভাবে করা হয় নাই। কারণ এর চেয়ে সুষ্ঠু ভাবে কি হতে পারে—এর জন্য কোন সাজেশান কোন মাননীয় সদস্যরাই রাখেন নাই। এবং আমি মনে করি এই ভাবে যা আমরা করেছি এটা সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে। যদি কোন সদস্য কোন সাজেশান রাখতেন তাহলে আমরা চেষ্টা করতাম এবং আমি আগেই বলেছি এতবড় একটা কাজে দোষ ত্রুটি থাকবে। এত বড় খরা পরিস্থিতির কাজের ব্যাপারে মানুষের অসুবিধা হয়তো হয়েছে এটা আমি অস্বীকার করছি না—তবে এমন ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে ব্লকের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় কি হবে—এই সমস্ত ব্লক ডেভেলপেমেন্ট কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই দেওয়া হয়েছে। এবং এই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি এতে সর্বদলের রিপ্রেজেন্টিভ আছে সেখানে কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট বা অন্য কোন দলের কথা উঠতে পারে না। কারণ যার যার এলাকার লোকের সেই সেই এলাকার প্রধানদের যোগাযোগ আছে। এবং এই যে কোথায় টিউব ওয়েল হবে, কোথায় রিং ওয়েল হবে—এই যে স্থান নির্ব্বাচন নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে আমি আশা করি আমার বক্তব্যে এটা ক্লীয়ার হয়েছে। আর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাতো বিরোধীতা করবেনই, কারণ এটা বিরোধীতা করা তাদের অভ্যাস। আরও কারণ আছে এটা হল তারা চেষ্টা করেছিল এই খরা পরিস্থিতি নিয়ে তারা সারা ত্রিপুরায় একটা হৈ-হল্লোর ঘটনা বাধানোর জন্য চেষ্টা করেছিল—তার জন্য রাজধানীতে চল—১৯শে ফ্রেয়ারীর—মাস খানেক আগে থেকেই তারা চেষ্টা করছিলেন—কিন্তু লোক পেলেন না তারা—তাই এই হাউসে এসেছেন কিছু বলার জন্য—আসলে জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে—তাই জনসাধারণের কাছে আন্দোলনের ডাক নিয়ে পৌছাতে পারলেন না। আজকে এই অতিরিক্ত বাজেট আলোচনায় ধর্ম্মনগরের মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ২৩।৩।৭৩ ইং তারিখে তিনি অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের বক্তৃতা করার সময় অভিযোগ করেছিলেন যে বন বিভাগ কাঞ্চনপুরের বলরাম ছড়ায় কিছু লোককে উচ্ছেদ করেছে যাদের মধ্যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত লোকও ছিল—আমি উক্ত বিষয়টি উত্তর ত্রিপুরার ডিভিশনাল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলাম—সেখানে আদিবাসী বা কাউকেও উচ্ছেদ করা হয় নাই—বলরামছড়া কোথায় এবং কখনও তিনি সেখানে গিয়েছেন কি না আমি জানি না—কাজেই ডিমাণ্ডের উপর কিছু বলতে হয় এটাই উনাদের রেওয়াজ—আমি তদন্ত করে দেখেছি এর মধ্যে কোন সত্যতা নাই। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়,

এই যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সেগুলি আমি সমর্থন করছি এবং আমি আগেই বলেছি আমাদের এত বড় খরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে তাতে কিছু কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে এবং দোষ ত্রুটি থাকবেও। তা সত্বেও যেটুকু আমরা করতে পেরেছি সেই খরায় সেটি আমরা যথেষ্ট করেছি, সেটা আমি এই হাউসের সামনে বলতে পারি। এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছে সেগুলি টিকে না—এই বলে ডিমাণ্ডের সমর্থনে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—General discussion on demands for supplementary grants is over. Next Business before the House is the Voting of Demands for Supplementary Grants for 1972-73.

To-day there are 8 (eight) demands viz. Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, Demand No, 4—Taxes on Vehicles, Demand No. 2—Land Revenue, Demand No. 8—Parliament. State/Union Territory Legislature, Demand No. 13—Miscellaneous Deptt., Demand No. 34—Miscellaneous, Demand No. 45—Loans & Advances by the State/Union Territory Government and Demand No, 18—Agriculture, are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the Appendix showing the Demands and the Cut-Motions. Now the Demands standing in the name of the Finance Minister are taken as moved. I shall also take all the Cut-Motions as moved and there will be discussion on the Demand and the Cut-Motions (Demand wise as shown in the Appendix). Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Members that I have decided to request the Finance Minister to start discussion in support of the Demand No. 1 & 4 together and Demand No. 13, 34 & 45 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course, I shall dispose of the demands separa tely.

Now I call on Finance Minister to start discussion in support of his Demand Nos. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax— Agricultural Income tax and 4—Taxes on Vehicles together.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বাজেটের সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড মুভ করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১—এগ্রিকালচার্যাল ইনকাম টেক্স, সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে এ্যামাউণ্ট প্রভাইডেড ইন দি ওরিজিন্যাল ভোটেড বাজেট—ওরিজিন্যাল বাজেটে টাকা ধরা হয়েছিল ১৩ হাজার টাকা, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে আমার আরও এক হাজার টাকা ধরেছি, কারণ ওরিজিন্যাল বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছিল তার চেয়ে আরও এক হাজার টাকা বেশী ব্যয়িত হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে ইনটারিম রিলিফ যে আমরা স্যাংশান করেছি, সেটা

ওরিজিন্যাল বাজেট করার সময় জানা ছিলনা, আর কতগুলি কনটিনজেন্সীতে এক্সট্রা খরচ হয়েছে, তার জন্য এক হাজার টাকার আমরা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করেছি।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৪—ট্যাক্সেস অন ভেহিক্যালস্। আমাদের ওরিজিন্যাল বাজেটে ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরা হয়েছে আরও আট হাজার টাকা। সেটা আমাদের যে ট্রেন্সপোর্ট কমিশনার এসেছেন, উনি ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছেন এবং উনার যে ক্যাডার, পোষ্ট ছিল, সেই ক্যাডার পোষ্ট হচ্ছে হায়ার পোষ্ট, তার জন্য টাকাটা বেশী লেগেছে, সেটা ওরিজিন্যাল বাজেটে আমরা ধরতে পারিনি। তারপর ইনটারিম রিলিফের জন্য যে বেশী টাকা লেগেছে, ইনটারিম রিলিফ আমরা দিয়েছি ১৮।৭২ তারিখ থেকে, কাজেই সেটা আমরা ওরিজিন্যাল বাজেটে ধরতে পারিনি। তারপর কষ্ট অব ওয়ান ভেহিক্যাল, সেগুলি করতে গিয়ে আমাদের ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার বাইরে আরও ৮ হাজার টাকা বেশী খরচ হয় এবং সেই ৮ হাজার টাকার সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের জন্য আমি হাউসের সামনে পেশ করেছি, আশা করি হাউস সেটা একসেপ্ট করবেন।

Mr. Speaker :—Now any member likes to participate in the discussion on Grant No. 1 and 4 ? Then there will be no discussion on those grants ?

(The Demand No. 1 was put to voice vote and passed.)

(Demand Nos. 1 and 4 was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Demand for Grant No. 2—Land Revenue.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, Demand No. 2—Land Revenue. আমাদের ওরিজিন্যাল বাজেটে ছিল ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে চেয়েছি ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। This additional amount is required due to transfer of Kanungos from the Refugee Relief Department and for payment of salaries and allowances to the Staff of Settlement Organisation who could not be absorbed and for payment of additional Interim Relief sanctioned this year. আমি এই ডিমাণ্ড এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি, আশা করি হাউস সেটা একসেপ্ট করবেন।

মিঃ স্পীকার :—এনি ডিসকাশান অন দি ডিমাণ্ড ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কত নাম্বার ডিমাণ্ড মাননীয় অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন, আমরা সেটা বুঝতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :—ডিমাণ্ড নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিনিউ।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২—ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর আমার কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা গত বছর যখন বাজেট এই হাউসে গ্রহণ করি, তাতে ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ল্যাণ্ড রেভিনিউ খাতে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা সারা ত্রিপুরাতে গত এক বছরে খরা বিধ্বস্ত অবস্থায়, কৃষকদের যে পরিস্থিতি, যে অবস্থা দাড়িয়েছে, সেইটুকু যদি ছেড়েও দিই, সামগ্রিকভাবে সারা ত্রিপুরার

কৃষকদের যে জমি, সেই জমির উপর খাজনা সংগ্রহ করার জন্য, কর সংগ্রহ করার জন্য যে টাকা বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে, আবার নূতন করে যে এই সাপ্লিমেন্টারী এস্টিমেট হয়েছে. তাতে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চাই এইজন্য, যে জমির খাজনা বারবার কৃষকরা দাবী করেছে যে শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হউক, বারবার দাবী করেছে ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমানো হউক, বারবার দাবী করেছে জমির সিলিং নূতন করে নির্দ্ধারণ করে, মূলতঃ ভূমি সংস্কার আইন করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের হাতে জমি এনে দিয়ে, উৎপাদন বাড়িয়ে, ব্যাপক জল সেচের ব্যবস্থা করে, সারের ব্যবস্থা করে, তাদের কীট নাশক নানা ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে, উৎপাদন না বাড়ানো পর্যন্ত খাজনা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠে না। শুধু তাই নয়, মাননীয় স্পীকার, স্যার, ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে আমাদের সরকারের যে নীতি সেই নীতি সম্পর্কে একটু উল্লেখ করতে হয়, সেই নীতিটা হচ্ছে জমি প্রতি কানির হিসাব আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ নিয়ম যেটা, যেভাবে হিসাব করা হয়, ৪০ ডেসিমিলে কানি, সেই হিসাবে টীলা জমিতে একরকমের খাজনা এবং নাল জমিতে একরকমের খাজনা। সেই নাল জমি এবং টীলা জমির বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা দেখছি অনেক টীলা জমিকে নাল জমির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং জমিতে কতটুকু উৎপাদন হতে পারে, জমির উৎপাদন ক্ষমতা কতটুকু সেইটা কখনও বিচারে আনা হয় নাই। সম্পূর্ণ-ভাবে সাধারণ ভাবে সারা ত্রিপুরার সমস্ত জমির উপর দুইটি ধারা মতে আমরা যতটুকু জানি ত্রিপুরার সমস্ত জমির খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সে খাজনা আমি দেখেছি আমার মহকুমায়, জলে বছরের পর বছর বন্যায়, একটা জায়গার কথা আমি উল্লেখ করি শহরের পাশেই সোনামুড়া শহরের পাশেই, ধলিয়া জলা বছরের পর বছর সেখানে বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্থ হয় কৃষকরা সেখান থেকে ফসল পায় না। সেই অবস্থায় একটি বছরের জন্যও জলার জমির খাজনা মুকুব করা হয় নাই। আমি লক্ষ্য করেছি এই খরাতে ব্যপকভাবে সমস্ত অঞ্চল শতকরা ৯৫ ভাগ জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেল। কোথাও সেখানে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কাজেই নিয়মিত খাজনা দিয়ে যেতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন এস, ডি, ওর অফিস গুলিতে সংসিদ নোটিশ জারি হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এস. ডি, ও সাহেবকে এস, ডি, ও সাহেব খুব পরিস্কারভাবে আমাকে উত্তর দিলেন এইটা প্রসিডিংএ আছে। এইটা নিয়ম মাফিক কাজকর্ম্ম হচ্ছে। কাগজপত্র তৈরী হচ্ছে নিলাম করা হবে না। কিন্তু নিলামের বিভিন্ন পর্যায়গুলি চলে যাচ্ছে। আর সেই নিলাম নোটিশ দিয়ে খাজনা আদায় করার জন্য সমস্ত অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে সেই প্রশাসন যন্ত্রকে দিয়ে খাজনা আদায় করবে। তার জন্য আমাদের খাজনা সংগ্রহের বরাদ্দের এই তালিকা দাবী করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে সারা ত্রিপুরাতে প্রথমে, আগে সম্পূর্ণভাবে জমির খাজনা নির্দ্ধারণের নীতি পরিবর্ত্তন করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে আয় ভিত্তিক খাজনা নির্দ্ধারণ করে, কৃষকদের আয় ভিত্তিক খাজনা নির্দ্ধারণ না করে, আয় ভিত্তিক খাজনার ব্যবস্থা না করে এই ভাবে জিনাও বাড়িয়ে আরও খাজনা সংগ্রহের জন্য যে চাপ সৃষ্টি করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে খরচ করে আরও খরচের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এইটুকু বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ অনারেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে বর্ধিত টাকাটা ধরেছি ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সেইটা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে আমাদের বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে কানুনগোয়া যারা নাকি রিলিফ ডিপার্টমেন্টে ছিলেন উনাদের কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর উনাদের আবার সার্ভে সেটেলমেন্টে ফিরে আসতে হয়েছে। তাদের জন্য সেলারি ইত্যাদি তার জন্য সার্ভে সেটেলমেন্ট আরও বেশী টাকার দরকার হয়েছে যা নাকি অরিজিন্যাল বাজেটে ধরা হয় নাই। তারপরে যে সমস্ত ষ্টাফ না কি অ্যাবজর্ব হয় নাই উনাদের পেমেন্টের জন্য এবং সেলারির জন্য যে টাকাটা সেইটাই এখানে ধরা হয়েছে এবং আমরা এই যে নূতন ইনটেরিম রিলিফ সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া হচ্ছে সেইটাও পূর্ব্বে আমাদের বাজেটে ধরা হয় নাই, সেই জন্য এইটা ধরা হয়েছে। এই কারণগুলির জন্যই আমাদের ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা লেগেছে এবং হাউসের সামনে তাকে অনুমোদন করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—Now discussion on grant No. 2, is over. Now, I am putting the demand for grant No. 2 to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6,44,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of demand No. 2—Land Revenue.

(Then the demand was put to voice vote and passed,)

Mr. Speaker :—Now discussion on the supplementary demand for grant No. 8. Now, I am putting the demand for grant No. 8 to vote. Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6000 exclusive charges expenditure of Rs. 7000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, in respect of demand No. 8—Parliament/State Union Territory Legislature.

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the demand for grant Nos. 13, 34, 45 will be discussed together.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে আমরা ৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা আমরা অনুমোদনের জন্য চাইছি, তার কারণ হলো ১৯৭১-৭২ সালে খোয়াই, কৈলাশহর এবং আদার এ্যাকসিডেন্টসিটিং যে ষ্টেশনগুলি আছে, ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন, সেগুলির জন্য স্যাংশন হয়েছিল কিন্তু এই বছরে আমরা কিনতে পারি নাই। তার জন্য এইবার সেইটা কিনবার জন্য আমরা ৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা আমরা অনুমোদন চাইছি এবং এই টাকা দিয়ে এইবারই যাতে নাকি এইগুলি কিনা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আর ডিমাণ্ড নং ৩৪-এ, আমাদের অরিজিনেল যে বাজেট ছিল তাতে ৯ লক্ষ ৩১ হাজার। আর সাপ্লিমেন্টারী

বাজেটে তার জন্য যে অনুমোদন প্রয়োজন ৪৫ হাজার টাকা। তার কারণ হলো,the amount proposed in the supplementary grant is required to meet inexcessible items for the expenditure incurred towards participation in exhibition organised outside State and also in various Publicity and Propaganda Works. সেই জন্য আমাদের ৪৫ হাজার টাকা অধিক প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই ৪৫ হাজার টাকার অনুমোদন আমরা হাউসের সামনে চাইছি। আর ডিমাণ্ড নং ৪৫-এ, অরিজিনেল বাজেটে ছিল ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা আর এখন আমরা যার জন্য নাকি আমরা চাইছি under non-Plan under Centrally sponsored scheme, **an amount of Rs. 5 lakh is required for giving long terms loan to the Tripura Land Mortgage Bank Ltd. for floatation of debentures, as approved in Council of Ministers. The excess amount is required for strengthening the Tripura Apex Marketing Cooperative Society Ltd. by issuing more loans. The additional amount is proposed as per revised Plan outlay for 1972-73. The excess amount is required for issuing loan under Centrally Sponsored Scheme Agri. Stabilisation Fund, as approved by the Govt. of India, Ministry of Agriculture (Department of Co-operation). The excess amount is required for construction of Rural Godowns of the Co operative Societies as approved by the National Co-operative Development Corporation.** এই তার জন্য আমরা ১৩, ৩৪, এবং ৪৫ ডিমাণ্ডের অনুমোদনের জন্য আমি বিধান সভার মাননীয় সদস্যদের নিকট আবেদন করছি যেন উনারা এই তিনটা ডিমাণ্ডের উপর অনুমোদন দেন।

Mr. Speaker :—There is one cut motion of Shri Jitendra Lal, Das, on the demand for grant No. 13. Now, I request Shri Das, as the Hon'ble member is absent, so his cut motion falls through. Shri Anil Sarkar.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ মিস্‌লেনীয়াস, এই সম্পর্কে আমি ২। ৪টা কথা বলব। এটা বিশেষত লক্ষ্য করলাম যে পাবলিসিটি প্রোপাগাণ্ডা এবং প্ল্যানে পাবলিসিটি প্রোপাগাণ্ডার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ৪৫,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে এবং রেফারেন্স হিসাবে বলা হয়েছে এক্‌জিবিশান, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য খরচ হয়েছে। প্রসঙ্গত এই কথা উল্লেখ করতে চাই যে গোটা ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরায় যে সমস্ত পত্র পত্রিকাকে সরকার ঢালাও বিজ্ঞাপন দেন তার পেছনে দুটো মতলব কাজ করে। একটা হল তাদের পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন আর একটা হল বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ নিয়ে পত্র পত্রিকাগুলির স্বাধীনতাকে কিনে রাখা। ত্রিপুরাতে এমন নজির বহু আছে যে শুধু পাবলিসিটির জন্য পত্রিকা বেরোয়। যত সংখ্যা পাবলিসিটি দেয় সেগুলি কেনা হয় এবং দুই চারটা সংখ্যা নিজের ফাইলের জন্য। এই ধরণের পত্রিকাগুলি বছরের পর বছর হাজার হাজার টাকা বিজ্ঞাপন পায় এবং কোন কোন ডেইলি পত্রিকা মাসে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা এ ধরণের বিজ্ঞাপন এবং বিশেষ ইস্যুতে হাজার হাজার টাকা বিজ্ঞাপন নেয়। কিন্তু পত্র পত্রিকার কাছে যে জিনিসটা আমরা আশা

করি যে একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে জনমত সৃষ্টি করা এবং জনমত সৃষ্টি করার জন্য পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি যে শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে পত্রিকার কোন শ্রেণী চেতনার বহির্ভূত আলাদা ভূমিকা থাকতে পারে না এবং গত কয়েক বছর আমরা পরিস্কার লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপনজীবি শাসকগোষ্ঠির যে কোন কথাকে, একটা হাঁচিকে পর্যন্ত তারা খবরের আকারে প্রকাশ করেছে, অথচ যেখানে লড়াই করতে গিয়ে যে মানুষটা খুন হয়ে গেল, যে মানুষটা না খেয়ে মারা গেল, যে মানুষটা অনাহার থেকে তার সন্তান বিক্রি করল তার খবর পত্রিকায় বেরোয় নি। এই ঐতিহ্য ভারতবর্ষের বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং তাদের পেপারগুলিকে আমরা লক্ষ্য করেছি যেদিন মানব বানার্জী মারা গেলেন, বাংলা দেশের দিক্‌পাল ঔপন্যাসিক, তার মৃত্যুর খবরটা বেরুল সেই পত্রিকার শেষের পাতায় একটা কোণায়, কাক পক্ষীও যাতে না বুঝতে পারে। কিন্তু রাণী এলিজাবেথ সন্তান প্রসব করেছেন সেই খবরটা কলকাতার একটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বেরুল এবং এর থেকে বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির স্বাধীনতাকে তার স্বার্থে সরাসরি কিনতে না পারলেও বিজ্ঞাপন দিয়ে ওদের কিনছে এবং আমরা লক্ষ্য করছি ১৯৬৬ সনের ২৯শে আগষ্ট শচানবাবুকে নৃপেন চক্রবর্তী অ্যাসেমব্লীতে হত্যা করতে গিয়েছিলেন এবং সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মধুসূদন দাস মাননীয় সদস্য, তিনিও জড়িত। কারণ তিনিও ছিলেন ২৯শে আগষ্টের একজন বিপ্লবী। তিনি তো ফিট হয়ে গেলেন লবীতে এসে। কিন্তু সেই দিন ত্রিপুরার একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, তিনি খবর পেয়েছেন বটতলা দিয়ে যাবার সময়ে যে নৃপেনবাবু এবং তার বন্ধুরা যুক্তি করেছেন কি করে শচীনবাবুকে ২৯শে আগষ্ট খুন করা হবে। অথচ সেই পত্রিকা গত বছরেও মাসে সাড়ে চার হাজার টাকা করে বিজ্ঞাপন পেয়েছে। অথচ যে কথাটা কোর্টে পর্যান্ত প্রমাণ করতে পারে নি সেটা সংবাদপত্রের সাংবাদিকের মুখে স্থান পেয়েছে। অথচ সেই ষড়যন্ত্র মাননীয় সদস্য মধুসূদন বাবুর বিরুদ্ধের করা হয়েছিল। অবশ্য এগুলো ভূলে যাওয়ার কথা, কারণ ডিগবাজী যারা দেন তারা অনেক কিছু ভূলে যান। সেই প্রসঙ্গেই আমি আনছি ৪৫,০০০ টাকা হল বিজ্ঞাপন এব প্রোপাগাণ্ডা এবং ত্রিপুরায় আমি বলতে চাই যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে সেগুলিকে শাসক গোষ্ঠির প্রোপাগাণ্ডার জন্য, তাঁরা যা বলেন তাই বলার জন্য। কাজেই আজকে দেখি কোন কোন পত্রিকায় যারা মাসে ৩ | ৪ হাজার টাকা বিজ্ঞাপন পায় সেই পত্রিকায় অনশন মৃত্যুর খবর বেরোয় না। কিন্তু শাসক গোষ্ঠি এবং মেজিষ্ট্রেট কন্ট্রাডিক্ট করেছেন, বিরোধিতা করেছেন, সেই খবর বেরোয় এবং ইদানিং আগরতলা শহরে একটা দৈনিক পত্রিকা, ১৪ই মাচের খবর সোনামুড়ার চিঠি, সেখানে নির্ভয়পুরে একটা মহিলার উপর সি, আর, পি, বলাৎকার অবস্থায় আছে, তারপর ১৬ই মার্চ অগ্নিগর্ভা সম্পদকীয় এবং সেখানকার এস, ডি, ও, যিনি তিনি নাকি পদ্মশ্রী পেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে একটা মন্তব্য করা হয়েছে, তারপর ২৩শে মার্চ দেখা যায় সেই পত্রিকার সম্পাদকের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা, কারণ সেই বলাৎকারের সংগে বি, এস, এফ, জড়িত, এস, ডি, ও, প্রসাশন জড়িত। এবং যেহেতু তিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন, কানা ছেলের নাম যখন পদ্মলোচন দেওয়া হয়েছে, অতএব সে তো আর কানা হতে পারে না। অতএব আমরা দেখলাম এই মার্চ মাসের মধ্যেই তিনটা ঘটনার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকের স্বাধীনতা কতখানি বিপর্য্যস্ত

হয়েছে, কারণ সেই পত্রিকা মাসে সারে চার হাজার টাকা বিজ্ঞাপন পায়। কোনটা বড়? বি, এস, এফ, ক্যাম্পের শয়তানের একটা নারী নির্যাতনের? যদিও তার কাছে বড় বিজ্ঞাপন। কাজেই সেখানে দেখলাম সাংবাদিকের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কাজেই তাদের কাছে গোয়েবলসের মত লোকের দরকার, গোয়েবলসের মত প্রোপাগাণ্ডা দরকার। ত্রিপুরা ষ্টেট রাজ্য হলেও সেখানে ৪০এর বেশী সংবাদপত্র আছে এবং সেই সংবাদপত্রের সার্কুলেশান যাই থাকুক না কেন বিজ্ঞাপনের বাহার আছে এবং তাদের দিয়ে অসত্য অনেক কথা বলানো যায়। কাজেই৪৫,০০০টাকা সেটা আমি মনে করি—এটাকে দিয়ে সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে কিনেছেন এবং আমরা লক্ষ্য করেছি সেই চড়িলামে একবার মাননীয় উপমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেব যেদিন বললেন আমরা একটা লোককে না খেয়ে মরতে দেব না, সেদিনই দেখা গেল চড়িলামে গোপী বন্ধু নমঃ মারা গেল সেই খবর এল সেখানকার দৈনিক সংবাদের রিপোর্টার লীলা দেব রিপোর্ট পাঠালেন। তারপর অ্যাডিশন্যাল এস, পি, চক্রবর্তীকে পাঠানো হল যে তুমি কন্ট্রা-ডিক্ট কর। সেখানে লীলা দেবের থেকে ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হল যে তুমি ষ্টেটমেন্ট দাও যে না খেয়ে মারা যায় নি এবং মাঝখানটা গ্যাপ থাকবে, নীচে সই কর। কিন্তু আমরা শুনেছি সেই খবরকে চেলেঞ্জ করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত অ্যাডিশন্যাল এস, পি, সেটা প্রডিউস করতে পারেন নি এবং থ্রেট করেছেন সাংবাদিক গোষ্ঠিকে এই ধরণের খবরকে প্রকাশ করার জন্য। এইভাবে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দিয়ে ভৃত্য জাতীয় কিছু সাংবাদিককে বশে রাখার ষড়যন্ত্র —

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউ শুড নট ইউজ দি ওয়ার্ড ভৃত্য জাতীয়। দ্যাট ইজ মোষ্ট অবজেকশন্যাবল।

শ্রীঅনিল সরকার :—ঠিক আছে, তাদের সেবা দাস তৈরী করবার জন্য সেই বিজ্ঞাপন কৌশলে দেওয়া হয়, সেইভাবে তৈরী করা হয়। এই জন্য আমরা লক্ষ্য করি যে সাংবাদিকের মর্য্যাদা শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সেখানে কোন কিছুই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নয়। সমস্ত কিছুর পেছনে, আকাশ বাণী থেকে সুরু করে ছোট ছোট পত্রিকা গুলি এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই শাসক গোষ্ঠি পরোক্ষভাবে তাদের প্রোপাগাণ্ডা করার জন্য এবং তাদের স্বার্থে আগামী দিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তৈরী করার জন্য এটা আমরা লক্ষ্য করেছি ১৫ই ফেবরুয়ারী এবং ১৯শে ফেবরুয়ারী এবং এক সময়ে লক্ষ্য করেছি যে আগর-তলা শহরে একটা দৈনিক মন্তব্য করেছে যে ত্রিপুরায় যখন খরা, ত্রিপুরায় যখন দুর্ভিক্ষ তখন বিরোধীরা খেলা খেলা আন্দোলন করতে চায়। কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারী যখন সারা ত্রিপুরায় ৫০,০০০ সত্যাগ্রহী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করল, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সারা ত্রিপুরা যখন অচল হয়ে গেল তখন দেখা গেল সাংবাদিকের মানসিকতা সেই স্পষ্ট খবর আর দিতে পারল না। যেদিন বিরোধীরা আন্দোলনে নামল সেই খবরকে সাহসের সংগে প্রকাশ করার সাহসিকতা, সাংবাদিকের যে সাহসিকতা সেটা আমরা দেখলাম বিপন্ন। কাজেই এই ৪৫,০০০ টাকা হল শাসক গোষ্ঠির স্বার্থে এবং বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে শাসক গোষ্ঠির স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য তাদের সেবা দাস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য, তাদের সেবা দাস তৈরী করার জন্য এই ৪৫,০০০ টাকা রেখেছে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউ হ্যাভ অ্যাগেন ইউজড দি ওয়ার্ড সেবা দাস।

শ্রীঅনিল সরকার :—কি বলব তাহলে সেটাকে ?

মিঃ স্পীকার :—সেটা আপনি জানেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—সেটা আমি বক্তিতা বলছি।

Mr. Speaker :—Now, is there any member interested to participate in the discussion ?

শ্রীঅনিল সরকার :—সাংবাদিকের কণ্টের এই জন্য ৪৫ হাজার টাকা—এই বক্তব্য রেখে আমি শেষ করছি...

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member, you are again using expression on the Journalists.

Shri Anil Sarkar :—তাহলে কি বলব সেটাকে...

মিঃ স্পীকার :—সেটি আপনি জানেন...

শ্রীঅনিল সরকার :—সেটাকে বক্তিতা বলছি...

Mr. Speaker :—Now, any other Member is interested to participate in the discussion. Now, I am putting the Demand. No. 13 to vote.

Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 4,27,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

(It was put to vote and passed.)

Now, I am putting the Demand for grant No. 34 to vote. Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs 45,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

(It was put to vote and passed.)

Now, I am putting the Demand for Grant No. 45 to vote. Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 62,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 45—Loans & Advances by the State/Union Territory Government.

(It was put to vote and passed.)

Now the Demand for Grant No. 18—Demand for Grant No. 18 is taken as moved. There are some Cut motions on this Demand—the first one is of Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to discuss on the subject :—পাব্লিক

সেট ও ১৫—এইচ, পি, মোবাইল পাম্প সেট বিলি বন্টনে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে আপনি মুভ করুন। আপনার ডিসকাশন মুভ করুন, বক্তৃতা করুন—অলরেডি মুভড হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ১৮—এগ্রিকালচার—এখানে আমার যে কাট মোশান—এই কাট মোশনটি হচ্ছে পাম্পিং সেট ও ১৫ এইচ, পি, মোবাইল পাম্প সেট বিলি বন্টনে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যখন তার এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের জবাবী ভাষণে যখন তিনি বলেছিলেন তখন উনার বক্তব্য শুনে মনে হয়েছিল যেন ত্রিপুরাকে এই ভয়াবহ খরাজনিত পরিস্থিতিতেও তিনি যেন বন্যার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এমনই মনে হয়েছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যে জলসেচের ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি যে পাম্প সেটগুলি বিলিবন্টন করেছেন, এই বিলিবন্টনের মাধ্যমে কৃষকদের জলসেচের জন্য যে ভাবে ত্রিপুরার নদীনালাকে ব্যবহার করেছেন অমনি মনে হল যেন সেই মহাভারতের যুগের হিমালয় থেকে ভগীরথ গংগাকে আনয়ন করেছেন—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যে সেটিই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু যারা কল্পনা বিলাসী, যারা বাস্তব অবস্থাকে চেপে রাখতে চায়, যারা বাস্তবকে স্বীকার করে না, যারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, যারা দুর্নীতির চারি দেওয়ালের মধ্যে বাস করেন তাদের পক্ষেই এই ধরণের কথা শোভা পায়। যারা কালবাজারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যারা এই দেশের ধনিকদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত—কাজেই তাদের পক্ষে বর্তমান ত্রিপুরার রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে সেটিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে যে কথা তিনি বলেছেন মাননীয় মন্ত্রীর মুখেই এই কথা শোভা পায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি এই যে ১৫ এইচ, পি, পাম্প সেটের মধ্যে যারা দরবার করেছেন—যারা নিজেদের লোক তাদেরই দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কয়েকটি নাম দিতে চাই—আগরতলা শহর থেকে বেশী দূর নয়—ভগুদাসবাড়ী—সেখানকার লোকেরা দরবার করেছিল, সেখানকার গ্রামবাসীদের বলা হয়েছিল তোমাদের ১৫ এইচ, পি, পাম্প সেট দেওয়া হবে, সেখানকার মাঠে জল দেওয়া হবে, সেখানকার মাঠ খরায় খাঁ খাঁ করছিল সেখানে তারা সোনার ফসল ফলাবে। সেটা কংগ্রেসী মন্ত্রীর ভাষায় বলে সবুজ বিপ্লব। সেখানে অনেক আদিবাসী তাদের বীজ ধান সংগ্রহ করলেন, তারপর চারা রোপন করলেন—তারপর বি, ডি, ও, অফিসে অনেক ঘুরাঘুরির পর বি, ডি, ও জানালেন এখন তো দেওয়া যাবে না, আউস ফসলের সময় দেওয়া যায় কিনা চেষ্টা করব। তাহলে মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস করতে চাই, তিনি যে কথা বলেছিলেন—তার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমি আরও বলতে চাই, অমরপুরের বিভিন্ন জায়গায়, অম্পি ব্লকে ২০ এইচ, পি, একটি মেসিন দেওয়ার কথা হয়েছিল নদীর দক্ষিণ পাড়—কথা হয়েছিল, সাব্যস্তও হয়েছিল, জানি না কি এক অদৃশ্য শক্তি সেখানে খেলা করছে—ওটাকে কি করা হয়েছে? ওটাকে চান্দপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। জানি না কৃষিমন্ত্রীর কোন ধরপুত্র সেখানে আছেন কিনা—এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সেই কেলেংকারীর ইতিহাসই যেটুকু উপস্থিত করেছি সেটাই প্রমাণ করবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কতবড় কল্পনা বিলাসী—ত্রিপুরার মানুষকে কতবড় ধোকা দিয়ে চলেছেন আজ। আর একটি কথা বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চম্পকনগরের কাছে চন্দ্রসাধু পাড়াতে মাইনর ইরিগেশনের একটি

পাম্প মেশিন বসান হয়েছিল কয়েক বছর আগে। কিন্তু সেখানে আমরা দেখলাম সেই পাম্প সেটটি ৩০ হর্স পাওয়ারের—সেটি কারেন্টের অভাবে কোন সময় জল সেচ করতে পারে নাই। এই খরা পরিস্থিতিতে মানুষ যখন চেচিয়ে উঠল তখন দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হয় এবং ৩০ হর্স পাওয়ারের মেশিনের জায়গায় ২টি ২০ হর্স পাওয়ারের মেশিন বসানো হয়—যখন কারেন্ট থাকবে যখন জল উত্তোলন করে সেখানকার মাটিতে যাতে জল দেওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয়ের খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে—পাম্পিং সেট বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে জল দেওয়ার যে একটা কৌশল... (রেড লাইট) আরও কয়েক মিনিট সময় চাই স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—তিন মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন যে এই খরা পরিস্থিতির উপর যে দুর্ভিক্ষ অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে, সেই ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্ভিক্ষ অবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য, ভারত সরকারকে বুঝাবার জন্য জনসাধারণ যখন আন্দোলনের সামিল হয় কি ধরনের অভাব হলে পরে,মানুষের জীবনে কি ধরণের দারিদ্রতা হইলে পরে তিন চার বছরের শিশু গৃহ কোণ থেকে এসে রাজপথে নামে। তার জবাবে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে সেই আসারামবাড়ী, চম্পাহাওয়ারে, সেখানে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির দোষ দেখতে পেয়েছেন, আমি কৃষি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই জন্যই কি তিন বছরের শিশু আজকে খোয়াই বি, ডি, ও'র প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে? আমি আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে গত ২৩শে মার্চ্চ, সময় সাড়ে সাত ঘটিকা, সেই সময়ে আমি গিয়েছিলাম মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একজন লোককে সংগে নিয়ে, কারণ এই আগরতলা শহরের বুকে জয়েজয়নগর, সদানন্দ গ্রাম থেকে কিছু লোক তিনদিন যাবত এসে এখানে উপবাসে পড়ে আছে। কেন তারা এসেছিল? তারা এসেছিল খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার জন্য। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান যে কংগ্রেস ভবন, যেখানে থেকে সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা শোনা যায়, আমরা শুনেছি সেই কংগ্রেস ভবনের সামনে তারা দুই রাত্রি কাটায়। তাদের সংখ্যা কত? ২০ জন মহিলা এবং ৩০ জন পুরুষ, তিনদিন তারা উপবাসে কাটিয়েছে, তারা এসেছিল খয়রাতি সাহায্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু এখানে এসে না খেতে পেয়ে তাদের চলন শক্তি রহিত হয়ে গেল। তাদেরই গ্রামের একজন লোক আগরতলা শহরে আসতে গিয়ে দেখলেন সেই দুঃস্থ লোকগুলি, ২০ জন মহিলা সহ আজকে আগরতলা শহরের বুকে, এস, ডি,ও, অফিসের প্রাঙ্গনে তিনদিন পর্যন্ত উপবাসে পড়ে আছে। সেই আমার কাছে তখন ছুটে গেল, আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম যে আগরতলা শহরে যেখান থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের খরা মোকাবিলা করার জন্য তারা প্রস্তুত, যেখানে তাঁরা একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দেবেনা বলে ঘোষণা করেছেন, সে-ই আগরতলা শহরে এস, ডি, ও অফিসের সামনে আজকে তিনদিন উপবাসে ২০ জন মহিলা এবং ৩০ জন পুরুষ অনাহারে দিন কাটায়। তারপর আমি এস, ডি, ও কে চাইলাম, সি, এম, কে চাইলাম, পেলামনা, তারপর কৃষি মন্ত্রী

মহাশয়ের কাছে গেলাম এবং বললাম যে এই এই অবস্থা, এখন আপনি কি করবেন ? তখন তিনি আমাকে বললেন যে দুটি গাড়ী করে তাদের বাড়ী পৌছে দিন এবং তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমাদের সত্যকে স্বীকার করার সৎ সাহস আছে, তিনি তখন চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো বা তিনি তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উনার বাড়ী থেকে আমি যখন বেরিয়ে আসি, তখন উনার সামনে অনাহারী মানুষকে দেখলাম—মহিলাদের চুল উস্কো খুস্কো, চুপসে গেছে তাদের চোয়াল, চোখ বসে গেছে, অস্থি চর্ম দেহ, চলন শক্তি রহিত, রাস্তায় বসে আছে, তখন এই মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীর সামনে সাজানো ফুলের বাগান, মার্বেল পাথরে বসেন, দামী কার্পেটের উপর যারা বসেন, সেই মন্ত্রী সভার মন্ত্রীদের সেই অনাহারক্লিষ্ট যে মানুষ, সেইদিকে তাঁদের নজর পড়ে নাই। (রেড লাইট) ; মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও দুই মিনিট সময় চাই। তারপর আমার মনে একটা প্রশ্ন তখন জেগেছিল, আরও একটা করুন দৃশ্য সেখানে ছিল। একটি মহিলার সামনে হয়তো বড় জোর এক বছরের শিশু সন্তান, তাকে আমার মনে হয়েছিল, যে কথা বলেছিলেন মাননীয় সদস্য অনিল সরকার যে, যে শিশু সন্তান মায়ের সংগে এসেছে আগরতলা শহরে মিছিলে, খয়রাতি সাহায্য পাওয়ার জন্য, সেই খয়রাতি সাহায্য না পেয়ে আজকে মায়ের সংগে তিনদিন উপবাসে কাটিয়েছে, সেই শিশু যখন মায়ের মুখে শুনবে যে এই সরকার আমার মংগল করছে, এই সরকার কি মংগল করছে ত্রিপুরার জন্য এই শিশু যখন মায়ের মুখে সেই কাহিনী শুনবে, যখন দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনবেন, তখন সেই শিশুর মনে কি জাগবেনা এই সমাজ ব্যবস্থা...

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য পাম্পিং সেট বিলি বন্টনে অব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি...

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার সংগে এটার সম্পর্ক আছে। তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার বর্ত্তমানে যে খাদ্যাভাব, খরাজনিত পরিস্থিতিতে যে দুর্ভিক্ষ অবস্থা. এট অবস্থা শুধু আগরতলা শহরে নয়, গ্রামে গ্রামে একই অবস্থা চলছে, একটা নির্ম্মম এবং নিষ্ঠুর অবস্থা আমাদের সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে আমি মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনার সেদিন কি মনে হয়েছে ? আপনি কি সেদিন কেঁদেছেন না আনন্দ উপভোগ করেছেন ? আমি আজকে বলব যে সেদিনের যে দৃশ্য সেই দৃশ্য যদি বেশীদিন চলতে থাকে, তাহলে অনাহারী মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবেনা, তাদের বিক্ষোভ যখন ফেটে পড়বে, তখন এই সমাজ ব্যবস্থা চুরমার হয়ে যাবে ? এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, I call on Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss on— 'সীজন্যাল' বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো টিউবওয়েল স্থাপনে অর্থ বরাদ্দে অপ্রাচুর্যতা সম্পর্কে।'

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর বিবৃতিতে যে তথ্য পেয়েছি, তার উপর আমার আমি আমার কাট মোশান এনেছি, এই সীজন্যাল বাঁধের ব্যাপারে সরকার কতটুকু করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচ করে, ৪৫ হাজার

একরের মত জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য যে কত-টুকু ভিত্তিহীন, সেটাই আমি আমার বক্তব্য এর মধ্য দিয়ে আমি বলব। তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে জম্পুইজলাতে নাকি জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে পাম্পিং সেট বসিয়ে প্রায় ৮০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন ইতিমধ্যে সেখানে যান।...

শ্রীমনসুর আলী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। আমি বলছি যে পাম্পিং সেট পেলে পরে ৬০ থেকে ৮০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী, আপনি আপনার উত্তরে বলবেন। উত্তরে আপনি সুযোগ পাবেন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি বলব যে উনার বক্তব্যের রেকর্ড আছে, সেখানে বলা হয়েছে ৮০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে আমার মনে হয়েছিল এটা কত ভিত্তিহীন। আমি শুধু একটা ঘটনার মাধ্যমেই বলব সেটা কত ভিত্তিহীন। অন্যান্য জায়গায় কতটুকু করেছেন না করেছেন, বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্য দিয়ে আমরা দেখব। এবং সমস্ত জায়গার নাম আমি যদি এখানে উল্লেখ করতে যাই, তাহলে সময় পাবনা, তবুও কয়েকটি জায়গার কথা বলছি। সাজন্যাল বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে এমন জায়গা রয়ে গেছে যেখানে খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সেখানে তার হাওয়া পর্যন্ত যেয়ে পৌছায়নি, এইরকম জায়গাও রয়ে গেছে, সেকথাই আমি এখানে বলব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিশ্রামগঞ্জ, অমরেন্দ্রনগর, খোড়াতলি এই সমস্ত জায়গায়, যে সমস্ত জায়গা নাকি পাহাড়ী অঞ্চল এবং যেখানে জুমিয়ারা উচু জায়গাতে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করে, খরায় জমির যে পরিস্থিতি তাতে তারা মোষ্ট এফেকটেড, অথচ যেখানে আমরা দেখলাম যে সাজন্যাল বাঁধ বলুন, কি ডীপ টিউবওয়েলই বলুন, পাম্পিং সেটের কথা বলুন কোন ব্যবস্থাই সেখানে হয় নাই। তারপর গোলাঘাটিতে, সেখানে মন্ত্রী মহোদয় গিয়েছেন সেখানে পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে গোলাঘাটির বাজারের পাশাপাশি কয়েকটা জায়গাতে এবং সেখানে কিছু কিছু জায়গাতে যে ফসল উৎপাদন হয়েছে, কাজ চলছে বুরো ফসলের তাহা যথেষ্ট না। হলেও এবং তাহা সন্তোষজনক না হলেও আমি জিজ্ঞাসা করবো আপ-জায়গাতে, ইনটেরিয়র জায়গাতে যেখানে নাকি ট্রাইবেলরা থাকে সেখানে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে সমস্ত জায়গাতে কোথাও আমি দেখছি না সিজন্যাল বাঁধ অথবা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে তাদের কৃষি উৎপাদন করে যাতে তারা আগামী বুরো ফসল উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন যে ২৫ হাজার করে জলসেচের ব্যবস্থা সেইটা সীমাবদ্ধ কিছু জায়গাতে মাত্র। আরও অনেক জায়গা আছে, এইদিকে সদর উত্তরে এমন সমস্ত জায়গা আছে সেখানে সামান্য কিছু সিজন্যাল বাঁধ করলেই শত শত দ্রোণ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা হতো। যেমন জিরানিয়া ব্লকে মানদরাই তহশীল আছে সেখানে যদি বাঁধ দেওয়া হতো, সিজন্যাল বাঁধ ছোট একটা জায়গাতে, তাহলে প্রায় ১৫ দ্রোণ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারতো। আর দীনবন্ধুনগর মৌজাতে সেখানে একটা বাঁধ হলে পরেই

২০ দ্রোণ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারতো। বৈকুণ্ঠপুর তহশীল কালাছড়ায় একটা বাঁধ যদি হয় তাহলে ২০০ একর জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা হতো। কাজেই সেইখানে সরকার কোন ব্যবস্থা করেনি। সিমনা তহশীলে মেকলিবন মৌজাতে, শরত ছদ্রী পাড়াতে এইটা বেশী বড় নয় তবে বেশ কয়েক দ্রোণ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। এই সমস্ত জায়গাতে সদরে আমরা দেখি সেইটা আজ নেগলেকটেড। তাহলে সারা ত্রিপুরাতে যেখানে পাহাড় এবং গ্রাম দেশে তাদের যে কি অবস্থা—এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক কিছু করার কথা তো বলা হয়ে থাকে। সরকার কিভাবে নজর দেন এবং কাজ কিভাবে করা হয় তার একটা উদাহরণ দিতে চাই। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জম্পুইজলাতে পরীক্ষামূলকভাবে আর্টিফিস্যাল টিউবওয়েল করার কথা ছিল। সেখানে হয় কি না সেইটা টেষ্ট করার জন্য সেইটা আরম্ভ করেছিলেন গত জানুয়ারী মাস থেকে—আজও সেখানে হয় নি। আজকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের মুখে শুনলাম আজই পাঠানো হয়েছে। কবে জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়েছিল আর আজ মার্চ মাস। সেখানে আজ বুরো ধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং মন্ত্রী মহোদয় নিজে বলেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাহলে যদি এই অবস্থা হয় তবে অন্য ক্ষেত্রে কি অবস্থা হতে পারে আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই। অথচ দাবী করা হয় যে আমরা প্রচুর দিয়েছি, ৪৫ হাজার জমির জলসেচের ব্যবস্থা করেছি। আমার মনে হয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়া হবে এবং সেই ৪৫ হাজার একর এর মধ্যে ধরা হয়েছিল বোধ হয়। কাজেই ৪৫ হাজার একর জমিতে যে জলসেচের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেইটা ভিত্তিহীন। কেন বললাম—এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নিচ্ছি না। সিজন্যাল বাঁধ কিভাবে স্থায়ী করা যায় তারজন্য কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলাম এবং কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি, বুরো ধান করার জন্য আমাদের সিজন্যাল বাঁধের দরকার। ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে শুধু একটি কাজের জন্যই। আমি বলেছিলাম পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃ একটা ছড়াতে আপনারা করুন। সেইটা করার জন্য বি, ডি, ওর অফিসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে এক মিটিং করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু করা হলো না। বাজীকবরা পাড়ায় স্থানীয় লোকেরা একটা বাঁধ দিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করেছিল গত খরাতেই সেখানে চমৎকার ফসল হয়েছিল সে আমন, আউশ দুই ফসলই তারা চমৎকার করেছিল। সেইটা কিভাবে সম্ভব এইটা বুঝিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছিলাম যে এইভাবে চেষ্টা করুন। তারা বলেন যে বিরোধী সদস্যরা ডেসট্রাকটিভ কথাবার্তাই বলেন, কনষ্ট্রাকটিভ কিছু বলেন না। অথচ আমরা যদি কনষ্ট্রাকটিভ কোন প্রস্তাব দিই সেইটা কার্য্যতঃ কতটুকু হয় এই সব ঘটনাবলি থেকেই প্রকাশ পায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—There is one cut motion of Shri Samar Choudhury, 'সিজনেল বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো টিউবওয়েল স্থাপনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট ফর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮, মেজর হেড ৩১—এগ্রিকালচার, আমি মোশান এনেছি,সিজনেল বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো টিউবওয়েল স্থাপনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা সত্য যে সারা ত্রিপুরাতে খরার বর্তমান অবস্থায়, দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় যে পরিমাণ টাকা এইখানে ব্যয় করার কথা ছিল, যে পরিমাণ টাকা এইখাতে বরাদ্দ করার দরকার ছিল, তা একেবারেই করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে ব্যয়ের পরিবর্তে আমরা গত বাজেটে দেখেছি কত বেশী পরিমাণ টাকা পুলিশী খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা তারপরেই যখন শুনছিলাম যে খরাকে যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা বিবেচনা করে, বিশেষ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এর মোকাবিলা করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা মিলিটারী নামাবেন মাঠে, তারা বাঁধ দেবেন, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করবেন, অভার ফ্লোর ব্যবস্থা করবেন, আমরা তখন ভেবেছিলাম হয়তো বা কিছুটা হলেও হতে পারে। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে হাজার হাজার আমাদের ভারতীয় মিলিটারীরা, ভারতের সশস্ত্রবাহিনী রাতারাতি কিভাবে জলের ব্যবস্থা করেছিলেন, রাতারাতি কিভাবে ব্রীজের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিভাবে সমস্ত মেসিনারীকে মাচ করে সারা ত্রিপুরায় একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন তারা পেয়েছিলেন। আজকে খরার সময়েও সেই যুদ্ধকালীন ঘোষণা করা হলো, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা। এই ঘোষণা শুনে আমরা ভেবেছিলাম যে মন্ত্রীমশায়রা এইবার একটা কিছু করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিন্তু কিছুই করা হলো না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, তা করা হল না। মাঠে মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হল না। টাকার হিসাব দেখানো হল। গত বাজেটে আমরা কিছু টাকা নিশ্চয়ই বরাদ্দ করেছি। সেই টাকা যদি যথাযথভাবে খরচ হত তাহলে কিছু জমিতে কি জলসেচের ব্যবস্থা হত না? আমি শুনেছি এখানে উপমন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন এত একরে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে শুনতাম আওতার কথা, এখন শুনছি একরের কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, পত্রিকায় একটি খোলা চিঠি লিখেছিলাম, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আলোচনা করতে গিয়ে একটু উল্লেখ করে তিনি চেপে গিয়েছেন। কেন? চাপবার কি আছে। উনি কতগুলি লোককে দিয়ে সই করে এনেছেন। তিনি হিসাব দেখালেন যে সারা এলাকার মানুষ, হাজার হাজার মানুষ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, আর সমর চৌধুরী যে পত্রিকায় লিখেছে তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘোষণা করেছে তাঁর কাছে। উনি হিসাব শুনালেন, উনি কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সাহস আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এখানে দেখতে পারবেন নীদয়া মৌজাতে এই বিধানসভার বুকে এই সাহস প্রকাশ করেছিলেন যে ৬টি বাঁধ আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের অ্যানসারে, আমার নিজের কোয়েশ্চানে যে ৬টি স্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হয়েছে, তাই দিয়ে এত একর জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি তিনটা বাঁধের বেশী হয় নি। দেখান আপনি কাকে দিয়ে সই করিয়ে

এনেছেন যে ৬টি বাঁধ হয়েছে, দেখান তো। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা দেখাতে পারেন না। আমি গিয়েছিলাম, এস, ডি. ও, সাহেবের সাথে দেখা করেছি, আমি বি, ডি, ও র সাথে আলোচনা করেছি। ব্লক কমিটির মিটিং-এর প্রসিডিংসে আছে, না, ৬টি বাঁধ হয় নি। তিনটা বাঁধ মাত্র হয়েছে। কিন্তু এখানে এই হাউসে বলা হয়েছে ৬টি বাঁধ। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি আর একটা অনুরোধ রাখুন যে একটা রেভিনিউ মৌজা কাকে বলে সেটা বলুন। একটা রেভিনিউ মৌজার অর্থ সমস্ত আশে-পাশের সমস্ত কিছু না নিয়ে একটা গোঁজামিল দিয়ে একটা হিসাব দেখালেই হিসাব হয় না। হিসাবটা ঠিকমত হওয়া চাই। আমি পরিস্কার প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর চাইছিলাম। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে আর বেশী দূর যাইতে চাই না। তাঁরা কেমন করে তথ্য পরিবেশন করেন তা হাড়ে হাড়ে মানুষ জেনেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুব বেশী দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি শুধু কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই যেটা নাকি বাস্তবে আমার চোখের সামনে দেখেছি এবং আমাদের কৃষি উপমন্ত্রী যে মহকুমাতে বাস করেন তাঁর এলাকার খবরই আমি বলছি। আসুন রহিমপুর এলাকায়। অভারফ্লোর ব্যবস্থা হয়েছে। ১২টা অভারফ্লো বসানো হল। গাড়ী করে নেওয়া হয়েছে। তারপর ২০ ফুট, ৩০ ফুট, ৪০ ফুট, কোথাও কোথাও একটু পাইপ বসিয়ে আবার পাইপ তুলে আনা হল। সারাটা অঞ্চলে মাত্র ৮৷৯টা আছে। তারপর হৈচৈ করার পর আরও ৫৷৭টা বেড়েছে। আমাকে শুনাচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছি। মানননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানিনা এই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আরও কেউ আছেন কিনা। আমি দেখতে পাচ্ছি ঘড়িতে মাত্র সোয়া পাঁচটা বাজে। কাজেই আমি একটু সময় চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—কতক্ষণ সময় চান ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিনিট দশেক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কিন্তু মিনিষ্টার তো রিপ্লাই দেবেন। আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি চেষ্টা করব স্পীকার, স্যার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ব্লক কমিটির মিটিংয়ে বসে সিদ্ধান্ত হল সোনামুড়া মহকুমাতে কোথায় কোথায় ব্লক এলাকায় অভারফ্লো হবে সেটা একটা চার্ট তৈরী করে দেওয়া হল। সমস্ত গাঁও প্রধান, এস, ডি, ও, বি, ডি, ও সাহেব, এগ্রি একস্টেনশান অফিসার সেখানে আছে। সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত হল। সেই সিদ্ধান্ত হল ১২টা ভিলেজে অভার ফ্লো টেষ্টিং হবে। ১০টা নির্দ্দিষ্ট হবে টেস্টিং-এর জন্য। জানানো হলো প্রতিটি গাঁও সভার গাঁও প্রধানদের। সারকুলার ইস্যু করে জানানো হল এবং যার যার এলাকায় কবে কবে হবে তাও নির্দিষ্ট করা হল। তারপর মাসের পর মাস গড়িয়ে গেছে। সেখানে আরও সদস্য উপস্থিত ছিলেন, গাঁও প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সমস্বরে একটা কথা বলেছিলেন যে সব জায়গায় টেস্টিং চাই, অভারফ্লো টেষ্টিং হউক। দুর্গভনারায়ন একটা গ্রাম,সেটাকে জয়ন্তী গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেই জয়ন্তী গ্রামের

উদ্বোধন করা হয়েছে। সেই জয়ন্তী গ্রামে ২০টা পুকুর ছিল, সেই জল শুকিয়ে সেখানে মাত্র দুইটা পুকুরে জল আছে, আর বাকী পুকুরের জন্য কোথাও আধ হাত, কোথাও তিন পোয়া হাত মাত্র আছে। সমস্ত মাঠের ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও একটি মাত্র টেষ্টিং হয় নি। এই অবস্থায় জবরদস্তি করে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যারা নাকি জোতদার আছে তারা দৌড়াদৌড়ি করে নিজেরা করে দেখিয়ে দিল। টেষ্টিং করে দেখিয়ে দিল যে জল উঠে। তারপর জয়ন্তী গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। মাত্র দুটি ওভার ফ্লো বসানো হয়েছে এবং সেটা রুদ্রসাগরের কাছ ঘিরে যেখানে বসালে পরে আরও জলের ব্যবস্থা হত। পাইপ কি নাই? এখনও আছে। আমি নিজে দেখেছি পাইপ আছে। বিভিন্ন গ্রাম প্রধানের কাছে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে গ্রাম থেকে কালেকশান—গ্রাম থেকে অর্থ সংগ্রহ কর। সকলে মিলে ১০০ টাকা করে মাথা পিছু প্রতি টেষ্টিং-এর জন্য দিতে হবে যদি টেষ্টিং সফল হয়—তাহলে প্রতি ফুটে ৮০ পয়সা করে খরচা সরকার থেকে মিলবে নইলে মিলবে না—যদি ব্যর্থ হয়। সমস্ত বোঝাটা এই সরকার চাপিয়ে দিয়েছেন ঐ কৃষকদের উপর এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময় আমি দেখেছি পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময় এই ওভার ফ্লো পাইপগুলি নিয়ে কি করে নিজের পছন্দ মত প্রার্থী দাঁড় করাবেন কি করে নিজের পছন্দ মত প্রার্থীকে জেতাবেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে—সিজনেল বাঁন্ধের নাম করে টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে, এখান থেকে হাজার হাজার টাকা লুঠ করা হয়েছে আমার নিজের অঞ্চলে আমি দেখেছি। কাওয়ামারায় বান্ধ করা হয়েছে। একটা নদীর মধ্যে বান্ধ করা হয়েছে—কাওয়ামারাছড়ায়—এক ফোটা জল নাই—প্রায় এক হাজার টাকার উপর খরচ করা হয়েছে—এক হাজার টাকার উপর খরচ করে সেই কাওয়ামারা বান্ধ তৈরী করা হল। এই বান্ধ তৈরী করার প্রথম দিন থেকেই সেখানে কোন জল ছিল না। যখন সেই বাঁন্ধ করা হচ্ছিল তখন সেখানে কোন জল ছিল না—আজও নেই। সেই বান্ধ কেন করা হয়েছে সেখানকার যে গাঁও প্রধান সেই গাঁও প্রধান আমাদের কোন এক মন্ত্রী খুব পিয়ারের লোক, কাজেই তাকে জেতাতে হবে, কাজেই তাকে জেতানোর জন্য তার জন্য কিছু খরচ করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু কি তাই? এই সমস্ত টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে বরাদ্দের টাকা খরচের ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন গাঁও প্রধানকে বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন অফিসারকে পর্য্যন্ত দিয়ে পিছনে লাগানো হয়েছে। আমার সোনামুড়াতে বি, ডি, ওকে আমি লক্ষ্য করেছি তাকে প্রায়ই এই সমস্ত কাজে নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব লাগিয়ে দলবাজী করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে মোশানটি এনেছি এটা তিনটা মোশানের উপর—কয়েকটা নির্দিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর। সেই প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি—এখানে বান্ধের ব্যবস্থা, ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা এবং সেটির সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই পাম্পিং সেটের প্রসংগ। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর গ্রামে বলা হয়েছিল বোরো ফসল করা হবে কিন্তু জানুয়ারী গেল, ফেব্রুয়ারী গেল এবং যে জমিতে কোন দিন বোরো ফসল করা হয় নাই। জানিনা, সেখানে বোরো ফসল হবে কি না—তারপর পাইপ আসছে না—কারণ, নিজের পছন্দ মত লোক নিজের গ্রুপের এমন কি ......(গণ্ডগোল)......বি, ডি, ও, গিয়ে হাজির—কারণ নিজের

গ্রুপের লোক, এমন কি বর্তমান শাসক গোষ্ঠি কংগ্রেস দলের ভিতরেও সেখানে গ্রুপিং শুরু হয়েছে—কৃষি উপমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পছন্দ মত লোককে যদি না দেওয়া হয় তাহলে সেই মেসিন চলবে না। তার প্রকৃত উদাহরণ দেখেছি শোভাপুর গ্রামে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে যদি দুর্নীতি চলতে থাকে, এই ভাবে দুর্নীতির জন্যই কি আমরা টাকা বরাদ্দ করব? এই ভাবে দুর্নীতি করার জন্যই আমরা যা চাই তা করব—কি হয়েছে এই শোভাপুর গ্রামে ·· ··মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আমি আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। সেখানে শোভাপুর গ্রামের সেখানকার গাঁও প্রধান রহিম মেম্বারের হাতে এগ্রিকালচারের ডিরেক্টার-এর তরফ থেকে মেসিন জমা দিয়ে আসল—তাকে চাবি দিয়ে বলা হয় যে আমাদের লোক আসবে—মেসিন স্টার্ট দিয়ে যাবে। তারপর সেই রহিম মেম্বার সেই গাঁও প্রধান দুটি লোক নিযুক্ত করল সেই মেসিনটিকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য। তারপর দেখা গেল যেহেতু উনার সঙ্গে মতে মিলছে না, তখন আর একজন ডি, সি, সি'র মেম্বার—কংগ্রেসের করিম খাঁ সাহেব—দুর্গাপুরে বাড়ী—নদীর এপারে বাড়ী তিনি আবার ওখান থেকে দুই জন লোক পাঠিয়ে দিলেন, বললেন আমার লোককে এখানে পাহাড়ায় নিযুক্ত করতে হবে—এই হচ্ছে অবস্থা। এবং সেই মেসিন এখনও চালু হয়নি। এখন রহিম মিঞা বলছেন আমি গাঁও প্রধান আমার লোক আমি নিযুক্ত করেছি—তারাই পাহাড়া দিবে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের ছাঁটাই করতে হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে দুর্নীতির ইতিহাস যে টাকা বরাদ্দের সৃষ্টি সেই টাকা বরাদ্দকে আমি ঘৃণা করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই টাকা বরাদ্দের যে প্রশ্ন—আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা হউক এবং দুর্নীতিকে বন্ধ করে সঠিক ভাবে যদি টাকা খরচ করা হয়, জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলেই একমাত্র টাকা বরাদ্দের সত্যিকারের যুক্তি সঙ্গত ব্যবস্থা হয়।

মিঃ স্পীকার :—আই উড কল অন মিনিষ্টার-ইন-চার্জ টু রিপলাই।

শ্রীমনছুর আলি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের উপর যে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—উনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন কাট মোশানের সংগে কোন সংগতি আছে বলে মনে করি না। উনি বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন—ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ চিত্র তুলে ধরার জন্য—গত ২৩শে মার্চ্চ তিনি উপ-মন্ত্রীর বাসায় গিয়েছিলেন এই রকম তিন জন অনাহারী লোককে নিয়ে এটা সত্যি কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের এই কথা সত্যি—কিন্তু উনার সংগে আমার যখন আলাপ আলোচনা হয় তখন তিনি স্বীকার করেছেন যে কতগুলি দালাল আছে তারা তাদের নিয়ে এসেছে, তারা এই সব মানুষকে পরামর্শ দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এটা কি করে বন্ধ করা যায়। তিনি আরও বলেছেন আপনি তাদের থাওয়ার ব্যবস্থা করে তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তখন রাত অনেক হয়েছে এবং আমি তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে লোকগুলিকে পৌছে- দেওয়ার ব্যবস্থা করি—সেটি উনি অস্বীকার করতে পারেন না। আজকে যে বক্তৃতায় উনি সেটি এই কাট মোশানের সংগে ঢুকাতে চায় কেন আমি জানি না। আরেকটা কথা তিনি বলেছেন, দুই চারটি জায়গার নাম তিনি

বলেছেন, এই সমস্ত জায়গায় তারা পাম্পিং সেট চেয়েছেন, সেটা আমরা দেইনি। একথা আমরা অস্বীকার করি না। যদিও আমার জানা নেই সেই সম্পর্কে—কোথায় দেওয়া হয়নি, হয়তো বহু মানুষ পাম্পিং সেট চেয়েছে, আমরা অনেকেই সেটা দিতে পারি নাই। কারণ, পাম্প মেশিন আমাদের বড় পাম্প ৪০টি এবং ছোট পাম্প ১৮০টি, এই দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ডিমাণ্ড ছিল, তা পূরণ করা সম্ভব নয়। সেটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যেখানে আমরা দিতে চাই, দিতে পারছিনা, সেখানে অবস্থা কোথায় আছে, সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। এদিকে লক্ষ্য রেখে যে আমি বলতে চাই, অভিরাম বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন, তার সংগে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নাই। সেই জন্যই আমি এই কাট মোশানকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় সদস্য সুধন্ব বাবু অনেক কথা বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা বড় পরিষ্কার যে মাননীয় সদস্য সুধন্ব বাবুকে নিয়ে আমি বিশালগড় ব্লকে গিয়েছি এবং প্রত্যেকটি ব্লকের ভি, এল, ডব্লিওকে নিয়ে মিটিং করেছি, সেখানে সুধন্ব বাবুও উপস্থিত ছিলেন, আমি প্রত্যেক সার্কেলের ভি. এল, ডব্লিউ থেকে হিসাব চেয়েছি এবং ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে, আপনার ব্লকে কত পাম্প মেশিন দিয়েছে, আর কত দরকার, আপনার ব্লকে ওভারফ্লো কি হবে ইত্যাদি পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে জেনেছি। সুধন্ব বাবু, নিরঞ্জন বাবু, শৈলেশ বাবু আমরা সবাই গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ভি, এল, ডব্লিউদের সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা আরও কাজ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেখানকার ভি, এল, ডবলুরা বলেছেন যে সব কাজ আমরা করছি। কিন্তু সুধন্ব বাবু এখানে হাজার হাজার একরের হিসাব দিচ্ছেন, কিন্তু তখনতো তিনি একটি বাঁধের কথাও বলেন নাই যে আজকে অমুক জায়গায় বাঁধ হবে, আপনি বাঁধের ব্যবস্থা করুন, জল সেচের ব্যবস্থা করুন, আমি সুধন্ব বাবুকে অনুরোধ করব তিনি বলুন তিনি বলেছেন কি না? সেটা বেশী দিনের কথা নয়। তাছাড়া নিরঞ্জন বাবুও সেখানে ছিলেন, উনাকে একটি বাঁধ যখন আমি দেখিয়েছি, যখন সেটা দেখে তিনি খুশি হয়েছেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে কি হতে চলেছে। অথচ, তাঁরা আজকে তার বিরুদ্ধে বলেছেন। দুঃখের বিষয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের সংগে আলাপ আলোচনা মিটিং করে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম তখন তাদের কাছ থেকে সেই জায়গার নাম পেলামনা, উনারা সেইসব জায়গার নাম বললেন না, আজকে অ্যাসেম্বলীতে এসে সেকথা বলেন, আমি জানি না তাদের কি উদ্দেশ্য একথা বলার। আমি জানি সত্যিকারের যদি পাম্প মেশিনের কথা থাকত, তাহলে তাঁরা বলতেন কোথায় বাঁধের ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে নাই, কিন্তু তখন সেটা না বলে পরে বিশ্লেষন করা, সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব যে তাদের যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের সংগে তাঁদের কাজের কোন যোগাযোগ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সামনা সামনি কথা হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী সামনা সামনি কথা হচ্ছে বলছেন, এটা যেন একটা লড়াইএর ব্যাপার...

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আপনি চেয়ারের দিকে মুখ রেখে কথা বলুন।

শ্রীমনসুর আলি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিষ্কারভাবে সকলের সহযোগিতা নিয়ে যেখানে কাজকর্ম্ম করতে চাই, এবং সেইভাবে যেখানে কাজ এগিয়ে চলেছে, সেখানে সেটা না বলে এ্যাসেম্বলীতে বলেছেন এটা সমর বাবু কি করতে চান আমার জানা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সব কথা মনে থাকে না, কি যেন একটা কথা বলা হয়—কি করতে কিসের গান গাওয়া, এই রকমই এই ব্যাপারটাও হয়েছে। তিনি বলেছেন নিদয়াতে ছয়টি বাঁধ হয় নাই। কিন্তু সমর বাবু নিদয়া চিনেন কি না আমার সন্দেহ আছে। কারণ আমরা যেটা বলেছি সেটা নিদয়া। একটা ভি, এল, ডবল্যুর সার্কেলে, নিদয়া, ময়নার মা, এইভাবে তিনটি গাঁওসভা মিলে সেখানে একটি সার্কেলে দুইটি দেওয়া হয়েছে, এবং সেইভাবে সেই ছয়টি বাঁধ হয়েছে। সেই ছয়টি বাঁধের কথা উনি একটা খোলা চিঠিতে দৈনিক সংবাদে একটা রিপোর্ট করেছিলেন, সেই রিপোর্ট আমি পেয়েছি ২০ তারিখে, সেই রিপোর্ট পেয়ে আমি ২১ তারিখে সেই সমস্ত জায়গায় গিয়েছি এবং সেখানে যে প্রাক্তন গাঁও প্রধান যারা ছিলেন এবং নূতন যে প্রধান হয়েছেন, যে প্রধানের বাড়ীতে তিনি রাত্রিতে ছিলেন, সেই প্রধানের নাম হচ্ছে শম্ভু পাল, তাদের কাছে আমি গিয়েছি এবং প্রাক্তন এবং নূতন প্রধানের সই নিয়েছি, ওখানকার মানুষের সই নিয়ে এসেছি, তাঁরা বাঁধ হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়: উনি বলেছেন কাউছড়া বাঁধে জল নাই, হতে পারে। আমরা হাজার হাজার বাঁধ করেছি তার মধ্যে দুই একটিতে হয়তো বাঁধ দেওয়ার পরে জল শুকিয়ে গেছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমর বাবু সম্ভবত: জানেন না কেন আমরা এই সমস্ত কাজ করছি। আজকে মানুষের কাজ নাই, তারা এই বাঁধ করার মাধ্যমে কাজ পাবে, আর তাছাড়া সেই বাঁধ দিয়ে জল উঠবে, এই দুইটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি, একটা কাজের দুইটি উদ্দেশ্য। কাজেই বাঁধ দিয়ে, সেই বাঁধে যদি জল নাও উঠে তাহলেও সেই টাকাটা অযথা খরচ হয় নাই। সেই টাকা টেষ্ট রিলিফের কাজ করা হয়েছে, ক্ষুধার্ত্ত মানুষেরই হাতে সেই টাকা গেছে, যেই ক্ষুধার্ত্ত মানুষের জন্য তাঁরা দরদ দেখান, সেই মানুষেরাই কাজ পেয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮—এগ্রিকালচারের উপর আমাদের আলোচনা হচ্ছে এবং সেটাতে টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী টেষ্ট রিলিফের উপর বলছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এটার মধ্যে পয়েন্ট অব অর্ডারের কিছু নাই। যে ডিস-কাশান'এর উপর যে সমস্ত বিষয়বস্তু তুলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী সেটা পরিষ্কার করে বলছেন।

শ্রীমনছুর আলী :—আমি সেটা পরিষ্কার করে বলছি যে এই কাজগুলি টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে করা হয়েছে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে সেই কাজগুলি হয়েছে এবং অনেক লোক সেখানে কাজ পেয়েছে, বহু পরিবার এই মাধ্যমে খেতে পেয়েছে, সেই জিনিষটা আজকে যারা এর জন্য আন্দোলন করেন, তাঁরা ভুলে গেছেন। এই সীজন্যাল বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে দুইটি কাজ হয়, একটি এই বাঁধ দিয়ে জমিতে জল উঠান হয়। আরেকটি হচ্ছে এর মাধ্যমে কাজ করে মানুষ খেয়ে বাঁচবে, সেইজন্যই সেটা করা হয়। আজকে তাঁরা আতংকিত হয়ে, মানুষের দরদী সেজে তাদের কাজে বাঁধা দেওয়ার জন্য, তারা যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চায়, সেটা মানুষ বুঝে।

আরেকটা কথা বলেছে ওভার ফ্লো টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা হিসাব উনারা দিয়েছেন কোন গ্রামে কয়টি টেস্টিং হয়েছে। বিরোধী পক্ষের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব, তারা সব কিছু করতে পারেন, তাদের কাছে কোন কিছু না করার নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বলছেন সব কিছু বিরোধী দল করতে পারেন, এই সব কিছুর মধ্যে অনেক কিছু পরে... .. ..

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীমনছুর আলী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথাটা খুব পরিষ্কার। আমি বলছিলাম সমর বাবু বলেছেন কতকগুলি গ্রামের নাম দিয়েছেন তিনি, ব্লকের মিটিং করে এস, ডি, ও, বি, ডি, ও'র সংগে মোকাবিলা করে, গ্রামের প্রধানদের সংগে আলাপ আলোচনা করে কতকগুলি গ্রামের নাম দিয়েছে টেষ্ট করার জন্য। আমাদের কতকগুলি সীমানা আছে, কতটুকু টাকা আছে, কতটুকু আমরা করতে পারব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের প্রত্যেক ব্লকে ১০টী টেস্টিং করার কথা, টেষ্ট করে সেইসব জায়গাতে টিউব ওয়েল হওয়ার কথা। সেই ১০টির বেশী এস, ডি, ও, বা বি, ডি, ও, ইচ্ছা করলেই পারবেনা। যতক্ষণ না আরেকটা স্কীম না আসে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উনি কথা বলছেন কিনা আমি জানিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ—প্লীজ এ্যাড্রেস দি চেয়ার। চেয়ারকে এ্যাড্রেস করে বলুন।

শ্রীমনছুর আলীঃ—সেই ১০টি টেষ্টিং করে যেখানে যেখানেআমরা পেয়েছি সেখানে সেখানে আমরা করেছি। সেই ১০টি টেষ্টিং করতে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, তথাপি আমরা কাজ করে গিয়েছি, টাকা বেশী খরচ হলেও আমরা তা করেছি। আজকে সমর বাবু যদি বলেন যে সেটা হয় নাই, তাহলে আমি জানি না সেটা কি করে সম্ভব। সেইদিকে বিচার বিবেচনা করলে উনি যে শুধু বলার জন্য বলেন সেটা প্রমাণিত হয়। একটা কাজের কতকগুলি সীমানা আছে। জয়ন্তী গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন যে সেখানে একজন পাবলিক ওভার ফ্লো বসিয়েছেন, উনি কি স্বার্থে সেটা বলেছেন সেটা উনি ভেংগে বলেননি। পাবলিকই সেটা বসায়, টাকাটা সরকার দেয়। হয়তো তিনি সরকারী বেতন নিচ্ছেন, না হলে তিনি বসিয়ে উনি সেই বসানোর টাকাটা নিয়েছেন, সেই ভাবেই কাজ হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমর বাবু হয়তো সেটা জানেন না। আমি যখন গোলকনারায়ণ-এ যাই, তখন সেখানে টেষ্টের কথা বলে এবং সেই টেষ্ট করে সেখানে কাজ আরম্ভ করা হয়। ১০টি ওভার ফ্লো টিউব ওয়েলের টেষ্টিং হয়ে গেছে, আরও কাজের জন্য স্যাংশান চেয়েছিল, সেই স্যাংশান'এর মাধ্যমে আরও ১৮টি করার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমি যতটুকু জানি সহসাই সেগুলির স্যাংশন হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের বি, ডি, ও-র অফিসের মারফতে এই কাজ হয়েছে। কিন্তু উনি বলেছেন সেই কাজ অন্য লোক করেছে। তাহলে কি মশায়, অফিসার কি টিউব ওয়েল বসাবে। এইভাবে উনারা হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। সেই জন্যই আমি বলি উনি হাউসে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য আসলে সত্য নয়। কারণ উনার বক্তব্যের মধ্যে কোন সারাংশ নাই, উনি যে প্রধানদের মাধ্যমে নামের লিষ্ট দিয়েছেন, সই করা লিষ্ট তখন সেই কাজ হয় নাই। এই লিষ্ট যে জনসাধারণ সই করে দিয়েছে উনার এই বিবৃতি মিথ্যা।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি আমার এই বক্তব্যকে মিথ্যা বলতে পারেন না।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অসত্য বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বলেছেন যে উনি অসত্য বলেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় উপমন্ত্রী যে বক্তব্য রাখছেন মনে হচ্ছে সবটা বক্তব্যই সাবজেক্টের উপরে নয়। শুধু বক্সনগর বনাম কাঠালিয়া এই নির্বাচন কেন্দ্র সম্বন্ধেই বলছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমার মনে হয় কাট মোশনগুলিও এই বক্সনগর এবং এই গ্রামগুলি সম্বন্ধেই। সেই জন্য তিনি বলছেন।

শ্রীক্ষীতিশ দাশ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্বন্ধেও বলেছেন। কাজেই উনি আরও বেশী কিছু বলতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান ছিল সিজন্যাল বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো। টিউব ওয়েল স্থাপনে দুর্নীতি সম্পর্কে ও অব্যবস্থা সম্পর্কে। কাজেই এখানে কাঠালিয়া এবং বক্সনগর কোথায় আছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি একটু আগে বল্লেন যে এইগুলি বক্সনগর সম্বন্ধে। আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা।

মিঃ স্পীকারঃ—আমার মনে হলো আপনার কাট মোশনে যে আছে সিজনেল বাধ ইত্যাদি, তা শুনে মনে হলো এই গ্রামগুলি সম্পর্কেই হতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আমার মনে হয় এইগুলি এর মধ্যে আসে না।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হচ্ছে, কারণ উনি যে সব প্রধানদের কথা বলেছেন তা অসত্য। উনি বলেছেন আমি এইগুলি আপনার অফিসে দাখিল করতে। আমি বলতে চাই আমি সেইগুলি দাখিল করিতে পারি যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেইটা দরকার মনে করেন। উনি নিজেও জানেন না। ওখানকার মানুষ বলেছে ইলেকশনের পরে সমর বাবু একবার এসে প্রধানদের বাড়ীতে আর একবার এসে বাজারে ছিলেন। উনি কিছু জানেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সোনামুড়ায় ১৭টা জায়গায় পাম্পসেট হবে। কোথায় আগে আর কোথায় পরে হবে সেইটা আমরা কৃষকের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে দেই। মাননীয় সদস্য বলেছেন আমার গ্রামে দুইটা পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে। এই কথা সত্য নয়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো—

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, কোন মাননীয় মন্ত্রী যখন বক্তৃতা দেন তখন কি তিনি বিরোধী সদস্য বা যে বক্তা তার প্রতি বার বার আঙ্গুল দেখিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমুনছর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি উনার যে বক্তব্য সেইটা 'অসত্য প্রমাণ করেছি। কোন কোন জায়গায় পাম্প সেট চালু সবসময় রাখা সম্ভব নয়। কারণ এইগুলি নষ্ট হলে তা মেরামত করতে সময় লাগে।

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমুনছর আলী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারা অনেক কথা বলেছে। সেইজন্যই তাদের যে কাটমোশন সেগুলির আমি সমর্থন করতে পারি না। আমাদের যে বাজেট, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma on Demand No. 18—Agriculture that the demand be reduced to Rs 1/- to discuss on—Pumping Set 15 H. P. Mobile Pump Set বিলি বন্টনে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে was than put and lost.

Then the Cut Motion of Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss on—সিজন্যাল বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো টিউবওয়েল স্থাপনে অর্থ বরাদ্দ অপ্রাচুর্য সম্পর্কে was put and lost by voice vote.

Another cut motion of Shri Samar Choudhury to discuss on—সিজন্যাল বাঁধ ও আর্টিজান ফ্লো টিউবওয়েল স্থাপনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে was also put and lost by voice vote.

Then the Demand for Grant No. 18, Major Head 31—Agriculture moved by the Hon'ble Finanee Minster that a further sum not exceeding Rs. 19,26,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of paymant during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 18--Agriculture was put and passed by voice vote.

The Meeting was then adjourned till 12-30 P.M. on Tuesday the 27th March, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 963

By Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleaed to state—

প্রশ্ন

১) গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক গ্র্যান্ট দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) থাকিলে তাহা দেওয়া হইতেছে কিনা ?

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ?

৪) বর্ত্তমান খরাক্লিষ্ট এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুকগ্র্যান্ট দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠেনা

৪) সব এলাকার ছাত্রছাত্রীই সর্ত্ত পূরণ সাপেক্ষে বুকগ্র্যাণ্ট পায়।

STARRED QUESTION NO. 368
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কতজন Home Guard আছে এবং এই সমস্ত Home Guard দের মাসিক বেতন কত ;

২) Home Guard দের বেতন বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;

৩) না থাকিলে কারণ কি এবং থাকলে কতদিনের মধ্যে তা কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ৪০০০ গ্রাম্য হোমগার্ডস তালিকাভূক্ত আছে এবং ৫০০ পোর হোমগার্ডস তালিকাভূক্ত করার কথা আছে। তাহারা কোন বেতন পান না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হোমগার্ড স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা ; যেহেতু তাহারা কোন বেতন পান না তদহেতু বেতন বৃদ্ধির কথা উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 861
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) স্কুলের বোর্ডিং-এর তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের বর্ত্তমান হার কোন বৎসর থেকে চালু হয়েছে।

উত্তর

১) বর্ত্তমান ষ্টাইপেণ্ডের হার ১৯৬৭ইং সন হইতে চালু হইয়াছে

STARRED QUESTION NO. 113

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত বেহালাবাড়ী হাইস্কুলে মাত্র ৪ জন শিক্ষক আছেন এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে তথায় রীতিমত ক্লাশ হয় না। (খ) আসবাবপত্রের অভাবে তথায় ছেলেমেয়েদের বসিবার স্থান হইতেছে না। (গ) শিক্ষকদের কোন সরকারী কোয়ার্টার নাই, যার ফলে তারা অসুবিধা ভোগ করছেন। (ঘ) ঐ হাইস্কুলে কোন ছাত্রাবাস নাই।

২) যদি অবগত থাকেন, তবে ঐ স্কুলের উপরোক্ত অভাব অভিযোগগুলি দূর করিয়া সরকার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবেন কি ?

উত্তর

১) (ক) বেহালাবাড়ী হাইস্কুলে ৪ জন শিক্ষক আছেন এবং শিক্ষকের অভাবে স্কুলে রীতিমত ক্লাশ হইতেছে না এবং (খ) আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা বসিতে পারে না একথা সত্য নয়। তবে (গ) স্কুলে শিক্ষকদের জন্য কোন কোয়ার্টার নাই এবং (ঘ) কোন ছাত্রাবাসও নাই—একথা সত্য।

২) স্কুলে শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং স্কুলে ছাত্রবাস নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 716

By Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the S.A. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১২।২।৭৩ এ মন্ত্রী শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তীর বিলোনীয়া শান্তিরবাজার ভ্রমণ উপলক্ষে সরকারী তহবিল থেকে মোট কতটাকা খরচ হয়েছে।

উত্তর

১) মন্ত্রী মহোদয়া যে গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন সেই গাড়ীর পেট্রল ইত্যাদির জন্য আনুমানিক ৭৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আইন অনুযায়ী তাহার দৈনিক ভাতা হিসাবে ২৩·৫০ পয়সা প্রাপ্য। কিন্তু এখনও এই বাবতে কোন বিল পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 704.
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চৌকিদারের বেতন ও ভাতার বর্ত্তমান হার কি? এবং উহা বাড়ানোর কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি?

২) যদি থাকে, উহা কবে চালু করা হবে?

উত্তর

১) চৌকিদার কণ্টিজেন্ট ষ্টাফ। তাহারা মাসিক নিদ্দিষ্ট বেতন ৬০ টাকা তদতিরিক্ত মাসিক মাগ্গিভাতা ৭১.০০ এবং পরিপূরক ভাতা ৭.৫০ পাইয়া থাকেন। বাড়ানোর কোন প্রস্তাব নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 92:
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত জুন মাসের ৫ তারিখে উদয়পুর বিভাগের কৃষ্ণভক্ত জে, বি, স্কুলের শিক্ষক শ্রীলহরী জমাতিয়াকে arrest করা হয়েছিল;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কি কারণে তাকে arrest করা হয়েছে?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 94.
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত ডিসেম্বর ১৯৭২ইং বিশালগড়ে গাড়ী accidentএ একজন মহিলা নিহত হয়েছিল?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ঐ গাড়ীর মালিক ও ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি?

উত্তর

১) না

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 241.
By Shri Niranjan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) গ্রামের হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের Class VI এবং Class IX-এ ভর্ত্তির সময় কি কোন ভর্ত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২) যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য স্কুল সমূহে ভর্ত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

STARRED QUESTION NO. 705.
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) Belonia College এ গত ১৯৬২ সাল থেকে "Development charge" হিসাবে মোট কত টাকা এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে তার হিসেব সরকারের জানা আছে কি ?

২) ঐ অর্থ আদায় বন্ধ করার জন্য সরকার নির্দ্দেশ দেবেন কি ?

উত্তর

১) "Development charge" নামে কোন অর্থ সংগৃহীত হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 541.
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুর বিভাগের অম্পিনগর বিধান সভা নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত কতটি রেশন শপ আছে ?

২) ইহা কি সত্য নগরাই বাজার ও ছেচুয়া বাজারে রেশন শপের জন্য আবেদন করা সত্বেও এখনও উক্ত জায়গার জন্য রেশন শপ খোলার আদেশ দেওয়া হইতেছে না।

৩) ইহা কি সত্য অম্পি, তুইচু ও নগরাই তহশীল অধীনের জনসাধারণ দীর্ঘ দিন যাবত রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করা সত্বেও কার্ড দেওয়া হইতেছে না।

৪) সত্য হইলে ইহার কারণ এবং কতজন আবেদন করিয়াছেন ?

উত্তর

১) অমরপুর বিভাগে অম্পিনগর বিধান সভা নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত অম্পিতে ১টি, তুইদুতে ১টি ও জাম্বুক ছড়াতে ১টি—মোট ৩টি রেশন শপ চালু আছে।

২) হ্যাঁ।

৩) না।

৪) রেশন কার্ডের জন্য ১৫৮টি নূতন দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। দরখাস্তগুলি তদন্ত করিয়া দেখা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 623.
By Shri Bajuban Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :

প্রশ্ন

১) গত December মাসে চেলাগাং এর চাউলের গুদামে চাউল stock না থাকার ফলে উক্ত এলাকায় রেশন কার্ডে কেহই চাউল পায় নাই, ইহা সরকারের জানা আছে কি ; এবং

২) জানা থাকলে রেশনে চাউল দেওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে যে গত ডিসেম্বর মাসে চেলাগাং সরকারী খাদ্য গুদামে চাউল না থাকায় উক্ত এলাকায় রেশন কার্ডে কেহই চাউল পায় নাই।

২) চেলাগাং সরকারী গুদামে চাউল এখনও আছে এবং চেলাগাংএর ন্যায্য মূল্যের দোকান মাধ্যমে যথারীতি চাউল বিক্রী হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 261.
By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Whether a fire broke out at Bishalgarh Bazar early February, 1973.
2. If so, total damage caused by the fire and relief given to the victims of fire.
3. Whether any fire fighter was available in time ?
4. If not, the reasons therefor ?

ANSWERS

(১) হাঁ, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ ইং তাং।

(২) প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। ৬৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তন্মধ্যে উপযুক্ত বিবেচনায় ২৭ জনকে (৫০ টাকা হইতে ১০০ টাকা হিসাবে) মোট ১৫২০ টাকা জরুরীয় খয়রাতী সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

(৩) হাঁ,

(৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 691.
By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক নাই।

২। যদি সত্য হয়, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না কেন ?

উত্তর

১। 'না'

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 820
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ঈশানচন্দ্রনগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী কেন্দ্রে বালোয়াড়ী স্কুলের সংখ্যা কত ?

২) প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়িত্রী আছেন কি ?

উত্তর

১) তিনটি।

২) হাঁা।

STARRED QUESTION NO. 796.
By Smti. Laxmi Nag

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং বছরে এ যাবত কোন মন্ত্রীর সরকারী খাতে কত পেট্রোল খরচ ?

২। তাদের নাম ও হিসাব।

উঃ (১ এবং ২)

১। শ্রী এস, সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী— ৪,৯০৩·৫৯ পয়সা

২। ,, ডি, কে, চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী— ৩,৪৩৯·৩৫ ,,

৩। ,, এম, নাথ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী— ৫,৬৮২·৬৪ ,,

৪। ,, কে, পি, দাস, বনমন্ত্রী— ৪,১০৬·৪৪ ,,

৫। ,, এইচ, সি, চৌধুরী, উপজাতি উন্নয়নমন্ত্রী— ৪.৮৫৮·৯৩ ,,

৬। ,, এস, সোম, উপমন্ত্রী— ১,৭৬৭·০০ ,,

৭। শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী, উপমন্ত্রী— ১,৯৩৯·৭৬ ,,

৮। শ্রীমুনসর আলী, উপমন্ত্রী— ৪,১৫৫·৪১ ,,

STARRED QUESTION NO. 186.
By Shri Nripendra Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. Whether Khedachera in Dharmangar Sub-division was raided by Mizos in early 1973.
2. If so, losses suffered by villagers ; and
3. Steps taken to protect villages from future raids ?

উত্তর

(১) ৩।২।৭৩ ইং বিদ্রোহী মিজোরা হামলা ও লুটপাট করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

(২) প্রায় ৪৩০৪ টাকা মূল্যের সম্পত্তি (নগদ ও মালামাল সহ)

(৩) পুলিশের টহলকার্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে ; ভৈসাম/খেদাছড়ায় পুলিশ ফাঁড়ি বসান হইয়াছে। ভাংমুনে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ রাখা হইয়াছে। অপরদিকে মিজোরাম সরকার লক্ষীছড়ায় সশস্ত্র পুলিশ সহ ক্যাম্প স্থাপন করিয়াছেন। অবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তাছাড়া গোবিন্দ বাড়ী, মালিধরথুম গণ্ডারিয়া, তুলশাইবাড়ী এবং গর্জ্জনপাশায় সশস্ত্র পুলিশের ঘাটি স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ত্ত বিভাগ দামছড়া হইতে খেদাছড়ার রাস্তার কাজটি (বর্ত্তমানে পায়ে হাটার রাস্তা আছে) আগামী বৎসর নেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

STARRED QUESTION NO. 764
by Shri Bajuban Riyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৮-২-৭৩ ইং তারিখ রাত্রে বিলোনীয়া শহরে "ত্রিপুরা বন্ধ" পালনের আহ্বান জানাইয়া বন্ধের প্রচারের সময় কমরেড শঙ্কর বণিককে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করা, রিক্সা চালক হেজারাম দেবনাথকে রক্তাক্ত করা ও কম: জ্যোতির্ম্ময় সোমকে লাঞ্ছনা করার ঘটনা বিলোনীয়ার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের জানা আছে কি ?

২) জানা থাকিলে কোন আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

৩) হয়ে থাকলে তাহাদের নাম ?

উত্তর

১) না, গত ১৮।২।৭৩ ইং তারিখ রাত্রি ১০—৩০ মি: বিলোনীয়া পুলিশ সি, পি, এম, জ্যোতির্ম্ময় সোমের কাছ হইতে তাহাকে (শ্রী সোমকে) শ্রীদুর্গাশঙ্কর চৌধুরী (ছাত্রপরিষদ কর্মী) আটক করিয়া "বন্ধ"হইবে না বলিয়া ঘোষণা করার জন্য এবং উক্তরূপ ঘোষণা করিতে অস্বীকার করায় তাহাকে (শ্রী সোমকে) ও শঙ্কর বণিককে মারধর করিয়াছে মর্ম্মে এক অভিযোগ পায়।

২) না, এ পর্যন্ত অভিযোগের পোষকে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়ায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 676.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। গত ৭।২।৭৩ ইং তারিখে কৈলাশহরে খালছড়া বাজারে মনাই চৌধুরী পাড়া ও বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়ায় মিজো আক্রমণ সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। উক্ত আক্রমণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

৩। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কাকেও গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকলে ধৃত ব্যক্তিদের নাম ?

উত্তর

১। বিদ্রোহী মিজোরা ঐসব স্থানে হামলা ও লুট পাট করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২। নগদ ও অন্যান্য মালামাল সহ ক্ষতির পরিমাণ :—

খালছড়া—প্রায় ২৫,০০০ টাকা।

মনাই চৌধুরী পাড়া—প্রায় ৮,৮৭৪ টাকা

বুদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া—প্রায় ৫,৮৯২ টাকা

৩। মিজোরাম গভর্ণমেন্ট চোরাই মাল সহ ১৫জন লোক গ্রেপ্তার করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ সন্দেহ ক্রমে গত ১৪।৩।৭৩ ইং খালছড়াতে একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 645

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ৭।২।৭৩ ইং বৈষ্ণবপুর (সাবরুম) শ্রীঅইগা মগের বাড়ীতে সি, আর, পি, অত্যাচার এবং পূর্ব সাবরুম ক্ষিরোদ রোয়াজা পাড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীরবীরাম দেববর্ম্মাকে মারপিট করা সম্পর্কে কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি ?

২) পেয়ে থাকলে ঐ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 699
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া শহরে জলাভাবের জন্য Fire Brigadeএ একটি জলাধার-যুক্ত গাড়ী অত্যাবশ্যক ;

২) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া Fire Brigade-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক Driverও নাই ;

৩) যদি (১) এবং (২) সত্য হয়, তবে বিলোনীয়ার Fire Brigade উন্নত করার জন্য এই সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১) না।

২) না, ইহা সত্য নহে।

৩) (১) ও (২) নং প্রশ্নের উত্তর না হইলেও প্রয়োজন মত সরকার অগ্নি নির্ব্বাপনী সংস্থা অধিকতর উন্নত করার ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করিবেন।

STARRED QUESTION NO. 543.
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন অন্ধ, খোঁড়া কর্ম্মক্ষমহীন ব্যক্তি আছেন, সরকার ইহার কোন সমীক্ষা করিয়াছেন কি ?

২) ইহা কি সত্য যে সমাজে কর্ম্মক্ষমহীন ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্যে কার্ড দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত প্রাথমিক এক সমীক্ষার ভিত্তিতে জানা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ৮৮৫ জন এবং বিকলাঙ্গ ব্যক্তির সংখ্যা ১,৬৯২ জন।

২) ইহা সত্য নয়।

STARRED QUESTION NO. 507
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to refer to the answer to Starred Question No. 985 as given in the House on 16.2.70 and state—

QUESTIONS

1. Whether the work for acquisition of lands for extension of the Bodhjung Girls' Higher Secondary School, Agartala has been completed so far ;

2. If not, whether the Govt. proposes to complete the work of acquisition of lands for extension of school within this financial year ?

ANSWERS

1. No.
2. No.

STARRED QUESTION NO. 852
By **Shri Bhadramani Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কলাগাছিয়া বাজার সিনিয়ার বেসিক স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তা কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। না।
২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 111.
By **Shri Bidya Ch. Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আম্পুরা, রতনপুর, সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION NO. 762
By **Sri Radharaman Debnath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) মোহনপুর High School এ ছাত্রাবাস দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাজ আরম্ভ করা হবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) না।

STARRED QUESTION NO. 601

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের বীরেন্দ্রনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্মাণের সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) কাজ শুরু করা হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 660

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া, সাবরুম, উদয়পুরে কেরোসিন তৈলের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন, তবে মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি ?

৩। কেরোসিন বন্টন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকার কি কি কার্যসূচী নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। বিলনীয়া, সাবরুম ও উদয়পুরে কেরোসীন তৈলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকার কোন খবর পান নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। (ক) ত্রিপুরার জন্য প্রতি মাসে ১২০০ কিলো লিটার কেরোসিন তৈল বরাদ্দ করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(খ) যথা সময়ে রাজ্যের অভ্যন্তরে কেরোসিন তৈল আনয়ন করত: মজুত রাখার ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এ, ও, সি, এবং আই, ও, সি, কে অনুরোধ করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 717.
By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S.A. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৮।২।৭৩এ মন্ত্রী শ্রীহরিচরণ চৌধুরীর সাবরুম সফরের জন্য সরকারী তহবিল থেকে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। মন্ত্রী মহোদয় যে গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন সেই গাড়ীর পেট্রল ইত্যাদির জন্য আনুমানিক ১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আইন অনুযায়ী তাহার দৈনিক ভাতা হিসাবে ২৩·৫০ পয়সা প্রাপ্য। কিন্তু এখনও এই বাবদ কোন বিল পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 597
By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। শিক্ষা বিভাগের সমাজ শিক্ষা দপ্তরে (ডকারী, ফিসারী, গার্ডেনিং এবং মিড-ডে মিল) এই চারিটি প্রকল্প কবে চালু হইয়াছে ?

২। ঐ স্কীম চালু হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত প্রত্যেক স্কীমে কত ব্যয় হয়েছে ?

৩। প্রকল্পগুলি বর্ত্তমানে চালু আছে কি ?

উত্তর

১। ডকারী, ফিসারী এবং গার্ডেনিং প্রকল্পগুলি ১৯৬৫-৬৬ সনে এবং মিড-ডে মিল প্রকল্প ১৯৬২-৬৩ সনে চালু হয়েছে।

২। ১৩,৪৯৪'০৭ টাকা, ৯৪৯ টাকা, ১,২১,১১৬.৫১ পয়সা এবং ১,৩১,৯২৮.২৩ পয়সা যথাক্রমে ডকারী, ফিসারী, গার্ডেনিং এবং মিড-ডে মিল প্রকল্পগুলিতে ব্যয় হয়েছে।

৩। ফিসারী প্রকল্প ছাড়া সব কয়টি বর্ত্তমানে কম বেশী চালু আছে।

STARRED QUESTION NO. 723
By Shri Bichitra Mohan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department b pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগের সদর "খ" অঞ্চলের খামারহাটি, উত্তর কৈয়াঢেপা, পাথারিয়াবার, কোনাবন ও কোনাবন পশ্চিম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির কোনটিতে কতজন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক আছেন ;

২। উল্লিখিত স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

উত্তর

১। স্কুলের নাম	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
খামারবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদি	১০৯	৩
উত্তর কৈয়া ঢেপা ,,	৭২	২
পাথারিয়ার	১০২	২

কোনাবন নিম্ন বুনিযাদি ও কোনাবন পশ্চিম নিম্ন বুনিযাদি নামে কোন বিদ্যালয় সদর "খ" অঞ্চলে নাই।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 697
By Shri Krishnadas Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ বৎসর কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া শিক্ষা অধিকর্ত্তার অফিসে তাহাদের স্কুলে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করিযা দিবার জন্য কতজন ছাত্রছাত্রী আবেদন করিয়াছিল?

২। তাহাদের সকলের ভর্ত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে কি না?

উত্তর

১। ৬৩১ জন।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 337.
By Shri J. K. Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিক্ষার অনগ্রসর (other backward class of Tripura) সম্প্রদায়গুলি কি কি?

২। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীগণ কি কি সুযোগ পাইতেছেন?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া কোন সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। তবে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গুলিকে "অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়" হিসাবে গণ্য করা হয়। (ক) বাংথল (খ) মনিপুরী (গ) নাগার্চি বা শব্দকর (ঘ) তাঁতী (ঙ) যোগী বা নাথ সম্প্রদায় এবং (চ) কাপালী।

২। ত্রিপুরায় অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং উদারভাবে বুক গ্রান্টের সুযোগ ভোগ করিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 505
By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৬৪ হইতে ৭২ইং সনের মধ্যে কতজন লাইব্রেরীয়ানকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কতজনকে স্থায়ী করা হয়ছে ;

২) Librarian Post এ নিয়োগ ও স্থায়ীকরণের কোন নিয়মাবলী আছে কি ?

৩) লাইব্রেরীয়ানদের মূল বেতন হার কি ?

উত্তর

১) ২৯ জনকে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩ জনকে চাকুরীতে স্থায়ী করা হইয়াছে।

২) হ্যাঁ।

৩) ত্রিপুরায় লাইব্রেরীয়ানদের তিনটি বেতন হার চালু আছে এবং সেইগুলি এইরূপ :—

ক) ২০০—১০—২৯০—ই, বি,—১০—৪০০ টাকা।

খ) ১৭৫—৭—২৩৮—ই, বি,—৭—২৪৫—৮—৩২৫ টাকা।

গ) ১২৫—৩—১৪০—৪—১৫৬—ই,বি,—৪—২০০ টাকা।

STARRED QUESTION NO. 420
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে মিজো হামলা হইয়াছে ?

খ) এই হামলার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ;

গ) সরকার নাগরিকদের রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১) বিদ্রোহী মিজোরা নিম্নলিখিত স্থানে হামলা ও লুটপাট করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

খেদাছড়া (দামছড়া থানা)	৩ | ২ | ৭৩ইং
থালছড়া (ছামনু থানা)	৭ | ২ | ৭৩ইং
মনাই চৌধুরী পাড়া (,,)	৭ | ২ | ৭৩ইং
বুধিজয় চৌধুরী পাড়া (,,)	৭ | ২ | ৭৩ইং
শান্তি পাড়া (দামছড়া থানা)	৬ | ২ | ৭৩ইং
খগেন্দ্র খিয়াং চৌধুরী পাড়া (দক্ষিণ)	১৬ | ২ | ৭৩ইং

২) নগদ ও অন্যান্য মালামাল সহ ক্ষতির পরিমাণ প্রায়—

খেদাছড়া—নগদ ৫৪৩৯ টাকা (তহশীল অফিসের নগদ ১১৩৫ টাকা সহ)

মনাই চৌধুরী পাড়া—নগদ ৮৮৭৪·০০

থালছড়া বাজার—নগদ ২৫,০০০.০০

বুধিজয় চৌধুরী পাড়া—৫৮৯২·০০

শান্তি পাড়া—নগদ ৩০০·০০

খগেন্দ্র রিয়াং —৭০০·০০
চৌধুরী পাড়া

৩) পুলিশের টহলকার্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে ;

ভৈসাম/খেদাছড়ায় পুলিশ ফাঁড়ী বসান হইয়াছে।

ভাংমুনে অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ রাখা হইয়াছে।

অপর দিকে ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে মিজোরাম সরকার লক্ষীছড়ায় সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করিয়াছেন।

অবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

তাছাড়া গোবিন্দবাড়ী, মালিধর খুম, ভাণ্ডারিয়া, তুলপাইবাড়ী এবং গর্জ্জন পাশায় সশস্ত্র পুলিশের ঘাটি স্থাপন করা হইয়াছে।

পূর্ত্ত বিভাগ দামছড়া হইতে খেদাছড়ার রাস্তার কাজটি (বর্ত্তমানে পায়ে হাটার রাস্তা আছে) আগামী বৎসর দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। তদ্‌অতিরিক্ত ছামনু হইতে গোবিন্দ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 732.

By Shri Ashok Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Total requirement of foodgrains in Tripura from March, 1973 to July, 1973.

2. Total quantity of stock foodgrains held by the Government of Tripura on 10. 3. 73.

3. Whether Government of Tripura has made any representation to the Central Government to meet the deficit, if any ?

4. If so, total quantity demanded ?

ANSWER

1. 1,02,000 MT (one lakh and two thousand MT).
2. 2,200 MT of rice and 700 MT of wheat.
3. Yes.
4. 31,000 MT rice and 6,000 MT wheat.

STARRED QUESTION NO. 689
By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সাব্রুম, মনুঘাট ও ছোটখিলের রেশন শপগুলিতে অনেক সময়েই রেশন পাওয়া যায় না ;

২) যদি সত্য হয় তার কারণ ?

৩) ইহা কি সত্য যে ডিলাররা carrying cost সময় মত পান না বলে রেশন আনতে পারেন না ?

উত্তর

১) না

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) না ।

STARRED QUESTION NO. 579
By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) শহর এবং গ্রামের লোকের মধ্যে রেশনের চাউল, গম ইত্যাদির মাথা পিছু বরাদ্দ সম পরিমাণ কি না ?

উত্তর

১) শহর এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে চাউল ও গম ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বন্টনের মাত্রা এক ।

STARRED QUESTION NO. 719

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1) Whether Tripura Government has permitted Food Corporation of India to build up any stock of foodgrains in Tripura during 1972-73.

2) If so, the stock of rice, wheat and sugar built up during this period.

ANSWERS

1) Yes.

2) Stock of rice, wheat and sugar is being built up in Tripura by the Corporation of India, Food Stock position of commodities in the FCI godowns in Tripura as on 22. 3. 73 was wheat 1134 MT, rice 506 MT and sugar 735 MT ; stock in transit was rice 168 MT, wheat 566 MT and sugar 36 MT.

STARRED QUESTION NO. 449.

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S. A. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার দুইটি শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত মোটর গাড়ী ক্রয় করিতেছেন ?

২) সত্য হইলে বিলাসবহুল গাড়ী কেনার কারণ কি ?

উত্তর

১) দুই খানা ভাল গাড়ী ক্রয় করা হইতেছে।

২) ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পরে বাহির ও বিদেশ হইতে বিশিষ্ট সম্মানিত অথিতিদের আগমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের জন্য ভাল গাড়ীর প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনেও বিশিষ্ট অথিতিদের জন্য একখানা ভাল গাড়ীর প্রয়োজন অনুভূত হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 768
By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Police Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

ক) গত তিন বৎসরে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ পর্যন্ত) ত্রিপুরায় খুন, ডাকাতি, রায়ট স্ত্রীলোকের শ্লীলতা-হানি এবং ছিনতাই-এর কতগুলি ঘটনা পুলিশের নথিভুক্ত হইয়াছে—তাহার থানা হিসাব।

খ) ঐ সম্পর্কে কতগুলি মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে পুলিশ শাস্তি দিয়াছেন—তাহার থানা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

ক)—খ) বঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

(৮৪ পৃঃ হইতে ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—"B"

তালিকা

থানার নাম	খুন		ডাকাতি		(Robbery) ছিনতাই		চুরি		স্ত্রীলোকের শ্লীলতা হানী		রায়ট	
	মোট মামলা	চার্জ শীট	মোট মামলা	চার্জ শীট	মোট মামলা	চার্জ শীট	মোট মামলা	চার্জ শীট	মোট মামলা	চার্জ শীট	মোট মামলা	চার্জ শীট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭০												
কোতোয়ালী	—	—	—	—	৩	—	৫৬৮	৪৩	৭	৩	৯৩	১৯
বিশালগড়	২	২	—	—	১	—	৬৭	৮	—	—	১৮	১০
জিরানীয়া	—	—	১	—	—	—	৫৮	১২	৩	২	১৫	৬
সিধাই	১	১	১	১	১	১	৩৫	১১	১	১	১৫	১০
সোনামুড়া	২	১	১	১	২	১	২৬	৫	—	—	১৪	৯
যাত্রাপুর	১	১	-	১	১	১	২৬	২	—	—	৩	১
তেলিয়ামুড়া	—	—	২	১	১	—	২৫	৪	২	১	২	২
খোয়াই	৪	২	—	—	—	—	৬৮	১৩	—	—	৫	১
কলমচোরা	—	—	—	—	—	—	১৬	৫	—	—	—	—
কল্যানপুর	—	—	—	—	১	—	১৩	৮	—	—	১০	—
১৯৭১												
কোতোয়ালী	১১	১	২	২	৬	—	৫৬৬	৩৪	২	—	৫১	১৪
বিশালগড়	১	১	১	—	১	—	৭১	১৫	২	১	—	—
জিরানীয়া	২	১	৩	—	১	—	৪৫	৮	১	১	২০	১৪
সিধাই	১	১	২	১	—	—	১১	১	—	—	৮	৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
সোনামুড়া	৮	১	৩	১	১	১	২২	৪	—	—	১১	৬
যাত্রাপুর	—	—	—	—	—	—	৬	—	—	—	২	—
তেলিয়ামুড়া	১	—	৪	—	২	১	৩২	৫	—	—	৮	১
খোয়াই	১	—	২	১	—	—	৪৫	৭	—	—	৩	—
কলমচোরা	৪	—	—	—	—	—	৫	৩	—	—	২	১
কল্যানপুর	১	১	১	২	—	—	২৮	৯	—	—	৫	৩
এয়ারপোর্ট	১	১	—	—	—	—	১১	১	১	—	৫	১
১৯৭২												
কোতোয়ালী	৩	৩	২	১	১১	৮	৬১২	৬১	৩	২	৭৭	৯
বিশালগ	—	—	১	১	২	২	২১	৬	—	—	—	—
জিরানীয়া	:	১	৫	২	১	১	৬৭	২২	—	—	১৪	১০
সিধাই	১	—	১	১	৪	১	১৮	৬	১	১	২	—
সোনামুড়া	২	১	১	—	—	—	১৩	২	১	১	১০	৪
যাত্রাপুর	—	—	—	—	—	—	৮	৩	—	—	—	—
তেলিয়ামুড়া	৩	১	২	—	—	—	৩৮	৫	—	—	১২	৩
খোয়াই	৫	৩	—	—	—	—	৪২	১০	—	—	৬	৩
কলমচোরা	—	—	১	—	—	—	১৯	৩	—	—	৪	২
কলানপুর	১	১	২	১	১	১	৩০	১	—	—	৮	৩
এয়ারপোর্ট	১	—	—	—	২	—	১৩	—	—	—	৮	২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭৩ ইং												
কোতোয়ালী	১	—	—	—	৩	২	৯৪	২	—	—	১০	১
বিশালগড়	১	—	—	—	—	—	৪	—	—	—	—	—
জিরানীয়া	—	—	—	—	—	—	৮	৪	—	—	১	১
সিধাই	—	—	—	—	—	—	—	—	১	১	২	—
সোনামুড়া	—	—	২	—	১	—	৫	১	—	—	৩	১
যাত্রাপুর	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—
তেলিয়ামুড়া	—	—	—	—	—	—	৭	—	—	—	৩	—
খোয়াই	—	—	—	—	—	—	৬	—	—	—	—	—
কলমচোরা	—	—	—	—	—	—	৮	২	—	—	—	—
কলানপুর	—	—	—	—	—	—	৮	১	—	—	১	—
এয়ারপোর্ট	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	১	—
১৯৭০ইং												
কৈলাশহর	—	—	—	—	৬	২	১১৬	৮	২	—	১৯	১৩
ফটিকরায়	১	১	৩	২	১	১	৩৫	৫	২	১	৪	৩
মনু	১	১	—	—	—	—	১২	৫	২	১	৪	৪
ছাউমনু	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	১
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	৪০	১৪	—	—	১৪	৭
ধর্মনগর	৫	৫	৩	২	১	১	১৫২	২৪	২	—	১৫	১৩
কাঞ্চনপুর	১	১	১	—	২	২	—	৬	১	১	২	২
দামছড়া	—	—	১	১	—	—	৪	—	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭১ ইং												
কৈলাশহর	—	—	—	—	২	১	৫১	১৪	২	১	১৩	৭
ফটিকরায়	—	—	—	—	—	—	১১	৪	—	—	১২	৭
মনু	১	১	—	—	—	—	১৪	৭	—	—	৪	—
ছাউমনু	১	১	১	১	—	—	—	—	—	—	১	—
কমলপুর	১	১	৩	২	৩	৩	৬৫	১৬	২	—	১৩	৯
ধর্মনগর	৩	৩	—	—	৩	—	৮৭	১৭	২	১	১৫	৯
কাঞ্চনপুর	—	—	—	—	—	—	২০	৪	১	—	২	২
দামছড়া	—	—	—	—	—	—	৭	২	—	—	—	—
১৯৭২ ইং												
কৈলাশযর	—	—	১	১	১	১	৬১	৯	১	—	১০	৩
ফটিকরায়	—	—	১	১	—	—	৪৯	১০	—	—	৩	২
মনু	১	১	২	—	১	—	১২	৩	১	—	৩	১
ছাউমনু	—	—	২	—	১	—	২	১	—	—	—	—
কমলপুর	২	১	২	১	৫	২	৯৫	২৪	১	১	৮	৩৮
ধর্ম্মনগর	৭	—	৩	২	১	—	১৩০	৬	২	—	৬	৫
কাঞ্চনপুর	১	—	২	—	—	—	২১	৬	—	—	৩	৩
দামছড়া	—	—	—	—	—	—	৬	২	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭৩ ইং												
কৈকলাশহর	১	—	—	—	—	—	১৬	—	—	—	৯	—
কটিকরায়	—	—	—	—	—	—	৭	—	—	—	—	—
মনু	—	—	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—
ছাউমনু	—	—	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	—	—	—	—	—	—	১৮	—	—	—	—	—
ধর্ম্মনগর	২	—	২	—	—	—	১৫	—	—	—	—	—
কাঞ্চনপুর	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
দামছড়া	—	—	২	—	১	—	—	—	—	...	—	—
১৯৭০ ইং												
রাধাকিশোরপুর	৩	৯	৬	৩	২	১	৫১	১৭	—	—	৩৮	১৫
অমরপুর	[illegible]	১	৬	৫	২	১	৩৩	৫	১	১	৯	৪
গণ্ডাছড়া	১	—	১	—	৩	১	৩	২	—	—	—	—
বাইখোরা	—	—	১	—	১	১	১১	২	—	—	১০	৫
সাবরুম	২	১	—	—	১	—	৪৪	১৯	১	১	৫	৪
পুরান রাজবাড়ী	—	—	—	—	—	—	২৮	২	—	—	১০	৮
বিলোনীয়া	—	—	২	১	২	২	৪৪	৯	—	—	২০	১২
যতনবাড়ী	১	—	১	১	১	—	৩	১	—	—	৪	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭১ ইং												
রাধাকিশোরপুর	৪	৪	৪	২	৪	২	১১২	২৯	—	—	২৭	১৫
অমরপুর	—	—	—	—	২	১	২২	১৩	১	১	১০	৪
গণ্ডাছড়া	—	—	৫	—	—	—	৪	১	১	১	৫	৫
বাইখোরা	১	—	১	—	—	—	৬	২	১	১	১০	৮
সাবরুম	১	—	১	—	—	—	২৭	১০	১	১	৩	২
রাজবাড়ী	২	১	—	—	৪	১	১০	১	—	—	৮	৩
বিলোনীয়া	—	—	৪	২	৩	২	৬৩	১৯	৩	২	৯	৬
যতনবাড়ী	১	১	১	১	১	—	৩	২	—	—	৪	১
১৯৭২ ইং												
রাধাকিশোরপুর	২	২	১	১	২	১	১২৩	৩১	—	—	১৭	৭
অমরপুর	১	১	—	—	৭	২	৪২	১২	—	—	৫	২
গণ্ডাছড়া	১	১	৩	—	—	—	১১	১	১	১	২	১
বাইখোরা	১	—	—	—	—	—	১৬	৩	২	—	২	১
সাবরুম	৪	২	২	—	—	—	৩৪	৮	—	—	২	২
পুরান রাজবাড়ী	—	—	—	—	—	—	১৬	৪	—	—	২	২
বিলোনীয়া	৩	২	—	—	—	—	৭৭	১৭	২	২	১০	৩
যতনবাড়ী	১	৯	২	—	—	—	৬	—	—	—	২	১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯৭৩ ইং												
রাধাকিশোরপুর	—	—	—	—	২	১	২০	২২	১	—	৫	—
অমরপুর	—	—	—	—	—	—	৫	১	—	—	—	—
গণ্ডাছড়া	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—
রাইখোরা	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—
সাবরুম	—	—	—	—	—	—	৬	—	—	—	—	—
পুরান রাজবাড়ী	—	—	—	—	—	—	৩	—	—	—	—	—
বিলোনীয়া	—	—	—	—	—	—	৮	১	—	—	—	—
যতনবাড়ী	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

UNSTARRED QUESTION NO. 728
By Shri Tarit Mohan Das Gupta.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state—

QUESTION

বিগত তিন আর্থিক বৎসরের বা শিক্ষা বৎসরে প্রতি বৎসর কতজন বয়স্ক ব্যক্তি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন—তাহার সাব-ডিভিসন ভিত্তিক সংখ্যা জানাইবেন কি (তাহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন স্ত্রীলোক এবং আদিবাসী স্ত্রী পুরুষ কতজন)?

ANSWER

তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 677
By Shri Purna Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে ১৯৭২ ইং সনে কতজন ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হইয়াছে এবং কতটাকা মূল্যের বই বিতরণ হইয়াছে?

২। ১৯৭৩ সালে কত টাকা মূল্যের বই বিনামূল্যে বিতরণ করার পরিকল্পনা আছে?

ANSWERS

১। ৩৪৫ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হইয়াছিল এবং তজ্জন্য মোট ১০৯২.০০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

২। ১৯৭৩ সালের জন্য প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তক ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হইয়াছে। মোট ৮৪১ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে ১৫০০.০০ টাকা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 843.
By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। সদরের মান্দাই এলাকার মধুচৌধুরী পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুলটি সরকার গ্রহণ করার জন্য কোন দরখাস্ত পাইয়াছেন কি?

২। পাইয়া থাকিলে উক্ত স্কুলটিকে গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

ANSWERS

১। সদরের মান্দাই এলাকায় মধুচৌধুরী পাড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল নামে কোন বিদ্যালয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 487.

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

QUESTIONS

(১) ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্থানান্তরে বদলী করা হইয়াছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) (১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে এ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যকার হিসাব);

(২) ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে এ পর্য্যন্ত এইসব বদলীর জন্য কত টাকা T.A. এবং D.A. বাবত দিতে হয়েছে এবং এইসব বদলীর আদেশ সম্পূর্ণ কার্য্যকর হলে আর কত টাকা T.A. এবং D.A. বাবত দিতে হবে।

ANSWERS

১) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) }

UNSTARRED QUESTION NO. 706.

By Shri Kalidas Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

১ ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩এ বিলোনীয়া সহরে কোন ডিলারের মাধ্যমে সরকার কত চিনি বন্টন করেছেন—তাদের নাম ও চিনির হিসাব;

২। এই চিনির মধ্যে Levy চিনির পরিমাণ কত?

ANSWERS

১। বিলনীয়া টাউনে ডিলারের নামের তালিকা ও ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ (১৪ই মার্চ পর্য্যন্ত) বিলিকৃত চিনির পরিমাণ সম্বলীয় ষ্টেটমেন্টে প্রদত্ত হইল।

২। ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ (১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত) মোট বিলিকৃত ১২৮১ বস্তা চিনির মধ্যে ৫৫০ বস্তা লেভীর চিনি।

১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ ইং সনে বিলোনীয়া টাউনে কোন ডিলার মাধ্যমে কি পরিমাণ চিনি বিলি করা হইয়াছে তাহার তালিকা :—

সন	ডিলারের নাম	পরিমাণ
১৯৭১-৭২		
	১) বিলনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ১।	২০৭ বস্তা
	২) শ্রীপুলিন বিহারী সাহা, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ২।	৫৪ বস্তা
	৩) শ্রীগোপালকৃষ্ণ সাহা, ডিলার, বিলোনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ৩।	৬১ বস্তা
		৩২২ বস্তা
১৯৭২-৭৩ (১৪ই মার্চ, ১৯৭৩ ইং পর্য্যন্ত)	১) বিলনীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ১।	৪৬২ বস্তা
	২) শ্রীগোপালকৃষ্ণ সাহা, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ৩।	১৯০ বস্তা
	৩। শ্রীপুলিন বিহারী সাহা, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ২।	২২২ বস্তা
	৪) শ্রীদেশবন্ধু গোপ, ডিলার, বিলনীয়া টাউন, ন্যায্যমূল্যের দোকান নং ৪।	৮৫ বস্তা
		৯৫৯ বস্তা
	মোট—	১২৮১ বস্তা